'আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ্ বির রুকা' গ্রন্থের অনুবাদ
বান্দার ডাকে
আল্লাহর সাড়া
শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি কাহ্তানি
অনুবাদ : শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী
বায়ান

বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া

'আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ্ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্'
গ্রন্থের অনুবাদ

মূল (আরবি):
শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি কাহ্তানি ﷺ

অনুবাদ:
শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী

বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া

রাসূল ﷺ-এর শেখানো দুআ, যিকর ও রুক্‌ইয়া'র মাধ্যমে
আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন

হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন

“আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, আমি তেমনই; যখন সে আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সঙ্গে থাকি; সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি; সে যদি আমাকে কোনও জমায়েতে স্মরণ করে, আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম জমায়েতে স্মরণ করি; সে যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই; সে যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে প্রসারিত বাহু পরিমাণ এগিয়ে যাই; আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাই।”

(বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া, হাদীস নং, ৩৮৬ | বুখারি, ৭৪০৫)

বিষয়সূচি

অনুবাদকের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর।

মানুষকে সৃষ্টিই করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করার জন্য। আর মানুষের এ দাসত্বের মনোভাব ফুটে ওঠে দুআর মধ্য দিয়ে। তাই নবি ﷺ বলেছেন, "দুআই হলো ইবাদাত।" (বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭১৪) দুআ মুমিনের হাতিয়ার—প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার অবলম্বন। দুআ মুমিন-জীবনে আল্লাহ্ তাআলার অনুপম উপহার। তিনি ওয়াদা দিয়েছেন—আমরা তাঁকে ডাকলে, তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দেবেন। (দ্রষ্টব্য: সূরা আল-মু'মিন ৪০:৬০) দুআর শক্তি অপরিসীম; কেবল দুআ-ই পারে তাকদীর বা ভাগ্যের লিখনকে পর্যন্ত বদলে দিতে! (তিরমিযি, ২১৩৯)

'বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া' গ্রন্থটি শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি ইবনি ওয়াহাফ কাহ্তানি ﷺ-এর *আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্* গ্রন্থের অনুবাদ। এ গ্রন্থেরই অংশবিশেষ নিয়ে লেখক তাঁর হিস্‌নুল মুসলিম নামক সুপরিচিত পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন। দুআর বই হিসেবে হিস্‌নুল মুসলিম এক অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। কারণ, দৈনন্দিন জীবনের দুআগুলো সেখানে চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তা ছাড়া, আকারে ছোটো হওয়ায় তা বহন করাও সহজ। কিন্তু যে-কোনও ছোটো বইয়ের একটি সাধারণ সমস্যা হলো, তাতে একটি বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটে ওঠে না। দুআর বইয়ের ক্ষেত্রে এ কথাটি আরও বেশি প্রযোজ্য, কারণ দুআগুলো নেওয়া হয় নবি ﷺ-এর হাদীস থেকে, আর হাদীস-গ্রন্থ-অধ্যয়নে-অভ্যস্ত ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হাদীসগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত, অন্যান্য হাদীসের সহযোগিতা ছাড়া যার প্রেক্ষাপট স্পষ্ট হয় না; এমতাবস্থায় যদি দুআটিকে সংশ্লিষ্ট হাদীস থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়, তখন নবি ﷺ ওই দুআটি কখন, কাকে, কেন শিখিয়েছিলেন—তা বোঝা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

তাই, বাংলা ভাষায় আমরা এমন একটি দুআর বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করছিলাম, যেখানে বিশুদ্ধ হাদীসের বিবরণীতে দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সকল দুআ প্রসঙ্গ-সহ তুলে ধরা হবে, যাতে সহজে বোঝা যায়—নবি ﷺ ওই দুআটি কখন, কাকে, কেন শিখিয়েছিলেন। আমাদের বিবেচনায়, এ দিক থেকে সর্বোত্তম বই হলো শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি ইবনি ওয়াহাফ কাহ্তানি ﷺ-এর *আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্* গ্রন্থটি।

আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্ গ্রন্থটির দুটি সংস্করণ রয়েছে: একটি বিস্তৃত, অপরটি সংক্ষিপ্ত। বিস্তৃত সংস্করণটি প্রকাশ করেছে রিয়াদের মুআস্‌সাসাতুল জারীসি, যেখানে পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪৯৫ (চৌদ্দ শ পঁচানব্বই)। সংক্ষিপ্ত

সংস্করণেরও শিরোনাম একই, তবে সেখানে পৃষ্ঠাসংখ্যা মাত্র ১৮০ (এক শ আশি), কারণ তাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দুআর প্রেক্ষাপট ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণী বাদ পড়েছে। *'বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া'* শীর্ষক গ্রন্থটি হলো *আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্* গ্রন্থের বিস্তৃত সংস্করণের অনুবাদ।

এ অনুবাদের মূল হিসেবে ব্যবহৃত মুআস্সাসাতুল জারীসি'র বিস্তৃত সংস্করণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. এ সংস্করণে শুধু দুআটুকু উল্লেখ করেই ক্ষান্ত থাকা হয়নি, বরং প্রত্যেকটি দুআ যে-হাদীসে আছে তার পূর্ণাঙ্গ পাঠ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পাঠক স্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন—নবি ﷺ ওই দুআটি কখন, কাকে, কেন শিখিয়েছিলেন।

২. দুআর মর্মকথা ও প্রকারভেদ, দুআর মহত্ত্ব, দুআ কবুলের শর্ত, যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না, দুআ করার নিয়মকানুন, দুআ কবুলের সময়, দুআ কবুলের স্থান, নবি-রাসূলগণের ডাকে আল্লাহর সাড়া, যাদের দুআ কবুল হয়, ও মানুষের জীবনে দুআর গুরুত্ব—ইত্যাদি জরুরি বিষয়ের বিশদ পর্যালোচনা এ সংস্করণে তুলে ধরা হয়েছে, যার অধিকাংশই সংক্ষিপ্ত সংস্করণে বাদ পড়েছে।

৩. প্রত্যেকটি হাদীসের তাখ্রীজ (উৎস-নির্দেশ) করতে গিয়ে পাদটীকায় অসংখ্য হাদীসগ্রন্থের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। অনুবাদের সময় সেসব গ্রন্থের এক-দুটির নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. হাদীসের তাহ্কীক (মূল্যমান নির্ধারণ) এত বিস্তৃত পরিসরে করা হয়েছে যে, প্রায় প্রতিটি হাদীসের পর পাদটীকা যুক্ত করা হয়েছে ছয়-সাত পৃষ্ঠা পর্যন্ত। হাদীসের মূল্যমান নির্ধারণে মুহাদ্দিসদের এত দীর্ঘ চুলচেরা বিশ্লেষণ অনুবাদ-পাঠকদের জন্য খুব বেশি উপযোগী নয় বিধায়, অনুবাদের ক্ষেত্রে লেখকের অনুসিদ্ধান্ত এক-দু শব্দে পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. রুক্ইয়া অংশে কুরআন-সুন্নাহ'য় উল্লেখকৃত চিকিৎসাপদ্ধতির পাশাপাশি একজন অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর ন্যায় অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। (গ্রন্থের শেষভাগে 'মানসিক রোগব্যাধির চিকিৎসা'-অংশে দেওয়া পঁচিশ দফা পরামর্শ দ্রষ্টব্য।)

'বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া' শীর্ষক সাড়ে তিন শতাধিক পৃষ্ঠার এ অনুবাদ-গ্রন্থে একসঙ্গে তিনটি বিষয় স্থান পেয়েছে: যিকর, দুআ ও রুক্ইয়া। পাঠকবর্গ যেন দুআ-সংক্রান্ত বই বিভিন্ন জায়গায় অনায়াসে বহন করে নিয়ে যেতে পারেন এবং সব সময় সঙ্গে রাখতে পারেন—এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমরা অচিরেই এ গ্রন্থটিকে 'যিকর (হিস্নুল মুসলিম)', 'দুআ' ও 'রুক্ইয়া' শিরোনামে তিনটি ছোটো আকারের পুস্তিকা প্রকাশ করব, ইন শা আল্লাহ।

আরবি শব্দাবলির বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ (transliteration)-এর ক্ষেত্রে আরবি ভাষার মূল স্বরের প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে, যেমন—ইবরাহীম, তাসবীহ, আবূ, ইয়াহূদি

প্রভৃতি বানানে প্রচলিত হ্রস্ব ই কার ও হ্রস্ব উ কার ব্যবহার না করে দীর্ঘ ঈ কার ও দীর্ঘ ঊ কার ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ মূল আরবিতে এসব স্থানে 'মাদ' বা দীর্ঘ স্বর রয়েছে। পক্ষান্তরে নবি, সাহাবি, আলি—প্রভৃতি শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে হ্রস্ব ই-কার; কারণ মূল ভাষায় এসবের প্রত্যেকটির শেষে 'ইয়া' বর্ণ থাকলেও, তা মাদ বা দীর্ঘস্বরের 'ইয়া সাকিন' নয়। তবে যেসব ক্ষেত্রে আরবি বিশুদ্ধ বানান ও প্রচলিত বাংলা বানানের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশি, সেখানে এমন এক বানান ব্যবহার করা হয়েছে—যা মূল স্বরের কাছাকাছি, আবার বাংলা ভাষাভাষীদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়; যেমন বিশুদ্ধ আরবি বানান 'ক্বিয়া-মাহ্' এবং প্রচলিত বাংলা বানান 'কেয়ামত'—এর কোনোটি ব্যবহার না করে, 'কিয়ামাত' ব্যবহার করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের বোধগম্যতাকে সামনে রেখে আরবি শব্দাবলিকে প্রতিবর্ণীকরণের বিজ্ঞানসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করা হলে বর্তমান বানান-সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব।

গ্রন্থটির অনুবাদ নির্ভুল রাখার জন্য সাধ্য মোতাবেক চেষ্টা করেছি। তারপরও কোনও সুহৃদ বোদ্ধা পাঠকের চোখে যে-কোনও ভুল ধরা পড়লে, আমাদেরকে অবহিত করার বিনীত অনুরোধ রইল।

আসুন, রাসূল ﷺ-এর শেখানো পদ্ধতিতে সব সময় আল্লাহকে স্মরণ করি, তাঁকে ডাকি এবং যে-কোনও প্রয়োজনের কথা তাঁকে বলি; তিনি সর্বশ্রোতা ও বান্দার ডাকে সাড়া দিতে সদাপ্রস্তত।

রবের রহমত প্রত্যাশী

জিয়াউর রহমান মুন্সী

jiarht@gmail.com

২৯ মহররম ১৪৪১ হিজরি

গ্রন্থকার পরিচিতি

শাইখ ড. সাঈদ ইবনু আলি ইবনু ওয়াহাফ কাহ্তানি -এর জন্ম ১৩৭২ হিজরিতে। নবি-রাসূলগণের রীতি অনুযায়ী, শিশুকাল কেটেছে মরুভূমিতে, মেষ চরিয়ে। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু পনেরো বছর বয়সে।

প্রসিদ্ধ আলিম শাইখ আবদুল আযীয ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনি বায ﷺ-এর নিবিড় তত্ত্বাবধানে টানা বিশ বছর অধ্যয়ন করেছেন। এরপর ১৪১৯ হিজরিতে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ফিক্হুদ দাওয়াহ্ ফী সহীহিল ইমাম আল-বুখারি' শীর্ষক থিসিস রচনা করে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

তার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হলো:

- সালাতুল ইস্তিস্কা;
- আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্;
- হিসনুল মুসলিম;
- আল-ই'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্;
- আর-রিবা;
- আল-উরওয়াতুল উস্কা;
- আল-গাফ্লাহ্;
- আল-ফাওযুল আযীম ওয়াল খুসরানুল মুবীন;
- আল-হাদ্ইয়ুন নববি ফী তারবিয়াতিল আওলাদ।

১৪৪০ হিজরিতে তিনি তার মহান রবের সান্নিধ্যে পাড়ি জমান। আল্লাহ্ তাকে রহমতের চাদরে ঢেকে রাখুন! আমীন!

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। আমাদের ব্যক্তিসত্তার অনিষ্ট ও আমাদের মন্দ কর্মকাণ্ডের বিপরীতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। তিনি যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ পথ ভুলিয়ে দিতে পারে না; আর তিনি যাকে পথ ভুলিয়ে দেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই; আমি (আরও) সাক্ষ্য দিচ্ছি—মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ ও সাহাবিদের উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন!

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন (তাঁর) গোলামি করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

"জিন ও মানুষকে আমি শুধু এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার গোলামি করবে। আমি তাদের কাছে কোনও রিয্‌ক চাই না, কিংবা তারা আমাকে খাওয়াবে তাও চাই না। আল্লাহ নিজেই রিয্‌কদাতা এবং অত্যন্ত শক্তিধর ও পরাক্রমশালী।" (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৬–৫৮)

গোলামির একটি বড় ধরন হলো 'দুআ'। নবি ﷺ বলেছেন, "দুআই ইবাদাত।" এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করে শোনান:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"তোমাদের রব বলেছেন: আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যেসব মানুষ গর্বের কারণে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা গাফির/ আল-মুমিন ৪০:৬০)[১]

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭১৪, সহীহ।

لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"আর আমার বান্দারা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তা হলে তাদের বলে দাও, আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দিই, কাজেই তাদের উচিত আমার আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং আমার উপর ঈমান আনা। (একথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও) হয়তো সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১৮৬)

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

"আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণ করব; আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১৫২)

প্রত্যেক সৃষ্টিই—স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায়—আল্লাহ্‌র সামনে নত হয়ে আছে; প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা করে চলছে, তাদের প্রশংসার ধরন কেবল আল্লাহ্ তাআলাই জানেন। আল্লাহ্ বলেন:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ ۖ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾

"তুমি কি দেখো না—মহাকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে এবং যে-পাখি ডানা মেলে আকাশে ওড়ে, তারা সবাই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করছে? প্রত্যেকেই জানে তার সালাত আদায় ও পবিত্রতা বর্ণনা করার পদ্ধতি। আর এরা যা-কিছু করে আল্লাহ্ তা জানেন।" (সূরা আন-নূর ২৪:৪১)

আল্লাহ্ তাআলা (আরও) বলেন:

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

"তাঁর পবিত্রতা তো বর্ণনা করছে সাত আকাশ ও পৃথিবী এবং তাদের মধ্যে যা-কিছু আছে সব জিনিসই। এমন কোনও জিনিস নেই, যা তাঁর প্রশংসা-সহকারে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে না, কিন্তু তোমরা তাদের পবিত্রতা ও মহিমা-কীর্তন বুঝতে পারো না। আসলে তিনি বড়ই সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল।" (সূরা আল-ইসরা/ বানী ইসরাঈল ১৭:৪৪)

নবি ﷺ বলেন, "আমি মক্কার একটি পাথরকে চিনি, যা আমাকে রাসূল হিসেবে পাঠানোর আগে সালাম দিত; আমি সেটিকে এখনও শনাক্ত করতে পারব।"[১] তা ছাড়া, নবি ﷺ-এর যুগে আল্লাহ্ তাআলা সাহাবিদেরকে খাদ্যদ্রব্যের তাসবীহ্ (প্রশংসা-পাঠ) শুনিয়েছেন:

---

[১] মুসলিম, ২২৭৭।

"খাবার খাওয়ার সময় আমরা খাদ্যদ্রব্যের তাসবীহ্ শুনতে পেতাম।"[১]

যিকর, যিকরের মহত্ত্ব ও দুআর ব্যাপারে বিদ্বানগণ বহু উপকারী গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রটিকে অবহেলিত অবস্থায় ফেলে না রেখে, তারা এ বিষয়ে বিপুল-সংখ্যক গ্রন্থ লিখেছেন; এসব গ্রন্থকারদের শীর্ষে রয়েছেন ইমাম নববি, তার (কিতাবুল আযকার শীর্ষক) গ্রন্থটি এ বিষয়ে অত্যন্ত উপকারী বই, এ গ্রন্থের ব্যাপারে বলা হতো, "ঘরবাড়ি বিক্রি করে হলেও 'কিতাবুল আযকার' কেনো।"

যিকর-সংক্রান্ত কয়েকটি বই মনোযোগ-সহকারে পড়ার পর, আমার মনে ইচ্ছা জাগে—সেসব গ্রন্থ থেকে সহজ যিকর ও দুআ বিষয়ক সহীহ ও হাসান হাদীসগুলো একত্র করে, হাদীসের মূল গ্রন্থাবলির কোথায় কোথায় সেগুলো রয়েছে তা উল্লেখ করে দেবো; এর সঙ্গে যথাসম্ভব যোগ করে দেবো হাদীসের গ্রন্থাবলিতে প্রাপ্ত অন্যান্য যিকর; আর এ গ্রন্থটিকে সাজানো হবে 'যিকর', 'দুআ' ও 'রুক্ইয়া'—এ তিন ভাগে।

এ গ্রন্থে আমি সেসব যিকর, দুআ ও রুক্ইয়া সংকলন করে দিয়েছি, যা মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; যেসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ এ আমলগুলো করতেন, সেসব ক্ষেত্রে এ আমলগুলো ধারাবাহিকভাবে করতে থাকা আবশ্যক।

গ্রন্থটির বিন্যাস নিম্নরূপ:

(প্রথমদিকে উল্লেখ করা হয়েছে—) কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত যিকর ও এর মহত্ত্ব এবং ইসলামের অত্যাবশ্যক ফরজ-ওয়াজিব বাদে, একজন মুসলিমের জীবনে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে পরবর্তী রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যেসব দুআ পাঠ করা জরুরি; এর মধ্যে রয়েছে সকাল-সন্ধ্যার যিকর, ঘুম থেকে জেগে ওঠা, ঘরে ঢুকা ও সেখান থেকে বের হওয়া ও অন্যান্য সময়ের যিকর ও দুআ।

এরপর উল্লেখ করা হয়েছে—দুআ কবুলের শর্তাবলি, যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না, দুআর শিষ্টাচার, দুআ কবুলের সময়, অবস্থা ও জায়গা এবং দুআ কবুলের কারণসমূহ।

এরপর তুলে ধরা হয়েছে এমন কিছু লোকের নমুনা, যাদের দুআ আল্লাহ কবুল করেন।

এরপর দুআর প্রতি নবি-রাসূলগণের গুরুত্বারোপ, দুআর গুরুত্ব ও মানুষের জীবনে দুআর অবস্থান—এসব বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এরপর পেশ করা হয়েছে কুরআনে উল্লেখকৃত দুআসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ, হোক তা নবি-রাসূলগণের দুআ কিংবা সৎলোকদের দুআ।

তারপর নবি ﷺ-এর সেসব দুআ তুলে ধরা হয়েছে, যা কোনও নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে

[১] এটি আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রা. থেকে বর্ণিত হাদীসের অংশবিশেষ। বুখারি, ৩৫৭৯।

সংশ্লিষ্ট নয়।

এ-সবগুলোর পর রুক্ইয়া-ভিত্তিক চিকিৎসার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ্ থেকে প্রমাণিত; এর মধ্যে রয়েছে—জাদুতে আক্রান্ত হওয়ার আগের ও পরের চিকিৎসা, বদনজর বা কুদৃষ্টি লাগার আগের ও পরের চিকিৎসা, যেসব কার্যকারণ অবলম্বন করলে আল্লাহ্ তাআলার অনুমতিক্রমে হিংসুকের কুদৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়, জিনে-ধরা মানুষের চিকিৎসা, মানসিক রোগের চিকিৎসা, আঘাত ও ক্ষতের চিকিৎসা, মুসিবত, দুশ্চিন্তা, পেরেশানি, বিপর্যয়, উদ্বেগ, আতঙ্ক ও ক্রোধের চিকিৎসা, কালিজিরা, মধু ও জমজমের পানি দিয়ে চিকিৎসা এবং আত্মিক রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি।

এ গ্রন্থে উল্লেখকৃত সকল হাদীসের তথ্যসূত্র উল্লেখ করে দিয়েছি; আর এ কাজে বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছি শাইখ আলবানি, শাইখ আবদুল কাদির আরনাউত, শাইখ শুআইব আরনাউত ও আমাদের শিক্ষক ইমাম আবদুল আযীয ইবনু আব্দিল্লাহ ইবনি বায এর তাখ্রীজ (উৎস-নির্দেশ) থেকে। আল্লাহ্ তাদের সবাইকে সুরক্ষিত রাখুন ও উত্তম প্রতিদান দিন, এবং আমাদেরকে ও সকল মুসলিমকে তাদের জ্ঞান থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিন!

আমি এ গ্রন্থটির নাম দিয়েছি *'আয-যিকর ওয়াদ দুআ ওয়াল ইলাজ বির রুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ্'।*

আল্লাহ্ তাআলার সুন্দর সুন্দর নাম ও সমুন্নত গুণাবলির ওসীলায় তাঁর কাছে চাই—তিনি যেন আমার কাজকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত করেন, এ জ্ঞান থেকে যেন আমার জীবদ্দশায় ও আমার মৃত্যুর পর আমাকে উপকৃত করেন, এবং এ জ্ঞান যাদের কাছে পৌঁছুবে তাদেরকে যেন তা থেকে উপকৃত করেন। তিনিই এর তত্ত্বাবধায়ক আর এসব করার ক্ষমতা কেবল তাঁরই। আল্লাহ্ কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত রহমত ও বরকত নাযিল করুন আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ, সাহাবিগণ ও তাঁর অনুসারীদের উপর।

লেখক

সাঈদ ইবনু আলি ইবনি ওয়াহাফ কাহ্তানি

১৪০৬ হিজরির সূচনালগ্ন।

বহুল-ব্যবহৃত চিহ্ন

ﷺ 'সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'/ আল্লাহ তাঁর উপর করুণা ও শান্তি বর্ষণ করুন! (মুহাম্মাদ ﷺ-এর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليه السلام 'আলাইহিস সালাম'/ তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (সাধারণত নবিদের নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليها السلام 'আলাইহাস সালাম' / তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (মহীয়সী নারীর নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليهما السلام 'আলাইহিমাস সালাম' / উভয়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুজন নবির নাম একসঙ্গে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

عليهم السلام 'আলাইহিমুস সালাম' / তাঁদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক! (দুয়ের অধিক নবির নাম একসঙ্গে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنه 'রদিয়াল্লাহু আনহু'/ আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنها 'রদিয়াল্লাহু আনহা' / আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন! (মহিলা সাহাবির নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهما 'রদিয়াল্লাহু আনহুমা'/ আল্লাহ উভয়ের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুজন সাহাবির নাম একসঙ্গে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهم 'রদিয়াল্লাহু আনহুম' / আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক সাহাবির নাম একসঙ্গে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

رضي الله عنهن 'রদিয়াল্লাহু আনহুন্না' / আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হোন! (দুয়ের অধিক মহিলা সাহাবির নাম একসঙ্গে এলে, শেষোক্ত নামের পর ব্যবহৃত হয়।)

প্রথম পর্ব: যিকর বা আল্লাহর স্মরণ

প্রথম অধ্যায়: আল্লাহর স্মরণের মহত্ত্ব

আল্লাহর স্মরণের মহত্ত্ব: মহান কুরআনের বাণী

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

وَلَذِكْرُ اللَّـهِ أَكْبَرُ

"আর আল্লাহর স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ।" (সূরা আল-আনকাবূত ২৯:৪৫)

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾

"তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমি তোমাদের স্মরণে রাখব; তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আমার অবাধ্য হয়ো না।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১৫২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّـهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

"ওহে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো।" (সূরা আল-আহ্যাব ৩৩:৪১)

وَالذَّاكِرِينَ اللَّـهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّـهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

"যেসব পুরুষ ও নারী আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান তৈরি করে রেখেছেন।" (সূরা আল-আহ্যাব ৩৩:৩৫)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّـهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

"পৃথিবী ও মহাকাশের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পালাক্রমে যাওয়া-আসার মধ্যে সেসব বুদ্ধিমানের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন, যারা উঠতে, বসতে ও শয়নে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে। (তারা আপনা আপনি বলে ওঠে:) হে আমাদের প্রভু! এসব তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। (বাজে ও নিরর্থক কাজ করা থেকে) তুমি পাক-পবিত্র ও মুক্ত; তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও!" (সূরা আল ইমরান ৩:১৯০–১৯১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾

"ওহে যারা ঈমান এনেছ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে।" (সূরা আল-মুনাফিকূন ৬৩:৯)

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّـهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾

"যারা ব্যবসায় ও বেচাকেনার ব্যস্ততার মধ্যেও আল্লাহর স্মরণ এবং সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করা থেকে গাফিল হয়ে যায় না। তারা সেদিনকে ভয় করতে থাকে, যেদিন হৃদয় বিপর্যস্ত ও দৃষ্টি পাথর হয়ে যাবার উপক্রম হবে।" (সূরা আন-নূর ২৪:৩৭)

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

"হে নবি! তোমার রবকে স্মরণ করো—সকাল-সাঁঝে, মনে মনে, কান্নাজড়িত স্বরে ও ভীত-বিহ্বল চিত্তে এবং অনুচ্চ কণ্ঠে। তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে আছে।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২০৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

"হে ঈমানদারগণ! যখন কোনও দলের সঙ্গে তোমাদের মোকাবিলা হয়, তোমরা দৃঢ়পদ থেকো এবং আল্লাহকে স্মরণ করতে থেকো বেশি বেশি করে। আশা করা যায়, এতে তোমরা সাফল্য অর্জন করবে।" (সূরা আল-আনফাল ৮:৪৫)

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

"অতঃপর যখন তোমরা নিজেদের হাজ্জের অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে যেমন ইতঃপূর্বে তোমাদের বাপ-দাদাদের স্মরণ করতে, বরং তার চেয়ে অনেক বেশি করে স্মরণ করবে।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:২০০)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَاذْكُرُوا اللَّـهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"তারপর যখন সালাত শেষ হয়ে যায়, তখন ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো এবং অধিক মাত্রায় আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা আল-জুমুআহ্ ৬২:১০)

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

"তখন যদি সে তাসবীহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো, তা হলে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত মাছের পেটে থাকত।" (সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১৪৩–১৪৪)

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ﴿٧﴾ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾

"দিনের বেলা তোমার অনেক ব্যস্ততা রয়েছে। নিজ প্রভুর নাম স্মরণ করতে থাকো।

এবং সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরই জন্য হয়ে যাও।" (সূরা আল-মুয্যাম্মিল ৭৩:৭–৮)

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۝

"সকাল-সন্ধ্যায় তোমার রবের নাম স্মরণ করো। রাতের বেলায়ও তার সামনে সাজদায় অবনত হও। রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।" (সূরা আল-ইনসান ৭৬:২৫–২৬)

فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

"ধ্বংস সে লোকদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহর উপদেশ বাণীতে আরও বেশি কঠোর হয়ে গিয়েছে। সে সুস্পষ্ট গোমরাহির মধ্যে ডুবে আছে।" (সূরা আয-যুমার ৩৯:২২)

আল্লাহর স্মরণের মহত্ত্ব: সুন্নাহ'র বিবরণী

[১] আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﵄ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নবি ﷺ বলেছেন:
"কিছু লোক বসে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করলে, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে, দয়া তাদের আচ্ছন্ন করে নেয়, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, আর আল্লাহ তাদের কথা সেসব লোকের সামনে আলোচনা করেন, যারা তাঁর কাছে থাকেন।"[১]

[২] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:
"আল্লাহর কিছু ফেরেশতা বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সেসব লোকের সন্ধান করে, যারা (আল্লাহর) যিকর বা স্মরণ করে। আল্লাহকে স্মরণ করছে—এমন কিছু লোক পেয়ে গেলে, তারা পরস্পরকে এভাবে ডাকে—তোমরা যা খুঁজছিলে, তার দিকে তাড়াতাড়ি আসো! এরপর তারা সেসব লোককে নিজেদের ডানা দিয়ে নিকটতম আকাশ পর্যন্ত ঘিরে রাখে।
তাদের মহান রব তাদের জিজ্ঞেস করেন—অবশ্য তিনি তাদের চেয়ে ভালো জানেন—'আমার গোলামরা কী বলছে?' ফেরেশতারা বলে, 'তারা আপনার পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করছে।' আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, 'তারা কি আমাকে দেখেছে?' তারা বলেন, 'শপথ আল্লাহর! না, তারা আপনাকে দেখেনি।' তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'যদি তারা আমাকে দেখত, তা হলে কী করত?' তারা বলেন, 'তারা যদি আপনাকে দেখত, তা হলে আরও অনেক বেশি করে আপনার গোলামি, মহত্ত্ব-বর্ণনা ও পবিত্রতা ঘোষণা করত।'
তিনি বলেন, 'তারা আমার কাছে চায় কী?' তারা বলেন, 'তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়।' তিনি বলেন, 'তারা কি তা দেখেছে?' তারা বলেন, 'শপথ আল্লাহর! হে আমাদের রব! না, তারা তা দেখেনি?' তিনি বলেন, 'তারা যদি তা দেখত, তা হলে কী করত?' তারা বলেন, 'তারা যদি তা দেখত, তা হলে এর জন্য আরও অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠত, আরও বেশি করে তা অনুসন্ধান করত, আর এর প্রতি তাদের উদ্দীপনা আরও বেড়ে যেত!'

---

[১] মুসলিম, ২৭০০।

তিনি বলেন, 'তারা কী থেকে বাঁচতে চায়?' তারা বলেন, 'জাহান্নাম থেকে।' তিনি বলেন, 'তারা কি তা দেখেছে?' তারা বলেন, 'শপথ আল্লাহর! হে আমাদের রব! না, তারা তা দেখেনি?' তিনি বলেন, 'তারা যদি তা দেখত, তা হলে কী করত?' তারা বলেন, 'তারা যদি তা দেখত, তা হলে আরও কঠিন ভয় পেয়ে আরও তীব্রতার সঙ্গে (জাহান্নাম থেকে) পালানোর চেষ্টা করত।

তখন আল্লাহ বলেন, 'তা হলে আমি তোমাদের এ মর্মে সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাদের মাফ করে দিয়েছি।' তখন একজন ফেরেশতা বলে, 'তাদের মধ্যে একজন আছে, যে তাদের দলের নয়; সে নিছক একটি প্রয়োজনে এখানে এসেছে।' আল্লাহ বলেন, 'এখানে বসে-থাকা একজনও হতভাগা থাকবে না।' "[১]

[৩] আবূ মূসা আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন:

"যে-ব্যক্তি তার রবকে স্মরণে রাখে, আর যে-ব্যক্তি তার রবকে স্মরণে রাখে না—তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃত মানুষের মতো।"[২]

[৪] আবুদ দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন:

"আমি কি তোমাদের বলব না—তোমাদের কাজগুলোর মধ্যে কোনটি সর্বোত্তম, তোমাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে পরিশুদ্ধ, তোমাদের মর্যাদাকে সবচেয়ে বেশি বুলন্দ করে, তোমাদের জন্য সোনা-রুপা দান করার চেয়ে অধিক উত্তম এবং তোমাদের জন্য এর চেয়েও উত্তম যে, শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তোমরা তাদের গর্দানে আঘাত করবে আর তারাও তোমাদের গর্দানে আঘাত করবে?"

সাহাবিগণ বলেন, "অবশ্যই!" নবি ﷺ বলেন, "সেটি হলো আল্লাহর যিকর বা স্মরণ।"[৩]

[৫] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন:

"আল্লাহ তাআলা বলেন—'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যা ধারণা করে, আমি তার কাছাকাছি; যখন সে আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সঙ্গে থাকি; সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি; সে যদি আমাকে কোনও জমায়েতে স্মরণ করে, আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম জমায়েতে স্মরণ করি; সে যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই; সে যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক বাহু পরিমাণ এগিয়ে যাই; আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাই।"[৪]

[৬] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মক্কার রাস্তায় ভ্রমণ করছিলেন। জুমদান নামক পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বললেন,

"এ হলো জুমদান পাহাড়। তোমরা এগিয়ে চলো। একাকীত্ব অবলম্বনকারীরা এগিয়ে

---

[১] বুখারি, ৬৪০৮।
[২] বুখারি, ৬৪০৭।
[৩] তিরমিযি, ৩৩৭৭, সহীহ।
[৪] বুখারি, ৭৪০৫।

গিয়েছে।"

সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! একাকীত্ব অবলম্বনকারীরা কারা?" নবি ﷺ বললেন,

"যারা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে।"[১]

[৭] আবদুল্লাহ ইবনু বুসর ؓ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামের বিধিবিধান আমার জন্য অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে! আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন, যা আমি সব সময় আঁকড়ে ধরে থাকব।' নবি ﷺ বলেন,

"তোমার জিহ্বা যেন আল্লাহর যিকর বা স্মরণে সর্বদা ভেজা থাকে।"[২]

মহিমান্বিত কুরআন পাঠের মহত্ত্ব

[৮] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ؓ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

"যে-ব্যক্তি আল্লাহর গ্রন্থ (কুরআন) থেকে একটি অক্ষর পাঠ করবে, সে একটি কল্যাণ লাভ করবে; আর এ কল্যাণ দশ গুণ পর্যন্ত (বর্ধিত) হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি অক্ষর, বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর এবং মীম একটি অক্ষর।"[৩]

[৯] আবূ উমামা বাহিলি ؓ-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

"তোমরা কুরআন পাঠ করো, কারণ তা কিয়ামাতের দিন নিজের পাঠকদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আবির্ভূত হবে।

তোমরা দুটি আলো-বিকিরণকারী সূরা—আল-বাকারাহ্ ও সূরা আ-ল ইমরান—পাঠ করো, কারণ এ দুটি (সূরা) কিয়ামাতের দিন এমনভাবে আবির্ভূত হবে, ঠিক যেন দু'খণ্ড মেঘ, অথবা দুটি ছায়া, অথবা যেন ডানা-মেলে-উড়তে-থাকা পাখিদের দুটি ঝাঁক; এরা নিজেদের পাঠকদের পক্ষে যুক্তিপ্রমাণ তুলে ধরবে।

তোমরা সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ করো; এটি আঁকড়ে ধরার মধ্যে বরকত আছে, পরিত্যাগের মধ্যে আছে আফসোস। এর বিপরীতে জাদুকররা টিকতে পারে না।"[৪]

[১০] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

"কুরআন যার নিত্যসঙ্গী, তাকে বলা হবে[৫]—পাঠ করো আর উপরে ওঠো; ধীরস্থিরভাবে পাঠ করো, যেভাবে ধীরস্থিরভাবে দুনিয়ায় পাঠ করতে; তুমি সর্বশেষ যে আয়াতটি পাঠ করবে, সেটিই হবে তোমার আবাস।"[৬]

---

[১] মুসলিম, ২৬৭৬।

[২] তিরমিযি, ৩৩৭৫, এ সনদে গরীব; হাকিমের মতে, এর ইসনাদটি সহীহ।

[৩] তিরমিযি, ২৯১০, এ সনদে হাসান সহীহ গরীব।

[৪] মুসলিম, ৮০৪।

[৫] আক্ষরিক অনুবাদ: 'কুরআনের সহচরকে বলা হবে'।

[৬] আবূ দাউদ, ১৪৬৪, সহীহ।

[১১] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:
"তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কবর বানিয়ো না। যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ করা হয়, শয়তান ওই ঘর থেকে পালিয়ে যায়।"[১]

সালাতে কুরআন পাঠের মহত্ত্ব

[১২] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:
"তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে—সে তার পরিবারের কাছে ফিরে এসে দেখবে, তার তিনটি বড় আকারের নাদুসনুদুস গর্ভবতী উষ্ট্রী আছে?"[২]
আমরা বলি, "হ্যাঁ!" নবি ﷺ বলেন:
"তা হলে তোমাদের কেউ যদি সালাতে তিনটি আয়াত পাঠ করে, তা হবে তার জন্য তিনটি বড় আকারের নাদুসনুদুস গর্ভবতী উষ্ট্রীর চেয়ে উত্তম।"[৩]

[১৩] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:
"যে-ব্যক্তি এ ফরজ সালাতগুলো সঠিকভাবে আদায় করবে, গাফিলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না; আর যে-ব্যক্তি একরাতে এক শ আয়াত পাঠ করবে, গাফিলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না অথবা তার নাম লেখা হবে বিনয়ী লোকদের তালিকায়।"[৪]

[১৪] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:
"যে-ব্যক্তি (রাতের সালাতে) দাঁড়িয়ে দশটি আয়াত পাঠ করবে, গাফিলদের তালিকায় তার নাম লেখা হবে না; যে-ব্যক্তি (রাতের সালাতে) দাঁড়িয়ে এক শ আয়াত পাঠ করবে, তার নাম লেখা হবে বিনয়ী লোকদের তালিকায়; আর যে-ব্যক্তি (রাতের সালাতে) দাঁড়িয়ে এক হাজার আয়াত পাঠ করবে, তার নাম লেখা হবে বিপুল-সাওয়াবের-অধিকারী লোকদের তালিকায়।"[৫]

[১৫] তামীম দারি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:
"যে-ব্যক্তি একরাতে এক শ আয়াত পাঠ করবে, তার আমলনামায় একরাত আল্লাহর সামনে বিনীত থাকার সাওয়াব লেখা হবে।"[৬]

[১৬] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন,
"(অপরের কোনও কিছুর জন্য) ঈর্ষা করা যাবে না, তবে দুটি বিষয় এর ব্যতিক্রম:
(১) কোনও ব্যক্তিকে আল্লাহ কুরআন(-এর জ্ঞান) দিয়েছেন আর সে তা দিনরাত অনুসরণ করে, এবং
(২) কোনও ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন আর সে তা দিনরাত (ভালো কাজে)

---

[১] মুসলিম, ৫৩৯।
[২] মরুভূমির জাহাজখ্যাত উট হলো মরুচারী বেদুইনদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। (অনুবাদক)
[৩] মুসলিম, ৮০২।
[৪] ইবনু খুযাইমা, ১১৪২; হাকিম, ১/৩০৮, সহীহ।
[৫] আবূ দাঊদ, ১৩৯৮, সহীহ।
[৬] আহমাদ, ৪/১০৩, সহীহ।

খরচ করে।"[১]

কুরআন শেখা, শেখানো ও সামষ্টিক অধ্যয়নের মহত্ত্ব

[১৭] উকবা ইবনু আমির ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা তখন সুফ্ফায়। এমন সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বের হয়ে বললেন:

"তোমাদের কে পছন্দ করে—সে প্রতিদিন সকালবেলা বুতহান বা আকীক (উপত্যকা) পর্যন্ত যাবে এবং কোনও গোনাহে জড়িত হওয়া কিংবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়াই সেখান থেকে বড় দুটি উষ্ট্রী নিয়ে আসবে?"

আমরা বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো আমাদের (সবারই) পছন্দ!" তখন তিনি বললেন:

"তা হলে তোমাদের প্রত্যেকে কেন সকালে মাসজিদে গিয়ে আল্লাহ্ তাআলার কিতাব থেকে দুটি আয়াত শিখে না কিংবা পড়ে না? তার জন্য সেটি হতো দুটি উষ্ট্রীর চেয়ে উত্তম। তার জন্য তিনটি আয়াত হতো তিনটি উষ্ট্রীর চেয়ে উত্তম, চারটি আয়াত হতো চারটি উষ্ট্রীর চেয়ে উত্তম এবং যত আয়াত তত উষ্ট্রীর চেয়ে উত্তম।"[২]

[১৮] উসমান ইবনু আফ্ফান ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে কুরআন শিখে ও তা শেখায়।"[৩]

[১৯] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

"যে-ব্যক্তি কোনও মুমিনের পার্থিব কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ্ তার কিয়ামাত দিনের একটি কষ্ট দূর করে দেবেন;

যে-ব্যক্তি ঋণগ্রহীতাকে (ঋণ পরিশোধের জন্য বাড়তি) সময় দেয়, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার বিষয়াদি সহজ করে দেবেন;

যে-ব্যক্তি কোনও মুসলিমের দোষত্রুটি গোপন করে রাখে, আল্লাহ্ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষত্রুটি গোপন করে রাখবেন।

আল্লাহ্ ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।

যে-ব্যক্তি জ্ঞান অনুসন্ধানের লক্ষ্যে কোনও পথে চলতে শুরু করে, এর বিনিময়ে আল্লাহ্ তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দেন।

যখনই কিছু লোক আল্লাহর কোনও একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং তা সামষ্টিকভাবে অধ্যয়ন করে, তখনই তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, করুণা তাদের আচ্ছাদিত করে নেয়, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাদের কথা সেসব লোকের সামনে আলোচনা করেন যারা তাঁর কাছে থাকে।

যার কর্মকাণ্ড তাকে পেছনে ফেলে দেয়, তার বংশপরিচয় তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে

---

[১] বুখারি, ৫০২৫; মুসলিম, ৫৫৮।

[২] মুসলিম, ৮০৩।

[৩] বুখারি, ৫০২৭।

পারে না।"[১]

[২০] ইমরান ইবনু হুছাইন ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি এক লোকের পাশ দিয়ে গেলেন, যে কুরআন পাঠ করার পর ভিক্ষা চাইল। এ অবস্থা দেখে তিনি বলে ওঠেন 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন/ আমরা তো আল্লাহরই, আর আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে!' এরপর তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

"যে-ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, সে যেন এর বিনিময় আল্লাহর কাছে চায়; কারণ কিছুদিন পরেই বিভিন্ন দলের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুরআন পাঠ করবে আর এর বিনিময় চাইবে মানুষের কাছে।"[২]

আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসা ও ক্রটিহীনতা ঘোষণার মহত্ত্ব

[২১] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন এক শ' বার বলবে—

"আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
তাঁর কোনও অংশীদার নেই;	لَا شَرِيْكَ لَهُ
শাসনক্ষমতা তাঁর; প্রশংসাও তাঁরই;	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"	وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

তাকে দশ জন দাস মুক্ত করার সাওয়াব দেওয়া হবে, তার জন্য এক শ'টি কল্যাণ লেখা হবে, তার (আমলনামা) থেকে এক শ'টি মন্দ জিনিস মুছে ফেলা হবে, আর ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে থাকবে শয়তানের প্রভাব-বলয় থেকে নিরাপদ; কোনও ব্যক্তির আমলই তার চেয়ে উত্তম বলে গণ্য হবে না, তবে কেউ যদি তার চেয়ে বেশি আমল করে থাকে, তা হলে তার কথা ভিন্ন।'[৩]

[২২] আবূ আইয়ূব আনসারি ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন: 'যে-ব্যক্তি দশ বার বলে—

"আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
তাঁর কোনও অংশীদার নেই;	لَا شَرِيْكَ لَهُ
শাসনক্ষমতা তাঁর, প্রশংসাও তাঁরই;	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"	وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

সে যেন ইসমাঈল ﵇-এর সন্তানদের মধ্য থেকে চারজন ব্যক্তিকে মুক্ত করে দিল।'[৪]

---

[১] মুসলিম, ২৬৯৯।
[২] তিরমিযি, ২৯১৭, হাসান।
[৩] বুখারি, ৩২৯৩।
[৪] বুখারি, ৬৪০৪।

[২৩] আবূ আইয়াশ যুরাকি ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'যে-ব্যক্তি সকালবেলা বলে—

"আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই, তিনি একক;	لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ
তাঁর কোনও অংশীদার নেই;	لَا شَرِيْكَ لَهُ
শাসনক্ষমতা তাঁর, প্রশংসাও তাঁরই;	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"	وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

সে ইসমাঈল ﵇-এর সন্তানদের মধ্য থেকে একজনকে মুক্ত করে দেওয়ার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে, তার জন্য দশটি কল্যাণ লেখা হবে, তার (আমলনামা) থেকে দশটি গোনাহ মুছে ফেলা হবে, তার মর্যাদা দশ স্তর বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সে থাকবে শয়তানের প্রভাব-বলয় থেকে নিরাপদ। আর সন্ধ্যা-সময় এটি বললে, সকাল পর্যন্ত সে অনুরূপ প্রতিদান পেতে থাকবে।'[১]

[২৪] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'যে-ব্যক্তি দিনে এক শ বার বলে—

"আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত; প্রশংসা কেবল তাঁরই"	سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

তার (আমলনামা) থেকে তার ভুলগুলো মুছে ফেলা হয়, সেগুলো সমুদ্রের ফেনার সমান হলেও।'[২]

[২৫] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এটি এক শ বার পাঠ করে—

"আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত; প্রশংসা কেবল তাঁরই"	سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ

কিয়ামাতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে কেউ আসতে পারবে না; তবে যে ব্যক্তি অনুরূপ অথবা এর চেয়ে বেশি পাঠ করেছে, তার কথা ভিন্ন।'[৩]

[২৬] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেছেন, 'যে-ব্যক্তি বলে—

"মহান আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত; প্রশংসা কেবল তাঁরই"	سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهِ

জান্নাতে তার জন্য একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়।'[৪]

[২৭] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'দুটি কথা মুখে উচ্চারণ করা সহজ, (কিন্তু) পাল্লায় অত্যন্ত ভারী (এবং) দয়াময়ের কাছে খুবই প্রিয়—

---

[১] আবূ দাউদ, ৫০৭৭, হাসান।
[২] বুখারি, ৬৪০৫।
[৩] মুসলিম, ২৬৯২।
[৪] তিরমিযি, ৩৪৬৪, হাসান সহীহ গরীব।

"আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত; প্রশংসা কেবল তাঁরই;	سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ
মহান আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত।" '[১]	سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

[২৮] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা নবি ﷺ-এর কাছে ছিলাম। তখন তিনি বলেন, "প্রতিদিন এক হাজার কল্যাণ লাভ করতে পারে না—তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে?" সেখানে বসে-থাকা এক লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমাদের মধ্যে কেউ এক হাজার কল্যাণ লাভ করবে কীভাবে?' নবি ﷺ বলেন, "সে (যদি) এক শ বার তাসবীহ্ (আল্লাহ তাআলার ত্রুটিহীনতা) পাঠ করে, তা হলে তার জন্য এক হাজার কল্যাণ লেখা হয়, অথবা তার (আমলনামা) থেকে এক হাজার গোনাহ কমিয়ে দেওয়া হয়।" '[২]

[২৯] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'সর্বোত্তম যিকর হলো "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই)" আর সর্বোত্তম দুআ হলো "আলহামদু লিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর)"।'[৩]

[৩০] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যা-কিছুর উপর সূর্য উদিত হয়, সেসবের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় হলো নিচের কথাগুলো বলা—

"আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত;	سُبْحَانَ اللهِ
প্রশংসা সবই আল্লাহর;	وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই;	وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।" '[৪]	وَاللهُ أَكْبَرُ

[৩১] সামুরা ইবনু জুনদুব ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলার কাছে প্রিয় কথা চারটি—

"আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত;	سُبْحَانَ اللهِ
প্রশংসা সবই আল্লাহর;	وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।" '[৫]	وَاللهُ أَكْبَرُ

---

[১] বুখারি, ৬৪০৬।
[২] মুসলিম, ২৬৯৮।
[৩] তিরমিযি, ৩৩৮৩, হাসান।
[৪] মুসলিম, ২৬৯৫।
[৫] মুসলিম, ২৬৯৫।

(বলার সময়) তুমি যে-কোনও একটি দিয়ে শুরু করতে পারো, তাতে কোনও সমস্যা নেই। আর তোমার বালকদের জন্য এসব নাম রাখবে না—ইয়াসার (স্বস্তি), রবাহ্ (লাভ), নাজীহ্ (ভালো) ও আফলাহ্ (অধিক সফল); কারণ তুমি যখন বলবে, 'এখানে কি অমুক আছে?' কেউ তখন বলে ওঠবে 'না'! এ হলো চারটি (নাম); আমার কাছে এর অতিরিক্ত কিছু জিজ্ঞাসা করো না।'[১]

[৩২] আবূ সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'যেসব ভালো কাজ টিকে থাকবে, সেগুলো বেশি বেশি করো।' জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী?' নবি ﷺ বলেন—

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ;	اَللّٰهُ أَكْبَـرُ
আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ
আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত;	سُبْحَانَ اللّٰهِ
প্রশংসা সবই আল্লাহর;	وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
আল্লাহ ছাড়া (কারও) কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই।"[২]	وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

[৩৩] আবূ মূসা আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন খাইবার যুদ্ধ শুরু করেছেন কিংবা সেদিকে রওয়ানা দিয়েছেন। সাহাবিগণ উঁচু স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় একটি উপত্যকা দেখতে পেয়ে জোরে তাকবীর ধ্বনি দেন: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই)। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

"তোমাদের আওয়াজ নিচু করো। তোমরা কোনও বধির কিংবা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না; তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা ও অতি-নিকটে-থাকা এক সত্তাকে; তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন।"

আমি ছিলাম আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সওয়ারির পেছনে। তিনি আমাকে বলতে শুনেন: লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই)। তখন নবি ﷺ বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু কাইস!" আমি বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির!' তিনি বলেন,

"আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্যের সন্ধান দেবো না, যা হলো জান্নাতের একটি ভাণ্ডার স্বরূপ?"

আমি বলি, 'অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক!' তিনি বলেন, (সেটি হলো)—

---

[১] মুসলিম, ২১৩৭।
[২] ইবনু হিব্বান, ৩/১২১/৮৪০, সহীহ।

"আল্লাহ ছাড়া (কারও) কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই।"[১]	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

[৩৪] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এক বেদুইন এসে বলে, "আমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দিন, যা আমি (সব সময়) পাঠ করব।" নবি ﷺ বলেন, "তুমি বোলো—

আল্লাহ্ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই; তিনি একক;	لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
তাঁর (সার্বভৌম ক্ষমতায়) কোনও অংশীদার নেই;	لَا شَرِيْكَ لَهُ
আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ;	اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا
বিপুল প্রশংসা কেবল আল্লাহর;	وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا
জগৎসমূহের শাসক ও অধিপতি আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত;	سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
পরাক্রমশালী বিজ্ঞ আল্লাহ ছাড়া কোনও শক্তি-ক্ষমতা নেই।"	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

বেদুইন বলে, "এগুলো তো আমার রবের জন্য! আমার নিজের জন্য কী (পড়ব)?" নবি ﷺ বলেন, "তুমি বোলো—

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও; আমার উপর দয়া করো;	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ
আমাকে (সঠিক) পথে পরিচালিত করো;	وَاهْدِنِيْ
ও আমার জীবিকার সুব্যবস্থা করে দাও!"	وَارْزُقْنِيْ

বেদুইন চলে যাওয়ার পর, নবি ﷺ বলেন, "লোকটি দু' হাত ভরে কল্যাণ নিয়ে গেল!" '[২]

[৩৫] তারিক ইবনু আশ্ইয়াম আশ্জায়ি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কোনও ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে নবি ﷺ তাকে সালাত শেখাতেন, তারপর তাকে এসব বাক্যের মাধ্যমে দুআ করার নির্দেশ দিতেন—

"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো;	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ
আমার উপর দয়া করো;	وَارْحَمْنِيْ
আমাকে (সঠিক) পথে পরিচালিত করো, আমাকে মাফ করো;	وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ
আমার জীবিকার সুব্যবস্থা করে দাও।"[৩]	وَارْزُقْنِيْ

[১] বুখারি, ৪২০২।
[২] মুসলিম, ২০৭২।
[৩] মুসলিম, ২৬৯৭।

নবি ﷺ যেভাবে তাসবীহ্ পাঠ করতেন

[৩৬] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দেখেছি—তিনি তাঁর ডান হাত দিয়ে তাসবীহ্ গণনা করছেন।'[১]

[৩৭] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ পবিত্রতা-অর্জন, চিরুনি ব্যবহার ও জুতা পরিধান-সহ তাঁর সকল কাজ সাধ্যমতো ডানদিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।'[২]

আল্লাহর যিকর ও নবি ﷺ-এর দরুদ পাঠ হয় না—এমন মজলিশে বসার ব্যাপারে সতর্কবাণী

[৩৮] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "লোকজন যদি এমন কোনও মজলিশে বসে, যেখানে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে না এবং তাদের নবির উপর দরুদ পাঠ করে না, তা হলে ওই মজলিশ হবে তাদের আফসোসের কারণ; আল্লাহ চাইলে তাদের শাস্তি দেবেন, আর চাইলে তাদের ক্ষমা করে দেবেন।" '[৩]

[৩৯] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "একদল লোক বৈঠক থেকে ওঠল, অথচ সেখানে আল্লাহর যিকর (স্মরণ) করল না, এরা যেন মরা গাধা (খাওয়ার অনুষ্ঠান) থেকে ওঠল; এটি হবে তাদের আফসোসের কারণ।" '[৪]

[৪০] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি কোনও বৈঠকে বসল, অথচ তাতে আল্লাহ তাআলার যিকর করল না, তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আফসোস! যে ব্যক্তি কোনও জায়গায় শয়ন করল, অথচ সেখানে আল্লাহ তাআলার যিকর করল না, তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আফসোস!" '[৫]

---

[১] আবূ দাউদ, ১৫০২, সহীহ।
[২] বুখারি, ৪২৬।
[৩] তিরমিযি, ৩৩৮০, হাসান সহীহ।
[৪] আবূ দাউদ, ৪৮৫৫, সহীহ।
[৫] আবূ দাউদ, ৪৮৫৬, ৫০৫৯, হাসান।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কুরআন ও সুন্নাহ'র যিকরসমূহ

ঘুমানোর সময় এবং ঘুম থেকে উঠে

ঘুমানোর সময় এবং ঘুম থেকে ওঠার সময় দুআ

[৪১] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ ঘুমানোর ইচ্ছা পোষণ করলে বলতেন—

"হে আল্লাহ! তোমার নামেই	بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ
মরি এবং (তোমার নামেই) বাঁচি।"	أَمُوتُ وَأَحْيَا

আর ঘুম থেকে জেগে উঠে বলতেন—

"সকল প্রশংসা আল্লাহর,	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
যিনি আমাদের মৃত্যু দেওয়ার পর জীবিত করেন;	الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا
আর তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।"[১]	وَإِلَيْهِ النُّشُوْرِ

[৪২] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন বিছানা থেকে উঠে আবার বিছানায় ফিরে আসে, সে যেন তার কাপড়ের নিম্নভাগ দিয়ে বিছানাটি তিনবার ঝেড়ে নেয়; কারণ, সে জানে না—সে উঠে যাওয়ার পর সেখানে কী জায়গা করে নিয়েছে; আর শোয়ার সময় সে যেন বলে—

"হে আমার রব! তোমার নামে শয়ন করলাম,	بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ
আর তোমার অনুমতিক্রমে জেগে ওঠব।	وَبِكَ أَرْفَعُهُ
তুমি যদি আমার সত্তাকে রেখে দাও,	فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ
তা হলে এর প্রতি করুণা করো;	فَارْحَمْهَا
আর যদি ফেরত পাঠাও, তা হলে একে সুরক্ষিত রাখো,	وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا
যেভাবে তোমার নেক বান্দাদের সুরক্ষা দিয়ে থাকো!" '	بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

আরেক বর্ণনায় এসেছে, (নবি ﷺ বলেন) 'তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে, তখন সে যেন বলে—

"সকল প্রশংসা আল্লাহর,	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
যিনি আমার দেহে প্রশান্তি দিয়েছেন,	الَّذِيْ عَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ
আমার দেহে আমার আত্মা ফেরত পাঠিয়েছেন	وَرَدَّ عَلَيَّ رُوْحِيْ

---

[১] বুখারি, ৬৩১২।

এবং তাঁকে স্মরণ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।" '[১] وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ

[৪৩] উবাদাহ্ ইবনুস সামিত ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে এ বাক্যগুলো বলে—

"আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক, لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ
তাঁর কোনও অংশীদার নেই, لَا شَرِيكَ لَهُ
রাজত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁর, لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আল্লাহ পবিত্র, سُبْحَانَ اللهِ
সকল প্রশংসা আল্লাহর, وَالْحَمْدُ لِلهِ
আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, وَلَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, وَاللهُ أَكْبَرُ

আল্লাহ ছাড়া কারও কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই।" وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

এরপর বলে, "হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও!" অথবা অন্য কোনও দুআ করে, তার দুআ কবুল হয়। তারপর ওযু করে সালাত আদায় করলে, তার সালাত কবুল হয়।'[২]

[৪৪] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে ঘুমিয়ে ছিলেন। একপর্যায়ে (তিনি দেখতে পান) নবি ﷺ ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করেন। তারপর ওযু করে (সূরা আল ইমরান-এর শেষ দশটি আয়াত) পাঠ করছেন:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ

[১] তিরমিযি, ৩৪০১, হাসান।
[২] বুখারি, ১১৫৪।

هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٩٦﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٩٧﴾ لَـٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّـهِ ۗ وَمَا عِندَ اللَّـهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّـهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّـهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُولَـٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّـهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

"পৃথিবী ও আকাশের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের পালাক্রমে যাওয়া-আসার মধ্যে সেসব লোকের জন্য রয়েছে বহুতর নিদর্শন, যারা উঠতে, বসতে ও শয়নে সব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর গঠন নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করে। (তারা আপনা আপনি বলে ওঠে:) হে আমাদের প্রভু! এসব তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। বাজে ও নিরর্থক কাজ করা থেকে তুমি পবিত্র ও মুক্ত। কাজেই হে প্রভু! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করো। তুমি যাকে জাহান্নামে ফেলে দিয়েছ, তাকে আসলে বড়ই লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে ঠেলে দিয়েছ এবং এহেন জালেমদের কোনও সাহায্যকারী হবে না। হে আমাদের মালিক! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছিলাম। তিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করছিলেন। তিনি বলছিলেন, তোমরা নিজেদের রবকে মেনে নাও। আমরা তার আহ্বান গ্রহণ করেছি। কাজেই, হে আমাদের প্রভু! আমরা যেসব গোনাহ করেছি তা মাফ করে দাও। আমাদের মধ্যে যেসব অসৎবৃত্তি আছে সেগুলো আমাদের থেকে দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সঙ্গে আমাদের শেষ পরিণতি দান করো। হে আমাদের রব! তোমার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে তুমি যেসব ওয়াদা করেছ, সেগুলো পূর্ণ করো এবং কিয়ামাতের দিন আমাদের লাঞ্ছনার গর্তে ফেলে দিয়ো না। নিঃসন্দেহে তুমি ওয়াদা ভঙ্গকারী নও। জবাবে তাদের রব বললেন, আমি তোমাদের কারও কর্মকাণ্ড নষ্ট করব না। পুরুষ হও বা নারী, তোমরা সবাই একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। কাজেই যারা আমার জন্য নিজেদের স্বদেশভূমি ত্যাগ করেছে এবং আমার পথে যাদেরকে নিজেদের ঘর বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া ও কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং যারা আমার জন্য লড়েছে ও মারা গেছে, তাদের সমস্ত গোনাহ আমি মাফ করে দেবো এবং তাদেরকে এমন সব বাগানে প্রবেশ করাব যার নিচে দিয়ে ঝরনাধারা বয়ে চলবে। এসব হচ্ছে আল্লাহর কাছে তাদের প্রতিদান এবং সবচেয়ে ভালো প্রতিদান আল্লাহর কাছেই আছে। বিভিন্ন দেশে আল্লাহর নাফরমান লোকদের চলাফেরা যেন তোমাকে ধোঁকায় ফেলে না দেয়। এটা নিছক কয়েক দিনের জীবনের সামান্য আনন্দ-ফূর্তি মাত্র। তারপর এরা সবাই জাহান্নামে চলে যাবে,

যা সবচেয়ে খারাপ স্থান। বিপরীত পক্ষে যারা নিজেদের রবকে ভয় করে জীবন যাপন করে, তাদের জন্য এমন সব জান্নাত রয়েছে, যার নিচে দিয়ে ঝরনাধারা বয়ে চলছে। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এ হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য মেহমানদারির সরঞ্জাম। আর যা-কিছু আল্লাহর কাছে আছে, নেক লোকদের জন্য তাই ভালো। আহলে কিতাবদের মধ্যেও এমন কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহকে মানে, তোমাদের কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে তার উপর ঈমান আনে এবং এর আগে তাদের নিজেদের কাছে যে কিতাব পাঠানো হয়েছিল তার উপরও ঈমান রাখে, যারা আল্লাহর সামনে বিনত-মস্তক এবং আল্লাহর আয়াতকে সামান্য দামে বিক্রি করে না। তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে। আর তিনি হিসেব চুকিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে দেরি করেন না। হে ঈমানদারগণ! সবরের পথ অবলম্বন করো, বাতিলপন্থীদের মোকাবিলায় দৃঢ়তা দেখাও, হকের খেদমত করার জন্য উঠে-পড়ে লাগো এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।”

এরপর নবি ﷺ দাঁড়িয়ে দু' রাকআত সালাত আদায় করেন; ওই সালাতে তিনি কিয়াম, রুকূ ও সাজদাগুলো অনেক দীর্ঘায়িত করেন। সালাত শেষে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন ...।'[১]

ঘুম থেকে উঠে আল্লাহকে স্মরণ করার মহত্ত্ব

[৪৫] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'তোমাদের কেউ ঘুমাতে গেলে, তার মাথার পেছন দিকে শয়তান তিনটি গিঁট দেয়। প্রত্যেকটি গিঁটের জায়গায় সে চাপড় দিয়ে বলে, “তোমার সামনে দীর্ঘ রাত পড়ে আছে; সুতরাং আরামে ঘুম দাও!” মানুষ যখন ঘুম থেকে জেগে আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন একটি গিঁট খুলে যায়; সে যদি ওযু করে, তাতে (আরও) একটি গিঁট খুলে যায়; এরপর সালাত আদায় করলে (তৃতীয়) গিঁট খুলে যায়; এর ফলে তার সকাল কাটে প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল অবস্থায়। অন্যথায় তার সকাল কাটে নোংরা-মন ও অলস অবস্থায়।'[২]

কাপড় পরিধান ও খুলে রাখার সময়

কাপড় বা পাগড়ি অথবা অনুরূপ কিছু পরিধান করার দুআ

[৪৬] মুআয ইবনু আনাস জুহানি ؓ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'যে-ব্যক্তি খাবার খেয়ে বলে—

“সকল প্রশংসা আল্লাহর,	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
যিনি আমাকে এ খাবার খাইয়েছেন	الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ
এবং আমাকে এ জীবনোপকরণ দিয়েছেন,	وَرَزَقَنِيْهِ

[১] বুখারি, আস্‌কালানি, ফাতহুল বারী, ২/৫৫৯।
[২] বুখারি, ১১৪২।

যার পেছনে না আছে আমার কোনও সামর্থ্য	مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ
আর না আছে (আমার) কোনও শক্তি।"	وَلَا قُوَّةٍ

তার আগের ও পরের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। আর যে-ব্যক্তি কাপড় পরিধান করার সময় বলে—

"সকল প্রশংসা আল্লাহর,	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
যিনি আমাকে এ পোশাক পরিয়েছেন	الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا الثَّوْبَ
এবং আমাকে এ জীবনোপকরণ দিয়েছেন,	وَرَزَقَنِيْهِ
যার পেছনে না আছে আমার কোনও সামর্থ্য	مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ
আর না আছে (আমার) কোনও শক্তি।"	وَلَا قُوَّةٍ

তার আগের ও পরের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।[১]

নতুন কাপড় পরিধান করার দুআ

[৪৭] আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনও নতুন কাপড় পরিধান করলে—হোক সেটি পাগড়ি কিংবা জামা অথবা চাদর—তিনি সেটির নাম উল্লেখ করে বলতেন,

"হে আল্লাহ! প্রশংসা কেবল তোমারই।	اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ
তুমিই আমাকে এ পোশাক পরিধান করিয়েছ।	أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ
আমি তোমার কাছে এর কল্যাণ চাই	أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ
এবং যে-উদ্দেশ্যে এটি তৈরি হয়েছে তার কল্যাণ চাই;	وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ
আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই এর অনিষ্ট থেকে	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ
এবং যে-উদ্দেশ্যে এটি তৈরি হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে।"[২]	وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

নতুন পোশাক পরিধানকারীর জন্য দুআ

[৪৮] খালিদ ইবনু সাঈদ ﷺ-এর মেয়ে উম্মু খালিদ ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে একটি পোশাক আনা হলো, যার উপর ছিল কালো রঙের নকশা। তখন তিনি বলেন, "এ পোশাকটি আমরা কাকে পরাতে পারি?" সাহাবিগণ নীরব থাকলে নবি ﷺ বলেন, "উম্মু খালিদকে নিয়ে আসো।" এরপর আমাকে নবি ﷺ-এর কাছে আনা হলে, তিনি নিজের হাতে ওই পোশাকটি আমাকে পরিয়ে দেন।[৩] তারপর দু'বার বলেন—

[১] আবূ দাউদ, ৪০২৩; তিরমিযি, ৩৪৫৮, হাসান গরীব।
[২] আবূ দাউদ, ৪০২০, হাসান।
[৩] এটি ওই সময়ের ঘটনা, যখন উম্মু খালিদ তাঁর পিতার সঙ্গে ইথিওপিয়া থেকে হিজরত করে

"আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন!" أَبْلِ وَأَخْلِقِي

এরপর তিনি পোশাকটির নকশার দিকে তাকিয়ে আঙুল দিয়ে আমার দিকে ইশারা করে বলতে থাকেন, "উম্মু খালিদ! এটি তো অনেক সুন্দর!" '[১]

[৪৯] ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, 'উমার ﷺ-এর গায়ে একটি সাদা জামা দেখে নবি ﷺ বলেন, "তোমার এ জামাটি কি নতুন, নাকি ধোয়ার ফলে এমন দেখাচ্ছে?" তিনি বলেন, "এটি বরং নতুন।" তখন নবি ﷺ বলেন—

"তুমি নতুন পোশাক পরিধান কোরো, اِلْبِسْ جَدِيْدًا

প্রশংসিত অবস্থায় বেঁচে থেকো, وَعِشْ حَمِيْدًا

শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ কোরো وَمُتْ شَهِيْدًا

আর আল্লাহ তাআলা তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতে চক্ষু-শীতলকারী জিনিস দান করুন!" وَيَرْزُقُكَ اللهُ تَعَالَى قُرَّةَ عَيْنٍ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

উমার ﷺ বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্যও একই দুআ করছি।" '[২]

[৫০] আবূ নাদ্‌রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ-এর সাহাবিদের মধ্যে কেউ নতুন জামা গায়ে দিলে, তাকে বলা হতো—

"তুমি (এটি) গায়ে দিয়ে শেষ করে ফেলো, تُبْلِيْ

তারপর আল্লাহ তাআলা আরেকটির ব্যবস্থা করে দিন।" '[৩] وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى

কাপড় খুলে রাখার সময় দুআ

[৫১] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'গায়ের জামা খুলে রাখার সময়, জিনের চোখ ও আদমসন্তানের গোপনীয় অঙ্গসমূহের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করতে চাইলে, তারা যেন বলে—

"আল্লাহর নামে।" '[৪] بِسْمِ اللهِ

টয়লেটে ঢুকা ও বের হওয়া

টয়লেটে ঢুকার সময় দুআ

[৫২] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ টয়লেটে ঢুকার সময় বলতেন—

মদীনায় আসেন। তখন তাঁর বয়স ছিল খুবই কম। (দেখুন: বুখারি, ৩৮৭৪)

[১] বুখারি, ৩০৭১, ৩৮৭৪।

[২] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ৩/৩৫৬, সহীহ।

[৩] আবূ দাঊদ, ৪০২০, সহীহ।

[৪] তাবারানি, আল-আওসাত, ৮/৩১/৭০৬২, সহীহ।

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই পুরুষ ও নারী শয়তান থেকে।" '[১]

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

[৫৩] আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'টয়লেটে ঢুকার সময়, জিনের চোখ ও আদমসন্তানের গোপনীয় অঙ্গসমূহের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করতে চাইলে, বলতে হবে—

"আল্লাহর নামে।" '[২]

بِسْمِ اللهِ

টয়লেট থেকে বের হওয়ার দুআ

[৫৪] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ টয়লেট থেকে বের হওয়ার সময় বলতেন—

"(হে আল্লাহ!) তোমার কাছে ক্ষমা চাই।" '[৩]

غُفْرَانَكَ

ওযু করার সময়

ওযুর শুরুতে আল্লাহর স্মরণ

[৫৫] আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন, "যার ওযু নেই, তার সালাত নেই; আর যে-ব্যক্তি আল্লাহর নাম (অর্থাৎ বিসমিল্লাহ) উল্লেখ করে না, তার ওযু (যথার্থ) হয় না।" '[৪]

ওযু শেষে যিকর

[৫৬] উকবা ইবনু আমির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উট দেখভালের দায়িত্ব ছিল আমাদের উপর। আমার পালা আসলে, আমি সেগুলোকে সন্ধ্যা-সময় নিয়ে আসি। এসে দেখতে পাই, আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি তাঁর এ কথাটুকু শুনতে পাই, "কোনও মুসলিম যদি ওযু করে—এবং তা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে—তারপর দাঁড়িয়ে অন্তর ও চেহারা একনিষ্ঠ করে দু' রাকআত সালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।" এ কথা শুনে আমি বলি, "কী চমৎকার কথা!" তখন আমার সামনে-থাকা একজন বলে ওঠেন, "এর আগের কথাটি ছিল আরও চমৎকার!" তাকিয়ে দেখি (সামনের লোকটি) উমার ﷺ! তিনি বলেন, "আমার মনে হয়, আপনি এইমাত্র এসেছেন। (এর আগে) নবি ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি ওযু করে—এবং যথাযথভাবে তা সম্পন্ন করে—তারপর বলে,

[১] বুখারি, ১৪২, ৬৩২২।
[২] তিরমিযি, ২/৫০৩, সহীহ।
[৩] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৬৯৩, সহীহ।
[৪] ইবনু মাজাহ, ৩৯৭, হাসান।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই;	وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—	وَأَشْهَدُ أَنَّ
মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর দাস ও বার্তাবাহক।	مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে; যে-দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে।" '[১]

[৫৭] উমার ইবনুল খাত্তাব ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-ব্যক্তি ওযু করে—এবং তা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে—তারপর বলে,

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই,	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই;	وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—	وَأَشْهَدُ أَنَّ
মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও বার্তাবাহক।	مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
হে আল্লাহ! আমাকে তাওবাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও;	اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ
আর আমাকে পবিত্রতা অর্জনকারীদের একজন বানিয়ে দাও।	وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে; যে-দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে।" '[২]

[৫৮] আবূ সাঈদ খুদ্রি ؓ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন, 'যে-ব্যক্তি ওযু করে বলে—

হে আল্লাহ! তুমি ত্রুটিমুক্ত; প্রশংসা কেবলই তোমার।	سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং তোমার কাছে ফিরে আসছি।	أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

তা একটি চামড়ার মধ্যে লিখে সিলগালা করে দেওয়া হয় এবং কিয়ামাত পর্যন্ত তা খোলা হবে না।'[৩]

ঘর থেকে বের হওয়া ও ঘরে প্রবেশের সময়

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় যিকর

[৫৯] আনাস ؓ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলে—

[১] মুসলিম, ২৩৪।
[২] তিরমিযি, ৫৫, শায।
[৩] নাসাঈ, আল-কুবরা, ৯৮২৯, সহীহ।

"আল্লাহর নামে (বের হলাম)।	بِسْمِ اللهِ
আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি।	تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ
আল্লাহ তাআলা ছাড়া কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই।"	لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

তখন তাকে বলা হয়, "আল্লাহ তোমার জন্য যথেষ্ট এবং তোমাকে সুরক্ষা ও সঠিক পথের দিশা দেওয়া হলো!" এ কথা শুনে শয়তান তার কাছ থেকে সরে গিয়ে আরেক শয়তানকে বলে, "এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তোমার আর কী-ই বা করার আছে, যাকে সুরক্ষা ও সঠিক পথের দিশা দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ যার জন্য যথেষ্ট।" '[১]

[৬০] উম্মু সালামা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ যখনই আমার ঘর থেকে বের হতেন, তখনই তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (এসব বিষয়ে) আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
নিজে ভুল পথে যাওয়া বা অন্যের দ্বারা ভুল পথে পরিচালিত হওয়া,	أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ
নিজের পদস্খলন ঘটা বা অন্যের দ্বারা পদস্খলিত হওয়া,	أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ
নিজে জুলুম করা বা অন্যের জুলুমের শিকার হওয়া, অথবা	أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ
মূর্খের মতো আচরণ করা বা অনুরূপ আচরণের শিকার হওয়া।[২]	أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

ঘরে ঢুকার সময় যিকর

[৬১] আবূ মালিক আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'কোনও ব্যক্তি যখন তার ঘরে ঢুকে, তখন সে যেন বলে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
(ঘরে) প্রবেশের কল্যাণ ও বের হওয়ার কল্যাণ।	خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ
আল্লাহর নামে আমরা (ঘরে) ঢুকি,	بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا
আল্লাহর নামে (ঘর থেকে) বের হই,	وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا
আর আমাদের রব আল্লাহর উপর ভরসা রাখি।	وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

এরপর সে যেন তার ঘরের লোকদের সালাম দেয়।'[৩]

ঘরে ঢুকার সময় দুআ পড়ার মহত্ত্ব

[৬২] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন,

---

[১] ইবনু হিব্বান, সহীহ, ২৩৭৫।
[২] আবূ দাউদ, ৫০৯৪, সহীহ।
[৩] আবূ দাউদ, ৫০৯৬, সহীহ।

'কোনও ব্যক্তি যখন নিজের ঘরে ঢুকে এবং প্রবেশ ও খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান (তার সহযোগীদের) বলে, "(এই ঘরে) না আছে তোমাদের কোনও থাকার জায়গা, আর না আছে তোমাদের রাতের খাবারের কোনও বন্দোবস্ত!" আর যদি কোনও লোক ঘরে ঢুকে এবং প্রবেশের সময় আল্লাহকে স্মরণ না করে, তখন শয়তান (তার সহযোগীদের) বলে, "তোমরা তোমাদের থাকার জায়গা পেয়ে গিয়েছ!" আর সে যদি খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ না করে, তখন শয়তান (তার সহযোগীদের) বলে, "(এই ঘরে) তোমরা তোমাদের থাকার জায়গা ও রাতের খাবার পেয়ে গিয়েছ!" '[১]

[৬৩] আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বলেন, "ছেলে আমার! তোমার ঘরের লোকদের কাছে গেলে, (তাদের) সালাম দেবে; তা হবে তোমার ও তোমার ঘরের লোকদের জন্য কল্যাণজনক।" '[২]

মাসজিদে প্রবেশ ও মাসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়

মাসজিদে যাওয়ার সময় দুআ

[৬৪] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, 'তিনি এক রাতে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে ছিলেন ...' এরপর তিনি হাদীসটির দীর্ঘ বিবরণী তুলে ধরেন। তিনি ওই রাতে তার খালা মাইমূনা ﵂-এর কাছে ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল—আল্লাহর রাসূল ﷺ রাতের বেলা কীভাবে সালাত আদায় করেন, তা দেখা। ওই বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে, 'এরপর মুআয্যিন আযান দিলে, নবি ﷺ এ দুআ পড়তে পড়তে সালাতের উদ্দেশে বেড়িয়ে পড়েন—

হে আল্লাহ! আমার অন্তরে আলোর ব্যবস্থা করে দাও;	اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْراً
আমার জিহ্বায় আলো দাও;	وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْراً
আমার কানে আলো দাও;	وَاجْعَلْ فِيْ سَمْعِيْ نُوْراً
আমার চোখে আলো দাও;	وَاجْعَلْ فِيْ بَصَرِيْ نُوْراً
আমার পেছনে আলো দাও;	وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِيْ نُوْراً
আমার সামনে আলো দাও;	وَمِنْ أَمَامِيْ نُوْراً
আমার উপর থেকে আলো দাও;	وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُوْراً
আমার নিচ থেকে আলো দাও।	وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْراً
হে আল্লাহ! আমাকে আলো দান করো।[৩]	اَللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ نُوْراً

[১] মুসলিম, ২০১৮।
[২] তিরমিযি, ২৬৯৯, সহীহ।
[৩] বুখারি, ৬৩১৬।

মাসজিদে প্রবেশ ও সেখান থেকে বের হওয়ার দুআ

[৬৫] আবূ হুমাইদ অথবা আবূ উসাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বলে—

হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও! اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

আর বের হওয়ার সময় সে যেন বলে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার করুণা চাই।[১] اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

[৬৬] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন নবি ﷺ-এর উপর সালাম প্রেরণ করে এবং বলে—

হে আল্লাহ! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো খুলে দাও! اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

আর বের হওয়ার সময় সে যেন নবি ﷺ-এর উপর সালাম প্রেরণ করে এবং বলে—

হে আল্লাহ! আমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে সুরক্ষিত রাখো।[২] اَللّٰهُمَّ اعْصِمْنِيْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

[৬৭] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করার সময় বলতেন—

আল্লাহর নামে (প্রবেশ করছি)। بِسْمِ اللهِ
হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর শান্তি বর্ষণ করো। اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

আর বের হওয়ার সময় তিনি বলতেন—

আল্লাহর নামে (বের হচ্ছি)। بِسْمِ اللهِ
হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর শান্তি বর্ষণ করো।[৩] اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

[৬৮] হায়াওয়া ইবনু শুরাইহ্ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উকবা ইবনু মুসলিম ﷺ-এর সঙ্গে আমার দেখা হলে, আমি তাকে বলি, 'আমার কাছে এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনি আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﷺ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, নবি ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করার সময় বলতেন—

আমি আশ্রয় চাই—মহান আল্লাহর কাছে, أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ
তাঁর মহানুভব চেহারার কাছে, وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ
তাঁর অনাদি-অনন্ত কর্তৃত্বের কাছে, وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ
বিতাড়িত শয়তান থেকে। مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

---

[১] মুসলিম, ৭১৩।
[২] হাকিম, ১/২০৭, সহীহ।
[৩] ইবনুস সুন্নি, ৮৮, হাসান।

উকবা ইবনু মুসলিম বলেন, 'তোমার কাছে শুধু এটুকুই পৌঁছেছে?' আমি বলি, 'হ্যাঁ!' তিনি বলেন, 'কেউ এটি পড়লে শয়তান বলে, "সে তো সারাদিনের জন্য আমার হাত থেকে নিরাপদ হয়ে গেল!" '[১]

আযান শুনে

আযানের সময় যিকর

[৬৯] আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ؓ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন মুআয্‌যিন যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বোলো।"[২]

[৭০] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন,

"তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন মুআয্‌যিন যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বোলো; এরপর আমার জন্য দরূদ পাঠ কোরো, কারণ যে-ব্যক্তি আমার জন্য একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তার জন্য দশটি কল্যাণ নাযিল করেন। এরপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসীলা চাও; ওসীলা হলো জান্নাতের ভেতর এমন একটি স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল একজনই পাবে, আর আমার প্রত্যাশা—আমিই হব সেই ব্যক্তি। যে-ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলা চায়, তার জন্য (আমার) সুপারিশ বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।"[৩]

[৭১] উমার ইবনুল খাত্তাব ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

যখন মুআয্‌যিন বলে	"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার",
তখন তোমাদের কেউ যদি বলে	"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার;
যখন মুআয্‌যিন বলে	"আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ",
সে যদি বলে	"আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ";
যখন মুআয্‌যিন বলে	"আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ",
সে যদি বলে	"আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ";
যখন মুআয্‌যিন বলে	"হাইয়া আলাস সলাহ্",
সে যদি বলে	"লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ";
যখন মুআয্‌যিন বলে	"হাইয়া আলাল ফালাহ্",
সে যদি বলে	"লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ";
যখন মুআয্‌যিন বলে	"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার",
সে যদি বলে	"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার";
এরপর যখন মুআয্‌যিন বলে	"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্",

[১] আবূ দাউদ, ৪৬৬, সহীহ।
[২] বুখারি, ৬১১।
[৩] মুসলিম, ৩৮৪।

সে যদি বলে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্"
—যদি সে মনের গহীন থেকে এসব বলে, তা হলে সে জান্নাতে যাবে।'[১]

[৭২] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'আযান শুনে যে-ব্যক্তি বলে—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
তুমিই অধিকারী—এ স্থায়ী আহ্বানের	رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ
এবং যে সালাত কায়েম হতে যাচ্ছে তার!	وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ
মুহাম্মাদ ﷺ-কে দাও মাধ্যম ও শ্রেষ্ঠত্ব	آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ
আর তাঁকে পৌঁছে দাও প্রশংসিত স্থানে	وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً
যার ওয়াদা তুমি তাকে দিয়েছ।	الَّذِيْ وَعَدْتَهُ

কিয়ামাতের দিন আমার সুপারিশ তার জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।'[২]

[৭৩] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'যে-ব্যক্তি মুআয্যিনের আযান শুনে বলে—

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—	وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ
আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই	وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর গোলাম ও বার্তাবাহক।	وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ
আমি সন্তুষ্ট আল্লাহকে মনিব, মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল	رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّاً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً
এবং ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে পেয়ে।	وَبِالْإِسْلَامِ دِيْناً

তার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।'[৩]

[৭৪] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময় দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।"[৪]

আযানের সময় ও তার পরে যিকরসমূহের সারকথা

১. মুআয্যিন যা বলে, শ্রোতাও তা-ই বলবে; তবে 'হাইয়া আলাস সলাহ্' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ্'—এর ব্যতিক্রম, এ দু' ক্ষেত্রে শ্রোতা বলবে, 'লা হাওলা ওয়ালা

---

[১] মুসলিম, ৩৮৫।
[২] বুখারি, ৬১৪।
[৩] মুসলিম, ৩৮৬।
[৪] আবূ দাউদ, ৫২১; তিরমিযি, ২১২, সহীহ।

কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই)।'

২. মুআয্যিন যখন সাক্ষ্য পাঠ করবে,[১] তখন শ্রোতা বলবে—

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি—	وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ
আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই	وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর গোলাম ও বার্তাবাহক।	وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
আমি সন্তুষ্ট আল্লাহকে মনিব, মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাসূল	رَضِيْتُ بِاللهِ رَبّاً وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً
এবং ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে পেয়ে।	وَبِالْإِسْلَامِ دِيْناً

৩. মুআয্যিনের জবাব দেওয়া শেষে নবি ﷺ-এর জন্য দরুদ পাঠ করবে।

৪. নবি ﷺ-এর জন্য দরুদ পাঠ শেষে বলবে—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
তুমিই অধিকারী—এ স্থায়ী আহ্বানের	رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ
এবং যে সালাত কায়েম হতে যাচ্ছে তার!	وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ
মুহাম্মাদ ﷺ-কে দাও মাধ্যম ও শ্রেষ্ঠত্ব	آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ
আর তাঁকে পৌঁছে দাও প্রশংসিত স্থানে	وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً
যার ওয়াদা তুমি তাকে দিয়েছ,	الَّذِيْ وَعَدْتَهُ
তুমি কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করো না।	إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ

৫. এর পর নিজের জন্য দুআ করবে এবং আল্লাহর কাছে নিজের কল্যাণ চাইবে, কারণ আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।

মাসজিদের ভেতর হারানো-বিজ্ঞপ্তি ও বেচাকেনা

যে-ব্যক্তি মাসজিদে হারানো-বিজ্ঞপ্তি দেয়, তার ব্যাপারে দুআ

[৭৫] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'যে-ব্যক্তি শুনতে পায় যে, কেউ মাসজিদের ভেতর হারানো-বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করছে, তখন সে যেন বলে—

আল্লাহ তোমাকে এটি ফিরিয়ে না দিক!	لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ

[১] অর্থাৎ যখন মুআয্যিন 'আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' ও 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্' বলে।

কারণ, মাসজিদগুলো এ উদ্দেশ্যে বানানো হয়নি।'[১]

যে-ব্যক্তি মাসজিদে বেচাকেনা করে, তার ব্যাপারে দুআ

[৭৬] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'যখন তোমরা মাসজিদের ভেতর কাউকে বেচাকেনা করতে দেখবে, তখন বলবে—

আল্লাহ তোমার ব্যাবসাতে মুনাফা না দিক! — لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ

আর যখন কাউকে সেখানে হারানো-বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা করতে শুনবে, তখন বলবে—

আল্লাহ তোমাকে (এটি) ফিরিয়ে না দিক!'[২] — لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ

সালাত আদায়ের সময়

সালাতের শুরুতে দুআ

[৭৭] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, সালাতের (প্রথম) তাকবীর দেওয়ার পর, সূরা পাঠের আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ কিছুক্ষণ নীরব থাকতেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলি, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা (আপনার জন্য) উৎসর্গ হোক! তাকবীর ও সূরা পাঠের মাঝখানে আপনি নীরব থাকেন; তখন আপনি কী পড়েন?" নবি ﷺ বলেন, 'আমি বলি—

হে আল্লাহ! — اَللّٰهُمَّ

আমার ও আমার গোনাহসমূহের মাঝখানে দূরত্ব সৃষ্টি করো, — بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ

যেভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে! — كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

হে আল্লাহ! আমাকে আমার গোনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন করো, — اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْ خَطَايَايَ

যেভাবে সাদা কাপড় ময়লামুক্ত করা হয়! — كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ

হে আল্লাহ! আমার গোনাহসমূহ থেকে আমাকে ধুয়ে দাও — اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ

বরফ, পানি ও ঠান্ডা বস্তু দিয়ে!'[৩] — بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ

[৭৮] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সালাতের শুরুতে নবি ﷺ বলতেন—

"হে আল্লাহ! মহিমা তোমার, প্রশংসাও তোমার; — سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

তোমার নাম বরকতময়; — وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

তোমার মহিমা সমুন্নত; — وَتَعَالَى جَدُّكَ

---

[১] মুসলিম, ৫৬৮।
[২] তিরমিযি, ১৩২১, হাসান গরীব।
[৩] বুখারি, ৭৪৪।

তুমি ছাড়া আর কোনও ইলাহ্ বা সার্বভৌম সত্তা নেই।" '[১]	وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ

[৭৯] আলি ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাতে দাঁড়িয়ে বলতেন—

আমি আমার সত্তাকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে ঘুরিয়ে	وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ
নিলাম, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন;	السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفاً
আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।	وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ
আমার সালাত, কুরবানি, জীবন ও মরণ	إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ
—সবই আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের অধিপতি;	لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় কারও কোনও অংশ নেই।	لاَ شَرِيْكَ لَهُ
এ কথা ঘোষণার জন্য আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে।	وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ
যারা (তাঁর কাছে) আত্মসমর্পণকারী, আমি তাদের একজন।	وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ
হে আল্লাহ! তুমিই রাজাধিরাজ;	اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ
তুমি আমার মনিব, আমি তোমার দাস।	أَنْتَ رَبِّيْ وَأَنَا عَبْدُكَ
আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি,	ظَلَمْتُ نَفْسِيْ
আমি আমার গোনাহ স্বীকার করছি;	وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِيْ
আমার সকল গোনাহ্ মাফ করে দাও!	فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ جَمِيْعاً
তুমি ছাড়া আর কেউ গোনাহ্ মাফ করতে পারে না।	إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ
আমাকে সবচেয়ে সুন্দর শিষ্টাচারের দিশা দাও!	وَاهْدِنِيْ لِأَحْسَنِ الْأَخْلاَقِ
কেবল তুমিই পারো সবচেয়ে সুন্দর শিষ্টাচারের দিশা দিতে।	لاَ يَهْدِيْ لِأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ
আমার কাছ থেকে মন্দ আচরণ দূর করে দাও!	وَاصْرِفْ عَنِّيْ سَيِّئَهَا
কেবল তুমিই পারো আমার কাছ থেকে মন্দ আচরণ দূর করতে।	لاَ يَصْرِفُ عَنِّيْ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ
আমি তোমার সামনে হাজির!	لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ
সকল কল্যাণ তোমার হাতে।	وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِيْ يَدَيْكَ
মন্দ কাজের মাধ্যমে তোমার নৈকট্য লাভ করা যায় না।	وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ
আমি তোমার জন্য প্রস্তুত, তোমার দিকেই মনোনিবেশকারী।	أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ
তুমি বরকতময়, সুমহান;	تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ

[১] তিরমিযি, ২৪৩, হাসান।

তোমার কাছে ক্ষমা চাই ও তোমার কাছে ফিরে আসি।'[১]	أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

[৮০] আবূ সালামা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়িশা ﵂-কে জিজ্ঞাসা করি, 'আল্লাহর নবি ﷺ রাতের বেলা উঠে সালাতের শুরুতে কী বলতেন?' তিনি বলেন, 'তিনি রাতের বেলা উঠে সালাতের শুরুতে বলতেন—

হে আল্লাহ! জিব্রাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফীলের রব!	اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ
আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা!	فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
দৃশ্যমান ও অদৃশ্যের জ্ঞানী!	عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
তোমার বান্দাদের মধ্যে তুমিই ফায়সালা করে দেবে,	أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ
যেসব বিষয় নিয়ে তারা মতবিরোধে লিপ্ত;	فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ
যে সত্য নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, তোমার ইচ্ছায় ওই বিষয়ে আমাকে সঠিক পথ দেখাও।	اِهْدِنِيْ لِمَا اخْتُلِفَ فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ
তুমি যাকে চাও, তাকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাকো।" '[২]	إِنَّكَ تَهْدِيْ مَنْ تَشَاءُ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

[৮১] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছি, এমন সময় লোকদের মধ্যে একজন বলে ওঠে—

আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব সবার উপর,	اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا
বিপুল প্রশংসা আল্লাহর,	وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا
সকাল-সন্ধ্যার সকল মহিমা আল্লাহর।	وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلًا

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, "এসব বাক্য কে উচ্চারণ করল?" লোকদের মধ্যে একজন বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি।" নবি ﷺ বলেন, "এসব শুনে আমি চমকে ওঠেছি; এসবের জন্য আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে।" আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে ওই কথা বলতে শোনার পর থেকে, আমি আর সেসব বাক্য (পাঠ করা) ছাড়িনি।'[৩]

[৮২] ইবনু আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ রাতের বেলা তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে উঠলে বলতেন—

হে আল্লাহ! প্রশংসা সবই তোমার;	اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ

[১] মুসলিম, ৭৭১।
[২] মুসলিম, ৭৭০।
[৩] মুসলিম, ৬০১।

তুমিই সংরক্ষক ও পরিচালক—মহাকাশ,	أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ
পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যকার সবার।	وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
প্রশংসা সবই তোমার।	وَلَكَ الْحَمْدُ
তোমার রাজত্বই চলে—মহাকাশ,	لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ
পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যকার সবার উপর।	وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
প্রশংসা সবই তোমার।	وَلَكَ الْحَمْدُ
তুমি মহাকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি;	أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
প্রশংসা সবই তোমার।	وَلَكَ الْحَمْدُ
তুমি মহাকাশ ও পৃথিবীর নিরঙ্কুশ শাসক;	أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
প্রশংসা সবই তোমার।	وَلَكَ الْحَمْدُ
তুমি সত্য, তোমার ওয়াদা সত্য;	أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ
তোমার সঙ্গে (আমাদের) সাক্ষাৎ সত্য, তোমার কথা সত্য,	وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ
জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবিগণ সত্য,	وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ
মুহাম্মাদ ﷺ সত্য এবং পুনরুত্থান সত্য।	وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ

হে আল্লাহ!	اللَّهُمَّ
তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, তোমাকে মেনে নিয়েছি,	لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ
তোমার উপর ভরসা করেছি, তোমার কাছে ফিরে এসেছি,	وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ
তোমার কাছে অভাব-অনুযোগ পেশ করেছি,	وَبِكَ خَاصَمْتُ
এবং তোমাকেই বিচারক হিসেবে মেনে নিয়েছি;	وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ
সুতরাং আমাকে মাফ করে দাও—যা আমি আগে-পরে করেছি,	فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ
যা গোপনে করেছি আর যা প্রকাশ্যে করেছি।	وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
অগ্রসর করা ও পেছনে ঠেলে দেওয়ার ক্ষমতা কেবল তোমারই,	أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ
একমাত্র তুমিই সার্বভৌম সত্তা,	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
তুমি ছাড়া আর কেউ সার্বভৌম নয়।’[১]	لَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

[১] বুখারি, ১১২০।

রুকূ'র সময় দুআ

[৮৩] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছেন। নবি ﷺ রুকূতে গিয়ে বলতেন—

আমার মহান রবের মহিমা প্রকাশ করছি। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

আর সাজদায় গিয়ে বলতেন—

আমার সমুন্নত রবের মহিমা প্রকাশ করছি। سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

রহমত বা দয়া সংক্রান্ত প্রত্যেকটি আয়াত পাঠ করার পরপর তিনি থেমে (আল্লাহর কাছে তা) চেয়েছেন, এবং শাস্তি সংক্রান্ত প্রত্যেকটি আয়াত শেষ করার পর থেমে (আল্লাহর কাছে তা থেকে) আশ্রয় চেয়েছেন।[১]

[৮৪] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী[২] আল্লাহর রাসূল ﷺ রুকূ ও সাজদায় গিয়ে বেশি বেশি বলতেন—

হে আমাদের রব আল্লাহ! তুমি ত্রুটিমুক্ত; سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا

প্রশংসা সবই তোমার। وَبِحَمْدِكَ

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও।'[৩] اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

[৮৫] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ রুকূ ও সাজদায় গিয়ে বলতেন—

(আল্লাহ) পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ

সকল ফেরেশতা ও জিবরীলের মনিব।'[৪] رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

[৮৬] আলি ইবনু আবী তালিব ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ রুকূ'তে গিয়ে বলতেন—

হে আল্লাহ! তোমার সামনে অবনত হয়েছি; اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ

তোমার সামনে আত্মসমর্পণ করেছি; وَلَكَ أَسْلَمْتُ

তোমাকে (সার্বভৌম শাসক হিসেবে) মেনে নিয়েছি; وَبِكَ آمَنْتُ

তোমার সামনে বিনীত হয়ে আছে আমার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, خَشَعَ لَكَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ

আমার হাড়, মস্তিষ্ক ও ধমনি'[৫] وَعَظْمِيْ وَمُخِّيْ وَعَصَبِيْ

---

[১] মুসলিম, ৭৭২।
[২] সূরা আন-নাস্‌র ১১০:৩।
[৩] বুখারি, ৭৯৪।
[৪] মুসলিম, ৪৭৮।
[৫] মুসলিম, ৪৭৮।

[৮৭] আউফ ইবনু মালিক আশজাঈ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি (একবার) আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে রাতের সালাতে দাঁড়িয়ে যাই। তিনি (সালাতে) দাঁড়িয়ে সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ করেন। রহমত বা দয়া সংক্রান্ত কোনও আয়াত অতিক্রম করার পরপরই তিনি থেমে (আল্লাহর কাছে তা) চান, এবং শাস্তি সংক্রান্ত প্রত্যেকটি আয়াত শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি থেমে (আল্লাহর কাছে তা থেকে) আশ্রয় চান। এরপর, যেটুকু সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন, ততটুকু সময় ধরে রুকূতে থাকেন। রুকূতে তিনি বলেন—

পবিত্র ওই সত্তা, যিনি সর্বময় ক্ষমতা,	سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ
সার্বভৌমত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী।	وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

এরপর তিনি সাজদায় গিয়ে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। সাজদায় তিনি একই দুআ পড়েন। তারপর (সাজদা থেকে) উঠে সূরা আল ইমরান ও অন্যান্য সূরা পাঠ করেন।'[১]

রুকূ থেকে ওঠার সময় দুআ

[৮৮] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "ইমাম যখন سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে, তখন তোমরা বোলো—

হে আল্লাহ, আমাদের রব! প্রশংসা কেবলই তোমার।	اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

কারণ, যার দুআ ফেরেশতাদের দুআর সঙ্গে মিলে যায়, তার পেছনের গোনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হয়।" '[২]

[৮৯] রিফাআ ইবনু রাফি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা একদিন নবি ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করছি। তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বললে, তাঁর পেছনের এক ব্যক্তি বলে ওঠেন—

হে আমাদের রব! প্রশংসা কেবল তোমারই,	رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
বিপুল পরিমাণ প্রশংসা, যা উত্তম ও বরকত-সমৃদ্ধ।	حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "একটু আগে (এ শব্দগুলো) কে বলেছে?" সে বলে, "আমি।" নবি ﷺ বলেন, "আমি ত্রিশ জনের বেশি ফেরেশতাকে দেখেছি, কে সর্বপ্রথম তা লিখবে—এ নিয়ে তারা প্রতিযোগিতায় নেমেছে!"[৩]

[৯০] আবূ সাঈদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ রুকূ থেকে মাথা ওঠানোর সময় বলতেন—

---

[১] আবূ দাউদ, ৮৭৩, হাসান।
[২] বুখারি, ৭৯৬।
[৩] বুখারি, ৭৯৯।

হে আমাদের রব! প্রশংসা তোমার,	رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
যেটুকু প্রশংসায় আকাশসমূহ ও পৃথিবী ভরে যায়,	مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
এবং এরপর তুমি যা-কিছু চাও, সব ভরপুর হয়ে যায়।	وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ
তুমি প্রশংসা ও মহিমার উপযুক্ত,	أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ
বান্দার প্রশংসা লাভের সবচেয়ে বেশি হকদার;	أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ
আমরা সবাই তোমার দাস।	وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ

হে আল্লাহ! তুমি যা দিতে চাও, তা কেউ ঠেকাতে পারে না;	اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ
তুমি যা ঠেকিয়ে দাও, তা কেউ দিতে পারে না;	وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ
তোমার বিপরীতে ধনীর ধন কোনও কাজে আসে না।[১]	وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

সাজদায় দুআ

[৯১] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করেছেন। নবি ﷺ রুকূতে গিয়ে বলতেন—

আমার মহান রবের মহিমা প্রকাশ করছি।	سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ

আর সাজদায় গিয়ে বলতেন—

আমার সমুন্নত রবের মহিমা প্রকাশ করছি।	سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى

রহমত বা দয়া সংক্রান্ত প্রত্যেকটি আয়াত পাঠ করার পরপর তিনি থেমে (আল্লাহর কাছে তা) চেয়েছেন, এবং শাস্তি সংক্রান্ত প্রত্যেকটি আয়াত শেষ করার পর থেমে (আল্লাহর কাছে তা থেকে) আশ্রয় চেয়েছেন।[২]

[৯২] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী[৩] আল্লাহর রাসূল ﷺ রুকূ ও সাজদায় গিয়ে বেশি বেশি বলতেন—

হে আমাদের রব আল্লাহ! তুমি ত্রুটিমুক্ত;	سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا
প্রশংসা সবই তোমার।	وَبِحَمْدِكَ
হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও।'[৪]	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

[৯৩] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ রুকূ ও সাজদায় গিয়ে বলতেন—

[১] মুসলিম, ৪৭৭।
[২] মুসলিম, ৭৭২।
[৩] সূরা আন-নাস্‌র ১১০:৩।
[৪] বুখারি, ৭৯৪।

(আল্লাহ) পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত,	سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ
সকল ফেরেশতা ও জিবরীলের মনিব।'[১]	رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

[৯৪] আলি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সাজদায় গিয়ে বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার উদ্দেশে সাজদা দিয়েছি,	اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ
তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি।	وَلَكَ أَسْلَمْتُ
তোমার প্রতি ঈমান এনেছি,	وَبِكَ آمَنْتُ
আমার চেহারা তাঁর উদ্দেশে সাজদায় অবনত, যিনি	سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ
একে সৃষ্টি করে আকৃতি দিয়েছেন,	خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ
এর আকৃতিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন,	فَأَحْسَنَ صُوَرَتَهُ
এবং তার কান ও চোখ খুলে দিয়েছেন।	وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ অতি বরকতময়!'[২]	تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

[৯৫] আউফ ইবনু মালিক আশজাঈ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি (একবার) আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে রাতের সালাতে দাঁড়িয়ে যাই। তিনি (সালাতে) দাঁড়িয়ে সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ করেন। রহমত বা দয়া সংক্রান্ত কোনও আয়াত অতিক্রম করার পরপরই তিনি থেমে (আল্লাহর কাছে তা) চান, এবং শাস্তি সংক্রান্ত প্রত্যেকটি আয়াত শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি থেমে (আল্লাহর কাছে তা থেকে) আশ্রয় চান। এরপর, যেটুকু সময় দাঁড়িয়ে ছিলেন, ততটুকু সময় ধরে রুকূতে থাকেন। ... এরপর তিনি সাজদায় গিয়ে ততক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ তিনি রুকূতে ছিলেন। সাজদায় তিনি বলেন—

পবিত্র সেই সত্তা, যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী,	سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوْتِ
সার্বভৌমত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী।'[৩]	وَالْمَلَكُوْتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ

[৯৬] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সাজদায় গিয়ে বলতেন—

হে আল্লাহ! আমার সকল গোনাহ ক্ষমা করে দাও—	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ
সূক্ষ্ম ও স্থূল, শুরুর দিকের ও শেষের দিকের,	دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ
প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য (সকল গোনাহ)।'[৪]	وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ

---

[১] মুসলিম, ৪৭৮।
[২] তথ্যসূত্রের জন্য এ গ্রন্থের ৭৯, ৮৬ ও ৯০ নং হাদীসের পাদটীকা দেখুন।
[৩] আবূ দাউদ, ৮৭৩, হাসান।
[৪] মুসলিম, ৪৮৩।

[৯৭] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক রাতে নবি ﷺ-কে না পেয়ে, আমি তাঁকে খুঁজতে থাকি। একপর্যায়ে আমার হাত তাঁর দু' পায়ের তালুতে লাগে। তখন তিনি ছিলেন মাসজিদে। পায়ের পাতা দুটি ছিল খাড়া। (সাজদায়) তিনি বলছিলেন—

হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ أَعُوْذُ
তোমার অসন্তুষ্টি থেকে সন্তুষ্টির কাছে,	بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ
তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার কাছে।	وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ
তোমার (পাকড়াও) থেকে তোমার (দয়ার) কাছে।	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ
আমি তোমার প্রশংসা বর্ণনা করে শেষ করতে পারব না;	لَا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ
তুমি প্রশংসিত, যেভাবে তুমি নিজের প্রশংসা ব্যক্ত করেছ।'[১]	أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

দু' সাজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় দুআ

[৯৮] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক রাতে সালাত আদায় করেছেন। ... নবি ﷺ দু' সাজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় বলছিলেন—

রব আমার! আমাকে ক্ষমা করে দাও!	رَبِّ اغْفِرْ لِيْ
রব আমার! আমাকে ক্ষমা করে দাও!	رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

তিনি সাজদায় যতক্ষণ ছিলেন, ততক্ষণ বসা অবস্থায় ছিলেন।[২]

[৯৯] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ দু' সাজদার মাঝখানে বসা অবস্থায় বলতেন—

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, আমার উপর দয়া করো,	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ
আমাকে নিরাপদ রাখো, আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করো,	وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ
আমার জীবিকা জুগিয়ে দাও, আমাকে সাহায্য করো,	وَارْزُقْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ
এবং আমার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও।'[৩]	وَارْفَعْنِيْ

সাজদার আয়াত পড়ে সাজদা দেওয়ার মহত্ত্ব

[১০০] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'আদম-সন্তান যখন সাজদার আয়াত পড়ে সাজদা দেয়, তখন শয়তান কাঁদতে কাঁদতে

[১] মুসলিম, ৪৮৬।
[২] মুসলিম, ৭৭২।
[৩] আবূ দাঊদ, ৮৫০, গরীব।

এবং এ কথা বলতে বলতে চলে যায়—"হায় আফসোস! আদম-সন্তানকে সাজদার আদেশ দেওয়া হলো, আর সে সাজদা করল, ফলে সে জান্নাতের অধিকারী হয়ে গেল; অন্যদিকে আমাকে সাজদার আদেশ দেওয়া হলো, আর আমি তা প্রত্যাখ্যান করে হলাম জাহান্নামের অধিকারী।" '[১]

সাজদার আয়াত পড়ে সাজদায় গিয়ে দুআ

[১০১] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ রাতে সাজদার আয়াত পড়লে, সাজদায় গিয়ে বলতেন—

আমার চেহারা তাঁর উদ্দেশে সাজদায় অবনত, যিনি	سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ
একে সৃষ্টি করেছেন	خَلَقَهُ
এবং কান ও চোখ খুলে দিয়েছেন।	وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ
তাঁর নিজের অপার ক্ষমতা-বলে।'[২]	بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

সাধারণ অবস্থায় সাজদার আয়াত পড়ার পর দুআ

[১০২] ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে, "আজ রাতে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখি—আমি একটি গাছের পেছনে সালাত আদায় করছি। এরপর সাজদায় যাই। আমাকে সাজদায় যেতে দেখে, গাছটিও সাজদাবনত হয়। এরপর আমি শুনতে পাই, গাছটি বলছে—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
এর বিনিময়ে আমার জন্য তোমার কাছে প্রতিদান লিখে দাও;	اُكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْراً
এর ওসীলায় আমার বোঝা নামিয়ে দাও;	وَضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْراً
এটিকে আমার জন্য তোমার কাছে গচ্ছিত ভাণ্ডার বানিয়ে দাও;	وَاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْراً
আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করো,	وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ
যেভাবে তা করেছিলে তোমার বান্দা দাউদের পক্ষ থেকে।	كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُوْدَ

এরপর নবি ﷺ একটি সাজদার আয়াত পড়ে সাজদায় যান। তখন আমি তাঁকে সাজদায় ওই কথাগুলো বলতে শুনি, যা লোকটি গাছের কথা হিসেবে জানিয়ে গিয়েছিল।'[৩]

তাশাহ্হুদ

[১০৩] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ-এর সঙ্গে

---

[১] মুসলিম, ৮১।
[২] তিরমিযি, ৫৮০, হাসান সহীহ।
[৩] তিরমিযি, ৫৭৯, গরীব।

সালাত আদায়কালে (তাশাহ্হুদের সময়) আমরা বলতাম, "আল্লাহর বান্দাদেরকে সালাম দেওয়ার আগে আল্লাহর উপর সালাম; সালাম জিব্রীলের উপর; সালাম মীকাঈলের উপর; সালাম অমুক ও অমুকের উপর।" সালাত শেষে নবি ﷺ আমাদের দিকে মুখ করে বলেন, "আল্লাহ নিজেই শান্তির উৎস; তাই তোমাদের কেউ যখন সালাতের মধ্যে বসে, তখন সে যেন বলে—

অভিবাদন, শান্তি ও পবিত্রতা সবই আল্লাহর;	اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
হে নবি! আপনার উপর বর্ষিত হোক—শান্তি,	اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
আল্লাহর করুণা ও অনুগ্রহ।	وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের উপর	اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا
ও আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর।	وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তাঁর গোলাম ও বার্তাবাহক।	وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

সে যখন "সালাম আমাদের উপর এবং আল্লাহর সৎ বান্দাদের উপর" বলে, তখন তা আসমান ও জমিনে অবস্থানরত সকল সৎ বান্দার কাছে পৌঁছে যায়। এটি পড়ার পর সে তার পছন্দমতো দুআ পড়তে পারে।" '[১]

তাশাহ্হুদের পর নবি ﷺ-এর জন্য দরুদ পাঠ

[১০৪] কা'ব ইবনু উজ্‌রা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করি, "হে আল্লাহর রাসূল! কীভাবে সালাম দেবো—তা তো আল্লাহ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু আপনার আহ্‌লুল বাইত বা ঘরের লোকদের জন্য কীভাবে দরুদ পাঠ করব?" নবি ﷺ বলেন, "তোমরা বোলো—

হে আল্লাহ! শান্তি বর্ষণ করো মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ
এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের সদস্যবর্গের উপর,	وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ
যেভাবে তুমি শান্তি বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ﷺ-এর উপর	كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ
এবং ইবরাহীম ﷺ-এর পরিবারের সদস্যবর্গের উপর,	وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ
তুমি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।	إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ
হে আল্লাহ! অনুগ্রহ বর্ষণ করো মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর	اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ
এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের সদস্যবর্গের উপর,	وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ

[১] বুখারি, ৮৩১, ৮৩৫।

যেভাবে তুমি অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ﷺ-এর উপর	كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
এবং ইবরাহীম ﷺ-এর পরিবারের সদস্যবর্গের উপর,	وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
তুমি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।" '[১]	إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

[১০৫] আবূ হামিদ সাইদি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'তারা জিজ্ঞাসা করেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার জন্য কীভাবে দরুদ পাঠ করব?" তখন নবি ﷺ বলেন, "তোমরা বোলো—

হে আল্লাহ! শান্তি বর্ষণ করো মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর,	اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
এবং তাঁর স্ত্রী ও বংশধরদের উপর,	وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ
যেভাবে শান্তি বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ﷺ-এর পরিবারের উপর।	كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
আর অনুগ্রহ বর্ষণ করো মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর,	وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ
এবং তাঁর স্ত্রী ও বংশধরদের উপর,	وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ
যেভাবে অনুগ্রহ বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ﷺ-এর পরিবারের উপর	كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
তুমি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।" '[২]	إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

তাশাহ্হুদের পর সালাম ফেরানোর আগে দুআ

[১০৬] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন তাশাহ্হুদ পাঠ শেষ করে, তখন সে যেন চারটি বিষয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে বলে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
জাহান্নামের শাস্তি থেকে,	مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ
কবরের শাস্তি থেকে,	وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে	وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ
এবং (ভণ্ড) ত্রাণকর্তা দাজ্জালের পরীক্ষার অনিষ্ট থেকে।" '[৩]	وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

[১০৭] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাতের মধ্যে এ দুআ পড়তেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই	اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

---

[১] বুখারি, ৩৩৭০।
[২] বুখারি, ৩৩৬৯।
[৩] মুসলিম, ৫৮৮।

কবরের শাস্তি থেকে;	مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
তোমার কাছে আশ্রয় চাই	وَأَعُوْذُ بِكَ
(ভণ্ড) ত্রাণকর্তা দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে;	مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ
তোমার কাছে আশ্রয় চাই	وَأَعُوْذُ بِكَ
জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে;	مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
গোনাহ ও ঋণ থেকে।	مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি ঋণের ব্যাপারে (আল্লাহর কাছে) এত বেশি আশ্রয় চান কেন?" জবাবে নবি ﷺ বলেন, "মানুষ যখন ঋণে জড়িয়ে পড়ে, তখন কথা বললে মিথ্যা বলে আর ওয়াদা দিলে তা ভঙ্গ করে।" '[১]

[১০৮] আবূ বকর ؓ থেকে বর্ণিত, 'তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলেন, "আমাকে এমন একটি দুআ শিখিয়ে দিন, যা আমি সালাতে পাঠ করব।" নবি ﷺ বলেন, "তুমি বোলো—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি;	إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا
তুমি ছাড়া আর কেউ গোনাহ ক্ষমা করতে পারে না;	وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ
তোমার পক্ষ থেকে আমাকে পুরোপুরি ক্ষমা করে দাও;	فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ
আমার উপর দয়া করো;	وَارْحَمْنِيْ
তুমি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু।" '[২]	إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

[১০৯] আলি ইবনু আবী তালিব ؓ থেকে বর্ণিত, '... তাশাহ্হুদের পর সালাম ফেরানোর আগে, আল্লাহর রাসূল ﷺ সব শেষে যা পড়তেন তার মধ্যে ছিল এটি—

হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও—	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ
আমি আগে-পরে যা করেছি,	مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ
যা গোপনে করেছি, আর যা করেছি প্রকাশ্যে,	وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
যেসব বিষয়ে আমি সীমালঙ্ঘন করেছি,	وَمَا أَسْرَفْتُ
যেসব বিষয় তুমি আমার চেয়ে ভালো জানো;	وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ

[১] বুখারি, ৮৩২।
[২] বুখারি, ৮৩৪।

অগ্রসর করা ও পেছনে ঠেলে-দেওয়ার ক্ষমতা কেবল তোমারই,	أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই।" '[১]	لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

[১১০] মুআয ইবনু জাবাল ﵁ থেকে বর্ণিত, 'একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ তার হাত ধরে বলেন, "মুআয! শপথ আল্লাহর, আমি তোমাকে মহব্বত করি।" জবাবে মুআয ﵁ নবি ﷺ-কে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা নিবেদিত হোক! শপথ আল্লাহর, আমিও আপনাকে মহব্বত করি।" নবি ﷺ বলেন, "মুআয! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি কখনও কোনও সালাতের শেষভাগে এ দুআ বাদ দেবে না—

হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করো	اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ
যেন তোমাকে স্মরণ রাখতে পারি,	عَلٰى ذِكْرِكَ
তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারি,	وَشُكْرِكَ
এবং সুন্দরভাবে তোমার গোলামি করতে পারি।" '[২]	وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

[১১১] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﵁ থেকে বর্ণিত, শিক্ষক যেভাবে বাচ্চাদের হাতের লেখা শেখায়, সাদ ﵁ তার ছেলেদের এসব বাক্য সেভাবে শেখাতেন। আর তিনি বলতেন, "সালাতের শেষের দিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এসব বিষয়ে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চাইতেন—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমি তোমার কাছে কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই,	إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ
ভীরুতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই;	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ
তোমার কাছে আশ্রয় চাই,	وَأَعُوْذُ بِكَ
যেন নিকৃষ্টতর বয়সে পৌঁছে না যাই;	مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ
তোমার কাছে দুনিয়ার পরীক্ষা থেকে আশ্রয় চাই;	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا
আর তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের পরীক্ষা থেকে।" '[৩]	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

[১১২] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি সালাতে কী দুআ করো?" লোকটি বলে, "আমি তাশাহ্হুদ পাঠ করে বলি—

[১] তথ্যসূত্রের জন্য এ গ্রন্থের ৭৯, ৮৬, ৯০ ও ৯৪ নং হাদীসের পাদটীকা দেখুন।
[২] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৬৯০, সহীহ।
[৩] বুখারি, ২৮২২।

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাত চাই;	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ
আর জাহান্নাম থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

আমি তো আর আপনার মতো সুন্দর করে দুআ পড়তে পারি না, মুআযের মতোও না!" তখন নবি ﷺ বলেন, "আমাদের দুআও এর কাছাকাছি অর্থ বহন করে!" '[১]

[১১৩] আতা ইবনুস সাইব ؓ কর্তৃক তার পিতার মাধ্যমে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(একবার) আম্মার ইবনু ইয়াসির ؓ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। ওই সালাত আদায়ে খুব বেশি সময় লাগেনি। তাই লোকদের মধ্য থেকে একজন বলে ওঠে, "আপনার এ সালাত আদায়ে তো বেশি সময় লাগল না!" আম্মার ؓ বলেন, "(হ্যাঁ!) তা সত্ত্বেও (এর মধ্যে) আমি এমন কিছু দুআ পড়েছি, যা আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি।" তিনি উঠে যাওয়ার পর লোকদের মধ্যে থেকে একজন তাঁর পেছনে পেছনে গিয়ে দুআটি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন, (দুআটি হলো)—

হে আল্লাহ! তোমার অদৃশ্য-জ্ঞান	اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ
ও সৃষ্টিজগতের উপর তোমার ক্ষমতার ভিত্তিতে	وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ
আমাকে ততদিন বাঁচিয়ে রেখো, যতদিন	أَحْيِنِيْ مَا
আমার বেঁচে-থাকা কল্যাণময় বলে তুমি জানো।	عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِيْ
আমাকে তখনই নিয়ে যেয়ো, যখন তোমার জ্ঞান অনুযায়ী	وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ
(আমার) চলে যাওয়া আমার জন্য কল্যাণময়।	الْوَفَاةَ خَيْراً لِيْ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই,	اَللّٰهُمَّ وَأَسْأَلُكَ
যেন গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমাকে ভয় করে চলতে পারি।	خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
আমি তোমার কাছে চাই, যেন সত্য কথা বলতে পারি	وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ
রাগ ও সন্তুষ্টি—উভয়াবস্থায়।	فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ
তোমার কাছে চাই, যেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারি	وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ
দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য—উভয়াবস্থায়।	فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى
তোমার কাছে এমন অনুগ্রহ চাই, যা কখনও শেষ হবে না।	وَأَسْأَلُكَ نَعِيْماً لاَ يَنْفَدُ
তোমার কাছে চক্ষু-শীতলকারী নিরবচ্ছিন্ন (অনুগ্রহ) চাই।	وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ
তোমার কাছে চাই, যেন তোমার সিদ্ধান্তে খুশি থাকি।	وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ
তোমার কাছে মৃত্যুর পর আরামদায়ক জীবন চাই;	وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ

[১] ইবনু মাজাহ, ৯১০, সহীহ।

তোমার কাছে চাই, (যেন)	وَأَسْأَلُكَ
তোমার সত্তার দিকে তাকানোর মিষ্টতা অনুভব করি।	لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ
তোমার সঙ্গে এমনভাবে সাক্ষাৎ করার আগ্রহ চাই,	وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ
যেন কোনও কষ্টদায়ক বেদনা না থাকে,	فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ
না থাকে পথ-ভোলানো কোনও পরীক্ষা।	وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ
হে আল্লাহ! ঈমানের সৌন্দর্যে আমাদের সুশোভিত করো;	اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ
এবং আমাদের সঠিক পথের দিশারি ও পথিক বানাও।'[১]	وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ

[১১৪] মিহ্‌জান ইবনুল আরদা' ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করেন। তখন এক ব্যক্তি সালাতের শেষের দিকে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করছে। সে বলছে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
হে আল্লাহ! তুমি এক,	يَا اللّٰهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ
একক, অমুখাপেক্ষী,	الْأَحَدُ الصَّمَدُ
যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারও থেকে জন্ম নেননি	اَلَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই;	وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও,	أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ
একমাত্র তুমিই ক্ষমাশীল, দয়ালু।	إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

তার দুআ শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ তিনবার বলেন, "তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে।" '[২]

[১১৫] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে বসে আছি। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে। সে রুকূ, সাজদা ও তাশাহ্‌হুদের পর দুআ করে। ওই দুআয় সে বলে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
প্রশংসা কেবল তোমারই;	بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
তুমি মহান দাতা এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্বদানকারী	الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
হে মহত্ত্ব ও মহানুভবতার অধিকারী!	يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

[১] নাসাঈ, ১৩০৪, সহীহ।
[২] নাসাঈ, ১৩০০, সহীহ।

হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী!	يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ
আমি তোমার কাছেই চাই।	إِنِّيْ أَسْأَلُكَ

তখন নবি ﷺ তাঁর সাহাবিদের বলেন, “তোমরা কি জানো, সে কী দুআ করেছে?” তারা বলেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।” নবি ﷺ বলেন, “শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে আল্লাহকে তাঁর মহান নাম নিয়ে ডেকেছে, যে নাম নিয়ে ডাকা হলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম নিয়ে কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দেন।” ’[১]

[১১৬] বুরাইদা ইবনুল হুসাইব ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবি ﷺ এক ব্যক্তিকে এ কথা বলে দুআ করতে শুনেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র তুমিই আল্লাহ,	بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
একক, অমুখাপেক্ষী,	الْأَحَدُ الصَّمَدُ
যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারও থেকে জন্ম নেননি	اَلَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই;	وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

তখন নবি ﷺ বলেন, “শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে আল্লাহকে তাঁর মহান নাম নিয়ে ডেকেছে, যে নাম নিয়ে ডাকা হলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম নিয়ে কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দেন।” ’[২]

সালাতের শেষে

সালাত শেষে সালাম ফেরানোর পর যিকর ও দুআ

[১১৭] সাওবান ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাত শেষে তিনবার ইসতিগ্‌ফার (আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া) পড়তেন। তারপর বলতেন—

হে আল্লাহ! তুমি শান্তি,	اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ
তুমি শান্তির উৎস,	وَمِنْكَ السَّلَامُ
হে মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী! তুমি বরকতময়।” ’[৩]	تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

[১১৮] মুগীরা ইবনু শু'বা ؓ-এর আযাদকৃত দাস ওয়ার্‌রাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭০৫, সহীহ।
[২] নাসাঈ, ১৩০০, সহীহ।
[৩] মুসলিম, ৫৯১।

'মুগীরা ﵁ মুআবিয়া ইবনু আবী সুফ্ইয়ান ﵁-এর কাছে লিখেছেন যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রত্যেক সালাতের শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই; — لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক—তাঁর (দাসত্ব লাভে) কোনও অংশীদার নেই; — وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
রাজত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁরই; — لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। — وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

হে আল্লাহ! তুমি যা দাও, তা কেউ রুখতে পারে না; — اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ
তুমি যা রুখে দাও, তা কেউ দিতে পারে না; — وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ
তোমার বিপরীতে ধনীর প্রাচুর্য তার কোনও কাজে লাগে না।'[১] — وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

[১১৯] আবুয যুবাইর ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইবনুয যুবাইর ﵁ প্রত্যেক সালাতের শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই; — لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই; — وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
রাজত্ব ও প্রশংসা সবই তাঁর; — لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। — وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

আল্লাহ ছাড়া কারও কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই; — لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ
আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই; — لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ
আমরা কেবল তাঁরই গোলামি করি; — وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ
অনুগ্রহ ও করুণা সবই তাঁর; — لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ
সুন্দর প্রশংসার অধিকারীও তিনিই; — وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই; — لَا إِلٰـهَ إِلَّا اللهُ
(আমরা) একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্য করি, — مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ
অবাধ্য লোকেরা তা অপছন্দ করলেও। — وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

আর তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রত্যেক সালাতের পর এসব তাহ্লীল (আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব ঘোষণা) পাঠ করতেন।" '[২]

[১২০] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নিঃস্ব সাহাবিগণ নবি ﷺ-এর কাছে

[১] বুখারি, ৮৪৪।
[২] মুসলিম, ৫৯৪।

এসে বলেন, "ধনীরা তো সম্পদের মাধ্যমে অনেক উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী অনুগ্রহ নিয়ে গেল! তারা আমাদের মতো সালাত আদায় করে, আমাদের মতো সাওম পালন করে; আবার তাদের আছে সম্পদরূপী অনুগ্রহ—যা দিয়ে তারা হাজ্জ পালন করে, উমরা সম্পন্ন করে, জিহাদ করে ও দান-সদাকা করে!" এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন, "একটি বিষয় আছে যার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের ছাড়িয়ে-যাওয়া লোকদের নাগাল পেয়ে যাবে, তোমরা পরবর্তী লোকদের থেকে এগিয়ে থাকবে, এবং কেউই তোমাদের চেয়ে উত্তম (বলে বিবেচিত) হবে না, তবে যারা তোমাদের মতো আমল করবে, তাদের কথা ভিন্ন। আমি কি তোমাদেরকে ওই বিষয়টি শেখাব না?" (তারা বলেন, "অবশ্যই! হে আল্লাহর রাসূল!" নবি ﷺ বলেন,) তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশ বার আল্লাহ তাআলার তাসবীহ (ত্রুটিহীনতা), তাহ্‌মীদ (প্রশংসা) ও তাকবীর (শ্রেষ্ঠত্ব) পাঠ করবে।" এরপর আমাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো: আমাদের কেউ কেউ বলল, "আমরা তেত্রিশবার ত্রুটিহীনতা ও তেত্রিশবার প্রশংসাবাণী পাঠ করব আর চৌত্রিশবার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করব।" এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি নবি ﷺ-এর কাছে ফিরে এলে, তিনি বলেন, তুমি (নিচের) প্রত্যেকটি কথা তেত্রিশবার পাঠ করবে—

"আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত;	سُبْحَانَ اللهِ
সকল প্রশংসা আল্লাহর;	وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।" '[১]	وَاللهُ أَكْبَرُ

[১২১] উকবা ইবনু আমির رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে প্রত্যেক সালাতের শেষে সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।'[২]

সূরা আল-ফালাক

"বলো, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের রবের কাছে,	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়,	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
গিরায় ফুঁ-দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।"	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

সূরা আন-নাস

বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের অধিপতির কাছে	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
যিনি মানুষের বাদশাহ (ও)	مَلِكِ النَّاسِ

[১] বুখারি, ৮৪৩।
[২] আবূ দাউদ, ১৫২৩, হাসান।

মানুষের সার্বভৌম শাসক,	إِلَٰهِ النَّاسِ
বারবার-ফিরে-আসা প্ররোচনাদানকারীর অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
যে মানুষের মনে ওয়াস্‌ওয়াসা দেয়,	الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
সে জিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে।	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

[১২২] আবূ উমামা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ সালাতের শেষে আয়াতুল কুরসি পাঠ করে, তার জান্নাতে প্রবেশের ক্ষেত্রে একমাত্র প্রতিবন্ধকতা হলো তার মৃত্যু।" '[১]

আয়াতুল কুরসি (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:২৫৫)

আল্লাহ; তিনি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী,	الْحَيُّ الْقَيُّومُ
না তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করে, আর না নিদ্রা;	لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ
মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে, সবই তাঁর;	لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
কে আছে এমন, যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?	مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
তবে 'তাঁর অনুমতিক্রমে' বিষয়টি ভিন্ন।	إِلَّا بِإِذْنِهِ
তিনি তাদের সামনের-পেছনের সবকিছু জানেন;	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না,	وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ
তবে তিনি যেটুকু চান সেটুকু বাদে।	إِلَّا بِمَا شَاءَ
তাঁর কুরসি মহাকাশ ও পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে;	وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
এ দুয়ের সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে না;	وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا
তিনি সুউচ্চ, মহান!	وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

[১২৩] আবূ যার ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-ব্যক্তি ফজরের সালাতের পর, পা ভাঁজ করা অবস্থায় কথাবার্তা বলার আগে দশ বার বলে—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
তিনি একক; তাঁর (সার্বভৌমত্বে) কোনও অংশীদার নেই;	وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

[১] তাবারানি, আল-কাবীর, ৮/১১৪/৭৫৩২, সহীহ।

শাসনক্ষমতা কেবল তাঁর; প্রশংসাও তাঁরই;	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি প্রাণসঞ্চার করেন ও মৃত্যু দেন;	يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ
কল্যাণ কেবল তাঁরই হাতে;	بِيَدِهِ الْخَيْرُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।	وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

প্রত্যেকবার বলার বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য একটি কল্যাণ লিখে দেবেন, তার (আমলনামা) থেকে একটি মন্দ জিনিস দূর করে দেবেন এবং এক স্তর মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন; আর প্রত্যেকবার বলার বিনিময়ে তাকে একটি গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব দেবেন, তার ওই দিনটি থাকবে সকল অপছন্দনীয় জিনিস থেকে নিরাপদ, তাকে রাখা হবে শয়তানের প্রভাব-বলয় থেকে মুক্ত এবং ওই দিন কোনও গোনাহ তাকে স্পর্শ করতে পারে না; তবে সে যদি আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করে, তা হলে এ সুবিধা পাবে না।" '[১]

[১২৪] উম্মু সালামা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ ফজরের সালাতে সালাম ফেরানোর পর বলতেন—

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
উপকারী জ্ঞান,	عِلْمًا نَافِعًا
পবিত্র জীবনোপকরণ	وَرِزْقًا طَيِّبًا
ও (তোমার নিকট) কবুল হওয়ার মতো আমল।" '[২]	وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

ফজরের সালাতের পর যিকরের মহত্ত্ব

[১২৫] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-ব্যক্তি জামাআতের সঙ্গে ফজরের সালাত আদায় করে, তারপর বসে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকর করতে থাকে, এরপর দু' রাকআত সালাত আদায় করে, তাকে একটি হাজ্জ ও একটি উমরার সাওয়াব দেওয়া হয়।" ' তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ!" '[৩]

[১২৬] সিমাক ইবনু হারব ﵀ বলেন, 'আমি জাবির ইবনু সামুরা ﵁-কে জিজ্ঞাসা করি, "আপনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর মজলিশে বসতেন?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ, বহুবার (বসেছি)। তিনি যেখানে ফজরের সালাত আদায় করতেন, সেখান থেকে সূর্যোদয়ের আগ পর্যন্ত ওঠতেন না। সূর্য উদিত হলে তিনি ওঠতেন। সাহাবিগণ জাহিলি যুগের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলে হাসাহাসি করতেন, আর নবি ﷺ মুচকি হাসি দিতেন।" '[৪]

[১] তিরমিযি, ৩৪৭৪, হাসান সহীহ গরীব।
[২] ইবনু মাজাহ, ৯২৫, সহীহ।
[৩] তিরমিযি, ৫৮৬, হাসান।
[৪] মুসলিম, ৬৭০।

কিছু বিশেষ সালাত

তাওবা'র সালাত

[১২৭] আলি ইবনু আবী তালিব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি এমন এক ব্যক্তি—আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে আমি যখন কোনও হাদীস শুনেছি, আল্লাহ্ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ওই হাদীসের মাধ্যমে আমাকে কোনো-না-কোনো ভাবে উপকৃত করেছেন। আর আমার কাছে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কোনও সাহাবি হাদীস বর্ণনা করলে, আমি তাকে (আল্লাহর নামে) শপথ করতে বলতাম; সে শপথ করে বললে, আমি তার কথা সত্য বলে মেনে নিতাম। (একবার) আবূ বকর ﵁ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন—আর আবূ বকর ﵁-এর কথা সত্য—"আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'কোনও বান্দা যদি কোনও গোনাহ্ করে, তারপর সুন্দরভাবে ওযু করে, এরপর দাঁড়িয়ে দু' রাকআত সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে মাফ করে দেবেন।' এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন—

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ أُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾

'আর যারা কখনও কোনও অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা (কোনও গোনাহের কাজ করে) নিজেদের উপর জুলুম করে বসলে, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কথা স্মরণ করে, তাঁর কাছে নিজেদের গোনাহ-খাতার জন্য মাফ চায়—আর আল্লাহ্ ছাড়া আর কে গোনাহ মাফ করতে পারেন—এবং জেনে-বুঝে নিজেদের কৃতকর্মের উপর জোর দেয় না, এ ধরনের লোকদের যে প্রতিদান তাদের রবের কাছে আছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি তাদের মাফ করে দেবেন এবং এমন বাগানে তাদের প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে৷ সৎকাজ যারা করে তাদের জন্য কেমন চমৎকার প্রতিদান!' (সূরা আল ইমরান ৩:১৩৫–১৩৬)" '[১]

ইস্‌তিখারা'র সালাত

[১২৮] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয়ে সেভাবে ইস্‌তিখারা শেখাতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শেখাতেন। তিনি বলতেন, "তোমাদের কেউ কোনও কাজের ইচ্ছা করলে, সে যেন ফরজের বাইরে দু' রাকআত সালাত আদায় করে বলে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার জ্ঞানের কাছে পরামর্শ চাই,	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ
তোমার শক্তির সহযোগিতা চাই,	وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ

[১] আবূ দাঊদ, ১৫২১, হাসান।

তোমার মহান অনুগ্রহের অংশবিশেষ চাই,	وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ
কারণ, তুমি ক্ষমতাবান, আমার কোনও ক্ষমতা নেই,	فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ
তুমি জানো, আমি জানি না,	وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ
আর তুমি অদৃশ্য বিষয়াদির মহাজ্ঞানী।	وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ
হে আল্লাহ! তুমি যদি জানো—	اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
এ বিষয়টি আমার দ্বীনের জন্য কল্যাণজনক,	أَنَّ هٰذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ
এবং আমার জীবনযাত্রা, শেষ পরিণতি,	وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ
আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণজনক,	وَعَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ
তা হলে এটি আমার জন্য বরাদ্দ করে দাও,	فَاقْدُرْهُ لِيْ
এবং এটি আমার জন্য সহজ করে দাও,	وَيَسِّرْهُ لِيْ
তারপর এর মধ্যে আমার জন্য বরকত দাও!	ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ
আর যদি তোমার জ্ঞান অনুযায়ী	وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
এ বিষয়টি আমার দ্বীনের জন্য অকল্যাণজনক,	أَنَّ هٰذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ
এবং আমার জীবনযাত্রা, শেষ পরিণতি,	وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ
আমার বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য (অকল্যাণজনক হয়),	فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ
তা হলে এটি আমার কাছ থেকে সরিয়ে নাও,	فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ
আর আমাকেও এর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও;	وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ
আমার জন্য কল্যাণের বন্দোবস্ত করো,	وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ
তা যেখানেই থাকুক না কেন;	حَيْثُ كَانَ
তারপর তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট করে দাও!	ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ

এরপর সে তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে।" '[১]

যে-ব্যক্তি স্রষ্টার সঙ্গে ইস্‌তিখারা ও মুমিনদের সঙ্গে পরামর্শ করে, সে কখনও আফসোস করে না।[২]

সকাল-সন্ধ্যার যিকর

[১২৯] উবাই ইবনু কা'ব ﵁ থেকে বর্ণিত, 'খেজুর শুকানোর জন্য তার কয়েকটি

[১] বুখারি, ১১৬২।
[২] তাবারানি, ৭/৬৬২৩।

জায়গা ছিল। দিন দিন খেজুরের পরিমাণ কমতে থাকায়, তিনি এক রাতে তা পাহারা দেন। একপর্যায়ে একটি জন্তু তার নজরে পড়ে, দেখতে অনেকটা প্রাপ্তবয়স্ক ছেলের মতো। তিনি তাকে সালাম দিলে, সে তার সালামের জবাব দেয়। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কী? জিন, নাকি মানুষ?" সে বলে, "জিন।" তিনি বলেন, "তা হলে আমার দিকে তোমার হাত বাড়াও।" সে হাত বাড়ালে তিনি দেখতে পান, তার হাত ও চুল কুকুরের হাত ও চুলের মতো। তিনি বলেন, "জিনের গঠনশৈলী কি এমন?" সে বলে, "জিনেরা ভালো করেই জানে, তাদের মধ্যে আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী কেউ নেই।" তিনি বলেন, "তো, এখানে কেন এসেছ?" সে বলে, "জানতে পারলাম, দান (করা) নাকি আপনার খুবই পছন্দের। তাই আপনার খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশ নিতে এলাম!" তিনি জানতে চান, "তোমাদের (হস্তক্ষেপ) থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কী?" সে বলে, সূরা আল-বাকারা'র এই (২৫৫ নং) আয়াত:

আল্লাহ; তিনি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই, — اَللّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ

চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী, — الْحَيُّ الْقَيُّومُ

না তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করে, আর না নিদ্রা; — لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ

মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে, সবই তাঁর; — لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

কে আছে এমন, যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? — مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

তবে 'তাঁর অনুমতিক্রমে' বিষয়টি ভিন্ন। — إِلَّا بِإِذْنِهِ

তিনি তাদের সামনের-পেছনের সবকিছু জানেন; — يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, — وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ

তবে তিনি যেটুকু চান সেটুকু বাদে। — إِلَّا بِمَا شَاءَ

তাঁর কুরসি মহাকাশ ও পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে; — وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

এ দুয়ের সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে না; — وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

তিনি সুউচ্চ, মহান! — وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

যে-ব্যক্তি সন্ধ্যা-সময় এটি পাঠ করবে, সকাল পর্যন্ত তাকে আমাদের হাত থেকে নিরাপদ রাখা হবে, আর যে তা সকালবেলা পাঠ করবে, তাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের হাত থেকে নিরাপদ রাখা হবে। সকালবেলা তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে বিষয়টি জানান। জবাবে নবি ﷺ বলেন, "খবীসটি ঠিকই বলেছে।" '[১]

[১৩০] আবদুল্লাহ ইবনু খুবাইব রা. বলেন, 'ঘুটঘুটে অন্ধকার ও বৃষ্টিমুখর এক রাতে আমরা নবি ﷺ-এর খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল—তিনি যেন আমাদের

[১] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ১/২৮, সহীহ।

নিয়ে সালাত আদায় করেন। একপর্যায়ে আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পেয়ে যাই। তখন তিনি বলেন, "বলো!" আমি কিছুই বলিনি। তিনি আবার বলেন, "বলো!" আমি কিছুই বলিনি। এরপর তিনি আবার বলেন, "বলো!" তখন আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! কী বলব?" তিনি বলেন, "সকাল-সন্ধ্যায় সূরা আল-ইখলাস, আল-ফালাক ও আন-নাস তিনবার পাঠ করো, তা হলে সবকিছুর মোকাবিলায় এগুলোই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।" '[১]

সূরা আল-ইখলাস

বলো—তিনি আল্লাহ, একক।	قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
আল্লাহ কারোর মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী,	اَللهُ الصَّمَدُ
তাঁর কোনও সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন।	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।	وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

সূরা আল-ফালাক

"বলো, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের রবের কাছে,	قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়,	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
গিরায় ফুঁ-দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।"	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

সূরা আন-নাস

বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের অধিপতির কাছে	قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ
যিনি মানুষের বাদশাহ (ও)	مَلِكِ النَّاسِ
মানুষের সার্বভৌম শাসক,	إِلَٰهِ النَّاسِ
বারবার-ফিরে-আসা প্ররোচনাদানকারীর অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
যে মানুষের মনে প্ররোচনা দেয়,	الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ
সে জিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে।	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

[১৩১] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'সন্ধ্যা হলে আল্লাহর নবি ﷺ বলতেন—

আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছি,	أَمْسَيْنَا

[১] তিরমিযি, ৩৫৭৫, হাসান।

আর আল্লাহর উদ্দেশে সন্ধ্যায় উপনীত হয়েছে (তাঁর) রাজত্ব;	وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ
সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর;	وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ
আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক; তাঁর কোনও অংশীদার নেই;	وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
রাজত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁর;	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।	وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
রব আমার! আমি তোমার কাছে সেই কল্যাণ চাই	رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ
যা এ রাতের মধ্যে আছে	مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ
এবং যে কল্যাণ আছে তার পরবর্তী সময়ের মধ্যে;	وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا
আর ওই অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
যা এ রাতের মধ্যে আছে	مَا فِيْ هٰذِهِ اللَّيْلَةِ
এবং যে অকল্যাণ আছে তার পরবর্তী সময়ের মধ্যে।	وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا
রব আমার! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই	رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ
অলসতা ও কষ্টদায়ক বার্ধক্য থেকে	مِنَ الْكَسَلِ وَسُوْءِ الْكِبَرِ
হে আমার রব! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই	رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ
জাহান্নামের শাস্তি থেকে	مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ
এবং কবরের শাস্তি থেকে।	وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ

আর সকাল হলে বলতেন—

আমরা সকালে উপনীত হয়েছি,	أَصْبَحْنَا
আর আল্লাহর উদ্দেশে সকালে উপনীত হয়েছে (তাঁর) রাজত্ব;	وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلّٰهِ

এরপর তিনি উপরিউক্ত কথাগুলো বলতেন।'[১]

[১৩২] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ সকালবেলা বলতেন—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ

[১] মুসলিম, ২৭২৩।

তোমার দয়ায় সকাল-সন্ধ্যা যাপন করি;	بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا
তোমার দয়ায় বাঁচি ও মরি;	وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ
আর তোমার সামনেই (আমাদের) দাঁড়াতে হবে।	وَإِلَيْكَ النُّشُوْرُ

আর সন্ধ্যা-বেলা বলতেন—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
তোমার দয়ায় সন্ধ্যা-সকাল যাপন করি;	بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا
তোমার দয়ায় বাঁচি ও মরি;	وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ
আর তোমার কাছেই (আমাদের) ফিরে যেতে হবে।'[১]	وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

[১৩৩] শিদাদ ইবনু আউস ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "সাইয়িদুল ইস্তিগ্ফার বা সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাপ্রার্থনা হলো—

হে আল্লাহ! তুমি আমার রব;	اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ
তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ;	خَلَقْتَنِيْ
আমি তোমার দাস;	وَأَنَا عَبْدُكَ
তুমি আমার কাছ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নিয়েছ,	وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ
সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে আমি তা পূরণ করতে প্রস্তুত;	مَا اسْتَطَعْتُ
আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই;	أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
আমার উপর তুমি যে অনুগ্রহ করেছ, তা স্বীকার করছি,	أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ
আর আমি আমার গোনাহের কথা স্বীকার করছি;	وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ
অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও;	فَاغْفِرْ لِيْ
তুমি ছাড়া আর কেউ গোনাহ ক্ষমা করতে পারে না;	إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ

কেউ যদি পূর্ণ ইয়াকীন-সহ দিনের বেলা এটি পাঠ করে, আর ওইদিন সন্ধ্যার আগে মারা যায়, তা হলে সে জান্নাতবাসী হবে; আর যে-ব্যক্তি পূর্ণ ইয়াকীন-সহ রাতের বেলা এটি পড়ে, আর সকালের আগে মারা যায়, সে জান্নাতবাসী হবে।" '[২]

---

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১১৯৯, সহীহ।
[২] বুখারি, ৬৩০৬।

[১৩৪] আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি সকালে বা সন্ধ্যায় বলে—

হে আল্লাহ! আমি সকালে উপনীত হয়েছি।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَصْبَحْتُ
আমি সাক্ষী রাখছি তোমাকে,	أُشْهِدُكَ
সাক্ষী রাখছি তোমার আরশ-বহনকারীদেরকে	وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ
তোমার ফেরেশতাগণ ও সকল সৃষ্টিকে	وَمَلَائِكَتَكَ وَجَمِيْعَ خَلْقِكَ
যে, তুমিই আল্লাহ,	أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
আর মুহাম্মাদ ﷺ তোমার দাস ও বার্তাবাহক।	وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ

(সে যদি তা একবার পাঠ করে) জাহান্নাম থেকে আল্লাহ ওই ব্যক্তির চার ভাগের এক ভাগকে মুক্তি দেবেন; যে দু'বার পাঠ করে, আল্লাহ জাহান্নাম থেকে তার অর্ধেককে মুক্তি দেবেন; যে তিন বার পাঠ করে, আল্লাহ জাহান্নাম থেকে তার চার ভাগের তিন ভাগকে মুক্তি দেবেন; আর যে চার বার পাঠ করে, আল্লাহ তাকে (সম্পূর্ণভাবে) জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেবেন।" '[১]

[১৩৫] আবদুল্লাহ ইবনু গান্নাম ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি সকালবেলা বলে—

হে আল্লাহ! (আজ) সকালে আমি যে অনুগ্রহ পেলাম,	اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِـيْ مِنْ نِعْمَةٍ
অথবা তোমার প্রত্যেক সৃষ্টি যে অনুগ্রহ পেল,	أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ
তা সবই কেবল তোমারই দান;	فَمِنْكَ وَحْدَكَ
তোমার কোনও অংশীদার নেই;	لَا شَرِيْكَ لَكَ
তাই সকল প্রশংসা কেবল তুমিই প্রাপ্য	فَلَكَ الْحَمْدُ
আর কৃতজ্ঞতাও কেবল তোমারই।	وَلَكَ الشُّكْرُ

তা হলে তার ওই দিনের শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় হয়ে যায়; আর যদি কেউ সন্ধ্যা-সময় অনুরূপ (যিকর) পাঠ করে, তার ওই রাতের কৃতজ্ঞতা আদায় হয়ে যায়।" '[২]

[১৩৬] আবদুর রহমান ইবনু আবী বাকরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতাকে বলেন, 'পিতা! আমি শুনতে পাই আপনি প্রতিদিন সকালে এবং বিকালে তিনবার করে বলেন—

হে আল্লাহ! আমার শরীর সুস্থ রাখো!	اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ

[১] আবূ দাঊদ, ৫০৬৯, হাসান।
[২] আবূ দাঊদ, ৫০৭৩, দুর্বল।

হে আল্লাহ! আমার শ্রবণশক্তি সুস্থ রাখো! — اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ

হে আল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি সুস্থ রাখো! — اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ

তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই। — لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

এরপর সকালে এবং বিকালে তিনবার করে বলেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই — اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ

অবাধ্যতা ও দারিদ্র্য থেকে; — مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই — اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ

কবরের শাস্তি থেকে; — مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই। — لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

তিনি বলেন, "ছেলে আমার! তুমি ঠিকই শুনেছ। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এসব বলতে শুনেছি। তাঁর সুন্নাহ্ বা রীতি অনুসরণ করা আমার কাছে খুবই পছন্দের। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, 'দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির দুআ হলো—

হে আল্লাহ! আমি তোমার করুণা প্রত্যাশা করি; — اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ

আমাকে আমার নিজের কাছে ছেড়ে দিয়ো না; — وَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ

এক মুহূর্তের জন্যও (না); — طَرْفَةَ عَيْنٍ

আমার সবকিছু সংশোধন করে দাও! — وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ

তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই।' "[১] — لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

[১৩৭] আবুদ দারদা ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে ও বিকালে সাত বার বলে—

আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। — حَسْبِيَ اللّٰهُ

তিনি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই। — لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

আমি তাঁরই উপর ভরসা করি। — عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

আর তিনিই মহান আরশের অধিপতি। — وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

তার দুনিয়া ও আখিরাতের পেরেশানি সমাধানের জন্য আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট হয়ে যান।" '[২]

[১৩৮] ইবনু উমার ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সব সময় সকাল-

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭০১, হাসান।
[২] ইবনুস সুন্নি, ৭১, ইসনাদটি সহীহ।

সন্ধ্যায় এ বাক্যগুলো বলতেন—

হে আল্লাহ! اَللّٰهُمَّ

আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপত্তা চাই। إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাই— اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদের ক্ষেত্রে। فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ

হে আল্লাহ! আমার গোপন বিষয়াদি গোপন রাখো; اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ

আমার ভীতি ও ত্রাস অটুট রাখো; وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ

হে আল্লাহ! আমাকে নিরাপদ রাখো— اَللّٰهُمَّ احْفَظْنِيْ

আমার সামনের ও পেছনের দিক থেকে, مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ

আমার ডান, বাম ও উপর দিক থেকে। وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ

আমি তোমার মহত্ত্বের কাছে আশ্রয় চাই— وَأَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ

যেন নিচ থেকে আক্রমণের শিকার না হই।” ’[১] أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ

[১৩৯] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আবূ বকর ﵁ নবি ﷺ-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন, যা আমি সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করব। নবি ﷺ বলেন, “তুমি বোলো—

হে আল্লাহ! তুমি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য—সবকিছুর জ্ঞানী; اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা তুমিই; فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

তুমিই সবকিছুর শাসক ও অধিপতি; رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই; أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

আমার নিজের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই; أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

(আশ্রয় চাই) শয়তানের অনিষ্ট ও তার ফাঁদ থেকে; وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ

আমি যেন আমার নিজের কোনও মন্দ ডেকে না আনি, وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَىٰ نَفْسِيْ سُوْءًا

কিংবা আমি যেন কোনও মুসলিমের ক্ষতি ডেকে না আনি। أَوْ أَجُرَّهُ إِلَىٰ مُسْلِمٍ

সকাল, সন্ধ্যা ও ঘুমানোর সময় এটি পাঠ কোরো।” ’[২]

[১৪০] আবান ইবনু উসমান ﵀ বলেন, আমি উসমান ইবনু আফফান ﵁-কে বলতে

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১২০০, সহীহ।
[২] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১২০২, ১২০৩, সহীহ।

শুনেছি, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যদি কোনও বান্দা প্রতিদিন সকালে এবং প্রতি রাতে সন্ধ্যায় তিনবার এ দুআ পাঠ করে, তা হলে তাকে কোনও অনিষ্ট স্পর্শ করবে না—

আল্লাহর নামে,	بِسْمِ اللهِ
যার নাম থাকলে কোনও কিছুই ক্ষতি করতে পারে না,	الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ
না জমিনে, আর না আসমানে;	فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
তিনি সব কিছু শুনেন, সব কিছু জানেন।	وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

আবান ﵁-এর একপাশ অর্ধ-প্যারালাইজ্‌ড হয়ে পড়লে, এক ব্যক্তি তার দিকে তাকাতে থাকে। আবান তাকে বলেন, 'কী দেখো? আমি তোমাদেরকে যে হাদীস শুনিয়েছি, তা ঠিকই আছে; তবে ওইদিন আমি তা পড়িনি, আমি চেয়েছি—আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর আমার উপর কার্যকর হোক।'[১]

[১৪১] আবূ সালাম ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি হিম্‌স শহরের মাসজিদে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি ওই স্থান অতিক্রম করলে, লোকজন বলে ওঠে—তিনি নবি ﷺ-এর খাদিম ছিলেন! আমি তাঁর কাছে গিয়ে বলি, 'আমাকে এমন একটি হাদীস বলুন, যা আপনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন, যখন আপনার ও তাঁর মাঝখানে আর কোনও লোক ছিল না।' তিনি বলেন, 'আমি নবি ﷺ-এর কাছে গিয়েছিলাম। তখন তিনি বলছিলেন, "যদি কোনও মুসলিম বান্দা সকালে ও সন্ধ্যায় তিনবার এটি পাঠ করে, তা হলে কিয়ামাতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়—

আমি সন্তুষ্ট, আল্লাহকে শাসক-অধিপতি,	رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا
ইসলামকে জীবনব্যবস্থা,	وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا
আর মুহাম্মাদ ﷺ-কে নবি হিসেবে পেয়ে।" '[২]	وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا

[১৪২] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ ফাতিমা ﵂-কে বলেন, "আমি তোমাকে যে উপদেশ দিচ্ছি, তা মেনে চলতে[৩] বাধা কীসে! তুমি সকাল-সন্ধ্যায় বলবে—

হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী!	يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ
আমি তোমার দয়ার সাহায্য চাই;	بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ
আমার সব কিছু সংশোধন করে দাও;	أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ
এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে আমার উপর ছেড়ে দিয়ো না।" '[৪]	وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৬৬০, হাসান সহীহ।
[২] আবূ দাউদ, ৫০৭২, হাসান।
[৩] আক্ষরিক অনুবাদ 'তা শুনতে'।
[৪] হাকিম, ১/৫৪৫, বুখারি ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[১৪৩] আবূ মালিক আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ সকালে উপনীত হলে, সে যেন বলে—

আমরা সকালে উপনীত হয়েছি — أَصْبَحْنَا

আর সকালে উপনীত হয়েছে (এখানকার পুরো) রাজ্য, — وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ

মহাবিশ্বের শাসক আল্লাহর উদ্দেশে। — لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই — اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ

আজকের দিনের কল্যাণ—এর বিজয় ও সাহায্য, — خَيْرَ هٰذَا الْيَوْمِ فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ

এর জ্যোতি, অনুগ্রহ ও পথ-নির্দেশনা। — وَنُوْرَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ

আর তোমার কাছে আশ্রয় চাই— — وَأَعُوْذُ بِكَ

এর ভেতরকার অনিষ্ট ও এর পরবর্তী সময়ের অনিষ্ট থেকে। — مِنْ شَرِّ مَا فِيْهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ

তারপর সন্ধ্যায় উপনীত হলে, সে যেন অনুরূপ দুআ পড়ে।" '[১]

[১৪৪] আবদুর রহমান ইবনু আব্যা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সকালবেলা বলতেন—

আমরা সকালে উপনীত হয়েছি— — أَصْبَحْنَا

ইসলামের স্বভাব-প্রকৃতি ও নিষ্ঠাবান কথার উপর, — عَلٰى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ

আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বীনের উপর, — وَدِيْنِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

এবং আমাদের পিতা ইবরাহীমের দ্বীনের উপর, — وَمِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيْمَ

যিনি ছিলেন নির্ভেজাল সত্যের অনুসারী, অনুগত — حَنِيْفًا مُسْلِمًا

এবং যিনি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করতেন না।" '[২] — وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

[১৪৫] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় এক শ বার পাঠ করে—

আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত; আর প্রশংসা কেবল তাঁরই — سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ

কিয়ামাতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে কেউ আসতে পারবে না; তবে যে-ব্যক্তি অনুরূপ অথবা এর চেয়ে বেশি পাঠ করেছে, তার কথা ভিন্ন।" '[৩]

[১৪৬] আবূ আইয়ূব আনসারি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি সকালবেলা

---

[১] আবূ দাউদ, ৫০৮৪, হাসান।
[২] আহমাদ, ৩/৪০৭, ইসনাদটি সহীহ।
[৩] তথ্যসূত্রের জন্য এ গ্রন্থের ২৪ ও ২৫ নং হাদীসের পাদটীকা দেখুন।

দশ বার পাঠ করে—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক, তাঁর (সার্বভৌম ক্ষমতায়) কোনও অংশীদার নেই;	وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
রাজত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁর;	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি প্রাণ সঞ্চারিত করেন, আর তিনিই মৃত্যু ঘটান;	يُحْيِي وَيُمِيتُ
তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।	وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তার প্রত্যেকবার পাঠ করার বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য দশটি কল্যাণ লিখে দেন, তার কাছ থেকে দশটি মন্দ জিনিস দূর করে দেন, তার মর্যাদা দশ স্তর উন্নত করে দেন, আর এগুলো দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার জন্য দশ জন গোলাম ও অস্ত্রশস্ত্রের মতো কাজ করে এবং তার কোনও কাজই তাদের জন্য খুব ভারী মনে হয় না। সন্ধ্যা-সময় তা পাঠ করলে, অনুরূপ ফল লাভ করবে।" '[১]

[১৪৭] আবূ আইয়াশ যুরাকি ؓ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'যে-ব্যক্তি সকালবেলা বলে—

"আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই, তিনি একক;	لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
তাঁর কোনও অংশীদার নেই;	لَا شَرِيكَ لَهُ
শাসনক্ষমতা তাঁর, প্রশংসাও তাঁরই;	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"	وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

সে ইসমাঈল ؑ-এর সন্তানদের মধ্য থেকে একজনকে মুক্ত করে দেওয়ার সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে, তার জন্য দশটি কল্যাণ লেখা হবে, তার (আমলনামা) থেকে দশটি গোনাহ মুছে ফেলা হবে, তার মর্যাদা দশ স্তর বাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত সে থাকবে শয়তানের প্রভাব-বলয় থেকে নিরাপদ। আর সন্ধ্যা-সময় এটি বললে, সকাল পর্যন্ত সে অনুরূপ প্রতিদান পেতে থাকবে।'[২]

[১৪৮] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন এক শ বার বলবে—

"আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই, তিনি একক;	لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
তাঁর কোনও অংশীদার নেই;	لَا شَرِيكَ لَهُ
শাসনক্ষমতা তাঁর; প্রশংসাও তাঁরই;	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"	وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

---

[১] তথ্যসূত্রের জন্য এ গ্রন্থের ২২ ও ২৩ নং হাদীসের পাদটীকা দেখুন।
[২] আবূ দাউদ, ৫০৭৭, হাসান।

তাকে দশ জন দাস মুক্ত করার সাওয়াব দেওয়া হবে, তার জন্য এক শ টি কল্যাণ লেখা হবে, তার (আমলনামা) থেকে এক শ'টি মন্দ জিনিস মুছে ফেলা হবে, আর ওই দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে থাকবে শয়তানের প্রভাব-বলয় থেকে নিরাপদ; কোনও ব্যক্তির আমলই তার চেয়ে উত্তম বলে গণ্য হবে না, তবে কেউ যদি তার চেয়ে বেশি আমল করে থাকে, তা হলে তার কথা ভিন্ন।'[১]

[১৪৯] উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়্যা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ ফজরের সালাত আদায় করে সকালবেলা তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে যান; তখন তিনি ছিলেন মাসজিদের ভেতর। দুপুরবেলা ফিরে এসে দেখেন, তিনি তখনও (সেখানে) বসা। নবি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, "তোমাকে যে অবস্থায় দেখে গিয়েছিলাম, ওই অবস্থায়ই আছো?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ!" তখন নবি ﷺ বলেন, "তোমার পর আমি চারটি বাক্য তিনবার পড়েছি; ওইগুলো ওজন দেওয়া হলে তুমি আজকে সারাদিন যা পড়েছ, তার চেয়ে বেশি ভারী হতো। বাক্য চারটি হলো—

পবিত্রতা ও প্রশংসা আল্লাহর,	سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ
তাঁর সমগ্র সৃষ্টির সমপরিমাণ,	عَدَدَ خَلْقِهِ
যেটুকু প্রশংসায় তিনি সন্তুষ্ট,	وَرِضَا نَفْسِهِ
তাঁর আরশের ওজন পরিমাণ,	وَزِنَةَ عَرْشِهِ
এবং তাঁর নিদর্শনাদি লেখার কালি-পরিমাণ।" '[২]	وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

[১৫০] উম্মু সালামা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সকালবেলা বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
উপকারী জ্ঞান, পবিত্র জীবনোপকরণ	عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا
ও (তোমার কাছে) গৃহীত হওয়ার মতো আমল।" '[৩]	وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

[১৫১] নবি ﷺ-এর এক সাহাবি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "লোকসকল! তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, কারণ আমি প্রতিদিন এক শ বার আল্লাহর কাছে তাওবা করি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা[৪] চাই।" '[৫]

[১৫২] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে, "হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে একটি বিচ্ছু আমাকে দংশন করেছে!" নবি ﷺ বলেন, "তুমি যদি সন্ধ্যা-সময় এ দুআ পড়তে—

[১] বুখারি, ৩২৯৩।
[২] মুসলিম, ২৭২৬।
[৩] তথ্যসূত্রের জন্য এ গ্রন্থের ১২৪ নং হাদীসের পাদটীকা দেখুন।
[৪] তাওবা ও ইস্‌তিগ্‌ফার একসঙ্গে এভাবে পড়া যায়: أَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ
[৫] আহমাদ, ৪/২৬০, সহীহ।

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় চাই, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন সেসবের অনিষ্ট থেকে।	أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

তা হলে সেটি তোমার ক্ষতি করতে পারত না।" '[১]

[১৫৩] আবুদ দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-ব্যক্তি সকালে দশ বার এবং সন্ধ্যায় দশ বার আমার জন্য দরুদ পড়ে, কিয়ামাতের দিন সে আমার সুপারিশের নাগাল পাবে।" '[২]

ঘুমুতে যাওয়ার সময়

ঘুমানোর সময় যিকর

[১৫৪] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ প্রত্যেক রাতে ঘুমানোর সময় তাঁর দু' হাতের তালু জড়ো করে তাতে ফুঁ দিতেন এবং সূরা আল-ইখলাস, আল-ফালাক ও আন-নাস পাঠ করতেন। এরপর দু' হাতের তালু দিয়ে দেহের যেখানে যেখানে সম্ভব মুছে দিতেন। শুরু করতেন মাথার উপরিভাগ দিয়ে; এরপর চেহারা ও দেহের সামনের অংশ। এ কাজ তিনি তিন বার করতেন।'[৩]

সূরা আল-ইখলাস

বলো—তিনি আল্লাহ, একক।	قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
আল্লাহ কারোর মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী,	اَللهُ الصَّمَدُ
তাঁর কোনও সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন।	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।	وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

সূরা আল-ফালাক

"বলো, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের রবের কাছে,	قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়,	وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
গিরায় ফুঁ-দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ
এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।"	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

---

[১] মুসলিম, ২৭০৯।
[২] তাবারানি, আল-কাবীর, দুর্বল।
[৩] বুখারি, ৫০১৭।

সূরা আন-নাস

বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের অধিপতির কাছে	قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ
যিনি মানুষের বাদশাহ (ও)	مَلِكِ النَّاسِ
মানুষের সার্বভৌম শাসক,	إِلَـٰهِ النَّاسِ
বারবার-ফিরে-আসা প্ররোচনাদানকারীর অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْـخَنَّاسِ
যে মানুষের মনে প্ররোচনা দেয়,	الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ
সে জিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে।	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

[১৫৫] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে রমাদানের যাকাত সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন। একদিন এক আগন্তুক আমার কাছে এসে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিতে শুরু করে। আমি তাকে ধরে ফেলি। তারপর বলি, "শপথ আল্লাহর! আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাব।" সে বলে, "আমি অভাবী মানুষ; পরিবারের কয়েকজন সদস্যের দেখভালের দায়িত্ব আমার কাঁধে। আমি অত্যন্ত অভাবের মধ্যে আছি!" এ কথা শুনে আমি তাকে ছেড়ে দিই। সকালবেলা নবি ﷺ বলেন, "আবূ হুরায়রা! তুমি যাকে গত রাতে আটক করেছিলে, সে কী করল?" আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! সে অনুযোগ করল—সে চরম অভাবের মধ্যে আছে এবং পরিবারের কয়েকজন সদস্যের দেখভালের দায়িত্ব তার কাঁধে। তাই দয়া দেখিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।" নবি ﷺ বলেন, "সতর্ক থেকো! সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে, সে অচিরেই আবার আসবে!"

তখন আমি বুঝে যাই যে, সে আবার আসবে, কারণ আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—সে অচিরেই আবার আসবে। তাই আমি তার আগমনের অপেক্ষা করতে থাকি। সে এসে খাদ্যদ্রব্য সরাতে শুরু করলে, আমি তাকে ধরে বলি—আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাবই। সে বলে, 'আমাকে ছেড়ে দিন; আমি গরীব মানুষ, আমার পরিবারের লোকদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার উপর, আমি আর আসব না।' আমি দয়া দেখিয়ে তাকে ছেড়ে দিই। সকালবেলা আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বলেন, "আবূ হুরায়রা! তোমার বন্দি কী করল?" আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! সে অনুযোগ করল—সে চরম অভাবের মধ্যে আছে এবং পরিবারের কয়েকজন সদস্যের দেখভালের দায়িত্ব তার কাঁধে। তাই দয়া দেখিয়ে তাকে ছেড়ে দিয়েছি।" নবি ﷺ বলেন, "সতর্ক থেকো! সে তোমাকে মিথ্যা কথা বলেছে, সে অচিরেই আবার আসবে!"

তৃতীয়বারের মতো তাকে ধরার জন্য, আমি অপেক্ষা করতে থাকি। সে এসে খাদ্যদ্রব্য সরাতে শুরু করলে, আমি তাকে ধরে বলি—'আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে নিয়ে যাবই। তিনবারের মধ্যে এটিই ছিল শেষ বার; তুমি বলেছিলে তুমি আর আসবে না; তারপরও এসেছ!' সে বলে, 'আমাকে ছেড়ে দিন; আমি আপনাকে এমন

কিছু কথা শিখিয়ে দেবো, যার মাধ্যমে আল্লাহ আপনার উপকার সাধন করবেন।' আমি জিজ্ঞাসা করি, "কী সেগুলো?" তিনি বলেন, "আপনি (ঘুমানোর উদ্দেশে) বিছানার কাছে গেলে আয়াতুল কুরসি পুরোটা পড়বেন।

আয়াতুল কুরসি (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:২৫৫)

আল্লাহ; তিনি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ
চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী,	الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
না তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করে, আর না নিদ্রা;	لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ
মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে, সবই তাঁর;	لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
কে আছে এমন, যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?	مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ
তবে 'তাঁর অনুমতিক্রমে' বিষয়টি ভিন্ন।	إِلَّا بِإِذْنِهِ
তিনি তাদের সামনের-পেছনের সবকিছু জানেন;	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না,	وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ
তবে তিনি যেটুকু চান সেটুকু বাদে।	إِلَّا بِمَا شَاءَ
তাঁর কুরসি মহাকাশ ও পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে;	وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
এ দুয়ের সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে না;	وَلَا يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا
তিনি সুউচ্চ, মহান!	وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

তা হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সংরক্ষক আপনাকে সারাক্ষণ পাহারা দেবেন, সকাল পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না।" ফলে আমি তাকে ছেড়ে দিই। সকালবেলা আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বলেন, "আবূ হুরায়রা! তোমার বন্দি গত রাতে কী করল?" আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! সে বলল, সে আমাকে কিছু কথা শেখাবে, যার মাধ্যমে আল্লাহ আমার উপকার করবেন। তাই তাকে ছেড়ে দিয়েছি।" নবি ﷺ বলেন, "কী কথা সেগুলো?" আমি বলি, "সে আমাকে বলল—আপনি (ঘুমানোর উদ্দেশে) বিছানার কাছে গেলে আয়াতুল কুরসি পুরোটা পড়বেন। তা হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সংরক্ষক আপনাকে সারাক্ষণ পাহারা দেবেন, সকাল পর্যন্ত শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না।"

তখন নবি ﷺ বলেন, "মনে রেখো, সে নিজে মহামিথ্যুক হলেও তোমাকে (এ কথাটি) সত্য বলেছে! আবূ হুরায়রা! তুমি জানো, তিন রাত যাবৎ তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?" তিনি বলেন, "না।" নবি ﷺ বলেন, "সেটি ছিল শয়তান।" '[১]

[১৫৬] আবূ মাসঊদ বদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি

[১] বুখারি, ২৩১১।

রাতের বেলা সূরা আল-বাকারাহ্-এর শেষের দু' আয়াত পাঠ করে, আয়াত দুটি তার জন্য যথেষ্ট।" '[১]

সূরা আল-বাকারাহ্-এর শেষের দু' আয়াত (২৮৫–২৮৬):

রাসূল ঈমান এনেছেন ওই বিষয়ের প্রতি যা	آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا
তার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে,	أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ
আর মুমিনরাও (এর উপর ঈমান এনেছে);	وَالْمُؤْمِنُوْنَ
প্রত্যেকেই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি,	كُلٌّ آمَنَ بِاللّٰهِ
তাঁর ফেরেশতাকুল, গ্রন্থাবলি ও রাসূলগণের প্রতি।	وَمَلَآئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ
আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে পার্থক্য করি না।	لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهٖ
তারা বলে, আমরা শুনেছি ও অনুগত হয়েছি;	وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
হে আমাদের রব! তোমার কাছে ক্ষমা চাই;	غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
(আমাদের) তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে।	وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾
আল্লাহ্ কারও উপর সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না;	لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
তার অর্জিত নেকী তারই কল্যাণে আসবে,	لَهَا مَا كَسَبَتْ
আর তার অর্জিত গোনাহও তারই উপর বর্তাবে।	وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
হে আমাদের রব! তুমি আমাদের পাকড়াও কোরো না,	رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
যদি আমরা ভুলে যাই বা ভুল করে বসি	إِن نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا
হে প্রভু! আমাদের উপর এমন বোঝা দিয়ো না,	رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
যা তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর দিয়েছিলে;	كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا
রব আমাদের! আমাদের উপর এমন বোঝা দিয়ো না, যা	رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا
বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই;	لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ
আমাদের প্রতি কোমল হও;	وَاعْفُ عَنَّا
আমাদের ক্ষমা করো এবং আমাদের দয়া করো;	وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
তুমি আমাদের অভিভাবক;	أَنْتَ مَوْلَانَا
কাফিরদের মোকাবিলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।	فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾

[১৫৭] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ

[১] বুখারি, ৪০০৮।

যখন বিছানা থেকে উঠে আবার বিছানায় ফিরে আসে, সে যেন তার কাপড়ের নিম্নভাগ দিয়ে বিছানাটি তিনবার ঝেড়ে নেয় এবং বিসমিল্লাহ বলে; কারণ, সে জানে না—সে উঠে যাওয়ার পর সেখানে কী জায়গা করে নিয়েছে; আর শোয়ার সময় সে যেন ডানদিকে কাত হয়ে শোয় এবং বলে—

হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র (এবং তুমি) আমার রব!	سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبِّيْ
তোমার নামে শয়ন করলাম,	بِكَ وَضَعْتُ جَنْبِيْ
আর তোমার অনুমতিক্রমে জেগে ওঠব;	وَبِكَ أَرْفَعُهُ
তুমি যদি (এই ঘুমের মধ্যে) আমার সত্তাকে রেখে দাও,	إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِيْ
তা হলে একে ক্ষমা করো;	فَاغْفِرْ لَهَا
আর যদি একে ফেরত পাঠাও, তা হলে একে সুরক্ষিত রাখো,	وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا
যেভাবে তুমি তোমার নেক বান্দাদের সুরক্ষা দিয়ে থাকো!" '[১]	بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ

[১৫৮] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন, সে যেন ঘুমুতে যাওয়ার সময় বলে—

হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রাণসত্তা সৃষ্টি করেছ,	اَللّٰهُمَّ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِيْ
তুমিই একে ফেরত নিয়ে যাবে;	وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا
এর মরে যাওয়া ও বেঁচে থাকা সবই তোমার জন্য;	لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا
তুমি যদি একে বাঁচিয়ে রাখো, তা হলে একে সুরক্ষিত রাখো;	إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا
আর মৃত্যু দিলে, একে ক্ষমা করে দাও;	وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে নিরাপত্তা চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ

তখন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি এটি উমার ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছেন।' তিনি বলেন, 'উমারের চেয়ে উত্তম—অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল ﷺ—এর কাছ থেকে শুনেছি।'[২]

[১৫৯] বারা ইবনু আযিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ ঘুমুতে গেলে ডান গালের নিচে হাত রেখে বলতেন—

হে আল্লাহ! আমাকে তোমার শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে দিয়ো,	اَللّٰهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ
যেদিন তুমি তোমার বান্দাদের পুনরায় ওঠাবে।'[৩]	يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

[১৬০] হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ ঘুমুতে গেলে

[১] বুখারি, ৬৩২০, ৭৩৯৩।
[২] মুসলিম, ২৭১২।
[৩] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১২১৫, সহীহ।

বলতেন—

হে আল্লাহ! তোমার নামে মারা যাই এবং বেঁচে থাকি।'[১] بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا

[১৬১] আলি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'ফাতিমা ﷺ অনুযোগ করলেন যে, যাঁতায় গম চূর্ণ করতে তার অনেক কষ্ট হচ্ছে। একপর্যায়ে তিনি জানতে পারেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে যুদ্ধবন্দিনী আনা হয়েছে। তিনি নবি ﷺ-এর কাছে একজন সেবিকা চাইলে, তিনি তা দিতে সম্মত হননি। ফাতিমা ﷺ বিষয়টি আয়িশা ﷺ-এর কাছে ব্যক্ত করেন। এরপর নবি ﷺ আসলে, আয়িশা ﷺ বিষয়টি তাঁর সামনে আলোচনা করেন। এরপর নবি ﷺ আমাদের কাছে আসেন। আমরা তখন শুয়ে পড়েছিলাম। আমরা উঠতে গেলে নবি ﷺ বলেন, "যেখানে আছো, সেখানেই থাকো।" একপর্যায়ে আমার বুকের উপর তাঁর পায়ের শীতলতা অনুভব করি। তখন তিনি বলেন, "আমি কি তোমাদের এমন কিছুর সন্ধান দেবো না, যা তোমরা আমার কাছে চেয়েছিলে তার চেয়ে অধিক কল্যাণময়? (সেটি হলো) যখন তোমরা ঘুমুতে যাবে, তখন চৌত্রিশ বার 'আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)', তেত্রিশ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর)' এবং তেত্রিশ বার 'সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত)' বলবে; তা হলে তা হবে তোমরা আমার কাছে যা চেয়েছিলে, তার চেয়ে অধিক কল্যাণময়।" '[২]

[১৬২] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের নির্দেশ দিতেন, ঘুমুতে যাওয়ার সময় আমরা যেন বলি—

হে আল্লাহ! মহাকাশ ও পৃথিবীর শাসক-অধিপতি, اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ
মহান আরশের অধিপতি, وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
আমাদের ও সবকিছুর অধিপতি, رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
বীজ ও শস্যদানা থেকে চারা উৎপন্নকারী, فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى
তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী! وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ
তোমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই, أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ
যা সবই তোমার অধীন! أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ

হে আল্লাহ! اللَّهُمَّ
তুমিই অনাদি; তোমার আগে কিছুই ছিল না; أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ
তুমিই অনন্ত, তোমার পরে কিছু নেই; وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ
তুমিই প্রকাশ্য, তোমার চেয়ে প্রকাশিত আর কিছুই নেই; وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ

[১] তথ্যসূত্রের জন্য এ গ্রন্থের ৪১ নং হাদীসের পাদটীকা দেখুন।
[২] বুখারি, ৩১১৩।

তুমিই গোপন, তোমার চেয়ে গোপন আর কিছুই নেই!	وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ
তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও!	اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ
আর আমাদের অভাবমুক্ত করে দাও!'[১]	وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

[১৬৩] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘুমানোর সময় বলতেন—

সকল প্রশংসা আল্লাহর,	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
যিনি আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করে দেন,	الَّذِيْ أَطْعَمَنَا
পানি পান করান,	وَسَقَانَا
আমাদের প্রয়োজন পূরণ করে দেন,	وَكَفَانَا
এবং আমাদের আশ্রয় দেন।	وَآوَانَا
বহু লোক আছে যাদের কোনও প্রয়োজন-পূরণকারী নেই,	فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ
নেই কোনও আশ্রয়দাতা!'[২]	وَلَا مُؤْوِيَ

[১৬৪] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবূ বকর ﷺ নবি ﷺ-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু বাক্য শিখিয়ে দিন, যা আমি সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করব। নবি ﷺ বলেন, "তুমি বোলো—

হে আল্লাহ! মহাকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা!	اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
দৃশ্যমান ও অদৃশ্য—সবকিছুর জ্ঞানী!	عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
সবকিছুর শাসক ও অধিপতি!	رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
আমার নিজের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই;	أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ
(আশ্রয় চাই) শয়তানের অনিষ্ট ও তার শিরক থেকে;	وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ
আমি যেন আমার নিজের কোনও মন্দ ডেকে না আনি,	وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءًا
কিংবা আমি যেন কোনও মুসলিমের ক্ষতি ডেকে না আনি।	أَوْ أَجُرَّهُ إِلٰى مُسْلِمٍ

সকাল, সন্ধ্যা ও ঘুমানোর সময় এটি পাঠ কোরো।" '[৩]

[১৬৫] জাবির ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ সূরা আস-সাজদাহ ও সূরা আল-মুল্ক পাঠ না করে ঘুমাতেন না।'

---

[১] মুসলিম, ২৭১৩।
[২] মুসলিম, ২৭১৫।
[৩] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১২০২, ১২০৩, সহীহ।

সূরা আস-সাজদাহ্ (সূরা নং ৩২):

سورة السجدة

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

الم ﴿١﴾ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ ﴿٢﴾ أَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرَاهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ ﴿٣﴾ اللَّـهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۖ مَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٤﴾ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ ﴿٥﴾

ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٦﴾ الَّذِيْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴿٩﴾ وَقَالُوْا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُوْنَ ﴿١٠﴾ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِيْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ﴿١١﴾

وَلَوْ تَرٰى إِذِ الْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْ رُءُوْسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُوْنَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَـٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ ﴿١٣﴾ فَذُوْقُوْا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَـٰذَا إِنَّا نَسِيْنَاكُمْ ۖ وَذُوْقُوْا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤﴾

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُّوْا سُجَّدًا وَسَبَّحُوْا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۩ ﴿١٥﴾ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٧﴾ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوُوْنَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِيْنَ فَسَقُوْا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۖ كُلَّمَا أَرَادُوْا أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا أُعِيْدُوْا فِيْهَا وَقِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٠﴾

وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ ۖ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿٣٠﴾

“আলিফ লাম মীম। এ কিতাবটি রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, এতে কোনও সন্দেহ নেই। এরা কি বলে—এ ব্যক্তি নিজেই এটি তৈরি করে নিয়েছেন? না, বরং এটি সত্য, তোমার রবের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো এমন একটি জাতিকে, যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোনও সতর্ককারী আসেনি, হয়তো তারা সৎপথে চলবে। আল্লাহই মহাকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মাঝখানে যা-কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে এবং এরপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনও সাহায্যকারী নেই এবং নেই তার সামনে সুপারিশকারী, তারপরও কি তোমরা সচেতন হবে না? তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় পরিচালনা করেন এবং এ পরিচালনার বৃত্তান্ত উপরে তার কাছে যায় এমন একদিনে যার পরিমাপ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর।

তিনিই প্রত্যেকটি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান জানেন, মহাপরাক্রমশালী ও করুণাময় তিনি। যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন, উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে, তারপর তার বংশ উৎপাদন করেছেন এমন সূত্র থেকে যা তুচ্ছ পানির মতো। তারপর তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করেছেন এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন, আর তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। আর এরা বলে যখন আমরা মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাব, তখন কি আমাদের আবার নতুন করে সৃষ্টি করা হবে? আসল কথা হচ্ছে, এরা নিজেদের রবের সঙ্গে সাক্ষাৎকার অস্বীকার করে। এদের বলে দাও, মৃত্যুর যে ফেরেশতাকে তোমাদের উপর নিযুক্ত করা হয়েছে, সে তোমাদেরকে পুরোপুরি তার কবজায় নিয়ে নেবে এবং তারপর তোমাদের রবের কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

হায়, যদি তুমি দেখতে সে সময়, যখন এ অপরাধীরা মাথা নিচু করে তাদের রবের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। (তখন তারা বলতে থাকবে) "হে আমাদের রব! আমরা ভালোভাবেই দেখে নিয়েছি ও শুনেছি, এখন আমাদের ফেরত পাঠিয়ে দাও, আমরা সৎকাজ করব, এবার আমাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে।" (জবাবে বলা হবে) "যদি আমি চাইতাম তা হলে আগেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার হিদায়াত দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমার সে কথা পূর্ণ হয়ে গেছে, যা আমি বলেছিলাম যে, আমি জাহান্নাম জিন ও মানুষ দিয়ে ভরে দেবো। কাজেই আজকের দিনের এ সাক্ষাৎকারের কথা ভুলে গিয়ে তোমরা যে কাজ করেছ এখন তার মজা ভোগ করো। আমিও এখন তোমাদের ভুলে গিয়েছি, নিজেদের কর্মফল হিসেবে চিরন্তন আযাবের স্বাদ আস্বাদন করতে থাকো।"

আমার আয়াতের প্রতি তো তারাই ঈমান আনে, যাদেরকে এ আয়াত শুনিয়ে যখন উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজেদের রবের প্রশংসা-সহকারে তার মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না। তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা, নিজেদের রবকে ডাকে আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষা-সহকারে এবং যা-কিছু রিয্ক আমি তাদের দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। তারপর কেউ জানে না, তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে তাদের চোখের শীতলতার কী সরঞ্জাম লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এটা কি কখনও হতে পারে, যে-ব্যক্তি মু'মিন সে ফাসিকের মতো হয়ে যাবে? এ দু'পক্ষ সমান হতে পারে না। যারা ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকাজ করেছে তাদের জন্য তো রয়েছে জান্নাতের বাসস্থান, আপ্যায়নের জন্য তাদের কাজের প্রতিদানস্বরূপ। আর যারা ফাসিকি'র পথ অবলম্বন করেছে তাদের আবাস হচ্ছে জাহান্নাম। যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে, তার মধ্যেই ঠেলে দেওয়া হবে এবং তাদের বলা হবে, আস্বাদন করো এখন সেই আগুনের শাস্তির স্বাদ, যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

সেই বড় শাস্তির পূর্বে আমি এ দুনিয়াতেই (কোনো-না-কোনো) ছোটো শাস্তির স্বাদ তাদেরকে আস্বাদন করাতে থাকব, হয়তো তারা (নিজেদের বিদ্রোহাত্মক নীতি থেকে) বিরত হবে। আর তার চেয়ে বড় জালেম কে হবে, যাকে তার রবের আয়াতের সাহায্যে উপদেশ দেওয়া হয় এবং সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? এ ধরনের অপরাধীদের থেকে তো আমি প্রতিশোধ নেবই। এর আগে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, কাজেই সেই জিনিস (অর্থাৎ আমার শাস্তি) পাওয়ার ব্যাপারে তোমাদের কোনও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এ কিতাবকে আমি বানূ ইসরাঈলের জন্য পথ-নির্দেশক করেছিলাম। আর যখন তারা সবর করে এবং আমার আয়াতের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করতে থাকে তখন তাদের মধ্যে এমন নেতা সৃষ্টি করে দিই, যারা আমার হুকুম অনুসারে পথপ্রদর্শন করত।

নিশ্চিত তোমার রবই কিয়ামাতের দিন সেসব কথার ফায়সালা করে দেবেন, যেগুলোর ব্যাপারে তারা পরস্পর মতবিরোধে লিপ্ত থেকেছে। আর এরা কি (এসব ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে) কোনও পথ-নির্দেশ পায়নি যে, এদের পূর্বে কত জাতিকে আমি ধ্বংস করেছি, যাদের আবাসভূমিতে আজ এরা চলাফেরা করছে? এর মধ্যে

রয়েছে বিরাট নিদর্শনাবলী, এরা কি শুনবে না?

আর এরা কি কখনও এ দৃশ্য দেখেনি যে, আমি ঊষর ভূমির উপর পানির ধারা প্রবাহিত করি এবং তারপর এমন জমি থেকে ফসল উৎপন্ন করি যেখান থেকে তাদের পশুরাও খাদ্য লাভ করে এবং তারা নিজেরাও খায়? তবুও কি এরা কিছুই দেখে না? এরা বলে, "যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তা হলে বলো এ ফায়সালা কবে হবে?" এদের বলে দাও, "যারা কুফরি করেছে, ফায়সালার দিন ঈমান আনা তাদের জন্য মোটেই লাভজনক হবে না এবং এরপর এদের কোনও অবকাশ দেওয়া হবে না।" বেশ, এদেরকে এদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও এবং অপেক্ষা করো, এরাও অপেক্ষায় আছে।"

সূরা আল-মুল্‌ক (সূরা নং ৬৭):

سورة الملك

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝١ الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝٢ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝٣ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيْرٌ ۝٤ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوْمًا لِلشَّيَاطِيْنِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝٥ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝٦ إِذَا أُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَهِىَ تَفُوْرُ ۝٧ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِىَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝٨ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِىْ ضَلَالٍ كَبِيْرٍ ۝٩ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ ۝١٠ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيْرِ ۝١١ إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝١٢ وَأَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوْا بِهِ ۖ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝١٣ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝١٤ هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۝١٥ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِىَ تَمُوْرُ ۝١٦ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ۝١٧ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝١٨ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ

إِلَّا الرَّحْمَٰنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن
دُونِ الرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ
ۚ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ
قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾
فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾
قُلْ هُوَ الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ
إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٠﴾

“অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি যাঁর হাতে রয়েছে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের কর্তৃত্ব। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম—তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য, আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীলও। তিনিই স্তরে স্তরে সাজিয়ে সাতটি আসমান তৈরি করেছেন। তুমি রহমানের সৃষ্টিতে কোনও প্রকার অসংগতি দেখতে পাবে না। আবার চোখ ফিরিয়ে দেখো, কোনও ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি? তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখো, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত ও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। আমি তোমাদের কাছের আসমানকে সুবিশাল প্রদীপমালায় সজ্জিত করেছি। আর সেগুলোকে শয়তানদের মেরে তাড়ানোর উপকরণ বানিয়ে দিয়েছি। এসব শয়তানের জন্য আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি।

যেসব লোক তাদের রবকে অস্বীকার করেছে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি। সেটি অত্যন্ত খারাপ জায়গা। তাদের যখন সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তার ভয়ানক গর্জনের শব্দ শুনতে পাবে এবং তা টগবগ করে ফুটতে থাকবে। অত্যধিক রোষে তা ফেটে পড়ার উপক্রম হবে। যখনই তার মধ্যে কোনও দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তখনই তার ব্যবস্থাপকরা জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের কাছে কি কোনও সাবধানকারী আসেনি? তারা জবাব দেবে , হাঁ আমাদের কাছে সাবধানকারী এসেছিল। কিন্তু আমরা তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি। তোমরাই বরং বিরাট ভুলের মধ্যে পড়ে আছো। তারা আরও বলবে, আহা! আমরা যদি শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতাম। তা হলে আজ এ জ্বলন্ত আগুনে সাজাপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হতাম না। এভাবে তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে। এ জাহান্নামবাসীদের উপর আল্লাহর লানত।

যারা না দেখেও তাদের রবকে ভয় করে, নিশ্চয়ই তারা লাভ করবে ক্ষমা এবং বিরাট পুরস্কার। তোমরা নিচু স্বরে চুপে চুপে কথা বলো কিংবা উচ্চস্বরে কথা বলো—(আল্লাহর কাছে দুটো সমান) তিনি তো মনের অবস্থা পর্যন্ত জানেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানবেন না? অথচ তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয় ভালোভাবে অবগত। তিনিই তো সেই মহান সত্তা, যিনি ভূপৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। তোমরা এর বুকের উপর চলাফেরা করো এবং আল্লাহর দেওয়া রিযক খাও। আবার জীবিত হয়ে তোমাদেরকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।

যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে, এ ব্যাপারে কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর-বর্ষণকারী বায়ু পাঠাবেন—এ ব্যাপারেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সাবধানবাণী কেমন? তাদের পূর্বের লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল। ফলে দেখো, আমার পাকড়াও কত কঠিন হয়েছিল।

তারা কি মাথার উপর উড়ন্ত পাখিগুলোকে ডানা মেলতে ও গুটিয়ে নিতে দেখে না? রহমান ছাড়া আর কেউ নেই, যিনি তাদের ধরে রাখেন। তিনিই সবকিছুর রক্ষক। বলো তো, তোমাদের কাছে কি এমন কোনও বাহিনী আছে, যা রহমানের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? বাস্তব অবস্থা হলো, এসব কাফিররা ধোঁকায় পড়ে আছে মাত্র। অথবা বলো, রহমান যদি তোমাদের রিযক বন্ধ করে দেন, তা হলে এমন কেউ আছে, যে তোমাদের রিযক দিতে পারে? প্রকৃতপক্ষে এসব লোক বিদ্রোহ ও সত্য বিমুখতায় বদ্ধপরিকর।

ভেবে দেখো, যে-ব্যক্তি মুখ নিচু করে পথ চলেছে সে-ই সঠিক পথপ্রাপ্ত? নাকি যে-ব্যক্তি মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে সমতল পথে হাঁটছে সে-ই সঠিক পথ প্রাপ্ত? এদের বলো, আল্লাহই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তোমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো। এদের বলো, আল্লাহই সেই সত্তা যিনি তোমাদের পৃথিবী-ব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তাঁরই কাছে তোমাদের সমবেত করা হবে।

এরা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তা হলে বলো এ ওয়াদা কবে বাস্তবায়িত হবে? বলো,এ বিষয়ে জ্ঞান আছে শুধু আল্লাহর নিকট। আমি স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। তারপর এরা যখন ওই জিনিসকে কাছেই দেখতে পাবে, তখন যারা অস্বীকার করেছিল তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে যাবে। আর তাদের বলা হবে, এ তো সেই জিনিস যা তোমরা চাচ্ছিলে। তুমি এদের বলো, তোমরা কখনও এ বিষয়ে ভেবে দেখেছো কি, আল্লাহ যদি আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করে দেন কিংবা আমাদের উপর রহম করেন, তখন কাফিরদেরকে কঠিন শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে? এদের বলো, তিনি অত্যন্ত দয়ালু, আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁরই উপর নির্ভর করেছি। তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ডুবে আছে?

এদের বলো, তোমরা কি এ বিষয়ে কখনও চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছ, যদি তোমাদের কুয়াগুলোর পানি মাটির গভীরে নেমে যায়, তা হলে পানির এ বহমান স্রোত কে তোমাদের ফিরিয়ে এনে দেবে?"

[১৬৬] বারা ইবনু আযিব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ আমাকে বলেন, "ঘুমুতে যাওয়ার আগে সালাতের ওযুর মতো করে ওযু কোরো, তারপর ডানপাশে শুয়ে বোলো—

হে আল্লাহ! আমি আমাকে তোমার কাছে সমর্পণ করেছি,	اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيْ إِلَيْكَ
আমার বিষয়াদি তোমার কাছে ন্যস্ত করেছি,	وَفَوَّضْتُ أَمْرِيْ إِلَيْكَ
আমি আমার সত্তাকে তোমার আশ্রয়ে দিয়ে দিয়েছি;	وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِيْ إِلَيْكَ
তোমার কাছে আশা ও ভীতি-সহ;	رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ
তোমার কাছ থেকে পালিয়ে কোথাও আশ্রয় নেওয়া যায় না;	لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ
একমাত্র তুমিই হলে আশ্রয় ও মুক্তি লাভের জায়গা;	إِلَّا إِلَيْكَ
হে আল্লাহ! আমি ঈমান এনেছি—	اَللّٰهُمَّ آمَنْتُ
তোমার নাযিল-করা কিতাবের উপর,	بِكِتَابِكَ الَّذِيْ أَنْزَلْتَ
আর (ঈমান এনেছি) তোমার পাঠানো রাসূলের উপর।	وَبِنَبِيِّكَ الَّذِيْ أَرْسَلْتَ

এসব বলার পর তুমি যদি ওই রাতে মারা যাও, তা হলে তুমি যেন (আল্লাহর সামনে অনুগত থাকার) স্বভাব-প্রকৃতির উপর মারা গেলে! এগুলোকে তোমার জীবনের শেষ কথায় পরিণত কোরো!" '[১]

ঘুমের মধ্যে

রাতের বেলা পার্শ্ব-পরিবর্তন করার সময় দুআ

[১৬৭] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ রাতের বেলা পরিপূর্ণ পার্শ্ব-পরিবর্তন করলে বলতেন—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক, পরাক্রমশালী;	الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
মহাকাশ, পৃথিবী ও উভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর অধিপতি	رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
প্রবল ক্ষমতাধর ও ক্ষমাশীল।	الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ

[১] বুখারি, ২৪৭, ৬৩১১, ৬৩১৩, ৬৩১৫, ৭৪৮৮।

ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে যে দুআ পড়তে হয়

[১৬৮] আমর ইবনু শুআইব তার পিতার মাধ্যমে দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে, সে যেন বলে—

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের কাছে আশ্রয় চাই	أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ
তাঁর রাগ ও শাস্তি থেকে,	مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ
তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে,	وَشَرِّ عِبَادِهِ
শয়তানদের উসকানি থেকে	وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ
এবং আমার কাছে তাদের উপস্থিতি থেকে।	وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ

তা হলে, তারা তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।" '[১]

স্বপ্ন দেখার পর করণীয়

[১৬৯] আবূ সালামা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার কিছু কিছু স্বপ্ন আমাকে বিচলিত করে তুলত। একপর্যায়ে আবূ কাতাদা ؓ-কে বলতে শুনি, "কিছু কিছু স্বপ্ন আমাকেও বিচলিত করে তুলত; পরিশেষে নবি ﷺ-কে বলতে শুনি, 'সুন্দর স্বপ্ন আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর দুঃস্বপ্ন আসে শয়তানের পক্ষ থেকে; তাই তোমাদের কেউ (স্বপ্নে) পছন্দনীয় কিছু দেখলে, সে যেন তার প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে সেটি না বলে; আর যখন অপছন্দনীয় কিছু দেখবে, তখন সে যেন স্বপ্নের অনিষ্ট ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়, তিনবার থুতু ছিটায় [সহীহ মুসলিমের একটি ভাষ্যে বলা হয়েছে, 'যে-পার্শ্বে ছিল, সে যেন ওই পার্শ্ব পরিবর্তন করে'] এবং কারও সঙ্গে ওই স্বপ্নের ব্যাপারে আলাপ না করে; তা হলে শয়তানরা তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।' "[২]

[১৭০] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ؓ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যদি খারাপ স্বপ্ন দেখে, সে যেন তার বামদিকে তিনবার থুতু ছিটায়, শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তিনবার আশ্রয় চায় এবং যে-পাশে ছিল ওই পাশ থেকে ঘুরে যায়।" '[৩]

[১৭১] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "যখন সময় কাছাকাছি চলে আসে,[৪] তখন মুসলিমের স্বপ্ন খুব কমই মিথ্যা প্রমাণিত হয়। তোমাদের মধ্যে তার স্বপ্নই অধিক সত্য, কথাবার্তায় যে অধিক সত্যবাদী। মুসলিমের স্বপ্ন নুবুওয়াতের পঁয়তাল্লিশ [অপর এক বর্ণনা মতে, ছিচল্লিশ] ভাগের এক ভাগ। স্বপ্ন তিন ধরনের: (১) ভালো

[১] তিরমিযি, ৩৫২৮, হাসান গরীব।
[২] বুখারি, ৫৭৪৭; মুসলিম, ২২৬১।
[৩] মুসলিম, ২২৬২।
[৪] অর্থাৎ, মধ্যরাতে (যখন রাতের ততটুকু অংশ পার হয়, প্রভাত হওয়ার জন্য যতটুকু বাকি থাকে)।

স্বপ্ন—যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক প্রকার সুসংবাদ, (২) দুশ্চিন্তা-সৃষ্টিকারী স্বপ্ন—যা আসে শয়তানের পক্ষ থেকে, এবং (৩) ব্যক্তির নিজের কল্পনার ফলে দেখা স্বপ্ন। যদি তোমাদের কেউ কোনও অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখে, তা হলে সে যেন উঠে সালাত আদায় করে এবং লোকদের তা না বলে।" '[১]

খারাপ স্বপ্ন দেখলে ব্যক্তির যা যা করণীয়:

১. বামদিকে তিনবার থুতু ছিটানো;
২. শয়তান থেকে এবং স্বপ্নের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে তিনবার আশ্রয় চাওয়া;
৩. স্বপ্নের বিষয়টি কাউকে না বলা;
৪. যে-পাশে ছিল ওই পাশ থেকে ঘুরে যাওয়া; এবং
৫. চাইলে, উঠে সালাত আদায় করা।

ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন—'তা করলে, খারাপ স্বপ্ন তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, বরং স্বপ্নের অনিষ্টের বিরুদ্ধে এটি ঢাল হিসেবে কাজ করবে।'[২]

বিতর সালাতে কুনূতের দুআ

[১৭২] হাসান ইবনু আলি ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়েছেন; আমি সেগুলো বিতরের কুনূতে পাঠ করি:

হে আল্লাহ, তুমি যাদের হিদায়াত দিয়েছ, তাদের সঙ্গে আমাকেও দাও;	اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ
যাদের নিরাপত্তা দিয়েছ, তাদের সঙ্গে আমাকেও দাও;	وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ
যাদের তত্ত্বাবধান করেছ, তাদের সঙ্গে আমারও তত্ত্বাবধান করো;	وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ
আমাকে যা-কিছু দিয়েছ, তাতে বরকত দাও;	وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ
তোমার সিদ্ধান্তের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো;	وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ
তুমিই ফায়সালাকারী, তোমার বিরুদ্ধে কোনও ফায়সালা করা যায় না;	إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ
তোমার বন্ধুরা অপমানিত হয় না;	وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ
তোমার শত্রুরা সম্মানিত হয় না;	وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ
আমাদের রব! তুমি বরকতময় ও সমুন্নত।'[৩]	تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

[১৭৩] আলি ইবনু আবী তালিব ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বিতরের শেষের দিকে বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ

[১] আবূ দাউদ, ৫০১৯, সহীহ।
[২] যাদুল মাআদ, ২/৪৫৯।
[৩] আবূ দাউদ, ১৪২৫, ১৪২৬, সহীহ।

তোমার অসন্তুষ্টি থেকে সন্তুষ্টির কাছে, | بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ
তোমার শাস্তি থেকে তোমার ক্ষমার কাছে। | وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ
তোমার (পাকড়াও) থেকে তোমার (দয়ার) কাছে। | وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ
আমি তোমার প্রশংসা বর্ণনা করে শেষ করতে পারব না; | لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ
তুমি প্রশংসিত, যেভাবে তুমি নিজের প্রশংসা করেছ।'[১] | أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

[১৭৪] উবাইদ ইবনু উমাইর ﷺ থেকে বর্ণিত, 'উমার ﷺ রুকূর পর কুনূত পাঠ করেন। (তাতে) তিনি বলেন—

হে আল্লাহ! আমাদের ক্ষমা করে দাও; | اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا
(ক্ষমা করে দাও) মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের; | وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
এবং মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীদের; | وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ
তাদের অন্তরের বন্ধন দৃঢ় করে দাও; | وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ
তাদের মধ্যকার বিষয়াদি সংশোধন করে দাও; | وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ
তোমার ও তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করো। | وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ
হে আল্লাহ! অভিসম্পাত বর্ষণ করো— | اَللّٰهُمَّ الْعَنْ
আসমানি কিতাবধারী সেসব অবাধ্যের উপর, | كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ
যারা তোমার রাস্তায় বাধা দেয়, | الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ
তোমার রাসূলদের মিথ্যুক আখ্যায়িত করে | وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ
এবং তোমার বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। | وَيُقَاتِلُوْنَ أَوْلِيَاءَكَ
হে আল্লাহ! তাদের কথাবার্তায় মতবিরোধ সৃষ্টি করে দাও; | اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ
তাদের পাগুলোতে কম্পন ধরিয়ে দাও; | وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ
তাদের বিরুদ্ধে তোমার সেই রণশক্তি নামিয়ে দাও, | وَأَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ
যা তুমি পাপিষ্ঠ জনতার উপর থেকে প্রত্যাহার করো না। | الَّذِيْ لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে। | بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
আল্লাহ! তোমার কাছে সাহায্য চাই, তোমার কাছে মাফ চাই; | اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ
তোমার প্রশংসা করি, তোমার অবাধ্য হই না; | وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ

[১] বুখারি, ৮/১৯৫।

তোমার অবাধ্যদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করি, তাদের ত্যাগ করি।	وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ
পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
হে আল্লাহ! আমরা কেবল তোমারই গোলামি করি,	اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ
তোমার সন্তুষ্টির জন্য সালাত আদায় করি, সাজদা দিই,	وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ
তোমার (নিকটবর্তী হওয়ার) চেষ্টা-সাধনায় সদা তৎপর,	وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ
তোমার কঠোর শাস্তিকে ভয় করি,	وَنَخْشٰى عَذَابَكَ الْجِدَّ
এবং তোমার দয়া লাভের আশা রাখি,	وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ
তোমার শাস্তি অবাধ্যদের স্পর্শ করবেই।'[১]	إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ

বিতর সালাতে সালাম ফেরানোর পর

[১৭৫] উবাই ইবনু কা'ব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বিতরের সালাতে তিনটি সূরা পড়তেন: সূরা আল-আ'লা, সূরা আল-কাফিরূন ও সূরা আল-ইখলাস। এরপর তিনি রুকূতে যাওয়ার আগে কুনূত পাঠ করতেন; আর সালাম ফেরানোর পর তিনবার বলতেন—

ত্রুটিমুক্ত রাজাধিরাজ আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করছি।	سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ

শেষের বার তাঁর আওয়াজ দীর্ঘায়িত করে বলতেন—

যিনি সকল ফেরেশতা ও জিবরীলের মনিব।'[২]	رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ

সূরা আল-আ'লা

بِسْمِ اللّٰـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢﴾ وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾ وَالَّذِيْ أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ﴿٥﴾ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰـهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٣﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

"তোমার সুমহান রবের নামে তাসবীহ পাঠ করো, যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সমতা কায়েম করেছেন, যিনি তাকদীর গড়েছেন, তারপর পথ দেখিয়েছেন। যিনি উদ্ভিদ

[১] আবদুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ৩/১১১/৪৯৬৯, ইসনাদটি সহীহ।
[২] নাসাঈ, আল-মুজতবা, ৩/২৩৫/১৬৯৮, ইসনাদটি সহীহ।

উৎপন্ন করেছেন। তারপর তাদেরকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন। আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভুলবে না, তবে আল্লাহ যা চান তা ছাড়া। তিনি জানেন প্রকাশ্য এবং যা-কিছু গোপন আছে তাও। আর আমি তোমাকে সহজ পথের সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছি। কাজেই তুমি উপদেশ দাও; যদি উপদেশ উপকারী হয়, যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করে নেবে; আর তার প্রতি অবহেলা করবে নিতান্ত দুর্ভাগাই, যে বৃহৎ আগুনে প্রবেশ করবে, তারপর সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। সে সফলকাম হয়েছে, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করেছে তারপর সালাত আদায় করেছে। কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো। অথচ আখিরাত উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। পূর্বে-অবতীর্ণ সহীফাগুলোয় একথাই বলা হয়েছিল—ইবরাহীম ও মূসার সহীফায়।"

সূরা আল-কাফিরূন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বলে দাও, হে কাফিররা!	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ
আমি তাদের ইবাদাত করি না, যাদের ইবাদাত তোমরা করো।	لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ
আর না তোমরা তার ইবাদাত করো, যার ইবাদাত আমি করি।	وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ
আমি তাদের ইবাদাত করব না, যাদের ইবাদাত তোমরা করেছ।	وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ
আর না তোমরা তার ইবাদাত করবে, যার ইবাদাত আমি করি।	وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ
তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন আমার জন্য।	لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

সূরা আল-ইখলাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বলো—তিনি আল্লাহ, একক।	قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ
আল্লাহ কারোর মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী,	اَللهُ الصَّمَدُ
তাঁর কোনও সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন।	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।	وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

দুশ্চিন্তা ও পেরেশানিতে

[১৭৬] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "কোনও বান্দা যদি কোনও দুশ্চিন্তা বা পেরেশানির মুখোমুখি হয়ে বলে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার দাস,	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ

তোমার এক দাসের ছেলে এবং তোমার এক দাসীর ছেলে;	وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ
আমি পুরোপুরি তোমার নিয়ন্ত্রণে;	نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ
তোমার সিদ্ধান্তই আমার উপর কার্যকর হয়;	مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ
আমার ব্যাপারে তুমি যে সিদ্ধান্ত দাও, তা ন্যায়সংগত।	عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ
তোমার প্রত্যেকটি নামের ওসীলা দিয়ে তোমার কাছে চাই,	أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ
যে নামে তুমি নিজেকে নামকরণ করেছ,	سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ
কিংবা যে নাম তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছ,	أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ
অথবা যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ,	أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ
অথবা তোমার অদৃশ্য-জ্ঞানে যে নাম তুমি নিজের জন্য গ্রহণ করেছ,	أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ
তুমি কুরআনকে বানিয়ে দাও—	أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ
আমার অন্তরের বসন্তকাল	رَبِيْعَ قَلْبِيْ
এবং আমার বক্ষের আলো,	وَنُوْرَ صَدْرِيْ
আমার দুশ্চিন্তার নির্বাসন এবং আমার পেরেশানি-দূরকারী!	وَجَلَاءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ

আল্লাহ অবশ্যই তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করে তা আনন্দ দিয়ে বদলে দেবেন।” জিজ্ঞাসা করা হলো, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তা শিখব না?’ নবি ﷺ বলেন, “অবশ্যই! যে-ব্যক্তি এটি শুনে, তার উচিত তা মুখস্থ করা।” ’[১]

[১৭৭] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবি ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (এসব বিষয়ে) আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা,	مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ
অক্ষমতা ও অলসতা,	وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ
ভীরুতা ও কৃপণতা,	وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ
ঋণের বোঝা,	وَضَلَعِ الدَّيْنِ
এবং লোকজনের কাছে পরাজয় বরণ।’[২]	وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

[১৭৮] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

[১] ইবনু হিব্বান, (মাওয়ারিদ, ২৩৭২), সহীহ।
[২] বুখারি, ২৮৯৩।

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি মহান, ধৈর্যশীল;	الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ
আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি মহান আরশের অধিপতি;	رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি আকাশসমূহের অধিপতি, পৃথিবীর অধিপতি	رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ
ও মহিমান্বিত আরশের অধিপতি।'[১]	وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

[১৭৯] আবদুর রহমান ইবনু আবী বাকরা ﷺ থেকে তার পিতার মাধ্যমে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির দুআ হলো—

হে আল্লাহ! আমি তোমার করুণা চাই।	اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ
আমাকে আমার নিজের কাছে ছেড়ে দিয়ো না,	فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ
এক মুহূর্তের জন্যও না।	طَرْفَةَ عَيْنٍ
আমার সবকিছু সংশোধন করে দাও!	وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ
তুমিই একমাত্র ইলাহ—সার্বভৌম সত্তা।" '[২]	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

[১৮০] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "মাছের পেটের ভেতর থাকাবস্থায় ইউনুস ﷺ দুআ করেছিলেন—

তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই!	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
তুমি পবিত্র!	سُبْحَانَكَ
আমি তো জালিমদের একজন!	إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

কোনও মুসলিম যে বিষয়েই এভাবে (আল্লাহকে) ডেকেছে, আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন।" '[৩]

[১৮১] আসমা বিন্‌তু উমাইস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বলেন, "আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শেখাব না, যা তুমি দুশ্চিন্তার সময় পড়বে? তা হলো—

আল্লাহ! আল্লাহ আমার রব!	اَللهُ اَللهُ رَبِّيْ

[১] বুখারি, ৬৩৪৫।
[২] ১৩৬ নং হাদীসের পাদটীকা দেখুন।
[৩] তিরমিযি, ৩৫০৫, ইসনাদটি সহীহ।

আমি তাঁর সঙ্গে কোনও কিছুকে শরীক করি না।" '[১]	لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

মানুষের অনিষ্টের বিপরীতে

শত্রু ও প্রতাপশালীর মুখোমুখি হলে

[১৮২] আবূ মূসা আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনও জনগোষ্ঠীর ব্যাপারে শঙ্কা বোধ করলে বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমাকে তাদের বুকের উপর স্থাপন করছি;	اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ
আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।'[২]	وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

[১৮৩] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! তুমিই আমার শক্তি,	اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِيْ
তুমিই আমার সাহায্যকারী;	وَنَصِيْرِيْ
তোমার মাধ্যমে আমি প্রতিরোধ গড়ে তুলি,	بِكَ أَحُوْلُ
আর তোমার শক্তিতে আমি আক্রমণ ও লড়াই করি।'[৩]	وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ

[১৮৪] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত—

আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট,	حَسْبُنَا اللهُ
আর তিনিই সবচেয়ে ভালো অভিভাবক।	وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

এ দুআ পড়েছিলেন ইবরাহীম ﷺ, যখন তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর এ দুআ পড়েছেন মুহাম্মাদ ﷺ, যখন লোকজন তাঁকে বলেছিল, "তোমাদের বিরুদ্ধে কিন্তু লোকজন একজোট হয়েছে!"[৪]

শাসকের জুলুমের আশঙ্কা দেখা দিলে

[১৮৫] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "কেউ যদি কোনও প্রতাপশালী ব্যক্তির ব্যাপারে কোনও শঙ্কা বোধ করে, তা হলে সে যেন বলে—

হে আল্লাহ! সাত আকাশের অধিপতি!	اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ

---

[১] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ৪/৩২৯, সহীহ।
[২] আবূ দাউদ, ১৫৩৭, সহীহ।
[৩] আবূ দাউদ, ২৬৩২; তিরমিযি, ৩৫৮৪, হাসান গরীব।
[৪] বুখারি, ৪৫৬৩।

এবং মহান আরশের অধিপতি।
وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

অমুকের অনিষ্টের বিপরীতে তুমি আমার আশ্রয়স্থল হও!
كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّ فُلَانٍ

জিন, মানুষ ও তাদের অনুসারীদের অনিষ্টের বিপরীতেও।
وَشَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَأَتْبَاعِهِمْ

তাদের কেউ যেন আমার উপর বাড়াবাড়ি করতে না পারে।
أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ

তোমার দেওয়া সুরক্ষা অত্যন্ত শক্তিশালী;
عَزَّ جَارُكَ

তোমার প্রশংসা বড় মহিমাময়;
وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ

আর তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই।" '[১]
وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

[১৮৬] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন তুমি কোনও ত্রাস-সৃষ্টিকারী প্রভাবশালী ব্যক্তির মুখোমুখি হবে, যার ব্যাপারে তোমার আশঙ্কা যে, সে তোমার উপর চড়াও হবে, তখন তুমি তিনবার বলবে—

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ;
اَللّٰهُ أَكْبَرُ

আল্লাহ তাঁর সকল সৃষ্টির চেয়ে অধিক শক্তিশালী;
اَللّٰهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيْعًا

আমি যা নিয়ে ভীত-শঙ্কিত, আল্লাহ এর চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান;
اَللّٰهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ

আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই,
وَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ

যিনি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;
الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ

তিনি সাত আকাশকে আটকে রেখেছেন,
الْمُمْسِكِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ

তাঁর অনুমতি না থাকায় এগুলো পৃথিবীর উপর পড়ছে না।
أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

তোমার অমুক বান্দা ও তার অনিষ্ট থেকে (আশ্রয় চাই),
مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلَانٍ وَجُنُوْدِهِ

এবং (আশ্রয় চাই) তার জিন- ও মানুষরূপী দলবল থেকে।
وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ

হে আল্লাহ! তাদের অনিষ্টের বিপরীতে তুমি আমাকে সুরক্ষা দাও;
اَللّٰهُمَّ كُنْ لِيْ جَارًا مِنْ شَرِّهِمْ

তোমার প্রশংসা মহিমাময়, তোমার সুরক্ষা অত্যন্ত শক্তিশালী;
جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ

তোমার নাম বরকতময়;
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই।'[২]
وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

---

[১] তাবারানি, আল-কাবীর, ১০/১৫/৯৭৯৫, সহীহ।
[২] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭০৮, সহীহ।

শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে দুআ

[১৮৭] আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হতেন, তখন মাঝেমধ্যে এমনটি হতো—সূর্য ঢলে পড়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতেন; তারপর লোকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে বলতেন, "লোকসকল! তোমরা শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার আশা মনের ভেতর লালন করো না; তোমরা আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা চাও; তাদের মুখোমুখি হয়ে গেলে ধৈর্যধারণ করো; আর ভালোভাবে জেনে রাখো, জান্নাত থাকে তরবারির নিচে।" এরপর তিনি এ দুআ পড়তেন—

হে আল্লাহ—কিতাব নাযিলকারী,	اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ
মেঘ সঞ্চালনকারী,	وَمُجْرِيَ السَّحَابِ
এবং সম্মিলিত জোটকে পরাজয় দানকারী!	وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ
তুমি তাদের পরাজিত করো	اِهْزِمْهُمْ
আর তাদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করো।'[১]	وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ

কোনও লোকবল দেখে আতঙ্কিত হলে

[১৮৮] সুহাইব ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের আগেকার লোকদের মধ্যে এক রাজা ছিল। তার ছিল একজন জাদুকর। জাদুকর বুড়ো হয়ে গেলে, সে রাজাকে বলে—'আমি তো বুড়ো হয়ে গিয়েছি। আমার কাছে একটি ছেলে পাঠান, তাকে জাদু শিখিয়ে দেবো।' রাজা তার কাছে একটি ছেলেকে পাঠান, যাতে সে তাকে জাদু শেখাতে পারে। ছেলেটি রওয়ানা হয়। পথে এক বুযুর্গ ব্যক্তির সঙ্গে দেখা। ছেলেটি বুযুর্গ ব্যক্তির কাছে বসে তার কথা শুনে। এতে সে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে জাদুকরের কাছে যাওয়ার পথে সে বুযুর্গ ব্যক্তির কাছে কিছু সময় কাটাতে থাকে। পরিশেষে সে জাদুকরের কাছে পৌঁছুলে, (দেরি হওয়ার কারণে) সে তাকে মারধর করে। সে বুযুর্গ ব্যক্তিকে বিষয়টি জানালে, তিনি বলেন, 'জাদুকরের (মারধরের) আশঙ্কা দেখা দিলে বলবে—আমার ঘরের লোকজন আমাকে আটকে রেখেছিল (তাই দেরি হয়েছে); আর তোমার ঘরের লোকদের (মারধরের) আশঙ্কা দেখা দিলে বলবে—জাদুকর আমাকে আটকে রেখেছিল।' এভাবে কিছুদিন যায়।

তারপর একদিন সে এক প্রকাণ্ড জন্তুর মুখোমুখি হয়, যা মানুষের চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন ছেলেটি বলে, 'আজ জানতে পারব—জাদুকর অধিক উত্তম, নাকি বুযুর্গ ব্যক্তি।' এরপর সে একটি পাথর হাতে নিয়ে বলে, 'হে আল্লাহ! যদি জাদুকরের কাজের তুলনায় বুযুর্গ ব্যক্তির কাজ তোমার কাছে অধিক পছন্দনীয় হয়ে থাকে, তা হলে

---

[১] বুখারি, ২৮১৮, ২৮৩৩, ২৯৩৩।

এ জন্তুটিকে মেরে ফেলো, যাতে লোকজন চলাচল করতে পারে।' এরপর সে পাথর ছুড়ে জন্তুটিকে হত্যা করে। ফলে লোকজন (পুনরায়) চলাচল করতে সক্ষম হয়। সে এসে বুযুর্গ ব্যক্তিকে বিষয়টি জানালে, তিনি তাকে বলেন, 'ছেলে আমার! আজ তো তুমি আমার চেয়ে উত্তম! আমার জানামতে, তুমি সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছ! তোমাকে অচিরেই পরীক্ষার মুখোমুখি করা হবে। পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আমার কথা কাউকে বোলো না।'

ছেলেটি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করা-সহ মানুষের সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা করতে থাকে। রাজার এক সহচর ইতোমধ্যে অন্ধ হয়ে যায়। সে এ সংবাদ শুনতে পেয়ে, তার কাছে প্রচুর উপহার নিয়ে আসে। সে বলে, 'তুমি যদি আমাকে সুস্থ করতে পারো, তা হলে এখানে যা আছে তা সবই তোমার!' ছেলেটি বলে, 'আমি কাউকে সুস্থ করতে পারি না; সুস্থ তো করেন আল্লাহ। তুমি যদি আল্লাহকে মেনে নাও, তা হলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করব, এরপর তিনি তোমাকে সুস্থ করে দেবেন।' সে আল্লাহকে মেনে নিলে, আল্লাহ তাকে সুস্থ করে দেন। এরপর সে আগের মতো রাজার দরবারে এসে বসে। রাজা তাকে বলে, 'তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলো কে?' সে বলে, 'আমার মনিব।' রাজা বলে, 'আমি ছাড়া তোমার আর কোনও মনিব আছে নাকি?' সে বলে, 'আমার ও আপনার মনিব হলেন আল্লাহ।' তখন রাজা তাকে গ্রেফতার করে নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতনের একপর্যায়ে সে ওই ছেলেটির কথা বলে দেয়।

ছেলেটিকে আনা হলে, রাজা তাকে বলে—'ছেলে আমার! তুমি তো অনেক উচ্চ পর্যায়ের জাদু শিখেছ, যার মাধ্যমে তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করার পাশাপাশি আরও অনেক কাজ করছো!' সে বলে, 'আমি কাউকে সুস্থ করতে পারি না। সুস্থ করেন তো আল্লাহ!' তখন রাজা তাকে গ্রেফতার করে নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতনের একপর্যায়ে সে ওই বুযুর্গ ব্যক্তির কথা বলে দেয়।

বুযুর্গ ব্যক্তিকে এনে বলা হয়, 'তোমার দ্বীন থেকে ফিরে আসো!' সে তাতে রাজি না হওয়ায়, রাজা করাত আনার নির্দেশ দেয়। তারপর তার মাথার মাঝ বরাবর করাত রেখে তাকে কেটে দু' টুকরো করে ফেলা হয়। এরপর রাজার সহচরকে এনে বলা হয়, 'তোমার দ্বীন থেকে ফিরে আসো!' সে তাতে রাজি না হওয়ায়, রাজা করাত আনার নির্দেশ দেয়। তারপর তার মাথার মাঝ বরাবর করাত রেখে তাকে কেটে দু' টুকরো করে ফেলা হয়। এরপর ছেলেটিকে এনে বলা হয়, 'তোমার দ্বীন থেকে ফিরে আসো!' সে তাতে রাজি না হওয়ায়, রাজা তাকে নিজের একদল সঙ্গীর কাছে ন্যস্ত করে বলে, 'তাকে নিয়ে অমুক অমুক ধরনের পাহাড়ে যাও; এরপর পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পর, সে যদি তার দ্বীন থেকে ফিরে আসে (তা হলে তাকে ছেড়ে দিয়ো), আর অস্বীকৃতি জানালে তাকে সেখান থেকে ছুড়ে ফেলো।' তারা তাকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে, সে (আল্লাহকে) বলে—

হে আল্লাহ! তাদের বিপরীতে তুমি আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও, (তবে) তা হোক তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী।	اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ

তখন তাদের নিয়ে পাহাড়টি কেঁপে উঠলে, তারা সেখান থেকে পড়ে যায়। এরপর ছেলেটি হাঁটতে হাঁটতে রাজার কাছে আসলে, সে বলে, 'তোমার সঙ্গীদের কী হলো?' সে জানায়, 'তাদের বিপরীতে আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছেন!'

এবার রাজা তাকে তার আরেকদল সহযোগীর কাছে ন্যস্ত করে বলে, 'তাকে নিয়ে একটি নৌকায় উঠে সাগরের মাঝখানে যাও; এরপর সে যদি তার দ্বীন থেকে ফিরে আসে (তা হলে তাকে ছেড়ে দিয়ো), আর অস্বীকৃতি জানালে তাকে সেখান থেকে ফেলে দিয়ো।' তারা তাকে নিয়ে সেখানে গেলে, সে বলে—

হে আল্লাহ! তাদের বিপরীতে তুমি আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও,	اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ
(তবে) তা হোক তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী।	بِمَا شِئْتَ

তখন তাদের নিয়ে নৌকাটি উলটে গেলে, তারা ডুবে যায়। এরপর ছেলেটি হাঁটতে হাঁটতে রাজার কাছে আসলে, সে বলে, 'তোমার সঙ্গীদের কী হলো?' সে জানায়, 'তাদের বিপরীতে আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট হয়ে গিয়েছেন!'

এরপর সে রাজাকে বলে, 'আমি যা বলি, তা করার আগ পর্যন্ত আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন না।' রাজা জানতে চায়, 'কী সেটি?' সে বলে, 'আপনি লোকদেরকে একটি মাঠে জড়ো করুন। তারপর আমাকে একটি ডালে শূলবিদ্ধ করে, আমার তিরদানি থেকে একটি তির নিন। তারপর তিরটি ধনুকের মধ্যে রেখে "এ ছেলেটির রব আল্লাহর নামে (ছুড়ছি)" বলে আমার দিকে তির নিক্ষেপ করুন। এভাবে আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন।'

এরপর রাজা লোকদেরকে একটি মাঠে জড়ো করার পর ছেলেটিকে একটি ডালে শূলবিদ্ধ করে। তারপর তার তিরদানি থেকে একটি তির নিয়ে, ধনুকের মধ্যে তা রেখে 'ছেলেটির রব আল্লাহর নামে (ছুড়ছি)' বলে তার দিকে তির ছুড়ে। তিরটি তার কপালের এক পাশে বিদ্ধ হয়। কপালের যেখানে তিরটি বিদ্ধ হয়েছে, সেখানে হাত রাখার পর সে মারা যায়। তখন লোকজন বলে ওঠে, 'আমরা এ ছেলের রবকে মেনে নিলাম! আমরা এ ছেলের রবকে মেনে নিলাম! আমরা এ ছেলের রবকে মেনে নিলাম!'

তখন রাজাকে এনে বলা হয়, 'আপনি যার আশঙ্কা বোধ করছিলেন, তা দেখতে পাচ্ছেন? শপথ আল্লাহর! আপনি যা ঠেকাতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা-ই হলো! লোকজন তো (ছেলেটির মনিবকে) মেনে নিয়েছে!'

তখন রাজার নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক রাস্তার মুখে গর্ত খুঁড়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। এরপর রাজা বলে, 'যে-ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে না আসবে, তাকে গর্তে নিক্ষেপ করো অথবা তাকে ঝাঁপ দিতে বলো।' লোকজন তাই করে। পরিশেষে, একটি মহিলা তার একটি বাচ্চা-সহআসে। সে আগুনে ঝাঁপ দিতে ইতস্তত বোধ করলে, বাচ্চাটি তাকে

বলে—'মা! ধৈর্যধারণ করো; তুমি নিশ্চিত সত্যের উপর আছো!' " '[১]

অন্তরে কুমন্ত্রণা অথবা ঈমানে সন্দেহ দেখা দিলে

[১৮৯] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "শয়তান তোমাদের কারও কারও কাছে এসে বলে, 'এটি কে সৃষ্টি করেছে? ওটি কে সৃষ্টি করেছে?' একপর্যায়ে বলে, 'তোমার রবকে কে সৃষ্টি করেছে?' ওই পর্যায়ে পৌঁছে গেলে, সে যেন বলে—

আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

এবং সে যেন ওখানেই থেমে যায়।" '[২]

[১৯০] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "লোকজন পরস্পরকে একের-পর-এক প্রশ্ন করতেই থাকে; একপর্যায়ে এমন কথাও বলা হয়—আল্লাহ তো সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে? যার মনে এ ধরনের কোনও প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, সে যেন বলে—

আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মেনে নিয়েছি।" '[৩] آمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ

[১৯১] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কিছুদিন পরেই লোকজন পরস্পরকে একের-পর-এক প্রশ্ন করতে থাকবে; এমনকি তাদের কোনও একজন প্রশ্ন করে বসবে—আচ্ছা, আল্লাহ তো সকল সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, তা হলে আল্লাহকে সৃষ্টি করল কে? লোকজন এমন কথা বললে, তোমরা বোলো—

আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, اَللهُ أَحَدٌ
আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, اَللهُ الصَّمَدُ
তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি, জন্মও নেননি, لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

এরপর সে যেন তার বামদিকে তিনবার থুতু ছিটায়, শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়।" '[৪]

[১৯২] আবূ যুমাইল ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ইবনু আব্বাস ﵁-কে বলি, "আমার মনে কী এক আজব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে!" তিনি বলেন, "কী সেটি?" আমি

---

[১] মুসলিম, ৩০০৫।
[২] বুখারি, ৩২৭৬।
[৩] মুসলিম, ১৩৪।
[৪] আবূ দাঊদ, ৪৭২২, ইসনাদটি হাসান।

বলি, "শপথ আল্লাহর! আমি এটি মুখে বলতে পারব না!" তিনি আমাকে বলেন, "সেটি কি কোনও ধরনের সন্দেহ?" এরপর তিনি হেসে বলেন, "এ আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্ত, তা থেকে কেউ নিরাপদ ছিল না—

فَإِنْ كُنْتَ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِيْنَ يَقْرَءُوْنَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿٩٤﴾ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَتَكُوْنَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴿٩٥﴾

"এখন যদি তোমার সেই হিদায়াতের ব্যাপারে সামান্যও সন্দেহ থেকে থাকে, যা আমি তোমার উপর নাযিল করেছি, তা হলে যারা আগে থেকেই কিতাব পড়ছে তাদের জিজ্ঞেস করে নাও। প্রকৃতপক্ষে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে এ কিতাব মহাসত্য হয়েই এসেছে। কাজেই তুমি সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না এবং যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলেছে তাদের মধ্যেও শামিল হয়ো না, তা হলে তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে।" (সূরা ইউনুস ১০:৯৪–৯৫)

এরপর তিনি বলেন, "যখন তোমার মনে এরূপ কিছু দেখা দেবে, তখন তুমি বোলো—

তিনিই আদি, তিনিই অন্ত,	هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ
তিনিই প্রকাশিত, তিনিই গোপন,	وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ
আর তিনি সব বিষয়ে অবহিত। (সূরা আল-হাদীদ ৫৭:৩)" '[১]	وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

সংশয় ও কুমন্ত্রণার পরিপ্রেক্ষিতে যা যা বলা ও করা উচিত

১. শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া;
২. "আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের মেনে নিয়েছি"—বলা;
৩. কুমন্ত্রণাকে মনের ভেতর প্রশ্রয় না দেওয়া;
৪. "তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই প্রকাশিত, তিনিই গোপন এবং তিনি সব বিষয়ে অবহিত" (সূরা আল-হাদীদ ৫৭:৩)—পাঠ করা;
৫. সূরা আল-ইখলাস পাঠ করা, বামদিকে তিনবার থুতু ছিটানো এবং শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া।

ঋণ পরিশোধের দুআ

[১৯৩] আলি ইবনু আবী তালিব ﵁ থেকে বর্ণিত, 'অর্থের বিনিময়ে মুক্তি লাভের জন্য চুক্তিবদ্ধ এক দাস তাঁর কাছে এসে বলে, "আমি আমার চুক্তির অর্থ জোগাড় করতে পারছি না; আমাকে সাহায্য করুন!" আলি ﵁ বলেন, "আমি কি তোমাকে এমন কিছু

[১] আবূ দাঊদ, ৫১১০, ইসনাদটি সহীহ।

বাক্য শেখাব না, যা আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে শিখিয়েছেন? তোমার ঋণের বোঝা পাহাড় পরিমাণ হলেও, (সেসব বাক্য পাঠ করলে) আল্লাহ তোমাকে ঋণমুক্ত করে দেবেন! তুমি বোলো—

হে আল্লাহ! তোমার হালালকেই আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও,	اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ
যেন তোমার হারামের দিকে ধাবিত না হই;	عَنْ حَرَامِكَ
আর তোমার অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে অভাবমুক্ত করে দাও,	وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ
যেন তোমাকে ছাড়া অন্য কারও মুখাপেক্ষী না হই।" '[১]	عَمَّنْ سِوَاكَ

[১৯৪] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (এসব বিষয়ে) আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা,	مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ
অক্ষমতা ও অলসতা,	وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ
ভীরুতা ও কৃপণতা,	وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ
ঋণের বোঝা,	وَضَلَعِ الدَّيْنِ
এবং লোকজনের কাছে পরাজয় বরণ।'[২]	وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

শয়তানের কুমন্ত্রণা মোকাবিলায়

সালাত বা কুরআন তিলাওয়াতের সময় শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে

[১৯৫] উসমান ইবনু আবিল আস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার, আমার সালাত ও আমার কিরাআতের মধ্যে শয়তান বাধা সৃষ্টি করে এবং (কতটুকু পড়লাম) সে ব্যাপারে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়।" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "এ হলো খান্‌যাব নামক শয়তানের কাজ। তার উপস্থিতি টের পেলে, তার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ো এবং তোমার বামদিকে তিনবার থুতু ছিটিয়ো।" আমি তা-ই করি। এর ফলে আল্লাহ তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দেন।[৩]

শয়তানের শত্রুতা

[১৯৬] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন, "মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাদের প্রত্যেকের দু' পাশে শয়তান তার দু' আঙুল দিয়ে স্পর্শ

---

[১] তিরমিযি, ৩৫৬৩, হাসান গরীব।
[২] বুখারি, ২৮৯৩।
[৩] মুসলিম, ২২০৩।

করে, তবে ঈসা ইবনু মারইয়াম ﷺ এর ব্যতিক্রম—শয়তান তাঁকে স্পর্শ করতে গিয়েছিল, (কিন্তু পারেনি), পরিশেষে সে তাঁর বহিরাবরণের পর্দা স্পর্শ করে।" '[১]

কোনও কঠিন বিষয়ের মুখোমুখি হলে

[১৯৭] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

হে আল্লাহ! কোনও কিছুই সহজ নয়,	اَللّٰهُمَّ لَا سَهْلَ
তুমি যেটি সহজ করে দাও সেটি বাদে।	إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا
তুমি যখন চাও, পেরেশানিকে সহজ করে দাও।'[২]	وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

কোনও গোনাহ হয়ে গেলে

[১৯৮] আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি এমন এক ব্যক্তি—আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে আমি যখন কোনও হাদীস শুনেছি, আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী ওই হাদীসের মাধ্যমে আমাকে কোনো-না-কোনোভাবে উপকৃত করেছেন। আর আমার কাছে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কোনও সাহাবি হাদীস বর্ণনা করলে, আমি তাকে (আল্লাহর নামে) শপথ করতে বলতাম; সে শপথ করে বললে, আমি তার কথা সত্য বলে মেনে নিতাম। (একবার) আবূ বকর ﷺ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন—আর আবূ বকর ﷺ-এর কথা সত্য—"আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'কোনও বান্দা যদি কোনও গোনাহ করে, তারপর সুন্দরভাবে ওযু করে, এরপর দাঁড়িয়ে দু' রাকআত সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ অবশ্যই তাকে মাফ করে দেবেন।' এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন—

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٥﴾ أُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِيْنَ ﴿١٣٦﴾

'আর যারা কখনও কোনও অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা (কোনও গোনাহের কাজ করে) নিজেদের উপর জুলুম করে বসলে, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কথা স্মরণ করে, তাঁর কাছে নিজেদের গোনাহ-খাতার জন্য মাফ চায়—আর আল্লাহ ছাড়া আর কে গোনাহ মাফ করতে পারেন—এবং জেনে-বুঝে নিজেদের কৃতকর্মের উপর জোর দেয় না, এ ধরনের লোকদের যে প্রতিদান তাদের রবের কাছে আছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি তাদের মাফ করে দেবেন এবং এমন বাগানে তাদের প্রবেশ করাবেন, যার পাদদেশে ঝরনাধারা প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে৷ সৎকাজ যারা করে তাদের

[১] বুখারি, ৩২৮৬।
[২] ইবনু হিব্বান, সহীহ, ৩/২৫৫/৯৭৪।

জন্য কেমন চমৎকার প্রতিদান!' (সূরা আল ইমরান ৩:১৩৫–১৩৬)" '[১]

যে দুআ শয়তান ও তার কুমন্ত্রণা তাড়ায়

প্রথম দুআ

رَبِّ أَعُوْذُ بِكَ	রব আমার! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই
مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ	শয়তানদের প্রলোভন থেকে;
وَأَعُوْذُ بِكَ رَبِّ	রব আমার! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই
أَنْ يَّحْضُرُوْنِ	আমার কাছে তাদের আগমন থেকে।[২]

দ্বিতীয় দুআ

أَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ	আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ	বিতাড়িত শয়তান থেকে
مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ	এবং তার প্রলোভন ও ফুঁ থেকে।

কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٦﴾

"যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোনও প্ররোচনা আঁচ করতে পারো, তা হলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো; তিনি সব কিছু শোনেন এবং জানেন।" (সূরা ফুস্‌সিলাত ৪১:৩৬)

[১৯৯] আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ রাতের বেলা (সালাতে) দাঁড়িয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে এ দুআ পড়তেন—

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ	হে আল্লাহ! মহিমা তোমার, প্রশংসাও তোমার;
وَتَبَارَكَ اسْمُكَ	তোমার নাম বরকতময়;
وَتَعَالٰى جَدُّكَ	তোমার মহিমা সমুন্নত;
وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ	তুমি ছাড়া আর কোনও ইলাহ্ বা সার্বভৌম সত্তা নেই।

তারপর তিনবার বলতেন—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ	আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই।

তারপর তিনবার বলতেন—

---

[১] আবূ দাঊদ, ১৫২১, হাসান।
[২] সূরা আল-মু'মিনূন ২৩:৯৭–৯৮।

আল্লাহ যথার্থই সর্বশ্রেষ্ঠ।	اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا

তারপর বলতেন—

আমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই	أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ
বিতাড়িত শয়তান থেকে	مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
এবং তার প্রলোভন ও ফুঁ থেকে।	مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

তারপর কুরআন পাঠ করতেন।'[১]

[২০০] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "সালাতের জন্য আযান দেওয়া হলে, শয়তান বায়ু ত্যাগ করতে করতে পালিয়ে যায়, যাতে আযানের আওয়াজ তার কানে না ঢুকে। আযান শেষ হলে, সে ফিরে এসে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। ইকামাতের আওয়াজ শুনলে, সে চলে যায়, যাতে এ আওয়াজ তার কানে না ঢুকে। ইকামাত শেষ হলে, সে ফিরে এসে আবার কুমন্ত্রণা দিতে থাকে।" '[২]

[২০১] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "সালাতের জন্য আযান দেওয়া হলে, শয়তান বায়ু ত্যাগ করতে করতে পালিয়ে যায়, যাতে আযানের আওয়াজ তার কানে না ঢুকে। আযান শেষ হলে, সে এগিয়ে আসে; কিন্তু সালাতের জন্য ইকামাত দেওয়া হলে, (আবার) পালিয়ে যায়। ইকামাত শেষ হলে সে ফিরে আসে এবং মানুষের মনে প্ররোচনা দিয়ে বলে, 'এই কথা মনে করো, ওই কথা স্মরণ করো!' এর মাধ্যমে সে তার মনে এমন এমন বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়, যা (সালাতের পূর্বে) তার স্মরণ ছিল না। এর ফলে মানুষ মনে রাখতে পারে না, সে কতটুকু সালাত আদায় করেছে।" '[৩]

[২০২] সুহাইল ইবনু আবী সালিহ ﵀ বলেন, 'আমার পিতা আমাকে বানূ হারিসার কাছে পাঠান। আমার সঙ্গে ছিল আমাদের এক ভৃত্য বা বন্ধু। দেয়ালের ওপার থেকে কেউ একজন তাকে নাম ধরে ডাক দেয়। আমার সঙ্গে-থাকা লোকটি দেয়ালের কাছে গিয়ে কিছুই দেখতে পায়নি। বিষয়টি আমার পিতাকে জানালে, তিনি বলেন, "আমি যদি আঁচ করতে পারতাম, তুমি এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে, তা হলে আমি তোমাকে পাঠাতাম না। তবে (ভবিষ্যতে) যদি কোনও আওয়াজ শুন (এবং কিছু দেখতে না পাও), তা হলে সালাতের আযান দেবে; কারণ, আবূ হুরায়রা ﵁ নবি ﷺ-এর বরাতে বলেছেন, 'সালাতের আযান দিলে শয়তান বায়ু ত্যাগ করতে করতে পালিয়ে যায়।' " '[৪]

[২০৩] উসমান ইবনু আবিল আস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার, আমার সালাত ও আমার কিরাআতের মধ্যে শয়তান

[১] আবূ দাঊদ, ১/২২১, সহীহ (আলবানি)।
[২] মুসলিম, ৩৮৯।
[৩] বুখারি, ৬০৮, ১২২২, ১২৩১।
[৪] মুসলিম, ৩৮৯।

বাধা সৃষ্টি করে এবং (কতটুকু পড়লাম) সে ব্যাপারে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়।" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "এ হলো খান্‌যাব নামক শয়তানের কাজ। তার উপস্থিতি টের পেলে, তার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ো এবং তোমার বামদিকে তিনবার থুতু ছিটিয়ো।" আমি তা-ই করি। এর ফলে আল্লাহ্ তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দেন।[১]

[২০৪] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের ঘরগুলোকে কবর বানিয়ো না। যে ঘরে সূরা আল-বাকারাহ্ পাঠ করা হয়, শয়তান ওই ঘর থেকে পালিয়ে যায়।"[২]

শয়তান তাড়ানোর জন্য যা যা বলা ও করা উচিত

১. আল্লাহর কাছে শয়তান থেকে আশ্রয় চাওয়া;
২. আযান দেওয়া;
৩. যিকর ও কুরআন পাঠ করা; এবং
৪. সালাতের মধ্যে ও কুরআন পাঠের সময় বামদিকে তিনবার থুতু ছিটানো।

অপছন্দনীয় কিছু ঘটে গেলে

[২০৫] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন উত্তম এবং আল্লাহ্ তাআলার কাছে বেশি প্রিয়; অবশ্য প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ আছে। ওই কাজ করতে উদ্‌বুদ্ধ হও, যা তোমার উপকারে আসবে। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও; নিজেকে (কখনও) অসহায় মনে কোরো না। তোমার জীবনে কোনও কিছু ঘটে গেলে এ কথা বোলো না, 'ইশ্! আমি যদি এ কাজ করতাম, তা হলে এটি হতো, সেটি হতো!' বরং বোলো—

قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

এ হলো আল্লাহর ফায়সালা। তিনি যা চান, তা-ই করেন।

কারণ, 'যদি' কথাটি শয়তানের কাজের জন্য রাস্তা খুলে দেয়।" '[৩]

[২০৬] আউফ ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ দু' ব্যক্তির মধ্যে ফায়সালা করে দেন। ফায়সালা যার বিরুদ্ধে গিয়েছিল, সে চলে যাওয়ার সময় বলে, "আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।" এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন, "লোকটিকে আমার কাছে ডেকে আনো।" তাকে আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কী বললে?" সে বলে, "আমি বলেছি—আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ্ অলসতা ও গাফিলতিকে তিরস্কার করেন; তোমার উচিত চৌকশ হওয়া; তারপর পরাজিত হলে

[১] মুসলিম, ২২০৩।
[২] মুসলিম, ৫৩৯।
[৩] মুসলিম, ২৬৬৪।

বলবে—'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, আর তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।' " '[১]

নবজাতকের পিতার জন্য দুআ ও তার জবাব

[২০৭] হুসাইন ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে অভিবাদন শেখাতে গিয়ে বলেন, 'তুমি বলবে—

আল্লাহ তোমাকে তোমার সন্তানের মধ্যে বরকত দিন!	بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ
সন্তান-দানকারীর প্রতি তোমাকে কৃতজ্ঞ বানিয়ে দিন!	وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ
(তোমার সন্তান) তারুণ্যে পৌঁছে যাক!	وَبَلَغَ أَشُدَّهُ
তোমাকে তার সদাচরণ লাভের সুযোগ দেওয়া হোক!	وَرُزِقْتَ بِرَّهُ

অভিবাদন-জ্ঞাপনকারীকে এ ধরনের জবাব দেওয়া উত্তম—

আল্লাহ তোমার জন্য বরকতের ফায়সালা করুন!	بَارَكَ اللهُ لَكَ
তোমার উপর বরকত নাযিল করুন!	وَبَارَكَ عَلَيْكَ
আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন!	وَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا
আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ দান করুন!	وَرَزَقَكَ اللهُ مِثْلَهُ
আল্লাহ তোমার সাওয়াব বাড়িয়ে দিন!'[২]	وَأَجْزَلَ اللهُ ثَوَابَكَ

সন্তান ও অন্যদেরকে আল্লাহর আশ্রয়ে দেওয়ার দুআ

[২০৮] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ হাসান ও হুসাইন ؓ-কে আল্লাহর আশ্রয়ে দেওয়ার সময় বলতেন—

আল্লাহর চূড়ান্ত বাক্যসমূহের আশ্রয় চাচ্ছি,	أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ
প্রত্যেক শয়তান, ক্ষতিকারক প্রাণী ও কীটপতঙ্গ	مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ
এবং প্রত্যেক হিংসুটে চোখ থেকে (তোমাদের নিরাপদ রাখুন)।[৩]	وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

আর তিনি বলতেন, "তোমাদের পিতা (ইবরাহীম ؑ তাঁর দু' ছেলে) ইসমাঈল ؑ ও ইসহাক ؑ-কে এভাবে আল্লাহর আশ্রয়ে দিতেন।" '[৪]

---

[১] আবূ দাউদ, ৩৬২৭, ইসনাদটি দুর্বল।
[২] নববি, আল-আযকার, ৪১৪; আল-মাজমূ', ৮/৪৪৩।
[৩] বুখারি, ৩৩৭১।
[৪] বুখারি, ৩৩৭১।

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য দুআ

অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতার জন্য দুআ

[২০৯] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ এক অসুস্থ বেদুইনকে দেখার জন্য তার কাছে যান। নবি ﷺ কোনও অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলে বলতেন—

কোনও ক্ষতি হবে না!	لَا بَأْسَ
আল্লাহ চাইলে, এটি হবে গোনাহ-মাফের একটি উপলক্ষ!	طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

ওই বেদুইনের ক্ষেত্রেও নবি ﷺ বলেন—

কোনও ক্ষতি হবে না!	لَا بَأْسَ
আল্লাহ চাইলে, এটি হবে গোনাহ-মাফের একটি উপলক্ষ!	طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ

বেদুইন বলে, 'আপনি বলছেন—এটি গোনাহ-মাফের একটি উপলক্ষ? কিছুতেই নয়; বরং এটি হল বুড়োর জন্য তীব্র কষ্টদায়ক ও অপমানজনক জ্বর, যা তাকে কবরে নিয়ে ছাড়বে!' নবি ﷺ বলেন, "আচ্ছা! তা হলে তা-ই হোক!" '[১]

[২১০] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "কেউ যদি এমন কোনও রোগীকে দেখতে যায়, যার মৃত্যুর সময়ক্ষণ এখনও আসেনি, এবং সে যদি তার পাশে সাত বার বলে—

আমি মহান আল্লাহর কাছে চাই	أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ
—যিনি আরশের মহান অধিপতি—	رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
তিনি তোমাকে সুস্থ করে দিন!	أَنْ يَشْفِيَكَ

তা হলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সুস্থ করে দেবেন।" '[২]

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার মহত্ত্ব

[২১১] আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হাসান ইবনু আলি ﷺ-এর অসুস্থতার সময় আবূ মূসা ﷺ তাকে দেখতে আসেন। তখন আলি ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কী জন্য এসেছেন: আত্মতৃপ্তির জন্য, নাকি রোগী-দেখার উদ্দেশে?" তিনি বলেন, "না; বরং রোগী দেখতে এসেছি।" এর পরিপ্রেক্ষিতে আলি ﷺ তাকে বলেন, "যদি রোগী দেখার উদ্দেশে এসে থাকেন, তা হলে শুনুন—আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যখন কোনও ব্যক্তি তার অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে যায়, তখন (সেখানে গিয়ে) বসার আগ পর্যন্ত সে জান্নাতের ফলবাগানের মধ্যে বিচরণ করতে থাকে। যখন সে বসে, তখন (আল্লাহর) রহমত তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সকালবেলা

[১] বুখারি, ৩৬১৬।
[২] আবূ দাউদ, ৩১০৬, সহীহ।

রোগী দেখতে গেলে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দুআ করতে থাকে; আর সন্ধ্যা-বেলা রোগী দেখতে গেলে, সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দুআ করতে থাকে।' " '[১]

[২১২] সাওবান ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি কোনও রোগীকে দেখতে যায়, সে জান্নাতের ফলবাগানে বিচরণ করতে থাকে।" '[২]

মুমূর্ষু রোগীর দুআ

[২১৩] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ আমার দিকে হেলান দিয়ে ছিলেন। তখন আমি তাঁকে বলতে শুনি—

হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও!	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ
আমার উপর রহম করো!	وَارْحَمْنِيْ
আর আমাকে সর্বোচ্চ বন্ধুর কাছে পৌঁছে দাও!'[৩]	وَأَلْحِقْنِيْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى

[২১৪] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলতেন, 'আল্লাহ আমার উপর যেসব অনুগ্রহ করেছেন, তার একটি হলো—আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার সঙ্গে থাকার দিনে আমার ঘরে আমার কণ্ঠনালীর নিচে মাথা রাখা অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। (তাঁর মিসওয়াক আমি চিবিয়ে নরম করে দিয়েছিলাম; ফলে) তাঁর ইন্তেকালের সময় আমার মুখলালার সঙ্গে তাঁর মুখলালা মিশে গিয়েছিল। (আমার ভাই) আবদুর রহমান মিসওয়াক হাতে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকেছিল। আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার দিকে হেলান দিয়ে ছিলেন। আমি দেখি, তিনি মিসওয়াকটির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাতে বুঝে নিই, তিনি মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করি, "আমি কি সেটি আপনার জন্য এনে দেবো?" তিনি মাথার ইশারায় জানান, "হ্যাঁ!" আমি মিসওয়াকটি এনে দিই। সেটি নবি ﷺ-এর জন্য বেশ শক্ত হওয়ায়, আমি বলি "আপনার জন্য এটি নরম করে দেবো?" তিনি মাথার ইশারায় জানান, "হ্যাঁ!" আমি সেটি নরম করে দিলে, তিনি তা দিয়ে মিসওয়াক করেন। তাঁর সামনে ছিল পানিভর্তি একটি জগ বা পাত্র। তিনি তাতে দু' হাত ভিজিয়ে নিয়ে চেহারা মুছতে মুছতে বলতে থাকেন—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
নিশ্চয়ই মৃত্যুর রয়েছে অনেক যন্ত্রণা!	إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ

তারপর নিজের হাতটি উঠিয়ে বলতে থাকেন—

মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে!	فِي الرَّفِيْقِ الْأَعْلٰى

[১] আহমাদ, ১/৮১, সহীহ, মাওকূফ।
[২] মুসলিম, ২৫৬৮।
[৩] বুখারি, ৪৪৪০।

একপর্যায়ে নবি ﷺ ইন্তেকাল করেন আর তাঁর হাতটি নিচের দিকে নেমে আসে।'[১]

[২১৫] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি বলে—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।	وَاللهُ أَكْبَرُ

তার রব তাকে সত্যায়ন করে বলেন, 'আমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই; আর আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ।' যখন সে বলে—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই; তিনি একক।	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ

তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই; আমি একক।' যখন সে বলে—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক; তাঁর কোনও অংশীদার নেই।	وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই; আমি একক; আমার কোনও অংশীদার নেই।' যখন সে বলে—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
রাজত্ব ও প্রশংসা সবই তাঁর।	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই; রাজত্ব ও প্রশংসা সবই আমার।' যখন সে বলে—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
আর আল্লাহ ছাড়া কারও কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই।	وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

তখন আল্লাহ বলেন, 'আমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই; আমি ছাড়া কারও কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই।' আর তিনি বলতেন, "যে-ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় এসব দুআ পড়ে মারা যায়, জাহান্নাম তাকে দগ্ধ করবে না।" '[২]

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে যে দুআ পড়তে উদ্বুদ্ধ করা উচিত

[২১৬] মুআয ইবনু জাবাল ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যার শেষকথা হবে—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

[১] বুখারি, ৪৪৪৯।
[২] তিরমিযি, ৩৪৩০, হাসান।

সে জান্নাতে যাবে।" '[1]

[২১৭] আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিকে এ কথা বলতে উদ্‌বুদ্ধ কোরো—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই।" '[2]	لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ

বিপদ-মুসিবতের মুখোমুখি হলে

[২১৮] উম্মু সালামা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কোনও বান্দা যদি বিপদ-মুসিবতের মুখোমুখি হয়ে বলে—

আমরা আল্লাহর জন্য,	إِنَّا لِلهِ
আর আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।	وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ
হে আল্লাহ! আমার মুসিবতে তুমি আমাকে আশ্রয় দাও!	اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِـيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ
এবং তা থেকে উত্তম কিছু আমাকে দাও!	وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْراً مِّنْهَا

আল্লাহ অবশ্যই এর বদলে তাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দেবেন।" আবূ সালামা'র মৃত্যুর পর, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী আমি এ দুআ পাঠ করি, এরপর আল্লাহ তাআলা আমাকে তার চেয়ে উত্তম অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দিয়েছেন।'[3]

অসুস্থ ও মৃতব্যক্তির পাশে

[২১৯] উম্মু সালামা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা অসুস্থ বা মৃতব্যক্তির কাছে গেলে ভালো দুআ করবে, কারণ তোমরা যা বলো, তার সঙ্গে ফেরেশতারা বলে 'আমীন (এমনটিই হোক)!' " আবূ সালামা ﵁-এর মৃত্যুর পর, আমি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সালামা মারা গিয়েছে!" নবি ﷺ বলেন, "তুমি বলো—

হে আল্লাহ! আমাকে ও তাকে ক্ষমা করে দাও!	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلَهُ
তার পর আমাকে উত্তম বিকল্পের ব্যবস্থা করে দাও!	وَأَعْقِبْنِيْ مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً

আমি এ দুআ পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম বিকল্প দিয়েছেন; আর তিনি হলেন মুহাম্মাদ ﷺ!'[4]

---

[১] আবূ দাউদ, ৩১১৬, সহীহ।
[২] মুসলিম, ৯১৬।
[৩] মুসলিম, ৯১৮।
[৪] মুসলিম, ৯১৯।

মৃতব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময় দুআ

[২২০] উম্মু সালামা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(আবূ সালামার মৃত্যুর পর) আল্লাহর রাসূল ﷺ আবূ সালামার কাছে আসেন। তার চোখ ছিল খোলা ও স্থির। নবি ﷺ তা বন্ধ করে দিয়ে বলেন, "রূহ বা আত্মা নিয়ে যাওয়া হলে, চোখ তার পেছনে পেছনে যায়।" তখন তার পরিবারের কিছু লোক চিৎকার করে ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন, "তোমরা নিজেদের জন্য ভালো ছাড়া অন্য কিছুর দুআ করো না; কারণ, তোমাদের দুআর সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতারা 'আমীন/ আল্লাহ! কবুল করো!' বলতে থাকে।" এরপর তিনি বলেন—

হে আল্লাহ! তুমি আবূ সালামা-কে মাফ করে দাও!	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ
হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও!	وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ
তুমি তার পেছনে-রেখে-যাওয়া পরিবারের দেখভাল করো!	وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ
জগৎসমূহের অধিপতি! আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করো!	وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ
তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও	وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ
এবং তার জন্য সেখানে আলোর ব্যবস্থা করে দাও!'[১]	وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ

জানাযার সময়

জানাযায় মৃতব্যক্তির জন্য দুআ

[২২১] আউফ ইবনু মালিক আশ্‌জায়ী ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি জানাযা পড়ান। আমি তাঁর দুআর কিছু অংশ মুখস্থ করে নিই। তিনি বলছিলেন—

হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করো, তার উপর রহম করো;	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ
তাকে নিরাপদ রাখো;	وَعَافِهِ
তার ভুলত্রুটি মার্জনা করো;	وَاعْفُ عَنْهُ
তাকে সম্মানজনক বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দাও;	وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ
তার প্রবেশগৃহ (কবর) প্রশস্ত করে দাও;	وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ
পানি, বরফ ও শীতল (বস্তু) দিয়ে তাকে ধুয়ে দাও;	وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ
তার ভুলত্রুটিগুলো থেকে তাকে পরিচ্ছন্ন করো,	وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا
যেভাবে সাদা কাপড় ময়লামুক্ত করা হয়;	كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ

[১] মুসলিম, ৯২০।

তাকে দাও—তার (দুনিয়ার) ঘরের চেয়ে উত্তম ঘর,	وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ
তার (দুনিয়ার) পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার ও	وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ
তার (দুনিয়ার) সঙ্গীর চেয়ে উত্তম সঙ্গী;	وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ
তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও;	وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ
তাকে বাঁচাও কবরের শাস্তি থেকে	وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে।	وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

(ওই মৃতব্যক্তির জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এ দুআ শুনে) একপর্যায়ে আমার মধ্যে ঈর্ষা জাগে—ইশ, ওই মৃতব্যক্তিটি যদি হতাম আমি!'[১]

[২২২] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনও মৃতব্যক্তির জানাযা পড়ালে, তিনি বলতেন—

হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃতদের মাফ করে দাও!	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا
(মাফ করে দাও) আমাদের উপস্থিত ও অনুপস্থিতদের,	وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا
আমাদের ছোটোদের ও বড়দের	وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا
এবং আমাদের নারী ও পুরুষদের!	وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا
হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যাকে তুমি বাঁচিয়ে রাখবে,	اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا
তাকে ইসলামের উপর বাঁচিয়ে রেখো;	فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ
আর আমাদের মধ্যে যাকে মৃত্যু দেবে,	وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا
তাকে ঈমানের উপর মৃত্যু দিয়ো!	فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ
হে আল্লাহ! তার সাওয়াব থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না,	اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ
এবং তার পরে আমাদের পথভ্রষ্ট হতে দিয়ো না!'[২]	وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

[২২৩] ওয়াসিলা ইবনুল আস্‌কা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের নিয়ে এক মুসলিম পুরুষের জানাযা পড়েন। সেখানে আমি তাঁকে বলতে শুনি—

হে আল্লাহ! অমুকের ছেলে অমুক	اَللّٰهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ
তোমার আশ্রয় ও তত্ত্বাবধানে আছে;	فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ
তাকে কবরের পরীক্ষা ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।	فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ

[১] মুসলিম, ৯৬৩।
[২] আবূ দাউদ, ৩২০১, সহীহ।

তুমি ওয়াদা-পালনকারী ও সত্যবাদী।	وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ
হে আল্লাহ! তাকে মাফ করো ও তার উপর রহম করো;	اَللّٰهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ
তুমিই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'[১]	إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

[২২৪] ইয়াযীদ ইবনু রুকানা ইবনিল মুত্তালিব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কোনও ব্যক্তির জানাযা পড়ার উদ্দেশে দাঁড়ালে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! (সে) তোমার দাস ও তোমার দাসীর ছেলে,	اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ
তোমার দয়া তার খুবই প্রয়োজন;	اِحْتَاجَ إِلٰى رَحْمَتِكَ
তাকে শাস্তি না দিলে তোমার কোনও ক্ষতি নেই;	وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ
সে ভালো হয়ে থাকলে, তার ভালো কাজে প্রবৃদ্ধি দাও,	إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِيْ حَسَنَاتِهِ
আর খারাপ হলে, তার খারাপ কাজগুলো মার্জনা করো।'[২]	وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ

শিশুর জানাযায় দুআ

[২২৫] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবূ হুরায়রা ﵁-এর পেছনে আমি এক শিশুর জানাযা আদায় করি, যে কখনও কোনও গোনাহ করেনি। সেখানে আমি আবূ হুরায়রা ﵁-কে বলতে শুনি—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
তুমি তাকে কবরের শাস্তি থেকে রেহাই দাও।'[৩]	أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

[২২৬] হাসান ﵀ থেকে বর্ণিত, 'শিশুর জানাযা আদায়কালে তিনি বলতেন—

হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য বানিয়ে দাও	اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا
আগাম-পাঠানো সাওয়াব ও প্রতিদানের একটি মাধ্যম।'[৪]	فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا

তবে এ দুআ পড়াও উত্তম—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
তাকে বানিয়ে দাও—তার পিতা-মাতার অগ্রিম সাওয়াব,	اجْعَلْهُ فَرَطًا لِوَالِدَيْهِ
গচ্ছিত ভাণ্ডার ও আগে-পাঠানো প্রতিদানের মাধ্যম!	وَذُخْرًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا

---

[১] আবূ দাউদ, ৩২০২, সহীহ।
[২] হাকিম, ১/৩৫৯, ইসনাদটি সহীহ।
[৩] মালিক, আল-মুওয়াত্তা, ১৮।
[৪] আবদুর রায্যাক, ৩/৫২৯, হাসান বসরি পর্যন্ত ইসনাদটি সহীহ।

হে আল্লাহ! তার মাধ্যমে তাদের পাল্লা ভারী করে দাও!	اَللّٰهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِيْنَهُمَا
তার বদৌলতে তাদের সাওয়াব বাড়িয়ে দাও!	وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُوْرَهُمَا
হে আল্লাহ! তাকে ইবরাহীম ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে দাও!	اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ فِيْ كَفَالَةِ إِبْرَاهِيْمَ
আগে-পৌঁছে-যাওয়া সৎ মুমিনদের সঙ্গে তাকে যুক্ত করো!	وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِيْنَ
তোমার দয়ায় তাকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও!	وَأَجِرْهُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِ الْجَحِيْمِ
তাকে দাও—তার (দুনিয়ার) ঘরের চেয়ে উত্তম ঘর	وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ
ও তার (দুনিয়ার) পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার!	وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ
হে আল্লাহ! তুমি আমাদের পূর্বসূরি ও শিশুদের মাফ করো,	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَسْلَافِنَا وَأَفْرَاطِنَا
আর তাদের মাফ করো, যারা ঈমানে আমাদের অগ্রবর্তী।[১]	وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيْمَانِ

শোকপ্রকাশের দুআ

[২২৭] উসামা ইবনু যাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ-এর মেয়ে একজন দূতকে এ সংবাদ দিয়ে নবি ﷺ-এর কাছে পাঠান—'আমার ছেলে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে; আপনি তাড়াতাড়ি আসুন!' নবি ﷺ তাকে সালাম জানিয়ে দূতকে (ফেরত) পাঠান এবং বলেন—

আল্লাহ যা নিয়ে যান, সেটি তাঁর;	إِنَّ لِلّٰهِ مَا أَخَذَ
যা দেন, সেটিও তাঁরই;	وَلَهُ مَا أَعْطَى
তাঁর কাছে সবকিছুর একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা আছে;	وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى
সুতরাং সে যেন ধৈর্যধারণ করে	فَلْتَصْبِرْ
এবং আল্লাহর কাছে প্রতিদান কামনা করে।	وَلْتَحْتَسِبْ

তা শুনে নবি ﷺ-এর মেয়ে শপথ করে ওই দূতকে পাঠান, যাতে নবি ﷺ তার কাছে অবশ্যই আসেন। সংবাদ পেয়ে নবি ﷺ উঠে দাঁড়ান। সঙ্গে ছিলেন সাদ ইবনু উবাদাহ, মুআয ইবনু জাবাল, উবাই ইবনু কা'ব, যাইদ ইবনু সাবিত ﷺ ও আরও কিছু লোক। শিশুটিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে তুলে ধরা হয়। শিশুটির বুকে শ্বাস আটকে যাচ্ছিল [ঠিক যেন পানি-ভর্তি একটি চামড়ার থলে]। তা দেখে নবি ﷺ-এর দু' চোখ বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়তে থাকে। সাদ ﷺ বলে ওঠেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এ কী!" নবি ﷺ বলেন, "এ হলো দয়া, যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে দিয়ে রেখেছেন; আল্লাহ তাঁর সেসব বান্দার উপর দয়া করেন, যারা (মানুষের প্রতি) দয়া দেখায়।" '[২]

[১] নববি, আল-আযকার, ২৩২।
[২] বুখারি, ১২৮৪।

শোকপ্রকাশের ক্ষেত্রে এ দুআ পড়াও উত্তম—

আল্লাহ তোমার প্রতিদান বাড়িয়ে দিন!	أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ
তোমাকে উত্তম সান্ত্বনা দিন!	وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ
তোমার মৃতব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিন![১]	وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ

দাফনের সময়

মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় দুআ

[২২৮] ইবনু উমার ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ মৃতব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় বলতেন—

আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللهِ
এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর রীতি অনুযায়ী (রাখলাম)।'[২]	وَعَلَى سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

মৃতব্যক্তিকে দাফনের পর দুআ

[২২৯] উসমান ইবনু আফ্ফান ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'মৃতব্যক্তিকে দাফন করার পর নবি ﷺ তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলতেন, "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চাও এবং তাকে শক্তি জোগানোর জন্য দুআ করো, কারণ এখন তাকে প্রশ্ন করা হবে।" '[৩]

কবর যিয়ারতের দুআ

[২৩০] বুরাইদা ইবনুল হাসীব ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদেরকে (এভাবে) শেখাতেন: তারা কবরস্থানে গেলে বলতেন—

তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক,	اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
ওহে এখানকার মুমিন-মুসলিম অধিবাসীগণ!	أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ
আল্লাহর ইচ্ছায় আমরাও যুক্ত হতে চলেছি।	وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُوْنَ
আল্লাহর কাছে আমাদের ও তোমাদের নিরাপত্তা চাই।'[৪]	أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

তীব্র বায়ুপ্রবাহ শুরু হলে

[২৩১] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

[১] নববি, আল-আযকার, ২২০।
[২] আবূ দাউদ, ৩২১৩, সহীহ।
[৩] আবূ দাউদ, ৩২২১, ইসনাদটি হাসান।
[৪] মুসলিম, ৯৭৫।

“বায়ুপ্রবাহ হলো আল্লাহর (পাঠানো) সজীবতা; এটি করুণা নিয়ে আসে, আবার শাস্তিও নিয়ে আসে। তাই, বায়ুপ্রবাহ দেখলে তোমরা একে গালমন্দ কোরো না; (বরং) আল্লাহর কাছে এর কল্যাণ চাও, আর এর অনিষ্ট থেকে (তাঁর কাছে) আশ্রয় চাও।” ’[১]

[২৩২] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘তীব্র বায়ুপ্রবাহ শুরু হলে, নবি ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এর কল্যাণ চাই,	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا
এর ভেতরকার কল্যাণ চাই,	وَخَيْرَ مَا فِيْهَا
এবং একে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, তার কল্যাণ চাই;	وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ
আমি তোমার কাছে এর অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই,	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
এর ভেতরকার অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই,	وَشَرِّ مَا فِيْهَا
এবং এর উদ্দিষ্ট অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই।	وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেলে নবি ﷺ-এর (চেহারার) রঙ বদলে যেত; তিনি তখন ঘরে ঢুকতেন, বের হতেন, সামনের দিকে যেতেন আবার পেছনের দিকে আসতেন। এরপর বৃষ্টি (শুরু) হলে, তাঁর আতঙ্কভাব চলে যেত। তাঁর চেহারা দেখে আমি তা বুঝতে পারতাম। একবার (এর কারণ সম্পর্কে) নবি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। জবাবে তিনি বলেন, “আয়িশা! এটি তো ওই মেঘমালার মতোও হতে পারে, যা দেখে আদ জাতির লোকেরা বলে ওঠেছিল—

فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَـٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ ۖ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٤﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٥﴾

পরে যখন তারা সেই আযাবকে তাদের উপত্যকার দিকে আসতে দেখল, বলতে শুরু করলো: এই তো মেঘ! আমাদের উপর প্রচুর বারিবর্ষণ করবে! না, এটা বরং সেই জিনিস যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছিলে। এটা প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস, যার মধ্যে কষ্টদায়ক আযাব এগিয়ে আসছে। তার রবের নির্দেশে প্রতিটি বস্তুকে ধ্বংস করে ফেলবে। অবশেষে তাদের অবস্থা দাঁড়াল এই—তাদের বসবাসের স্থান ছাড়া সেখানে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হতো না। এভাবেই আমি অপরাধীদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।”
(সূরা আল-আহকাফ ৪৬:২৪–২৫)’[২]

[২৩৩] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আকাশের কোনও এক দিগন্তে মেঘমালা ঘনীভূত হতে দেখলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ সকল কাজ বন্ধ করে দিতেন, এমনকি সালাতে

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭২০, ৯০৬, সহীহ।
[২] বুখারি, ৩২০৬।

থাকলেও! এরপর সেদিকে ফিরে বলতেন—

হে আল্লাহ!

আমি এর অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

এরপর আল্লাহ ওই মেঘমালা সরিয়ে নিলে, তিনি আল্লাহর প্রশংসা করতেন; আর বৃষ্টি শুরু হলে বলতেন—

হে আল্লাহ! (এটিকে) উপকারী বর্ষণে পরিণত করো।'[১] اَللّٰهُمَّ صَيِّباً نَافِعًا

বজ্রপাতের সময়

[২৩৪] আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﷺ থেকে বর্ণিত, 'বজ্রপাতের আওয়াজ শুনলে, তিনি কথাবার্তা বন্ধ করে বলতেন—

পবিত্র সেই সত্তা, سُبْحَانَ الَّذِيْ

মেঘের গর্জন যাঁর প্রশংসা-সহ পবিত্রতা বর্ণনা করে يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ

এবং যাঁর ভয়ে কম্পিত হয়ে পবিত্রতা বর্ণনা করে ফেরেশতারা। وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

এরপর বলতেন, "এটি দুনিয়াবাসীদের জন্য নিঃসন্দেহে এক কঠিন হুঁশিয়ারি।" '[২]

[২৩৫] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, 'বজ্রধ্বনি বা বজ্রতুল্য উচ্চ আওয়াজ শুনলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! তোমার ক্রোধ দিয়ে আমাদের হত্যা করো না; اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ

তোমার শাস্তি দিয়ে আমাদের ধ্বংস করো না; وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ

এর আগেই তুমি আমাদের মাফ করে দাও!" '[৩] وَعَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ

মেঘ-বৃষ্টির ক্ষেত্রে

ইস্তিস্কা বা মেঘ-বৃষ্টির প্রয়োজন হলে

[২৩৬] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(বৃষ্টি না হওয়ায়) কিছু লোক কাঁদতে কাঁদতে নবি ﷺ-এর কাছে আসে। তখন নবি ﷺ বলেন—

হে আল্লাহ! আমাদের এমন বৃষ্টি দাও, যা উপকারী, اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا

---

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৬৮৬, সহীহ।

[২] মালিক, ২৬, সহীহ।

[৩] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭২১, সনদে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও অন্যান্য সনদে বর্ণিত হাদীস থেকে এর সমর্থন মেলে।

কল্যাণময় ও কার্যকরী;	مَرِيْئًا مَرِيْعًا
যা আমাদের উপকার করবে, কোনও ক্ষতি করবে না;	نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ
দ্রুত বৃষ্টি দাও, বিলম্বিত নয়।	عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ

এর পরপরই তাদের উপরকার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।'[১]

[২৩৭] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি জুমুআর দিন মাসজিদে প্রবেশ করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুতবা (ভাষণ) দিচ্ছেন। ওই লোকটি বলে, "হে আল্লাহর রাসূল! (আমাদের) ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে; আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাদের বৃষ্টি দেন।" এ কথা শুনে, আল্লাহর রাসূল ﷺ দু' হাত তুলে বলেন—

হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও!	اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا
হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও!	اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا
হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও!	اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا

শপথ আল্লাহর! আমরা আকাশে মেঘের কোনও লক্ষণ দেখিনি; ওই সময় আমাদের ও সিলা পর্বতের মাঝখানে কোনও ঘরবাড়ি ও দালানকোঠা কিছুই ছিল না। তখন বর্মের মতো একটি মেঘখণ্ড সিলা পাহাড়ের পেছন থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে! আকাশের মাঝামাঝি এসে সেটি ছড়িয়ে পড়ে; এরপর শুরু হয় বৃষ্টি। শপথ আল্লাহর! এক সপ্তাহ পর্যন্ত আমরা কোনও সূর্য দেখিনি। তারপর পরবর্তী জুমুআর দিন এক ব্যক্তি ওই দরজা দিয়ে ঢুকে। আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন। ওই লোকটি বলে, "হে আল্লাহর রাসূল! (আমাদের) ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে; আল্লাহর কাছে বৃষ্টি থামানোর জন্য দুআ করুন!" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ দু' হাত উঠিয়ে বলেন—

হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে (বর্ষিত হোক),	اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا
আমাদের উপর না;	وَلَا عَلَيْنَا
হে আল্লাহ! (বৃষ্টি বর্ষিত হোক) মালভূমি ও পাহাড়ে,	اَللّٰهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ
উপত্যকা ও গাছপালা গজানোর জায়গায়।	وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

এরপর বৃষ্টি থেমে যায়, আর আমরা রৌদ্রের মধ্যে হাঁটতে বের হই।'[২]

[২৩৮] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বৃষ্টি চাওয়ার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

[১] আবূ দাউদ, ১১৬৯, সহীহ।
[২] বুখারি, ৯৩২।

হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও জীবজন্তুদের পানি দাও,	اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ
তোমার করুণা ছড়িয়ে দাও,	وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ
এবং তোমার মৃত ভূখণ্ডে প্রাণসঞ্চার করো।'[১]	وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

বৃষ্টির মুখোমুখি হলে

[২৩৯] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা ছিলাম আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে। একপর্যায়ে আমাদের উপর বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর কাপড়ের কিছু অংশ ওঠান, যাতে বৃষ্টির পানি তাঁর গায়ে লাগে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ কাজ কেন করেছেন?" তিনি বলেন, "এটি তার মহান রবের পক্ষ থেকে এইমাত্র এসেছে!" '[২]

বৃষ্টি দেখলে

[২৪০] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'বৃষ্টিপাত দেখলে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! (এটিকে) উপকারী বর্ষণে পরিণত করো।'[৩]	اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

বৃষ্টি বর্ষণের পর

[২৪১] যাইদ ইবনু খালিদ জুহানি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হুদাইবিয়ায় রাতের বেলা বৃষ্টি হওয়ার পর, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন। সালাত শেষে, তিনি লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, "তোমরা কি জানো, তোমাদের রব কী বলেছেন?" সাহাবিগণ বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন!" নবি ﷺ বলেন, "(আল্লাহ বলেছেন) আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আজ সকাল যাপন করেছে আমার প্রতি ঈমান রেখে, আর কেউ আমার প্রতি কুফরি করে। যে বলেছে—

আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ার ফলে আমরা বৃষ্টি পেয়েছি	مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ

আমার উপর তার ঈমান আছে এবং সে তারকারাজির সঙ্গে কুফরি করেছে; আর যে বলেছে, 'আমরা বৃষ্টি পেয়েছি অমুক অমুক তারকার কারণে', সে আমার সঙ্গে কুফরি করেছে, আর ঈমান এনেছে তারকার উপর!" '[৪]

অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির সময়

[২৪২] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল

[১] ইবনু আদি, আল-কামিল, ৪/৩১৯; আবূ দাউদ, ১১৭৬, ইসনাদটি গরীব।
[২] মুসলিম, ৮৯৮।
[৩] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৬৮৬, সহীহ।
[৪] বুখারি, ৮৪৬।

ﷺ-এর কাছে এসে বলে, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জীবজন্তুগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে এবং রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আপনি আল্লাহর কাছে (বৃষ্টির জন্য) দুআ করুন!” নবি ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করেন। ফলে, এক জুমুআহ্ থেকে আরেক জুমুআহ্ পর্যন্ত আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এরপর এক ব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বাড়িঘরগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, রাস্তাঘাট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে আর গবাদিপশুগুলো ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে।” তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

হে আল্লাহ! (বৃষ্টি বর্ষিত হোক) পাহাড়ের চূড়ার উপর,	اَللّٰهُمَّ عَلَى رُؤُوْسِ الْجِبَالِ
মালভূমিতে, বিভিন্ন উপত্যকায়	وَالْآكَامِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ
ও যেখানে গাছপালা গজায়।	وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

এরপর দেহ থেকে যেভাবে কাপড় খোলা হয়, সেভাবে মেঘমালা মদীনা থেকে সরে যায়।’[১]

নতুন চাঁদ দেখলে

[২৪৩] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নতুন চাঁদ দেখলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।	اَللهُ أَكْبَرُ
হে আল্লাহ! আমাদের জন্য একে উদিত করো,	اَللّٰهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا
নিরাপত্তা ও ঈমান-সহ,	بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ
সুস্থতা ও ইসলাম-সহ,	وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ
হে আমাদের রব! সেসব কাজের সামর্থ্য-সহ, যা তোমার পছন্দ	وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا
এবং যেসব কাজে তুমি সন্তুষ্ট।	وَتَرْضَى
(হে চাঁদ!) তোমার রব ও আমাদের রব হলেন আল্লাহ।’[২]	رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ

ইফতারের সময়

[২৪৪] ইবনু উমার ﷺ বলেন, ‘ইফতারের সময় নবি ﷺ বলতেন—

পিপাসা দূর হবে,	ذَهَبَ الظَّمَأُ
শিরাগুলো তৃষ্ণামুক্ত হবে,	وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ

[১] বুখারি, ১০১৯।
[২] দারিমি, ২/৭/১৬৮৭; ইবনু হিব্বান, ২৩৭৪, সহীহ।

এবং সাওয়াব লাভ হবে,	وَثَبَتَ الْأَجْرُ
যদি আল্লাহ চান।'[১]	إِنْ شَاءَ اللهُ

[২৪৫] আবদুল্লাহ ইবনু আমর 🕮 বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "ইফতারের সময় সাওম পালনকারীর জন্য এমন একটি দুআর সুযোগ থাকে, যা ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।" '

ইবনু আবী মুলাইকা বলেন, 'আমি আবদুল্লাহ ইবনু আমর 🕮-কে ইফতারের সময় বলতে শুনেছি—

হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই, তোমার করুণার ওসীলায়	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ
—যা সবকিছুকে বেষ্টন করে রেখেছে—	اَلَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।[২]	أَنْ تَغْفِرَ لِيْ

খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে

খাওয়ার শুরুতে

[২৪৬] আয়িশা 🕮 থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ ছয়জন সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে একটি খাবার খাচ্ছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন এসে দু' লুকমায় তা খেয়ে ফেলে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন, "জেনে রাখো, সে যদি (খাওয়ার শুরুতে) বিসমিল্লাহ (আল্লাহর নামে) বলত, তা হলে ওই খাবার তোমাদের সবার জন্য যথেষ্ট হতো। সুতরাং তোমাদের কেউ খাবার খেলে, সে যেন (খাওয়ার শুরুতে) বলে—

আল্লাহর নামে	بِسْمِ اللهِ

আর 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে, সে যেন বলে—

খাওয়ার শুরু ও শেষ সর্বাবস্থায় 'আল্লাহর নামে'।" '[৩]	بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

[২৪৭] ইবনু আব্বাস 🕮 থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ যাকে কোনও খাবার খাওয়ান, সে যেন বলে—

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এর মধ্যে বরকত দাও	اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ
এবং এর চেয়ে উত্তম জীবিকা দাও!	وَارْزُقْنَا خَيْرًا مِنْهُ

আর আল্লাহ যাকে দুধ পান করান, সে যেন বলে—

---

[১] আবূ দাউদ, ২৩৫৭, হাসান।
[২] ইবনু মাজাহ, ১৭৫৩; বূসীরি এটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন।
[৩] আবূ দাউদ, ৩৭৬৭, সহীহ।

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এর মধ্যে বরকত দাও	اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ
এবং এটি আমাদেরকে বেশি করে দাও!	وَزِدْنَا مِنْهُ

(এর চেয়ে উত্তম বলিনি) কারণ, দুধ ছাড়া অন্য কোনও খাবার বা পানীয়ের কথা আমি জানি না, যা স্বয়ংসম্পূর্ণ।" '[১]

খাওয়া শেষে

[২৪৮] মুআয ইবনু আনাস জুহানি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি খাবার খেয়ে বলে—

সকল প্রশংসা আল্লাহর,	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
যিনি আমাকে এ খাবার খাইয়েছেন	الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا الطَّعَامَ
এবং এ রিয্ক দিয়েছেন,	وَرَزَقَنِيْهِ
(এখানে) আমার কোনও শক্তি-সামর্থ্য কিছুই নেই।	مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

তার পেছনের গোনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হয়।" '[২]

[২৪৯] আবূ উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত, '(খাওয়া শেষে) নবি ﷺ দস্তরখান ওঠানোর সময় বলতেন—

সকল প্রশংসা আল্লাহর,	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
(এমন প্রশংসা যা) পরিমাণে বিপুল, পবিত্র, বরকতময়,	كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ
(তুমি আমাদের জন্য) যথেষ্ট ও অপরিত্যাজ্য;	غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ
আমরা সবাই তোমার মুখাপেক্ষী, হে আমাদের রব!'[৩]	وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا

[২৫০] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ ওই বান্দার উপর অবশ্যই খুশি হবেন, যে খাবার খেয়ে খাবারের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা পানীয় পান করে তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করে।" '[৪]

[২৫১] আবূ আইয়ূব আনসারি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ খাবার অথবা পানীয় গ্রহণ করে বলতেন—

সকল প্রশংসা আল্লাহর,	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
যিনি এ খাবার ও পানীয় সরবরাহ করেছেন,	الَّذِيْ أَطْعَمَ وَسَقٰى
তা সহজে গেলার সুযোগ করে দিয়েছেন	وَسَوَّغَهُ

[১] ইবনু মাজাহ, ৩৩২২, ইসনাদটি দুর্বল।
[২] তিরমিযি, ৩৪৫৮, হাসান।
[৩] বুখারি, ৫৪৫৮।
[৪] মুসলিম, ২৭৩৪।

এবং (দেহ থেকে) তা নির্গত হওয়ার ব্যবস্থা রেখেছেন।'[১] وَجَعَلَ لَهُ مُخْرَجًا

দাওয়াত ও মেহমানদারি

মেজবানের জন্য মেহমানের দুআ

[২৫২] আবদুল্লাহ ইবনু বুসর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার পিতার কাছে আসেন। আমরা তাঁর সামনে কিছু খাবার ও ওয়াৎবা[২] পেশ করি। তিনি তা থেকে কিছু খান। এরপর খেজুর আনা হলে, তিনি দু' আঙুলের মাঝে বিচি রেখে তর্জনী ও মধ্যমা একত্র করে খেজুর খান। তারপর পানি আনা হলে ডান হাতে পানি পান করেন। পরিশেষে আমার পিতা তাঁর সওয়ারির লাগাম ধরে বলেন, "আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন!" তখন তিনি বলেন—

হে আল্লাহ! তাদের যে জীবিকা দিয়েছ, তাতে বরকত দাও! اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ
তাদের ক্ষমা করো ও তাদের উপর দয়া করো!'[৩] وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

যে পানীয় পান করায়, তার জন্য দুআ

[২৫৩] মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ও আমার দু'জন সঙ্গী (মদীনায়) আসি। প্রচণ্ড ক্ষুধার দরুন আমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি বাধাগ্রস্ত হচ্ছিল। (আতিথেয়তার জন্য) আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সামনে নিজেদের পেশ করতে থাকি; কিন্তু তাদের কেউই আমাদের আতিথেয়তা করতে পারেননি। একপর্যায়ে আমরা নবি ﷺ-এর কাছে আসলে, তিনি আমাদেরকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান। সেখানে তিনটি ছাগল ছিল। তখন নবি ﷺ বলেন, "এ দুধ দোহন করে আমাদের মধ্যে বণ্টন করো।" আমরা দুধ দোহন করতাম। তারপর প্রত্যেকে নিজের অংশ পান করে, নবি ﷺ-এর অংশটুকু উঠিয়ে রাখতাম।

নবি ﷺ রাতের বেলা এসে এমনভাবে সালাম দিতেন, যার ফলে কোনও ঘুমন্ত মানুষ জেগে ওঠত না, তবে জাগ্রত লোকজন তা শুনতে পেত। এরপর তিনি মাসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করতেন। তারপর তাঁর-জন্য-রাখা পানীয়ের কাছে এসে তা পান করতেন।

এক রাতে শয়তান আমার কাছে আসে। ইতোমধ্যে আমি আমার ভাগের দুধটুকু পান করে নিয়েছি। তখন শয়তান বলে, "মুহাম্মাদ আনসারদের কাছে গিয়েছে। তারা তাঁর মেহমানদারি করছে; ফলে তাঁর এই এক চুমুক দুধের আর কোনও প্রয়োজন নেই!" এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি গিয়ে ওই দুধটুকু পান করি। আমার পাকস্থলিতে পুরোপুরি পৌঁছে যাওয়ার পর, বুঝতে পারি—কাজটি একদমই ঠিক হয়নি। শয়তান আমাকে তিরস্কার করে

---

[১] আবূ দাঊদ, ৩৮৫১, সহীহ।
[২] খেজুর ও চর্বির মিশ্রণে প্রস্তুত এক ধরনের খাবার।
[৩] মুসলিম, ২০৪২।

বলে, "এ কী! তুমি এটি কী করলে? তুমি কি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ভাগের পানীয়টুকু পান করেছ? তিনি এসে তা না পেলে, তোমার জন্য বদদুআ করবেন। ফলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে—তোমার দুনিয়া ও আখিরাত বরবাদ হয়ে যাবে।

আমার গায়ে ছিল একটি চাদর; তা পায়ের উপর রাখলে আমার মাথা বের হয়ে পড়ত, আর মাথায় রাখলে পা বেড়িয়ে পড়ত। আমার ঘুম আসছিল না। তবে, আমার দু' সঙ্গী ঘুমাচ্ছিল; কারণ, আমি যা করেছি, তারা তো তা করেনি!

একপর্যায়ে নবি ﷺ এসে অন্যান্য বারের মতো সালাম দিয়ে মাসজিদে যান। তারপর সালাত আদায় শেষে, পানীয়ের কাছে এসে পাত্রের মুখ খুলে দেখেন—সেখানে কিছুই নেই। তখন তিনি আকাশের দিকে মাথা ওঠান। এ অবস্থা দেখে আমি (মনে মনে) বলি, "এখন তিনি আমার জন্য বদদুআ করবেন; ফলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব!" তখন নবি ﷺ বলেন—

হে আল্লাহ! যে আমাকে খাওয়ায়, তুমি তাকে খাওয়াও!	اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ
আর যে আমাকে পান করায়, তুমি তাকে পান করাও!	وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

তখন আমি চাদরটিকে শক্ত করে আমার শরীরের সঙ্গে বেঁধে নিই। তারপর ছাগলগুলোর কাছে যাই। যেটি বেশি মোটাতাজা, সেটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্য জবাই করব। কিন্তু চেয়ে দেখি, সেটি দুগ্ধবতী! শুধু সেটিই নয়, সবগুলোই দুগ্ধবতী! তখন আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের একটি পাত্রের দিকে যাই, যার মধ্যে তাঁরা দুধ দোহন করতেন। আমি দুধ দোহন করে ওই পাত্রে রাখি; একপর্যায়ে তা ফেনায় ভরে যায়।

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আসলে তিনি বলেন, "তোমরা আজ রাতে তোমাদের ভাগের দুধ পান করেছ?" আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! (এই নিন,) পান করুন!" নবি ﷺ পান করে আমার কাছে ফেরত দেন। আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি পান করুন!" তিনি পান করে আমার কাছে ফেরত দেন। যখন বুঝতে পারি—নবি ﷺ পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন এবং আমি তাঁর (উপরিউক্ত) দুআ পেয়েছি, তখন আমি এতটা হেসে ওঠি যে, একপর্যায়ে মাটিতে পড়ে যাই। তখন নবি ﷺ বলেন, "মিকদাদ! ঘটনা কী?" আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! এই এই ঘটনা ঘটেছিল, ফলে আমি এই এই কাজ করেছি!"

তখন নবি ﷺ বলেন, "এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া ছাড়া আর কিছুই নয়! তুমি আমাকে (আগে) বলোনি কেন, তা হলে আমরা আমাদের দু' সঙ্গীকেও জাগিয়ে দিতাম, আর তারাও এখান থেকে কিছু পেত?" আমি বলি, "শপথ সেই সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন! আপনি (দুধের ভাগ) পেয়েছেন, আর আপনার সঙ্গে আমিও একটু পেয়েছি; এরপর কে তা পেল—এ নিয়ে আমার কোনও চিন্তা নেই!" '[১]

---

[১] মুসলিম, ২০৫৫।

রোযাদারের দুআ

কারও ঘরে ইফতার করার পর

[২৫৪] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'সাদ ইবনু উবাদা ﷺ-এর ঘরে ঢুকার অনুমতি চেয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ (আপনাদের উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)!" জবাবে সাদ ﷺ বলেন, "ওয়া আলাইকাস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ (আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)!" (তিনি আস্তে জবাব দেওয়ায়) নবি ﷺ তা শুনতে পাননি। নবি ﷺ তিনবার সালাম দেন আর সাদ ﷺ তিনবার জবাব দেন, কিন্তু (আস্তে জবাব দেওয়ায়) নবি ﷺ তা শুনতে পাননি। তাই তিনি ফিরে আসলে, সাদ ﷺ তাঁর পেছনে পেছনে এসে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! আপনার প্রত্যেকটি সালামই আমার কানে পৌঁছেছে, আর প্রত্যেকবারই আপনার জবাব দিয়েছি; কিন্তু (জোরে আওয়াজ করে) আপনাকে শুনাইনি, কারণ আমি মন থেকে চেয়েছিলাম—আপনার কাছ থেকে বেশি বেশি সালাম ও বরকত লাভ করব!" এরপর তিনি নবি ﷺ-কে ঘরে ঢুকিয়ে, তাঁর কাছে কিশমিশ নিয়ে আসেন। খাওয়া শেষে আল্লাহর নবি ﷺ বলেন—

তোমাদের খাবার ভালো মানুষেরা খাক,	أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ
ফেরেশতারা তোমাদের শান্তি-কামনা করুক,	وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ
আর রোযাদাররা তোমাদের কাছে ইফতার করুক!'[১]	وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ

সিয়াম পালনকারীর সামনে খাবার আসলে

[২৫৫] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কাউকে (খাবার খাওয়ার জন্য) ডাকা হলে, সে যেন ডাকে সাড়া দেয়; রোযাদার হলে সে দুআ করবে, আর রোযাদার না হলে খাবার খাবে।" '[২]

রোযাদারকে কেউ গালি দিলে

[২৫৬] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "সিয়াম হলো ঢালস্বরূপ; সুতরাং তোমাদের কেউ সিয়াম পালন করলে, সে যেন যৌনাচার ও মূর্খসুলভ আচরণ না করে; কেউ তার সঙ্গে লড়াই করলে অথবা তাকে গালমন্দ করলে সে যেন বলে—

আমি রোযাদার!	إِنِّي صَائِمٌ
আমি রোযাদার!" '[৩]	إِنِّي صَائِمٌ

[১] আহমাদ, ৩/১৩৮, সহীহ।
[২] মুসলিম, ১৪৩১।
[৩] বুখারি, ১৮৯৪।

খাবার ও পানীয় গ্রহণের শিষ্টাচার

[২৫৭] উমার ইবনু আবী সালামা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ছিলাম আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে থাকা এক ছেলে। খাওয়ার সময় আমি পাত্রের বিভিন্ন জায়গায় হাত দিতাম। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বলেন, "এই ছেলে! বিসমিল্লাহ বলো, তোমার ডানদিক থেকে খাও এবং তোমার পাশের অংশ থেকে খাও!" এর পর থেকে খাওয়ার সময় আমি এ নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করে চলেছি।'[১]

[২৫৮] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, তখন সে যেন ডানদিক থেকে খায়; আর যখন পান করে, তখন যেন ডানদিক থেকে পান করে; কারণ শয়তান তার বামদিক থেকে খাবার খায় এবং বামদিক থেকে পান করে।" '[২]

[২৫৯] আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ পানির মশ্‌ক-এর মুখ বাঁকা করতে নিষেধ করেছেন।'[৩]

[২৬০] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ পানির মশ্‌ক-এর মুখ থেকে (সরাসরি) পান করতে নিষেধ করেছেন।'[৪]

[২৬১] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ দাঁড়িয়ে পান করার অনুমোদন দেননি।'[৫]

[২৬২] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জমজমের পানি পান করিয়েছি; তিনি (তা) দাঁড়ানো অবস্থায় পান করেছেন।'[৬]

[২৬৩] আবূ কাতাদা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন পান করে, তখন সে যেন পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেলে; টয়লেটে গেলে সে যেন ডান হাত দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ না করে এবং ডান হাত দিয়ে পরিচ্ছন্নতা অর্জন না করে।" '[৭]

[২৬৪] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ পান করার সময় তিনবার নিঃশ্বাস ফেলতেন আর বলতেন—

إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ

এটি নিঃসন্দেহে অধিক তৃষ্ণা-নিবারক, অধিক স্বাস্থ্যকর

---

[১] বুখারি, ৫৩৭৬।
[২] মুসলিম, ২০২০।
[৩] বুখারি, ৫৬২৫।
[৪] বুখারি, ৫৬২৭
[৫] মুসলিম, ২০২৪।
[৬] বুখারি, ১৬৩৭।
[৭] বুখারি, ১৫৩।

এবং অধিক সজীবতা-দানকারী!'[১] وَأَمْرَأُ

[২৬৫] আবুল মুসান্না জুহানি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি মারওয়ান ইবনুল হাকামের কাছে ছিলাম। সেখানে আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﷺ প্রবেশ করলে, মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দেওয়ার [বা নিঃশ্বাস ফেলার] ব্যাপারে নিষেধ করতে শুনেছেন?" আবূ সাঈদ ﷺ বলেন, "হ্যাঁ! তখন এক ব্যক্তি তাঁকে বলেছিল—হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো এক নিঃশ্বাসে পান করতে পারি না! তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে বলেছিলেন, 'তা হলে পাত্রটিকে তোমার মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবে।' সে বলে, 'আমি যদি পানির মধ্যে কিছু দেখতে পাই (তা হলে কী করব)?' নবি ﷺ বলেন, '(ফুঁ না দিয়ে) সেটি বের করে ফেলে দেবে।' " '[২]

[২৬৬] আবূ কাতাদা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি লোকজনকে পান করায়, সে পান করে তাদের শেষে।" '[৩]

[২৬৭] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্য আনাস ﷺ-এর একটি গৃহপালিত ভেড়ীর দুধ দোহন করা হলো। তারপর আনাস ﷺ-এর ঘরের ভেতরকার একটি কুয়ো থেকে পানি তুলে ওই দুধের সঙ্গে মেশানো হলো। তারপর পাত্রটি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দেওয়া হলে, তিনি সেখান থেকে পান করেন। পান শেষে তিনি পাত্রটিকে মুখ থেকে সরিয়ে নেন। তখন তাঁর বামে ছিলেন আবূ বকর ﷺ, আর ডানে ছিল এক বেদুইন। নবি ﷺ পাত্রটি বেদুইনকে দেবেন—এই আশঙ্কায় উমার ﷺ বলে ওঠেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আবূ বকর আপনার পাশে আছেন; তাকে দিন!" নবি ﷺ তাঁর ডানদিকে-থাকা বেদুইনকে পাত্রটি দিয়ে বলেন, "প্রথমে ডানদিক দিয়ে (শুরু করতে হয়), তারপর তার ডানে যে আছে (তাকে দিতে হয়)।" '[৪]

[২৬৮] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন খাবার খায়, তখন সে যেন (খাওয়া শেষে) নিজের হাত লেহন করার আগে তা না মুছে।" '[৫]

[২৬৯] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "তোমাদের প্রত্যেকটি কাজের সময় শয়তান তোমাদের কাছে এসে হাজির হয়, এমনকি তোমাদের খাবারের সময়ও; সুতরাং তোমাদের কারও কোনও লুকমা (গ্রাস) পড়ে গেলে, সে যেন পড়ে-যাওয়া লুকমার কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য তা ফেলে না রাখে; খাওয়া শেষ হলে, সে যেন নিজের আঙুলগুলো

[১] মুসলিম, ২০২৮।
[২] তিরমিযি, ১৮৮৭, হাসান সহীহ।
[৩] মুসলিম, ৬৮১।
[৪] মুসলিম, ২০২৯।
[৫] বুখারি, ৫৪৫৬।

লেহন করে, কারণ সে জানে না—তার কোন খাবারের মধ্যে বরকত রয়েছে।" '[১]

[২৭০] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবি ﷺ-কে দেখেছি—তিনি নিতম্বের উপর বসে পায়ের নলিগুলোকে খাড়া করে রাখাবস্থায় খেজুর খাচ্ছেন।'[২]

[২৭১] আবূ জুহাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আমি হেলান দিয়ে বসে খাই না ...।" '[৩]

[২৭২] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ কখনও কোনও খাবারের দোষ ধরতেন না; পছন্দ হলে খেতেন, আর পছন্দ না হলে খেতেন না।'[৪]

[২৭৩] জাবালা ইবনু সুহাইম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'কিছু ইরাকি লোকের সঙ্গে আমরা মদীনায় অবস্থান করছিলাম। একপর্যায়ে আমরা দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে যাই। তখন ইবনুয যুবাইর ﷺ আমাদেরকে খেজুর সরবরাহ করতেন। ইবনু উমার ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলতেন, "(একাধিক লোক একসঙ্গে খাবার খাওয়ার ক্ষেত্রে) আল্লাহর রাসূল ﷺ একসঙ্গে দুটি খেজুর খেতে নিষেধ করেছেন, তবে সে যদি তার ভাইয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নেয়, তা হলে সেটি ভিন্ন কথা।" '[৫]

[২৭৪] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট, আর তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট।" '[৬]

[২৭৫] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট, দু'জনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট, আর চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট।" '[৭]

[২৭৬] ওয়াহ্শি ইবনু হার্ব ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ-এর সাহাবিগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাবার খাই, কিন্তু তাতে আমাদের পেট ভরে না!" নবি ﷺ বলেন, "সম্ভবত তোমরা আলাদাভাবে খাবার খাও?" তারা বলেন, "হ্যাঁ!" নবি ﷺ বলেন, "তা হলে তোমাদের খাবারগুলো একসঙ্গে করো, তারপর খাবার প্রসঙ্গে আল্লাহর যিকর করো, তা হলে ওই খাবারে তোমরা বরকত পাবে।" '[৮]

[২৭৭] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-

---

[১] মুসলিম, ২০৩৩।
[২] মুসলিম, ২০৪৪।
[৩] বুখারি, ৫৩৯৮, ৫৩৯৯।
[৪] বুখারি, ৩৫৬৩।
[৫] বুখারি, ২৪৫৫।
[৬] বুখারি, ৫৩৯২।
[৭] মুসলিম, ২০৫৯।
[৮] আবূ দাউদ, ৩৭৬৪।

ব্যক্তি হাতে মাংসের তেল-চর্বি লেগে-থাকাবস্থায় রাত্রিযাপন করে এবং এর ফলে যদি তার কোনও ক্ষতি হয়, তা হলে সে যেন কেবল নিজেকেই দোষারোপ করে।" '[১]

[২৭৮] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ-এর কাছে এক বাটি সারীদ[২] আনা হলে তিনি বলেন, "পাশ থেকে খাও, মাঝখান থেকে খেয়ো না, কারণ মাঝখানে বরকত নাযিল হয়।" '[৩]

[২৭৯] আসমা বিন্‌তু আবী বকর ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি সারীদ প্রস্তুত করলে, এর বুদ্‌বুদ ও ধোঁয়া চলে যাওয়া পর্যন্ত একটা কিছু দিয়ে তিনি তা ঢেকে রাখতেন। এরপর তিনি বলতেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "এটি সর্বোত্তম বরকতদায়ক।" '[৪]

প্রথম ফল দেখার পর দুআ

[২৮০] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'লোকজন (মওসুমের) প্রথম ফল দেখতে পেলে তা নবি ﷺ-এর কাছে নিয়ে আসতেন। তারপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তা (হাতে) নিয়ে বলতেন—

হে আল্লাহ! আমাদের ফলমূলে আমাদের জন্য বরকত দাও!	اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا
বরকত দাও আমাদের শহরে!	وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا
বরকত দাও আমাদের সা'[৫]-তে,	وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا
আর বরকত দাও আমাদের মুদ-এ!	وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا
হে আল্লাহ! ইবরাহীম তোমার বান্দা,	اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ
তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও তোমার নবি;	وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ
আর আমি(ও) তোমার বান্দা ও নবি;	وَإِنِّيْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ
তিনি মক্কার জন্য তোমার কাছে দুআ করেছিলেন,	وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ
আর আমি তোমার কাছে দুআ করছি মদীনার জন্য;	وَإِنِّيْ أَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ
তিনি তোমার কাছে মক্কার জন্য যা চেয়েছিলেন, (আমি) তা ও তার অনুরূপ (তোমার কাছে মদীনার জন্য) চাই।	بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

তারপর তাঁর চোখের-সামনে-থাকা সবচেয়ে ছোটো শিশুকে ডেকে ওই ফলটি দিয়ে

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১২২০, হাসান।
[২] বিশেষ ধরনের খাবার।
[৩] আবূ দাউদ, ৩৭৭২, হাসান।
[৪] দারিমি, ২/১৩৭ (২০৪৭), হাসান।
[৫] 'সা' ও 'মুদ' হলো ফলমূল পরিমাপের একক।

দিতেন।'[১]

হাঁচি ও হাই তোলার ক্ষেত্রে শিষ্টাচার

[২৮১] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে সে যেন বলে—

সকল প্রশংসা আল্লাহর। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

আর তার ভাই বা সঙ্গী যেন বলে—

আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন! يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

সে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বললে, হাঁচিদাতা যেন বলে—

আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দিন يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ
ও তোমার অবস্থা ভালো করে দিন!" '[২] وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

[২৮২] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ-এর কাছে দু' ব্যক্তি হাঁচি দেয়। তখন নবি ﷺ একজনের ক্ষেত্রে বলেন—

আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন! يَرْحَمُكَ اللّٰهُ

কিন্তু অপরজনের ক্ষেত্রে তা বলেননি। যার হাঁচির পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলেননি, সে বলে—"অমুক হাঁচি দিলো, আর আপনি তার জন্য বললেন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্'; অথচ আমি হাঁচি দিলাম, তখন আপনি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলেননি!" নবি ﷺ বলেন, "সে (হাঁচি দিয়ে) 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলেছে, কিন্তু তুমি তো 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলোনি!" '[৩]

[২৮৩] আবূ বুরদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আবূ মূসা ﷺ-এর কাছে যাই। তখন তিনি ছিলেন ফাদ্ল ইবনু আব্বাস ﷺ-এর মেয়ের ঘরে। সেখানে আমি হাঁচি দিলে, তিনি আমার হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলেননি, কিন্তু ওই মেয়ে হাঁচি দিলে তিনি তার জবাবে 'ইয়ারহামুকিল্লাহ্' বলেন। আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে এসে তাকে বিষয়টি জানাই। এরপর আবূ মূসা ﷺ তার কাছে এলে, আমার মা বলেন—"আমার ছেলে আপনার সামনে হাঁচি দিলো, তখন আপনি তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলেননি, কিন্তু ওই মেয়ের হাঁচির জবাবে আপনি 'ইয়ারহামুকিল্লাহ্' বলেছেন!" এর পরিপ্রেক্ষিতে আবূ মূসা ﷺ বলেন, "তোমার ছেলে হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলেনি, তাই আমি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলিনি; কিন্তু ওই মেয়ে হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলেছে, তাই আমি তার ক্ষেত্রে 'ইয়ারহামুকিল্লাহ্' বলেছি। (কারণ) আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে

[১] মুসলিম, ১৩৭৩।
[২] বুখারি, ৬২২৪।
[৩] বুখারি, ৬২২১।

বলতে শুনেছি, 'তোমাদের কেউ যখন হাঁচি দিয়ে আল-হামদু লিল্লাহ বলবে, তখন তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বোলো; আর সে যদি আল-হামদু লিল্লাহ না বলে, তা হলে তোমরা তার ক্ষেত্রে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বোলো না।' " '[১]

[২৮৪] বারা ইবনু আযিব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের সাতটি কাজের আদেশ দিয়েছেন, আর সাতটি জিনিস নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদের (এসব কাজের) হুকুম দিয়েছেন: রোগীর সেবা করা, জানাযার পেছনে পেছনে যাওয়া, হাঁচি দানকারীর (হাঁচির) জবাব দেওয়া, কেউ ডাকলে তার ডাকে সাড়া দেওয়া, বেশি বেশি সালাম দেওয়া, মাযলূমকে সাহায্য করা এবং কসমকারীকে কসম ঠিক রাখার সুযোগ করে দেওয়া। আর তিনি আমাদের (এসব জিনিস ব্যবহার করতে) নিষেধ করেছেন: স্বর্ণের আংটি, রুপার পাত্র, মায়াসির (রেশমি কার্পেট), কাসসী (রেশম মিশ্রিত কাপড়), রেশমি কাপড়, দীবাজ বা কিংখাব (সোনা বা রুপা খচিত রেশমি কাপড়) ও ইস্তাবরাক (বিশেষ ধরনের রেশমি কাপড়)।"[২]

[২৮৫] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "(এক) মুসলিমের উপর (অপর) মুসলিমের অধিকার পাঁচটি: সালামের জবাব দেওয়া, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া, জানাযার পেছনে পেছনে যাওয়া, ডাকে সাড়া দেওয়া এবং হাঁচিদানকারীর জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্' বলা।" '[৩]

[২৮৬] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহ হাঁচি-দেওয়া পছন্দ করেন আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বললে, প্রত্যেক মুসলিম শ্রোতার জন্য এ দুআ পড়া বাধ্যতামূলক হয়ে যায়—

আল্লাহ্ তোমার উপর রহম করুন! يَرْحَمُكَ اللهُ

আর হাই আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কারও হাই আসার উপক্রম হলে, তার উচিত সাধ্যমতো তা ঠেকিয়ে রাখা, কারণ মানুষ যখন হাই তুলে, তখন শয়তান তা দেখে হেসে ওঠে।" '[৪]

[২৮৭] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ হাঁচি দেওয়ার সময়, নিজের হাত অথবা কাপড় মুখের উপর রাখতেন এবং নিচু আওয়াজে হাঁচি দিতেন।'[৫]

[২৮৮] আবূ সাঈদ খুদ্রি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কারও হাই আসলে, সে যেন নিজের হাত তার মুখের উপর রাখে, কারণ

[১] মুসলিম, ২৯৯২।
[২] আহমাদ, ১৮৫০৪; বুখারি ১২৩৯; মুসলিম, ৫৩৮৮।
[৩] বুখারি, ১২৪০; মুসলিম, ২১৬২।
[৪] বুখারি, ৩২৮৯।
[৫] আবূ দাউদ, ৫০২৯; তিরমিযি, ২৭৪৫, হাসান সহীহ।

(হাঁই তোলার সময়) শয়তান ঢুকতে পারে।” '[১]

কতবার হাঁচির জবাব দিতে হবে?

[২৮৯] সালামা ইবনুল আকওয়া ﵁ থেকে বর্ণিত, 'তিনি নবি ﷺ-এর পাশে এক ব্যক্তিকে হাঁচি দিতে শুনেন। জবাবে নবি ﷺ বলেন—

আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন!

يَرْحَمُكَ اللهُ

সে আরেকবার হাঁচি দিলে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, “লোকটির ঠান্ডা লেগেছে।” '[২]

[২৯০] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, “তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে, তার পাশের ব্যক্তি যেন বলে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ্'; তিনবারের বেশি হাঁচি দিলে বুঝতে হবে তার ঠান্ডা লেগেছে। তাই তিনবারের পর 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলতে হবে না।” '[৩]

কাফিরের হাঁচির জবাবে যা বলতে হয়

[২৯১] আবূ মূসা আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'ইয়াহূদিরা নবি ﷺ-এর কাছে এসে হাঁচি দিত। তাদের আশা ছিল—নবি ﷺ তাদের জন্য বলবেন 'ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্ (আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করুন!' কিন্তু নবি ﷺ বলতেন—

আল্লাহ তোমাদেরকে হিদায়াত দিন
ও তোমাদের অবস্থা ভালো করে দিন!” '[৪]

يَهْدِيكُمُ اللهُ
وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

বিয়ের দুআসমূহ

খুতবাতুল হাজাহ্ বা জরুরি প্রয়োজনের বক্তব্য

[২৯২] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদেরকে “খুতবাতুল হাজাহ্” বা প্রয়োজনের বক্তব্য শিখিয়েছেন (এভাবে)—

সকল প্রশংসা আল্লাহর।
আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে সাহায্য চাই,
তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি;
নিজেদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই,
(আশ্রয় চাই) আমাদের কর্মকাণ্ডের অনিষ্ট থেকে।

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ
نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ
وَنَسْتَغْفِرُهُ
وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا

[১] মুসলিম, ২৯৯৫।
[২] মুসলিম, ২৯৯৩।
[৩] ইবনুস সুন্নি, ২৫১; আলবানি, আস-সহীহাহ্, ৩/৩১৮।
[৪] বুখারি, ৯৪০।

مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ
আল্লাহ যাকে পথ দেখান, তাকে কেউ বিভ্রান্ত করতে পারে না;
وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ
তিনি যাকে পথহারা করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না।
أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই;
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও বার্তাবাহক;

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا
ওহে যারা ঈমান এনেছ!
اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ
তোমরা আল্লাহর অসন্তুষ্টিকে যথার্থভাবে এড়িয়ে চলো;
وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَّا
তোমাদের মৃত্যু যেন কেবল তখনই আসে,
وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ
যখন তোমরা থাকবে (আল্লাহর সামনে) অনুগত।[১]

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ
হে মানব-জাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো,
الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ
যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে,
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া,
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَنِسَاءً
তারপর তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী;
وَاتَّقُوا اللهَ
আল্লাহর অসন্তুষ্টি এড়িয়ে চলো,
الَّذِيْ تَسَاءَلُوْنَ بِهِ
যাঁর কথা বলে তোমরা পরস্পরের কাছে অধিকার চাও;
وَالْأَرْحَامَ
আর আত্মীয়তা ও নিকট-সম্পর্ক নষ্ট করো না।
إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا
আল্লাহ তোমাদের উপর কড়া নজর রাখছেন।[২]

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا
ওহে যারা ঈমান এনেছ!
اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا
আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো;
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
তা হলে তিনি তোমাদের কার্যকলাপ ঠিকঠাক করে দেবেন
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ
এবং তোমাদের অপরাধসমূহ মাফ করে দেবেন।
وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ
আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে,
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا
সে বিশাল সাফল্য অর্জন করে।[৩]

এরপর নিজের প্রয়োজনের কথা বলতেন।'[৪]

---

[১] সূরা আল ইমরান ৩:১০২।
[২] সূরা আন-নিসা ৪:১।
[৩] সূরা আল-আহ্যাব ৩৩:৭০–৭১।
[৪] আবূ দাউদ, ২১১৮; তিরমিযি, ১১০৫, হাসান।

নববিবাহিতের জন্য দুআ

[২৯৩] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'কেউ বিয়ে করলে, নবি ﷺ তাকে অভিনন্দন জানানোর সময় বলতেন—

আল্লাহ তোমার জন্য বরকতের ফায়সালা করুন!	بَارَكَ اللهُ لَكَ
তোমার উপর আল্লাহ অনুগ্রহ বর্ষণ করুন!	وَبَارَكَ عَلَيْكَ
এবং কল্যাণের বিষয়ে তিনি তোমাদের একত্র করে দিন!'[১]	وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ

নববিবাহিতের পাঠ করার দুআ

[২৯৪] আমর ইবনু শুআইব কর্তৃক তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ কোনও মহিলাকে বিয়ে করলে অথবা কোনও দাস কিনলে, সে যেন বলে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তার কল্যাণ চাই,	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا
এবং চাই তার সহজাত বৈশিষ্ট্যের কল্যাণ;	وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ
তোমার কাছে আশ্রয় চাই তার অকল্যাণ থেকে	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
এবং তার সহজাত বৈশিষ্ট্যের অকল্যাণ থেকে।	وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

কোনও বাহন কিনলে, সে যেন তার কপাল ধরে অনুরূপ কথা বলে।" '[২]

[২৯৫] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি তার পরিবারের কাছে এসে বলে—

আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللهِ
হে আল্লাহ! আমাদের কাছ থেকে শয়তানকে সরিয়ে দাও!	اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ
আমাদেরকে যা দেবে, তা থেকে শয়তানকে দূর করে দাও!	وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

তখন তাদেরকে এমন সন্তান দেওয়ার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, যাকে শয়তান কখনও কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।" '[৩]

রাগান্বিত হলে

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾

"যদি তোমরা শয়তানের পক্ষ থেকে কোনও প্ররোচনা আঁচ করতে পার, তা হলে

[১] আবূ দাউদ, ২১৩০, সহীহ।
[২] আবূ দাউদ, ২১৬০, হাসান।
[৩] বুখারি, ১৪১।

আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো; তিনি সব কিছু শোনেন এবং জানেন।" (সূরা ফুসসিলাত/হা-মীম সাজদাহ ৪১:৩৬)

[২৯৬] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "সে শক্তিশালী নয়, যে (সব সময়) জয়ী থাকে; প্রকৃত শক্তিশালী সে-ই, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।" '[১]

[২৯৭] সুলাইমান ইবনু সুরাদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ-এর পাশে দু' ব্যক্তি পরস্পরকে গালমন্দ করে। তাতে তাদের একজন রেগে যায় এবং তার চেহারা লাল হতে শুরু করে। তখন নবি ﷺ তার দিকে তাকিয়ে বলেন—আমি এমন একটি বাক্য জানি, সে তা বললে তার রাগ চলে যাবে। (বাক্যটি হলো)—

আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই। أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

নবি ﷺ-এর কথা শুনে এক ব্যক্তি ওই লোকটির কাছে গিয়ে বলে, "তুমি কি জানো, আল্লাহর রাসূল ﷺ এইমাত্র কী বলেছেন? তিনি বলেছেন—আমি এমন একটি বাক্য জানি, সে তা বললে তার রাগ চলে যাবে। (বাক্যটি হলো)—

আমি আল্লাহর কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় চাই। أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

তখন লোকটি তাকে বলে, "তুমি কি আমাকে পাগল মনে করো?" '[২]

বিপদগ্রস্ত কাউকে দেখলে

[২৯৮] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-ব্যক্তি কোনও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখে বলে—

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি — اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ
আমাকে তোমার বিপদ থেকে রেহাই দিয়েছেন, — عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ
এবং বহু সৃষ্টির উপর আমাকে যথার্থ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। — وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً

তাকে ওই বিপদ স্পর্শ করবে না।" '[৩]

বৈঠকে বসলে

বৈঠক চলাকালে দুআ

[২৯৯] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা গণনা করে দেখতাম, আল্লাহর রাসূল ﷺ এক বৈঠকে এক শ বার বলছেন—

[১] বুখারি, ৬১১৪।
[২] বুখারি, ৩২৮২।
[৩] তিরমিযি, ৩৪৩২, গরীব।

হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দাও! — رَبِّ اغْفِرْ لِيْ
আমার তাওবা কবুল করো! — وَتُبْ عَلَيَّ
নিশ্চয়ই তুমি তাওবা-কবুলকারী ও পরম দয়ালু।'[১] — إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

বৈঠকের কাফ্‌ফারা

[৩০০] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-ব্যক্তি এমন কোনও মজলিশে বসল, যেখানে সে অনেক অনর্থক কথা বলেছে, সে যদি ওই মজলিশ থেকে ওঠার আগে বলে—

হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র! প্রশংসা কেবল তোমারই! — سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই; — أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
তোমার কাছে মাফ চাচ্ছি এবং তোমার দিকেই ফিরে আসছি। — أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ

তা হলে আল্লাহ তাআলা তার ওই মজলিশের বিষয়াদির কাফ্‌ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) করে দেবেন।" '[২]

গণবৈঠক থেকে ওঠার সময় জ্ঞানী ব্যক্তির দুআ

[৩০১] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'প্রায় প্রত্যেকটি বৈঠক থেকে ওঠামাত্রই আল্লাহর রাসূল ﷺ এ দুআ পড়তেন—

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার এমন ভয় দান করো, — اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ
যা আমাদের ও তোমার অবাধ্যতার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে; — مَا يَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ
তোমার এমন আনুগত্য করার সামর্থ্য দাও, — وَمِنْ طَاعَتِكَ
যা আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছে দেবে; — مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ
এমন সন্দেহমুক্ত ঈমান দাও, — وَمِنَ الْيَقِيْنِ
যা দুনিয়ার মুসিবতগুলোকে আমাদের কাছে তুচ্ছ করে দেবে! — مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا
আমাদের শ্রবণশক্তি দিয়ে উপকৃত হতে দাও, — وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا
দৃষ্টিশক্তি ও শারীরিক শক্তি থেকে উপকৃত হতে দাও, — وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا
যতদিন তুমি আমাদের বাঁচিয়ে রাখো! — مَا أَحْيَيْتَنَا
এসব শক্তিকে আমাদের ওয়ারিশ বানিয়ে দাও![৩] — وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا
আমাদের জালিমদের বিরুদ্ধে আমাদের ক্রুদ্ধ করে তোলো! — وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلٰى مَنْ ظَلَمَنَا

[১] আবূ দাউদ, ১৫১৬, সহীহ।
[২] তিরমিযি, ৩৪৩৩, হাসান সহীহ গরীব।
[৩] অর্থাৎ এগুলো সক্রিয় থাকতে থাকতেই আমাদের মৃত্যু দিয়ো।

আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো;	وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا
আমাদের দ্বীন-পালনে কোনও মুসিবত রেখো না;	وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا
দুনিয়া যেন আমাদের সবচেয়ে বড় ভাবনার বস্তু না হয়;	وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا
আমাদের জ্ঞানের লক্ষ্য যেন দুনিয়া না হয়;	وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا
আমাদের উপর এমন কাউকে চাপিয়ে দিয়ো না,	وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا
যে আমাদের উপর দয়া করবে না!'[১]	مَنْ لَا يَرْحَمُنَا

[৩০২] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি কোনও বৈঠকে বসল, অথচ তাতে আল্লাহ তাআলার যিকর করল না, তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আফসোস! যে ব্যক্তি কোনও জায়গায় শয়ন করল, অথচ সেখানে আল্লাহ তাআলার যিক্‌র করল না, তার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে আফসোস!" '[২]

[৩০৩] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "একদল লোক বৈঠক থেকে ওঠল, অথচ সেখানে আল্লাহর যিকর (স্মরণ) করল না, এরা যেন মরা গাধা (খাওয়ার অনুষ্ঠান) থেকে ওঠল; এটি হবে তাদের আফসোসের কারণ।" '[৩]

অপরের কল্যাণ কামনায়

কেউ আপনার ক্ষমার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করলে

[৩০৪] আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আসি। তখন তিনি ছিলেন তাঁর কয়েকজন সাহাবির মাঝখানে। আমি তাঁর পেছনে এভাবে ঘুরতে থাকি। তাতে তিনি বুঝে ফেলেন—আমি কী চাচ্ছি! ফলে তিনি তাঁর পিঠ থেকে চাদর নামিয়ে দেন। আমি তাঁর দু' কাঁধের ফলকের উপর (নুবুওয়াতের) সীলমোহরের স্থান দেখতে পাই: সেটি ছিল আঙুল-একত্র-রাখাবস্থায় হাতের তালুর মতো; এর চারপাশে ছিল তিলসদৃশ দাগ। এরপর আমি ফিরে এসে তাঁর সামনে গিয়ে বলি, "হে আল্লাহর রাসূল—

আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন!	غَفَرَ اللهُ لَكَ

এর জবাবে নবি ﷺ বলেন—

(আল্লাহ) তোমাকেও (ক্ষমা করুন)!	وَلَكَ

এ কথা শুনে লোকজন বলে ওঠে, "আল্লাহর রাসূল ﷺ তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা

[১] তিরমিযি, ৩৫০২, হাসান।
[২] আবূ দাউদ, ৪৮৫৬, ৫০৫৯, হাসান।
[৩] আবূ দাউদ, ৪৮৫৫, সহীহ।

করেছেন?” তিনি বলেন, “হ্যাঁ! তোমাদের জন্যও।” এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন—

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

“নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো; এবং মুমিন নারী ও পুরুষদের জন্যও।” (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯)’[১]

কেউ আপনার জন্য ভালো কাজ করলে

[৩০৫] উসামা ইবনু যাইদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, “কারও কোনও ভালো কাজ করে দেওয়া হলে, সে যদি কর্মসম্পাদনকারীকে বলে—

আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন! جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا

তা হলে সে যেন (তার জন্য) সর্বোচ্চ মাত্রার প্রশংসা করল।” ’[২]

দাজ্জাল থেকে নিরাপদ থাকার জন্য

[৩০৬] আবুদ দারদা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন, ‘যে-ব্যক্তি সূরা আল-কাহ্ফ এর প্রথম দিকের দশটি আয়াত আত্মস্থ করবে, তাকে দাজ্জাল থেকে সুরক্ষিত রাখা হবে।’[৩]

[৩০৭] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন শেষ (রাকআতের) তাশাহ্হুদ পাঠ সম্পন্ন করে, তখন সে যেন চারটি বিষয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়; (বিষয় চারটি হলো) কবরের শাস্তি, জাহান্নামের শাস্তি, জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা এবং (ভণ্ড) ত্রাণকর্তা দাজ্জালের অনিষ্ট।” ’[৪]

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে কেউ আপনাকে পছন্দ করলে

[৩০৮] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, ‘এক ব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে ছিল। তখন তার পাশ দিয়ে আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করে। সে বলে, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি তাকে পছন্দ করি।” নবি ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করেন, “তুমি তাকে জানিয়েছ?” সে বলে, “না।” নবি ﷺ বলেন, “তাকে জানাও।” এরপর তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সে বলে—

আমি আপনাকে আল্লাহর উদ্দেশে পছন্দ করি। أُحِبُّكَ فِي اللهِ

জবাবে ওই ব্যক্তি বলে—

---

[১] মুসলিম, ২৩৪৬।
[২] তিরমিযি, ২০৩৫, হাসান।
[৩] মুসলিম, ৮০৯।
[৪] মুসলিম, ৫৮৮; আবূ দাউদ, ৯৮৩।

যার জন্য আপনার এ ভালোবাসা, তিনি আপনাকে ভালোবাসুন।'[১] أَحَبَّكَ الَّذِيْ أَحْبَبْتَنِيْ لَهُ

কেউ সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাইলে, তার জন্য দুআ

[৩০৯] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুর রহমান ইবনু আউফ (মদীনায়) আসার পর, নবি ﷺ তার ও সাদ ইবনুর রবী' আনসারির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে দেন। অতঃপর সাদ আবদুর রহমানের সামনে এ প্রস্তাব পেশ করেন যে, তিনি তাকে তার পরিবার ও সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দিতে চান। জবাবে আবদুর রহমান বলেন—

"আল্লাহ আপনার পরিবার ও সম্পদের মধ্যে বরকত দিন! بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ

আপনি আমাকে বাজার দেখিয়ে দিন।" তিনি (বাজারে গিয়ে ব্যাবসা করে) লাভ হিসেবে কিছু মাখন ও দধি নিয়ে আসেন। কিছুদিন পর নবি ﷺ তার গায়ে হলুদ সুগন্ধি দেখতে পান। নবি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, "আবদুর রহমান, এ সুগন্ধি কীসের?" তিনি বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আমি এক আনসার মহিলাকে বিয়ে করেছি।" নবি ﷺ বলেন, "তাকে (দেনমোহর হিসেবে) কী দিয়েছ?" তিনি বলেন, "খেজুরের বিচির ওজন পরিমাণ স্বর্ণ।" অতঃপর নবি ﷺ বলেন, "ওয়ালিমার (বউভাত) আয়োজন করো, একটি ভেড়া দিয়ে হলেও।" '[২]

ঋণ পরিশোধের সময় দুআ

[৩১০] আবদুল্লাহ ইবনু আবী রবীআ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ আমার কাছ থেকে চল্লিশ হাজার (মুদ্রা) ঋণ নেন। তাঁর কাছে সম্পদ আসার পর, তিনি আমাকে তা ফেরত দিয়ে বলেন—

আল্লাহ তোমার পরিবার ও সম্পদের মধ্যে বরকত দিন! بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ
ঋণের প্রতিদান হলো প্রশংসা ও ফেরত প্রদান।" '[৩] إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ

শিরকের আশঙ্কার ক্ষেত্রে দুআ

[৩১১] আবূ আলি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবূ মূসা আশআরি ﷺ আমাদের উদ্দেশে বক্তব্য দেওয়ার একপর্যায়ে বলেন, "লোকসকল! তোমরা এই শির্ক থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো, কারণ এর গতিবিধি পিঁপড়ার গতিবিধির চেয়েও নিঃশব্দ!" তখন আবদুল্লাহ ইবনু হাযান ও কাইস ইবনুল মুদারিব দাঁড়িয়ে বলেন, "শপথ আল্লাহর! আপনি হয় আপনার বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেবেন, নতুবা আমরা অবশ্যই উমার ﷺ-এর কাছে

[১] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ২/৩১৯, হাসান।
[২] বুখারি, ৩৭৮০।
[৩] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ৫/৯, সহীহ।

যাব, (তার কাছে যাওয়ার ব্যাপারে) তিনি অনুমতি দিন বা না দিন।” আবূ মূসা ﷺ বলেন, “আমি বরং আমার বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। [এবার শোনো—] একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের উদ্দেশে বক্তব্য দিলেন। তাতে তিনি বলেন, ‘লোকসকল! তোমরা এই শির্ক থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো, কারণ এর গতিবিধি পিঁপড়ার গতিবিধির চেয়েও নিঃশব্দ!’ তখন কোনও এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! এর গতিবিধি যদি পিঁপড়ার গতিবিধির চেয়েও নিঃশব্দ হয়, তা হলে আমরা এটি থেকে বাঁচব কীভাবে?’ নবি ﷺ বলেন, ‘তোমরা বোলো—

হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই — اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ
যেন জেনেবুঝে তোমার সঙ্গে কোনও কিছুকে শরীক না করি, — مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ
আর না-জানা (শির্কের) জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাই।’ ” ’[১] — وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ

কেউ বরকতের দুআ করলে

[৩১২] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে একটি ভেড়া উপহার দেওয়া হলে তিনি বলেন, “এটি বণ্টন করো।” (বণ্টন শেষে) খাদিম ফিরে এলে আয়িশা ﷺ বলতেন, “(উপহার পেয়ে) লোকজন কী বলল?” খাদিম জানায়, “লোকজন বলল—

আল্লাহ তোমাদের কাজকর্মে বরকত দিন!” — بَارَكَ اللهُ فِيْكُمْ

তা শুনে আয়িশা ﷺ বলতেন—

“তাদের কাজকর্মেও আল্লাহ বরকত দিন! — وَفِيْهِمْ بَارَكَ اللهُ

তারা আমাদের জন্য যে দুআ করেছে, আমরাও তাদের জন্য অনুরূপ দুআ করেছি। আর আমাদের সাওয়াব তো আমাদের কাছেই রয়ে গেল!” ’[২]

কোনও কিছু কুলক্ষুণে মনে হলে

[৩১৩] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, “কুলক্ষুণে মনে করে কেউ যদি তার প্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে, তা হলে তা শির্ক করল!” সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করেন, “হে আল্লাহর রাসূল! এ থেকে নিস্তার লাভের উপায় কী?” নবি ﷺ বলেন, “তোমরা বলবে—

হে আল্লাহ! তোমার দেওয়া কল্যাণ ছাড়া কোনও কল্যাণ নেই; — اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ
তোমার সঙ্কেত ছাড়া শুভ-অশুভ কোনও সঙ্কেত নেই; — وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ

---

[১] আহমাদ, ৪/৪০৩। সনদের একজনের পরিচয় অজ্ঞাত থাকায় দুর্বল।
[২] নাসাঈ, আমালুল ইয়াওম ওয়াল লাইলা, ৩০৩, জাইয়্যিদ।

আর তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই।" '[১]	وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ

[৩১৪] উরওয়া ইবনু আমির কুরাশি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(কিছু জিনিসের) অশুভ বা কুলক্ষুণে হওয়ার বিষয়টি নবি ﷺ-এর সামনে আলোচনা করা হলো। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "এসবের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর হলো ফা'ল, অর্থাৎ সুন্দর মন্তব্যের মাধ্যমে মানুষকে প্রেরণা জোগানো। এসব অশুভ ধারণা মুসলিমের কর্মপ্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। তাই, তোমাদের কেউ অপছন্দনীয় কিছু দেখলে, সে যেন বলে—

হে আল্লাহ! কল্যাণ কেবল তুমিই আনতে পারো;	اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ
অনিষ্ট দূর করার ক্ষমতা কেবল তোমারই;	وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ
কেবল তুমিই সকল শক্তি-সামর্থ্যের উৎস!" '[২]	وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ

বাহনে আরোহণ করার সময়

[৩১৫] আলি ইবনু রবীআ ﷺ বলেন, 'আমি দেখতে পাই, আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ-এর আরোহণের জন্য একটি বাহন আনা হলো। বাহনটির রেকাব বা পা-দানিতে পা রেখে তিনি বলেন—

আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللهِ

এর পিঠে বসার পর বলেন—

সকল প্রশংসা আল্লাহর।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

এরপর বলেন—

আল্লাহ পবিত্র,	سُبْحَانَ اللهِ
যিনি এটিকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন;	الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا
তা না হলে, একে আয়ত্তে আনার শক্তি আমাদের ছিল না।	وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ
আর আমাদেরকে আমাদের রবের কাছে ফিরে যেত হবেই।	وَإِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

এরপর তিনবার বলেন—

সকল প্রশংসা আল্লাহর।	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

এরপর তিনবার বলেন—

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।	اَللهُ أَكْبَرُ

---

[১] আহমাদ, ৭০৪৫, হাসান।
[২] আবূ দাউদ, ৩৯১৯, বর্ণনাসূত্রটি দুর্বল।

এরপর বলেন—

তুমি পবিত্র।	سُبْحَانَكَ
আমিই আমার নিজের উপর জুলুম করেছি।	إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِيْ
আমাকে ক্ষমা করে দাও।	فَاغْفِرْ لِيْ
তুমি ছাড়া আর কেউ গোনাহ ক্ষমা করতে পারে না।	إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

এরপর তিনি হেসে দেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, "হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার হাসির কারণ কী?" তিনি বলেন, "আমি দেখেছি, আমি যা করলাম তা করার পর নবি ﷺ হেসে দিয়েছিলেন। তখন আমি জানতে চাই, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার হাসির কারণ কী?' নবি ﷺ বলেন, 'তোমার মহাপবিত্র ও মহিমান্বিত রব নিজের বান্দার এ আচরণ দেখে আশ্চর্যান্বিত হন, যখন সে বলে—"হে আমার রব! আমার গোনাহগুলো ক্ষমা করে দাও!" অথচ সে ভালো করেই জানে, আমি ছাড়া গোনাহ ক্ষমা করার কেউ নেই!' " '[১]

সফরে বের হলে

[৩১৬] আবদুল্লাহ ইবনু উমার 🙐 থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সফরের উদ্দেশে বের হলে, তাঁর উটের পিঠে বসে তিন বার বলতেন—

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।	اَللّٰهُ أَكْبَرُ

এরপর বলতেন—

পবিত্র তিনি, যিনি এটিকে আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন;	سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا
তা না হলে, একে আয়ত্তে আনার শক্তি আমাদের ছিল না।	وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ
আমাদের রবের কাছে আমাদের ফিরে যেতেই হবে।[২]	وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ
হে আল্লাহ! এ সফরে আমরা তোমার কাছে চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا
কল্যাণ, সচেতনতা ও	الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى
তোমার পছন্দনীয় আমল।	وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى
হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ সফর সহজ করে দাও!	اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا
এর দূরত্ব কমিয়ে দাও!	وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ
হে আল্লাহ! এ সফরে তুমি (আমাদের) সঙ্গী	اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ
এবং আমাদের পরিবারের দেখভালকারী।	وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ

[১] বুখারি, আত-তারীখুল আওসাত, ১/৩২৬, সহীহ; আবূ দাউদ, ২৬০২।
[২] সূরা আয্-যুখ্রুফ ৪৩:১৩।

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
সফরের কষ্ট থেকে,	مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ
খারাপ দৃশ্য দেখা থেকে	وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ
এবং দুঃখকষ্ট নিয়ে সম্পদ ও পরিবারের কাছে ফেরা থেকে।	وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

ফিরে এসে ওইগুলো বলতেন; আর তার সঙ্গে বাড়তি বলতেন—

(আমরা) ফিরে এসেছি, তাওবা করছি, (তাঁর) দাসত্ব করছি	آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ
(আর) আমাদের রবের প্রশংসা করছি।'[1]	لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

কোনও জনপদ বা অঞ্চলে প্রবেশের সময়

[৩১৭] সুহাইব ﷺ থেকে বর্ণিত, 'যে জনপদে আল্লাহর রাসূল ﷺ ঢুকতে চাইতেন, ওই জনপদ চোখে-পড়া মাত্রই তিনি বলতেন—

হে আল্লাহ,	اَللّٰهُمَّ
সাত আকাশ ও তার ছায়াধীন এলাকার অধিপতি!	رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ
সাত পৃথিবী ও তার উপরিভাগের অধিপতি!	وَرَبَّ الْأَرَضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ
বায়ুপ্রবাহ ও তার উড়িয়ে-নেওয়া বস্তুর অধিপতি!	وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ
শয়তানদের ও তাদের দ্বারা পথভ্রষ্টদের অধিপতি!	وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ
আমরা তোমার কাছে চাই—এ জনপদের কল্যাণ,	نَسْأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ
এর অধিবাসী ও এর ভেতরকার সবকিছুর কল্যাণ।	وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا
তোমার কাছে আশ্রয় চাই—এ জনপদের অনিষ্ট থেকে,	وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
এর অধিবাসী ও এর ভেতরকার সবকিছুর অনিষ্ট থেকে।'[2]	وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا

বাজারে ঢুকার সময়

[৩১৮] উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি বাজারে ঢুকে বলবে—

আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক; তাঁর কোনও অংশীদার নেই;	وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ

[১] মুসলিম, ১৩৪২।
[২] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ৬/৪৭১; নাসাঈ, ৩/৭৩, হাসান।

রাজত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁর;	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনিই জীবন দেন, তিনিই মৃত্যু ঘটান;	يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ
তিনি চিরঞ্জীব, মৃত্যুহীন;	وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ
সকল কল্যাণ তাঁরই হাতে;	بِيَدِهِ الْخَيْرُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।	وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

আল্লাহ তার জন্য দশ লাখ সাওয়াব লিখে দেবেন, তার (আমলনামা) থেকে দশ লাখ গোনাহ মুছে দেবেন এবং তার মর্যাদা দশ লাখ স্তর বাড়িয়ে দেবেন।" '[১]

বাহন হোঁচট খেলে

[৩১৯] আবুল মুলাইহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, এক সাহাবি বলেন, "একটি বাহনে আমি ছিলাম নবি ﷺ-এর সহ-আরোহী। তাঁর বাহনটি হোঁচট খেলে, আমি বলি, 'শয়তান ধ্বংস হোক!' তখন তিনি বলেন, 'শয়তান ধ্বংস হোক—এ কথা বোলো না; কারণ এ কথা বললে শয়তান (খুশিতে) ফুলে ঘরের মতো হয়ে যায়, আর সে বলে, আমার শক্তিতে (এটি হয়েছে)! বরং বোলো—

আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللهِ

কারণ, তুমি (বিসমিল্লাহ) বললে, সে ছোটো হতে হতে মাছির মতো হয়ে যায়।' "[২]

মুসাফিরের পক্ষ থেকে দুআ

[৩২০] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন, "কেউ সফরে বের হতে চাইলে, সে যেন পেছনে-থাকা লোকদের বলে—

আমি তোমাকে আল্লাহর আমানতে রেখে যাচ্ছি,	أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ
যাঁর আমানত কখনও নষ্ট হয় না।" '[৩]	الَّذِيْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعُهُ

মুসাফিরের জন্য দুআ

[৩২১] সালিম ﷺ থেকে বর্ণিত, 'কেউ সফরে বের হতে চাইলে, ইবনু উমার ﷺ তাকে বলতেন, "আমার কাছে আসো, আমি তোমাকে সেভাবে বিদায় জানাব, যেভাবে আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের বিদায় জানাতেন। তিনি বলতেন—

আমি আল্লাহর আমানতে দিয়ে দিচ্ছি—তোমার দ্বীন	أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ

[১] তিরমিযি, ৩৪২৪, হাসান।
[২] আহমাদ, ৫/৫৯, সহীহ।
[৩] ইবনু মাজাহ, ২৮২৫, হাসান।

তোমার নিরাপত্তা ও শেষ কর্মকাণ্ডসমূহকে।'	وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

অপর এক বর্ণনায় আছে, 'নবি ﷺ কোনও ব্যক্তিকে বিদায় জানালে, তিনি তার হাত ধরতেন এবং ওই ব্যক্তি নবি ﷺ-এর হাত না ছাড়া পর্যন্ত, নবি ﷺ তাঁর হাত ছাড়তেন না।'[১]

[৩২২] আনাস ইবনু মালিক ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরে যেতে চাচ্ছি; আমাকে কিছু পাথেয় দিন!" নবি ﷺ বলেন—

আল্লাহ তোমাকে আল্লাহ-সচেতনতা দান করুন!	زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوٰى

সে বলে, "আমাকে আরও কিছু পাথেয় দিন!" নবি ﷺ বলেন—

তিনি তোমাকে মাফ করে দিন!	وَغَفَرَ ذَنْبَكَ

সে বলে, "আমাকে আরও কিছু পাথেয় দিন!" নবি ﷺ বলেন—

তুমি যেখানেই থাকো, তিনি তোমার কল্যাণ-লাভ সহজ করে দিন!'[২]	وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ

সফর চলাকালে

সফরে তাকবীর ও তাসবীহ্ পাঠ

[৩২৩] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা উপরের দিকে উঠলে বলতাম—

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।	اَللهُ أَكْبَرُ

আর নিচের দিকে নামলে বলতাম—

আল্লাহ পবিত্র, ত্রুটির উর্ধ্বে।'[৩]	سُبْحَانَ اللهِ

শেষ রাতে মুসাফিরের দুআ

[৩২৪] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ সফরে থাকাকালে রাতের শেষভাগে বলতেন—

কেউ শুনতে চাইলে শুনুক—সকল প্রশংসা আল্লাহর;	سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ
তিনি আমাদের উপর দয়া করেছেন;	وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا
হে আমাদের রব! তুমি আমাদের সঙ্গী হও	رَبَّنَا صَاحِبْنَا
এবং আমাদের উপর করুণা-বর্ষণ করো!	وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا

[১] তিরমিযি, ৩৪৪৩, হাসান সহীহ।
[২] তিরমিযি, ৩৪৪৪, হাসান।
[৩] বুখারি, ২৯৯৩।

আমরা আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাই।'[১]	عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّارِ

কোথাও যাত্রাবিরতি দিলে

[৩২৫] খাওলা বিনতু হাকিম ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে-ব্যক্তি কোনও জায়গায় যাত্রাবিরতি দিয়ে বলে—

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় চাই,	أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ
তাঁর সৃষ্টজীবের অনিষ্টের বিপরীতে।	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

ওই স্থান থেকে চলে আসা পর্যন্ত কোনও কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না।" '[২]

সফর থেকে ফেরার পথে

[৩২৬] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনও যুদ্ধ বা হাজ্জ অথবা উমরা থেকে ফেরার পথে, প্রত্যেক উঁচু ভূমিতে উঠে তিনবার বলতেন—

আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।	اَللهُ أَكْبَرُ

এরপর বলতেন—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই,	وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
রাজত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁরই,	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।	وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
আমরা ফিরে যাচ্ছি, তাওবা করছি,	آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ
(আল্লাহর) দাসত্ব করছি, (তাঁর সামনে) নত হচ্ছি,	عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ
(আর) আমাদের রবের প্রশংসা বর্ণনা করছি।	لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ
আল্লাহ তাঁর ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন,	صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ
তিনি তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন	وَنَصَرَ عَبْدَهُ
এবং সম্মিলিত জোটকে একাই পরাজিত করেছেন।'[৩]	وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

পছন্দনীয় বা অপছন্দনীয় কিছু দেখলে

[৩২৭] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ কোনও পছন্দনীয় জিনিস দেখলে বলতেন—

---

[১] মুসলিম, ২৭১৮।
[২] মুসলিম, ২৭০৮।
[৩] বুখারি, ১৭৯৭।

সকল প্রশংসা আল্লাহর,	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
যাঁর অনুগ্রহে সকল ভালো কাজ সম্পন্ন হয়।	الَّذِيْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

আর কোনও অপছন্দনীয় জিনিস দেখলে বলতেন—

সর্বাবস্থায় সকল প্রশংসা আল্লাহর।'[১]	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ

নবি ﷺ-এর উদ্দেশে দরুদ পড়ার মহত্ত্ব

আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

إِنَّ اللَّـهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾

আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবির প্রতি দরুদ পাঠান। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম পাঠাও। (সূরা আল-আহ্যাব ৩৩:৫৬)

[৩২৮] আবদুল্লাহ্ ইবনু আমর ইবনিল আস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "তোমরা যখন আযান শুনবে, তখন মুআয্যিন যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বোলো; এরপর আমার জন্য দরুদ পাঠ কোরো, কারণ যে-ব্যক্তি আমার জন্য একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তার জন্য দশটি কল্যাণ নাযিল করেন। এরপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসীলা চাও; ওসীলা হলো জান্নাতের ভেতর এমন একটি স্থান, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল একজনই পাবে, আর আমার প্রত্যাশা—আমিই হবো সেই ব্যক্তি। যে-ব্যক্তি আমার জন্য ওসীলা চায়, তার জন্য (আমার) সুপারিশ বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।"[২]

[৩২৯] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি আমার জন্য একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ্ তার জন্য দশটি কল্যাণ নাযিল করেন।" '[৩]

[৩৩০] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিয়ে ফেলো না, আর আমার কবরকে ঈদে পরিণত কোরো না; তোমরা বরং আমার জন্য দরুদ পাঠ কোরো, কারণ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের দরুদ আমার কাছে পৌঁছে যাবে।" '[৪]

[৩৩১] হুসাইন ইবনু আলি ইবনি আবী তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "কৃপণ হলো ওই ব্যক্তি, যার সামনে আমার আলোচনা করা হলো, অথচ সে আমার জন্য দরুদ পাঠ করল না।" '[৫]

---

[১] ইবনু মাজাহ, ৩৮০৩; হাকিম, ১/৪৯৯, ইসনাদটি সহীহ।
[২] মুসলিম, ৩৮৪।
[৩] মুসলিম, ৪০৮।
[৪] আবূ দাউদ, ২০৪২, হাসান।
[৫] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ৫/১৪৮; তিরমিযি, ৩৫৪৬, হাসান।

[৩৩২] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "অপদস্থ হোক ওই ব্যক্তি, যার সামনে আমার আলোচনা করা হলো, অথচ সে আমার জন্য দরুদ পাঠ করল না; অপদস্থ হোক ওই ব্যক্তি, যার কাছে রমাদান আসলো আর চলে গেল, অথচ তার গোনাহ মাফ হলো না; আর অপদস্থ হোক ওই ব্যক্তি, যে তার পিতা-মাতাকে বুড়ো বয়সে পেল, অথচ সে জান্নাত অর্জন করতে পারল না।[১]" '[২]

[৩৩৩] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর কিছু ফেরেশতা পৃথিবীতে ঘুরতে থাকে; তারা আমার উম্মাহর কাছ থেকে সালাম আমার কাছে পৌঁছে দেয়।" '[৩]

[৩৩৪] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-কেউ আমাকে সালাম দিলে, আল্লাহ আমার কাছে আমার রূহ ফেরত পাঠাবেন, যাতে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি।" '[৪]

[৩৩৫] আউস ইবনু আউস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "তোমাদের সর্বোত্তম দিনগুলোর একটি হলো জুমুআর দিন; এ দিন আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, এ দিনে শিঙায় ফুঁ দেওয়া হবে, আর এ দিনেই (শিঙায় ফুঁ দেওয়ার ফলে) সবাই অচেতন হয়ে পড়বে। সুতরাং এ দিন তোমরা বেশি করে আমার জন্য দরুদ পাঠ করো; কারণ তোমাদের দরুদ আমার কাছে পেশ করা হবে।" সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করেন, "(মৃত্যুর পর) আপনার দেহ শেষ হয়ে যাবে; তখন কীভাবে আমাদের দরুদ-পাঠ আপনার কাছে পেশ করা হবে?" নবি ﷺ বলেন, "নবিদের দেহ ভক্ষণ করা আল্লাহ তাআলা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।" '[৫]

সালাম ও তার নিয়মকানুন

[৩৩৬] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমানদার হবে; আর তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলব না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি বাড়বে?! (সেটি হলো) তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।" '[৬]

[৩৩৭] আম্মার ইবনু ইয়াসির ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে-ব্যক্তি তিনটি বৈশিষ্ট্য

[১] অথচ তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না।
[২] তিরমিযি, ৩৫৪৫, হাসান।
[৩] নাসাঈ, ১২৮১, ইসনাদটি সহীহ।
[৪] আবূ দাঊদ, ২০৪১, ইসনাদটি দুর্বল।
[৫] আবূ দাঊদ, ১০৪৭, দুর্বল।
[৬] মুসলিম, ৫৪।

ধারণ করল, সে যেন ঈমানকেই ধারণ করল: (১) অন্যের সঙ্গে সেই আচরণ করা, যা সে অন্যের কাছ থেকে পেতে চায়; (২) (চেনা-অচেনা) সবাইকে সালাম দেওয়া; ও (৩) অভাব-অনটনের মধ্যেও দান করা।'[১]

[৩৩৮] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করে, "ইসলামের কোন কাজ সর্বোত্তম?" নবি ﷺ বলেন, "তুমি (অন্যকে) খাবার খাওয়াবে আর চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেবে।" '[২]

[৩৩৯] আবূ উমামা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলার কাছে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই, যে আগে সালাম দেয়।" '[৩]

[৩৪০] ইমরান ইবনু হুছাইন ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক!

নবি ﷺ তার সালামের জবাব দেন। এরপর সে বসে পড়ে। তখন নবি ﷺ বলেন, "দশটি (সাওয়াব)!" আরেক ব্যক্তি এসে বলে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!

নবি ﷺ তার সালামের জবাব দেন। এরপর সে বসে পড়ে। তখন নবি ﷺ বলেন, "বিশটি (সাওয়াব)! আরেক ব্যক্তি এসে বলে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর দয়া ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক!

নবি ﷺ তার সালামের জবাব দেন। এরপর সে বসে পড়ে। তখন নবি ﷺ বলেন, "ত্রিশটি (সাওয়াব)!" '[৪]

[৩৪১] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, 'ছোটো ছোটো ছেলেদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের সালাম দেন।'[৫]

[৩৪২] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এক মজলিশে বসা। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ
আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক!

নবি ﷺ বলেন, "দশটি সাওয়াব!" আরেক ব্যক্তি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলে—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
আপনার উপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক!

---

[১] বুখারি, অধ্যায় ২, পরিচ্ছেদ ২০।
[২] বুখারি, ৬২৩৬।
[৩] আবূ দাউদ, ৫১৯৭।
[৪] আবূ দাউদ, ৫১৯৫, হাসান।
[৫] বুখারি, ৬২৪৭।

নবি ﷺ বলেন, "বিশটি সাওয়াব! আরেক ব্যক্তি পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলে—

আপনার উপর শান্তি, আল্লাহর দয়া ও তাঁর বরকত বর্ষিত হোক!	اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

নবি ﷺ বলেন, "ত্রিশটি সাওয়াব!" এরপর এক ব্যক্তি মজলিশ থেকে উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু সালাম দেয়নি। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের সঙ্গী কত দ্রুত ভুলে গেল! তোমাদের কেউ কোনও মজলিশে এলে, সে যেন সালাম দেয়; তারপর বসা উচিত মনে করলে, সে যেন বসে; আর উঠে যাওয়ার সময় সে যেন সালাম দেয়। প্রথমে (এসে) সালাম দেওয়া, শেষে (যাওয়ার সময়) সালাম দেওয়ার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।" '[১]

[৩৪৩] আনাস ইবনু মালিক ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ইয়াহূদি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলে—

আপনার উপর মৃত্যু আপতিত হোক!	اَلسَّامُ عَلَيْكَ

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

তোমার উপরও তা-ই হোক!	وَعَلَيْكَ

এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমরা কি জানো, সে কী বলছে? সে বলছে, 'আপনার উপর মৃত্যু আপতিত হোক!' " সাহাবিগণ বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করব না?" নবি ﷺ বলেন, "না; কোনও আহলুল কিতাব (ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টান) তোমাদেরকে সালাম দিলে, তোমরা বলবে—

তোমাদের উপরও তা-ই হোক!" '[২]	وَعَلَيْكُمْ

[৩৪৪] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমরা ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টানদেরকে আগে সালাম দেবে না। এদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলে, এদেরকে রাস্তার সংকীর্ণতম অংশ দিয়ে চলতে বাধ্য করো।" '[৩]

[৩৪৫] উসামা ইবনু যাইদ ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ একটি গাধার পিঠে সওয়ার হন। গাধার পিঠে ছিল একটি পর্যাণ; এর নিচে ছিল ফাদাকি মখমল। তিনি উসামাকে তাঁর পেছনে বসান। তিনি অসুস্থ সাদ ইবনু উবাদাহ ؓ-কে দেখার জন্য বানুল হারিস ইবনুল খাযরাজ গোত্রের দিকে যাচ্ছিলেন। সেটি ছিল বদর যুদ্ধের আগের ঘটনা। চলতে চলতে তিনি একটি মিশ্র মজলিশের পাশে আসেন; সেখানে ছিল মুসলিম, মূর্তিপূজারী মুশরিক ও ইয়াহূদিদের সমাবেশ। তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু উবাই। আর মজলিশে ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা।

(রাসূল ﷺ-এর) বাহনের পদাঘাতে সৃষ্ট ধুলা মজলিশকে আচ্ছন্ন করে ফেললে, আবদুল্লাহ ইবনু উবাই নিজের চাদর দিয়ে নাক ঢেকে বলে, "আমাদের উপর ধুলা উড়াবেন

---

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৯৮৬, সহীহ।
[২] বুখারি, ৬৯২৬।
[৩] মুসলিম, ২১৬৭।

না!" তখন নবি ﷺ তাদের সালাম দিয়ে সেখানে থামেন। তারপর (বাহন থেকে) নেমে তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন ও কুরআন পাঠ করে শোনান। ...'[১]

[৩৪৬] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কারও সঙ্গে যখন তার (মুসলিম) ভাইয়ের দেখা হয়, তখন সে যেন তাকে সালাম দেয়; এরপর যদি উভয়ের মাঝখানে কোনও গাছ অথবা দেয়াল বা প্রস্তরখণ্ড অন্তরাল সৃষ্টি করে, তারপর এদের মধ্যে আবার দেখা দেয়, তখনও যেন সে তাকে সালাম দেয়।" '[২]

পশুপাখির ডাকে

মোরগ ডাকলে ও গাধা চিৎকার করলে

[৩৪৭] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "তোমরা মোরগের ডাক শুনলে, আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাইবে; কারণ, সে একজন ফেরেশতা দেখেছে। আর গাধার চিৎকার শুনলে, শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে; কারণ, গাধা একটি শয়তান দেখেছে।" '[৩]

রাতের বেলা কুকুর ও গাধার চিৎকার শুনলে

[৩৪৮] জাবির ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—"তোমরা রাতের বেলা কুকুরের ঘেউ ঘেউ ও গাধার চিৎকার শুনলে, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ো; কারণ, তোমরা যা দেখ না, এরা তা দেখে। মানুষের চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেলে, (ঘর থেকে) কম বের হয়ো, কারণ আল্লাহ তাআলা রাতের বেলা তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে যাদের চান তাদের ছড়িয়ে দেন। আল্লাহর নাম স্মরণ করে দরজা বন্ধ কোরো, কারণ আল্লাহর নাম স্মরণ করে যে দরজা বন্ধ করা হয়, শয়তান তা খুলতে পারে না। তারপর হাঁড়িপাতিল ঢেকে রেখো, (খালি) পাতিল উলটিয়ে রেখো এবং পানির থলের মুখ বন্ধ করে রেখো।" '[৪]

নিন্দায় ও প্রশংসায়

কাউকে কটু কথা বলে থাকলে, তার জন্য দুআ

[৩৪৯] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, 'তিনি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন—

হে আল্লাহ! যে মুমিনকেই আমি কটু কথা বলেছি, সেটিকে তার জন্য বানিয়ে দিয়ো	اَللّٰهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذٰلِكَ لَهُ

[১] বুখারি, ২৯৮৭।
[২] আবূ দাউদ, ৫২০০, সহীহ।
[৩] বুখারি, ৩৩০৩।
[৪] ইবনু হিব্বান, ১৯৯৬, হাসান।

কিয়ামাতের দিন তোমার নৈকট্য লাভের মাধ্যম।'[১] قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

অপর মুসলিমের প্রশংসা করতে চাইলে যা বলবে

[৩৫০] আবূ বাকরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ-এর সামনে এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ কয়েকবার বলেন, "ধ্বংস তোমার! তুমি তোমার সঙ্গীর গর্দান কেটে ফেললে! ধ্বংস তোমার! তুমি তোমার সঙ্গীর গর্দান কেটে ফেললে!" এরপর তিনি বলেন, "তোমাদের কারও যদি তার ভাইয়ের প্রশংসা করতেই হয়, তা হলে সে যেন বলে—

অমুক সম্পর্কে আমার ধারণা এরকম, أَحْسِبُ فُلَانًا
অবশ্য তার সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন; وَاللهُ حَسِيْبُهُ
আল্লাহর সিদ্ধান্ত ডিঙিয়ে আমি কাউকে পরিচ্ছন্ন ঘোষণা করছি না, وَلَا أُزَكِّيْ عَلَى اللهِ أَحَدًا
তার সম্পর্কে আমার ধারণা হলো এরকম এরকম। أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا

আর এটিও কেবল তখনই বলবে, যখন ওই ব্যক্তির মধ্যে এ গুণ আছে মর্মে তার কাছে স্পষ্ট জ্ঞান থাকবে।" '[২]

নিজের প্রশংসা শুনলে, যা বলা উচিত

[৩৫১] আদি ইবনু আরতাআ ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ-এর এক সাহাবির বৈশিষ্ট্য ছিল, তার প্রশংসা করা হলে তিনি বলতেন—

হে আল্লাহ! তাদের কথার জন্য আমাকে পাকড়াও করো না; اَللّٰهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِيْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ
তারা যা জানে না, সেসব বিষয়ে আমাকে মাফ করো; وَاغْفِرْ لِيْ مَا لَا يَعْلَمُوْنَ
আর আমাকে তাদের ধারণার চেয়ে উত্তম বানিয়ে দাও।'[৩] وَاجْعَلْنِيْ خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّوْنَ

হাজ্জ ও উমরায়

হাজ্জ বা উমরায় তালবিয়া পাঠের নিয়ম

[৩৫২] ইবনু উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে মাথার চুল একসঙ্গে জড়ো করে এ তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি—

আমি হাজির! হে আল্লাহ, আমি হাজির! لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ
আমি হাজির! তোমার কোনও অংশীদার নেই; আমি হাজির! لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

[১] বুখারি, ৬৩৬১।
[২] বুখারি, ২৬৬২।
[৩] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৩২৬, ইসনাদটি সহীহ।

প্রশংসা, অনুগ্রহ ও রাজত্ব—সবই তোমার!	إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ
তোমার কোনও অংশীদার নেই।	لَا شَرِيكَ لَكَ

তিনি এর চেয়ে বেশি শব্দ উচ্চারণ করেননি।'[১]

রুকনুল আসওয়াদে পৌঁছে তাকবীর পাঠ

[৩৫৩] ইবনু আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ উটের পিঠে চড়ে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন। রুকনুল আসওয়াদের কাছে এসে, তিনি নিজের হাতের একটি বস্তু দিয়ে এর দিকে ইশারা করে তাকবীর পাঠ করেছেন।'[২]

রুকনে ইয়ামানি ও হাজরে আসওয়াদের মাঝখানে দুআ

[৩৫৪] আবদুল্লাহ ইবনুস সা'ইব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দু' রুকনের মাঝখানে এ দুআ পড়তে শুনেছি—

হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও,	رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
আখিরাতেও কল্যাণ দাও,	وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।'[৩]	وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

সাফা-মারওয়ায় অবস্থানের সময় দুআ

[৩৫৫] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ-এর হাজ্জ বিষয়ে তার দীর্ঘ বিবরণীর একপর্যায়ে তিনি বলেন, 'এরপর নবি ﷺ আল-বাব (দরজা) অতিক্রম করে সাফার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। সাফার কাছাকাছি গিয়ে এ আয়াত পাঠ করেন:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

"নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:১৫৮)

"আল্লাহ যা আগে উল্লেখ করেছেন, আমি তা দিয়ে শুরু করি" বলে নবি ﷺ সাফা দিয়ে শুরু করেন। এর উপর ওঠার পর বাইতুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হলে, তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে বলেন—

আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই,	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই,	وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
রাজত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁরই,	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

[১] বুখারি, ১৫৪৯।
[২] বুখারি, ১৬৩২।
[৩] আবূ দাউদ, ১৮৯২, হাসান।

তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।	وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন,	أَنْجَزَ وَعْدَهُ
তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন	وَنَصَرَ عَبْدَهُ
এবং সম্মিলিত জোটকে একাই পরাজিত করেছেন।	وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

এরপর উভয়ের মাঝখানে দুআ করেন এবং এর অনুরূপ কথা তিনবার বলেন। তারপর মারওয়ার উদ্দেশে নামেন। তাঁর পা দুটি উপত্যকার তলদেশ স্পর্শ করলে, তিনি সা'ঈ (দৌড়) শুরু করেন। উঁচু ভূমিতে পৌঁছার পর, (স্বাভাবিক গতিতে) হেঁটে মারওয়া আসেন। এরপর, সাফা পাহাড়ের উপর যা করেছিলেন, তা মারওয়া পাহাড়ের উপর করেন।'[১]

আরাফার দিন দুআ

[৩৫৬] আমর ইবনু শুআইব ﷺ কর্তৃক তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "সর্বোত্তম দুআ হলো আরাফার দিন দুআ। আমি ও আমার আগেকার নবিগণ সর্বোত্তম যে দুআটি পড়েছেন, তা হলো—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই, তিনি একক;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
তাঁর কোনও অংশীদার নেই;	لَا شَرِيْكَ لَهُ
শাসনক্ষমতা তাঁর; প্রশংসাও তাঁরই;	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" '[২]	وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(মুযদালিফায়) আল-মাশআরুল হারামে যিকর

[৩৫৭] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ-এর হাজ্জ বিষয়ে তার দীর্ঘ বিবরণীর একপর্যায়ে তিনি বলেন, '... এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের আগ পর্যন্ত শুয়ে থাকেন। প্রভাত স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর, এক আযান ও এক ইকামাতের মাধ্যমে তিনি ফজরের সালাত আদায় করেন। তারপর কাসওয়ায়[৩] চড়ে আল-মাশআরুল হারামে আসেন। সেখানে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করেন এবং আল্লাহ্ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব, সার্বভৌমত্ব ও একত্বের কথা ঘোষণা করেন। ভোরের আলো অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠা পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। তারপর সূর্য ওঠার আগে সেখান থেকে চলে আসেন। ...'[৪]

---

[১] মুসলিম, ১২১৮।
[২] তিরমিযি, ৩৫৮৫, হাসান গরীব।
[৩] নবি ﷺ-এর বাহনের নাম।
[৪] মুসলিম, ১২১৮।

জামরায় পাথর নিক্ষেপের সময় তাকবীর পাঠ

[৩৫৮] ইবনু উমার ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণিত, 'তিনি নিকটবর্তী জামরায় (আল-জামরাতুদ দুনইয়া) সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন। প্রত্যেকবার কঙ্কর নিক্ষেপের পর, তিনি তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করতেন। তারপর অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে নামতেন। সেখানে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং দু' হাত তোলে দুআ করতেন।

তারপর মধ্যবর্তী জামরায় (আল-জামরাতুল উস্‌তা) একইভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করে বামদিকে গিয়ে সমতল ভূমিতে নামতেন। সেখানে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং দু' হাত তোলে দুআ করতেন।

তারপর উপত্যকার নিচের দিকে অবস্থিত জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন; তবে তিনি সেখানে দাঁড়াতেন না। ইবনু উমার ﷺ বলতেন, "আমি নবি ﷺ-কে এভাবেই (কঙ্কর-নিক্ষেপ) করতে দেখেছি।" '[১]

বিস্মিত হলে

[৩৫৯] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের সালাত আদায় করে, লোকদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, "এক ব্যক্তি একটি গাভী হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। একপর্যায়ে সে গাভীটির উপর সওয়ার হয়ে, (সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য) সেটিকে প্রহার করে। তখন গাভীটি বলে ওঠে, 'আমাদেরকে এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়নি; আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে চাষাবাদের জন্য।' " এ কথা শুনে লোকজন বলে ওঠে—

"আল্লাহ পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত! سُبْحَانَ اللهِ

গাভী কথা বলেছে!" নবি ﷺ বলেন, "আমি, আবূ বকর ও উমার এটি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি।" ওই সময় তারা দু'জন সেখানে ছিলেন না।

(নবি ﷺ বলেন) "আরেক ব্যক্তি তার মেষ চরাচ্ছিল। এমন সময় নেকড়ে হানা দিয়ে সেখান থেকে একটি মেষ নিয়ে যায়। লোকটি এর পিছু নেয়। একপর্যায়ে নেকড়ের কাছ থেকে মেষটি উদ্ধার করতে যাবে, এমন সময় নেকড়েটি বলে ওঠে, 'আজ তুমি এটিকে আমার কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গেলে; কিন্তু বন্য পশুদের দিন একে কে উদ্ধার করবে, যেদিন এর জন্য আমি ছাড়া কোনও রাখাল থাকবে না?' " এ কথা শুনে লোকজন বলে ওঠে—

"আল্লাহ পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত! سُبْحَانَ اللهِ

নেকড়ে কথা বলেছে!" নবি ﷺ বলেন, "আমি, আবূ বকর ও উমার এটি নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করি।" ওই সময় তারা দু'জন সেখানে ছিলেন না।'[২]

[১] বুখারি, ১৭৫১।
[২] বুখারি, ২৩২৪।

[৩৬০] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার গোসল করা অনিবার্য ছিল। ওই অবস্থায় আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি আমার হাত ধরলে, আমি তাঁর সঙ্গে হাঁটতে থাকি। একপর্যায়ে তিনি বসলে, আমি চুপিসারে একটি বাড়িতে গিয়ে গোসল সেরে আসি। নবি ﷺ তখনও বসা। (আমাকে দেখে) তিনি বলেন, "আবূ হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে?" আমি তাকে বিষয়টি জানালে তিনি বলেন—

"আল্লাহ পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত! سُبْحَانَ اللهِ

মুমিন (এতটা) অপবিত্র হয় না (যে সে অন্যজনের সঙ্গে বসতে পারবে না)।" '[১]

[৩৬১] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ-কে এক মহিলা ঋতুস্রাব-পরবর্তী গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ তাকে গোসলের পদ্ধতি-সংক্রান্ত নির্দেশনা দিয়ে বলেন, "মিশ্‌ক-মিশ্রিত এক টুকরো কাপড় দিয়ে পরিচ্ছন্নতা অর্জন কোরো।" ওই মহিলা বলে, "এটি দিয়ে কীভাবে পরিচ্ছন্নতা অর্জন করব?" নবি ﷺ বলেন—

"আল্লাহ পবিত্র ও ত্রুটিমুক্ত! سُبْحَانَ اللهِ

তুমি পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে নিয়ো!" তখন আমি ওই মহিলাকে টেনে আমার কাছে এনে বলি, "যেসব জায়গায় রক্তের দাগ লেগে আছে, এটি দিয়ে সেসব স্থান মুছে নেবে।" '[২]

[৩৬২] আবূ ওয়াকিদ লাইসি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে হুনাইনের উদ্দেশে রওয়ানা হই। মাত্র ক'দিন আগে আমরা কুফর থেকে (ইসলামে) এসেছি। (তারা মক্কা-বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।) আমরা একটি গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! কাফিরদের যেমন যাতু আনওয়াত গাছ আছে, আমাদের জন্যও যাতু আনওয়াত গাছের ব্যবস্থা করে দিন!" কাফিরদের একটি কাঁটাবিশিষ্ট গাছ থাকত, যার চারপাশে তারা অবস্থান নিত এবং ওই গাছে তাদের হাতিয়ারগুলো ঝুলিয়ে রাখত, গাছটিকে তারা যাতু আনওয়াত নামে ডাকত। আমরা ওই কথা বলায়, নবি ﷺ বলেন—

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! اللهُ أَكْبَرُ

শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা যা বলেছ, মূসা ﵇-কে অনুরূপ কথা বলেছিল বানূ ইসরাঈলের লোকজন:

اِجْعَل لَّنَا إِلَـٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

"এদের উপাস্যের মতো আমাদের জন্য একটা উপাস্য বানিয়ে দাও। মূসা বলল, তোমরা বড়ই অজ্ঞের মতো কথা বলছো।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৩৮)

---

[১] বুখারি, ২৮৩।
[২] বুখারি, ৩১৪।

তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতিনীতির অনুসরণ করবে!" '[১]

[৩৬৩] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ খাইবারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। এরপর রাতের বেলা খাইবার পৌঁছেন। তিনি রাতের বেলা কোনও জাতির কাছে গেলে, সকাল হওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের উপর আক্রমণ করতেন না। সকালবেলা ইয়াহূদিরা নিজেদের ঝুড়ি ও কোদাল নিয়ে বেরিয়ে আসে। নবি ﷺ-কে দেখতে পেয়ে তারা বলে ওঠে, "মুহাম্মাদ! শপথ আল্লাহর! মুহাম্মাদ ও তার সেনাবাহিনী!" তখন নবি ﷺ বলেন, "খাইবার ধ্বংস হয়ে গিয়েছে! আমরা যখন (শত্রু)জনগোষ্ঠীর আঙিনায় অবতরণ করি, তখন ওই সকালটি তাদের জন্য নিকৃষ্ট প্রমাণিত হয়, যাদেরকে ইতঃপূর্বে সতর্ক করা হয়েছিল।" '[২]

[৩৬৪] আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "(কিয়ামাতের দিন) আল্লাহ তাআলা বলবেন, 'আদম!' তিনি বলবেন, 'আমি হাজির! আপনার হাতেই সকল কল্যাণ!' আল্লাহ বলবেন, 'জাহান্নামীদের দলটিকে বের করে দাও।' আদম বলবেন, 'জাহান্নামবাসী কয়জন?' আল্লাহ বলবেন, 'প্রতি এক হাজারে নয় শ নিরানব্বই জন।'

সেটি হবে এমন এক সময়, যখন (দুশ্চিন্তায়) শিশুর মাথার চুল পেকে যাবে, প্রত্যেক গর্ভধারিণীর গর্ভপাত ঘটবে, আর লোকজনকে দেখলে তোমার মনে হবে এরা নেশাগ্রস্ত, কিন্তু এরা নেশাগ্রস্ত নয়, বরং আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।"

বিষয়টি সাহাবিদের জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে যায়। তারা জিজ্ঞাসা করেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে ওই লোকটি কে (যে হবে হাজারে একজন)?" নবি ﷺ বলেন, "সুসংবাদ লও! এক হাজার হবে ইয়াজূজ-মাজূজের লোক, আর একজন হবে তোমাদের মধ্য থেকে!"

এরপর নবি ﷺ বলেন, "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার প্রবল আশা—তোমরা হবে জান্নাতীদের চার ভাগের এক ভাগ!" তখন আমরা বলে ওঠি—

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! আর সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর! اللهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

এরপর নবি ﷺ বলেন, "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার প্রবল আশা—তোমরা হবে জান্নাতীদের তিন ভাগের এক ভাগ!" তখন আমরা বলে ওঠি—

"আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! আর সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর! اللهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

এরপর নবি ﷺ বলেন, "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমার প্রবল আশা—তোমরা হবে জান্নাতীদের অর্ধেক! বিভিন্ন উম্মাহর মধ্যে তোমাদের উদাহরণ হলো, যেন কালো ষাঁড়ের গায়ে একটি সাদা চুল, অথবা যেন গাধার সামনের পায়ে

[১] তিরমিযি, ২১৮০, হাসান সহীহ।
[২] বুখারি, ৩৭১।

(দৃশ্যমান) একটি বৃত্ত।" '[১]

খুশির সংবাদ পেলে

[৩৬৫] আবূ বাকরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ-এর কাছে কোনও খুশির সংবাদ এলে, আল্লাহ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশে তিনি সাজদায় চলে যেতেন।'[২]

শরীরের কোনও অংশে ব্যথা অনুভূত হলে

[৩৬৬] উসমান ইবনু আবিল আস সাকাফি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে অনুযোগ পেশ করেন যে, ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে তিনি তার দেহে ব্যথা অনুভব করছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমার দেহের যেখানে ব্যথা করছে, সেখানে হাত রেখে তিন বার বলো—

আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللهِ

এরপর সাত বার বলো—

আমি আল্লাহ তাআলা ও তাঁর অসীম ক্ষমতার কাছে আশ্রয় চাই, আমি খুঁজে পাই এবং আশঙ্কা করি এমন প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে।" '[৩]	أَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

নজর লাগার আশঙ্কা হলে

[৩৬৭] আমির ইবনু রবীআ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ও সাহ্ল ইবনু হুনাইফ (গোসল করার জন্য) আড়াল খুঁজতে বেরিয়ে পড়ি। একপর্যায়ে আমরা একটি জলাধারের কাছে পৌঁছুই। আমাদের একজন অপরের সামনে গায়ের জামা খুলতে লজ্জাবোধ করত। তাই সে আড়ালে চলে যায়। যখন তার মনে হলো যে, সে যথেষ্ট আড়ালে চলে গিয়েছে, তখন সে তার গায়ের উলের জামাটি খুলে। তার দৈহিক গঠন আমাকে বিস্মিত করে। ফলে তার উপর আমার নজর বা দৃষ্টি লাগে। একপর্যায়ে পানির মধ্যে তার নড়াচড়ার আওয়াজ শুনতে পাই। আমি তাকে ডাক দিই; কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ নেই!

আমি নবি ﷺ-এর কাছে বিষয়টি জানালে, তিনি বলেন, "আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো।" তিনি পায়ের নলির উপর কাপড় উঠিয়ে পানিতে নামেন। আমি যেন এখনও আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পায়ের নলির শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি! নবি ﷺ তার বুকে আঘাত করে বলেন—

---

[১] বুখারি, ৩৩৪৮।
[২] আবূ দাউদ, ২৭৭৪, হাসান।
[৩] মুসলিম, ২২০২।

আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللهِ
হে আল্লাহ! তুমি তার (শরীরের) উত্তাপ দূর করে দাও!	اَللّٰهُمَّ أَذْهِبْ حَرَّهَا
তার ঠান্ডা ও স্থায়ী ব্যথা (দূর করে দাও)!	وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا
(ওহে!) আল্লাহর নামে ওঠো!	قُمْ بِإِذْنِ اللهِ

তাতে সে উঠে দাঁড়ায়। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ যখন তার নিজের মধ্যে অথবা তার সম্পদের মধ্যে বা তার ভাইয়ের মধ্যে বিস্ময়কর কিছু দেখতে পায়, তখন সে যেন আল্লাহর কাছে বরকত কামনা করে; কারণ, নজর লাগার বিষয়টি সত্য।" '[১]

আতঙ্কিত হলে

[৩৬৮] উম্মুল মুমিনীন ও নবি ﷺ-এর স্ত্রী যাইনাব বিন্তু জাহ্‌শ ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ আতঙ্কিত অবস্থায় বের হন। (আতঙ্কে) তাঁর চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন তিনি বলছিলেন—

"আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই।	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

ধ্বংস আরবদের জন্য! একটি অনিষ্ট কাছাকাছি এসে গিয়েছে: আজ ইয়াজূজ-মাজূজের দেয়াল এটুকু খুলে দেওয়া হয়েছে!" (এ কথা বলার সময়) নবি ﷺ নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও পার্শ্ববর্তী আঙুল দিয়ে একটি বৃত্ত বানিয়ে দেখান। তখন আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে ভালো মানুষজন থাকা সত্ত্বেও আমরা ধ্বংস হয়ে যাব?" নবি ﷺ বলেন, "হ্যাঁ, যখন আবর্জনা[২] বেড়ে যাবে।" '[৩]

পশু জবাই করার সময়

[৩৬৯] আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ দুটি ভেড়া কুরবানি দেন; ভেড়া দুটি ছিল সাদা রঙের ও সুষম শিঙবিশিষ্ট। ভেড়া দুটিকে তিনি নিজ হাতে জবাই করার সময় বলেন—

আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللهِ
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।	اَللهُ أَكْبَرُ

(জবাই করার সময়) নবি ﷺ নিজের পা ভেড়া দুটির পার্শ্বদেশের উপর রেখেছিলেন।'[৪]

[৩৭০] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি ভেড়া আনার নির্দেশ

[১] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ২/৯, সহীহ।
[২] এখানে আবর্জনা দ্বারা 'অবৈধ যৌনাচার ও পাপাচার' উদ্দেশ্য। (দ্রষ্টব্য: ফাতহুল বারী)
[৩] বুখারি, ৩৩৪৬।
[৪] বুখারি, ৫৫৫৮।

দেন, যার শিঙ দুটি ছিল সুষম ও গায়ের কয়েকটি স্থানের রঙ কালো। কুরবানির উদ্দেশে সেটি আনা হলে, নবি ﷺ তাকে বলেন, "আয়িশা! ছুরি নিয়ে আসো।" এরপর তিনি বলেন, "ছুরিটিকে ধার দাও।" আয়িশা ﵂ ছুরিটি ধার দিলে, নবি ﷺ সেটি নেন। তারপর ভেড়াটিকে ধরে শুইয়ে দেন এবং জবাই করার সময় বলেন—

আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللهِ
হে আল্লাহ! (এটি) কবুল করো মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে,	اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ
মুহাম্মাদের পরিবার ও মুহাম্মাদের উম্মাহর পক্ষ থেকে।	وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

এরপর তিনি সেটি কুরবানি করেন।'[১]

[৩৭১] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ঈদুল আযহার সময় আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে ঈদগাহে উপস্থিত ছিলাম। তিনি খুতবা শেষ করে মিম্বার থেকে নামার পর একটি ভেড়া আনা হলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তা নিজ হাতে জবাই করেন। আর (জবাই করার সময়) তিনি বলেন—

আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللهِ
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।	وَاللهُ أَكْبَرُ
এটি আমার পক্ষ থেকে	هٰذَا عَنِّيْ
এবং আমার উম্মাহর যারা কুরবানি দেয়নি তাদের পক্ষ থেকে।'[২]	وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِيْ

শয়তানের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে চাইলে

[৩৭২] আবুত তাইয়াহ্ ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি আবদুর রহমান ইবনু খাম্বাশ ﵁-কে জিজ্ঞাসা করে, "শয়তানরা যখন চক্রান্ত করেছিল, তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ কী করেছিলেন?" তিনি বলেন, "শয়তানরা বিভিন্ন পাহাড় ও উপত্যকা থেকে বেরিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে আসে। তাদের মধ্যে এক শয়তানের সঙ্গে ছিল আগুনের মশাল; এর মাধ্যমে সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দগ্ধ করতে চেয়েছিল। তাতে তিনি ভয় পেয়ে যান [এবং পিছু হটতে শুরু করেন]। তখন জিবরীল ﵇ এসে বলেন, "মুহাম্মাদ! বলুন!" নবি ﷺ বলেন, "কী বলব?" জিবরীল ﵇ বলেন, "বলুন—

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় চাই,	أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ
যেগুলো সৎ-অসৎ কেউ অতিক্রম করতে পারে না,	الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ
(আমি আশ্রয় চাই) তাঁর সৃষ্টজীবগুলোর অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ
আকাশ থেকে নেমে-আসা বিষয়াদির অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ

[১] মুসলিম, ১৯৬৭।
[২] আবূ দাউদ, ২৮১০, হাসান।

আকাশে উঠে-যাওয়া বিষয়াদির অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا
পৃথিবীর অভ্যন্তরে সৃষ্ট বিষয়াদির অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ
পৃথিবী থেকে বেরিয়ে-আসা বিষয়াদির অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
দিন-রাতের পরীক্ষাসমূহের বিষয়াদির অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
এবং রাতে আগমনকারীর অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ
তবে যে রাতের বেলা কল্যাণ নিয়ে আসে, তাকে বাদে,	إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ
হে পরম দয়ালু!"	يَا رَحْمٰنُ

এর ফলে শয়তানদের আগুন নিভে যায় এবং আল্লাহ তাআলা তাদের পরাজিত করেন।'[১]

ইসতিগফার ও তাওবা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

"তোমরা নিজেদের রবের কাছে ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল।" (সূরা নূহ ৭১:১০)

وَتُوْبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করো, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা আন-নূর ২৪:৩১)

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا تُوْبُوْا إِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহর কাছে তাওবা করো, প্রকৃত তাওবা।" (সূরা আত-তাহরীম ৬৬:৮)

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

"আর যারা কখনও কোনও অশ্লীল কাজ করে ফেললে, অথবা কোনও গোনাহের কাজ করে নিজেদের উপর জুলুম করে বসলে, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কথা স্মরণ করে এবং তাঁর কাছে নিজেদের গোনাহের জন্য মাফ চায়—কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কে গোনাহ মাফ করতে পারেন—এবং জেনে বুঝে নিজেদের কৃতকর্মের উপর জোর দেয় না।" (সূরা আল ইমরান ৩:১৩৫)

[৩৭৩] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "শপথ আল্লাহর! আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে সত্তর বারের বেশি

---

[১] আহমাদ, ৩/৪১৯, হাসান।

ক্ষমাপ্রার্থনা ও তাওবা করি।" '[১]

[৩৭৪] আবূ বুরদা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবি ﷺ-এর সাহাবি আগার ﵁-কে ইবনু উমার ﵁-এর উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা করো (তাঁর দিকে ফিরে আসো); আমি প্রতিদিন তাঁর কাছে এক শ বার তাওবা করি।" '[২]

[৩৭৫] আগার মুযানি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "কখনও কখনও আমার অন্তর বেখেয়াল হয়ে পড়ে, আর (তাই) আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে এক শ বার ক্ষমাপ্রার্থনা করি।" '[৩]

[৩৭৬] নবি ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম যাইদ ﵁ থেকে বর্ণিত, 'তিনি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "যে-ব্যক্তি বলবে—

আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই,	أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ
যিনি ছাড়া অন্য কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ
যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী;	الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
আর আমি তাঁরই দিকে ফিরে আসছি।	وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

তাকে মাফ করে দেওয়া হবে, জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকলেও।" '[৪]

[৩৭৭] আমর ইবনু আবাসা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! এমন কোনও সময় আছে কি, যে সময় (আল্লাহ তাআলার) অধিক নিকটবর্তী হওয়া যায়, অথবা এমন কোনও সময় আছে কি, যে সময় আল্লাহর যিকর করা কাঙ্ক্ষিত?" নবি ﷺ বলেন, "হ্যাঁ, আল্লাহ বান্দার অধিক নিকটবর্তী হন শেষ রাতে। ওই সময় যারা আল্লাহ তাআলার যিকর করে, সম্ভব হলে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো, কারণ ওই সময়ের সালাতে ফেরেশতারা হাজির ও সাক্ষী থাকে; আর এ অবস্থা চলতে থাকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। সূর্য উদিত হয় শয়তানের দু' শিঙের মাঝখান দিয়ে, আর সেটি হলো কাফিরদের প্রার্থনার সময়; সুতরাং ওই সময় সালাত আদায় করবে না, যতক্ষণ না সূর্য এক বর্শা পরিমাণ উপরে ওঠবে এবং এর রশ্মি চলে যাবে।

এরপর দুপুরবেলা বর্শার ছায়া সমান হওয়ার আগ পর্যন্ত সালাত আদায় করা হলে, ফেরেশতারা তাতে হাজির ও সাক্ষী থাকে। ঠিক ওই সময় (অর্থাৎ ঠিক দুপুরবেলা) জাহান্নাম তীব্রভাবে প্রজ্জ্বলিত হয় এবং এর দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, সুতরাং ওই সময় সালাত আদায় করবে না, যতক্ষণ না তা ঢলে পড়ছে। এরপর সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সালাত আদায় করা হলে, ফেরেশতারা তাতে হাজির ও সাক্ষী থাকে। এরপর সূর্য অস্ত

---

[১] বুখারি, ৬৩০৭।
[২] আহমাদ, ৪/২৬০, সহীহ।
[৩] আহমাদ, ৪/২৬০, সহীহ।
[৪] তিরমিযি, ৩৫৭৭, হাসান।

যায় শয়তানের দু' শিঙের মাঝখান দিয়ে, আর সেটি হলো কাফিরদের প্রার্থনার সময়।" '[১]

[৩৭৮] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন সাজদায় থাকে, তখন সে তার রবের অধিক কাছাকাছি থাকে; সুতরাং (ওই সময়) তোমরা বেশি করে দুআ কোরো।" '[২]

[৩৭৯] আবূ মূসা আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা রাতের বেলা নিজের হাত বাড়িয়ে দেন, যে-ব্যক্তি দিনের বেলা গোনাহ করেছে তাকে মাফ করে দেওয়ার জন্য; আর দিনের বেলা নিজের হাত বাড়িয়ে দেন, যে-ব্যক্তি রাতের বেলা গোনাহ করেছে তাকে মাফ করে দেওয়ার জন্য। সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত, এ অবস্থা চলতে থাকবে।" '[৩]

[৩৮০] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার আগ পর্যন্ত, যে-ব্যক্তি তাওবা করবে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করবেন।" '[৪]

[৩৮১] ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করবেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যুর গড়গড় আওয়াজ শুরু হচ্ছে।" '[৫]

[৩৮২] আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর নবি ﷺ বলেন, "তোমাদের আগের লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যে নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছে। এরপর সে জানতে চায়, দুনিয়াবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম (বিদ্বান) কে? এক বুযুর্গ ব্যক্তিকে দেখিয়ে দেওয়া হলে, সে তার কাছে এসে বলে যে, সে নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছে। তার জন্য তাওবার কোনও রাস্তা খোলা আছে কি না। বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন, 'না!' ফলে সে তাকে হত্যা করে এক শ পূর্ণ করে।

এরপর সে জানতে চায়, দুনিয়াবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলিম (বিদ্বান) কে? এক বিদ্বানকে দেখিয়ে দেওয়া হলে, সে তার কাছে এসে বলে যে, সে নিরানব্বই জনকে হত্যা করেছে। তার জন্য তাওবার কোনও রাস্তা খোলা আছে কি না। বিদ্বান বলে, 'হ্যাঁ!' তার আর তাওবা করা ঠেকায় কে! 'তুমি অমুক অঞ্চলে চলে যাও; সেখানে কিছু লোক আল্লাহর দাসত্ব করছে; তাদের সঙ্গে তুমিও আল্লাহর দাসত্ব করো। তোমার এলাকায় আর ফিরে যেয়ো না, কারণ সেটি পাপের এলাকা।'

এ কথা শুনে সে রওয়ানা দেয়। অর্ধেক পথ যাওয়ার পর, তার মৃত্যু হয়। তখন তাকে নিয়ে রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতাদের মধ্যে তর্ক শুরু হয়ে যায়। রহমতের ফেরেশতারা বলেন, 'সে তাওবাকারী হিসেবে এসেছে; তার অন্তর ছিল আল্লাহর দিকে

---

[১] আবূ দাঊদ, ১২৭৭, সহীহ।
[২] মুসলিম, ৪৮২।
[৩] মুসলিম, ২৭৫৯।
[৪] মুসলিম, ২৭০৩।
[৫] তিরমিযি, ৩৫৩৭, হাসান গরীব।

ধাবিত।' আর আযাবের ফেরেশতারা বলেন, 'সে কখনও কোনও ভালো কাজ করেনি।'

এমন সময় এক ফেরেশতা মানুষের রূপ ধরে তাদের কাছে আসে। তাকে তাদের মাঝখানে রেখে সে বলে, 'দু' অঞ্চলের দূরত্ব মাপো; যেদিকে দূরত্ব কম হবে, তাকে ওই দিকের লোক হিসেবে গণ্য করা হবে।' তারা মেপে দেখেন, সে যে-অঞ্চলে যেতে চেয়েছিল, ওই অঞ্চলের দূরত্ব কম। ফলে তাকে রহমতের ফেরেশতারা নিয়ে নেয়।" '

একটি বর্ণনায় আছে, "(মৃত্যুর সময়) সে তার বুক (ওই অঞ্চলের দিকে) ঘুরিয়ে নিয়েছিল। তাকে নিয়ে রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতাদের মধ্যে তর্ক শুরু হয়। (মেপে) দেখা গেল, সৎ লোকদের অঞ্চলের দূরত্ব ছিল (খারাপ লোকদের এলাকার তুলনায়) এক বিঘত কম। ফলে তাকে ওই এলাকার বাসিন্দা হিসেবে গণ্য করা হয়।"

অন্য এক বর্ণনা মতে, "(সে যে-এলাকা থেকে রওয়ানা দিয়েছে) আল্লাহ এই এলাকাকে নির্দেশ দেন—'দূরে সরে যাও!' আর ওই এলাকাকে নির্দেশ দেন—'কাছে চলে আসো!' "[১]

[৩৮৩] হারিস ইবনু সুওয়াইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ আমাদের কাছে দুটি হাদীস বর্ণনা করেছেন: একটি নবি ﷺ-এর, আর অপরটি নিজের পক্ষ থেকে।

তিনি বলেন, "মুমিনের দৃষ্টিতে তার গোনাহগুলোর উদাহরণ হলো—যেন সে একটি পাহাড়ের নিচে বসে আছে; তার প্রবল আশঙ্কা হচ্ছে, ওই পাহাড়টি তার উপর ধ্বসে পড়বে। আর খারাপ লোকের দৃষ্টিতে তার গোনাহের উদাহরণ হলো—যেন একটি মাছি, যা তার নাকের উপর দিয়ে এভাবে উড়ে গেল।"

এরপর তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি এক জায়গায় যাত্রাবিরতি দিল। বিপদ-মুসিবতের জন্য জায়গাটি ছিল অত্যন্ত কুখ্যাত। লোকটির সঙ্গে আছে তার বাহন; আর এর উপর আছে তার খাবার ও পানীয়। একপর্যায়ে সে মাথা নামিয়ে কিছুক্ষণ ঘুমায়। ঘুম থেকে উঠে দেখে, তার বাহনটি উধাও! একপর্যায়ে প্রচণ্ড উত্তাপ ও পিপাসা—অথবা আল্লাহ যা চেয়েছেন তা—তাকে কঠোরভাবে আক্রান্ত করে। সে বলে, 'আমি আমার জায়গায় ফিরে যাই।' এরপর সে ফিরে এসে কিছুক্ষণ ঘুমায়। তারপর মাথা উঠিয়ে দেখে, বাহনটি তার পাশে হাজির! এ অবস্থায় লোকটি যতটা খুশি হয়, কোনও বান্দা তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে এলে, আল্লাহ তার প্রতি এর চেয়ে বেশি খুশি হন!" '[২]

[৩৮৪] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ মরুভূমিতে হারিয়ে-যাওয়া উট ফিরে পেলে যতটা খুশি হয়, বান্দা তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে এলে, আল্লাহ তার প্রতি এর চেয়ে বেশি খুশি হন।" '[৩]

---

[১] বুখারি, ৩৪৭০।
[২] বুখারি, ৬৩০৮।
[৩] বুখারি, ৬৩০৯।

শয়তানের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য কিছু করণীয়

[৩৮৫] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "সন্ধ্যার পরপর অথবা সন্ধ্যা-বেলা তোমরা তোমাদের শিশুদের আগলে রেখো, কারণ শয়তানরা তখন ছড়িয়ে পড়ে। ঘণ্টাখানেক রাত অতিক্রান্ত হলে, শিশুদের ছেড়ে দিয়ো; তবে আল্লাহর নাম নিয়ে দরজাগুলো বন্ধ কোরো, কারণ (আল্লাহর নাম নিয়ে) যে-দরজা বন্ধ করা হয়, শয়তান তা খুলতে পারে না। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার হাঁড়িপাতিল ও পানপাত্রগুলো ঢেকে রেখো; (পুরোপুরি ঢাকার জন্য কিছু না পেলে) অন্তত সেসবের উপর কিছু একটা দিয়ে রেখো; আর (ঘুমানোর আগে) তোমাদের বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়ো।" '[১]

[১] বুখারি, ৩২৮০।

দ্বিতীয় পর্ব: দুআ

দুআ: কুরআন-সুন্নাহ'র বিবরণী

প্রথম অধ্যায়: দুআর মর্মকথা ও প্রকারভেদ

দুআর মর্মকথা

দুআ শব্দের আভিধানিক অর্থ 'চাওয়া' ও 'প্রার্থনা করা'। আমি আল্লাহর কাছে দুআ করেছি মানে আমি তার কাছে-থাকা কল্যাণ প্রার্থনা করেছি। কারও জন্য দুআ করা মানে তার কল্যাণ কামনা করা, আর কারও জন্য বদদুআ করার অর্থ হলো তার অনিষ্ট কামনা করা।

পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ থেকে দুআ হলো, রবের কাছে বান্দার চাওয়া। কখনও কখনও এটি আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা ঘোষণা, প্রশংসা বর্ণনা ও অনুরূপ কাজের ক্ষেত্রেও দুআ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যিকর বা আল্লাহকে স্মরণ করার একটি ধরন হলো দুআ, কারণ যিকর তিন ধরনের:

১. আল্লাহর নাম, গুণাবলি ও সেসবের অর্থ স্মরণ করা এবং এগুলোর মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করা, তাঁর একত্বের ঘোষণা দেওয়া এবং অশোভন জিনিস থেকে তাঁকে পবিত্র ঘোষণা করা; এর আবার দুটি ধরন রয়েছে:

- যিকরকারীর পক্ষ থেকে আল্লাহ তাআলার প্রশংসাবাণী উচ্চারণ—আর এ ধরনটি উল্লেখ করা হয়েছে বিভিন্ন হাদীসে—যেমন: সুবহানাল্লাহ, ওয়াল-হামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার।
- আল্লাহ তাআলার নাম ও গুণাবলি সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ করা, যেমন—আল্লাহ তাআলা সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান; কোনও ব্যক্তি তার হারিয়ে-যাওয়া বাহন খুঁজে পেয়ে যতটা খুশি হয়, আল্লাহ তার বান্দার তাওবায় এর চেয়ে বেশি খুশি হন; তিনি তাঁর বান্দাদের (উচ্চারিত) শব্দাবলি শুনেন, তাদের চলাফেরা দেখেন, তাদের কোনও আমল তাঁর কাছে গোপন নয়; তিনি বান্দার প্রতি তার পিতা-মাতার চেয়ে বেশি সদয়।

২. (আল্লাহ তাআলার) আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম ও তাঁর বিধানাবলি স্মরণ করে আদিষ্ট বিষয় পালন করা, নিষিদ্ধ জিনিস বর্জন করা, হারামকে হারাম আর হালালকে হালাল হিসেবে কার্যকর করা। এটিও দু' ধরনের:

- উপরিউক্ত বিষয়াদি এভাবে স্মরণ করা যে—তিনি এ কাজের আদেশ দিয়েছেন, এ কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তিনি এ কাজ পছন্দ করেন, এ কাজ তাঁর অপছন্দ এবং এ কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন।
- আদিষ্ট কাজ করার সময় তাঁকে স্মরণ করা, যাতে ওই কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায় এবং নিষিদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে তাঁকে স্মরণ করা, যাতে ওই কাজ

পরিত্যাগ করা যায়।

৩. আল্লাহ্ তাআলার দান, অনুগ্রহ ও দয়ার কথা স্মরণ করা। এটিও সর্বোত্তম প্রকৃতির যিকরের একটি ধরন।

যিকরকে আরও তিনভাগে ভাগ করা যায়:

১. অন্তর ও জিহ্বাকে একসঙ্গে কাজে লাগিয়ে যিকর করা; এটি হলো যিকরের সর্বোচ্চ ধরন।
২. কেবল অন্তর দিয়ে যিকর করা; এটি দ্বিতীয় স্তরের যিকর।
৩. কেবল জিহ্বা দিয়ে যিকর করা; এটি তৃতীয় স্তরের যিকর।[১]

যিকর বা আল্লাহর স্মরণের মর্মকথা

যিকরের মূলকথা হলো, গাফিলতি ও ভুলে-যাওয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করা। মানুষ ইচ্ছে করে (আল্লাহর বিধান) লঙ্ঘন করলে, তাকে বলা হয় গাফিলতি; আর অনিচ্ছাকৃত লঙ্ঘনকে বলা হয় ভুল।

যিকরের তিনটি স্তর আছে:

১. **প্রকাশ্য যিকর:**
   - আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা বর্ণনা করা, যেমন—

আল্লাহ্ ত্রুটিমুক্ত;	سُبْحَانَ اللهِ
প্রশংসা সবই আল্লাহর;	وَالْحَمْدُ لِلهِ
আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।	وَاللهُ أَكْبَرُ

   - অথবা, কোনও দুআ পাঠ করা, যেমন—

হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি;	رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا
তুমি যদি আমাদের ক্ষমা ও দয়া না করো,	وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
তা হলে আমরা নির্ঘাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।[২]	لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ

   - আল্লাহ্ তাআলার নজরদারিকে স্মরণ করা, যেমন—আল্লাহ্ আমার সঙ্গে আছেন; তিনি আমাকে দেখছেন; তিনি আমার সাক্ষী ইত্যাদি যেসব কথার মাধ্যমে আল্লাহর সামনে বান্দার হাজির থাকার বিষয়টি পোক্ত হয়। এসবের উদ্দেশ্য হলো—কলবের কল্যাণ সাধন করা, আল্লাহর সঙ্গে আদব বজায় রাখা,

---

[১] ইবনুল কাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন, ২/৪৩০, ১/২৩; আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব, ১৭৮–১৮১।
[২] সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৩।

গাফিলতি থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা এবং শয়তান ও নিজের অনিষ্টের মোকাবিলায় আল্লাহর আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরা।

নবি ﷺ যেসব যিকর শিখিয়েছেন, তার মধ্যে উপরিউক্ত তিনটি প্রকারই বিদ্যমান; কারণ সেসব যিকরের মধ্যে আছে আল্লাহর প্রশংসা ও আল্লাহর কাছে নিজের আকুতি পেশ। এর মধ্যে আল্লাহ তাআলার পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধান, কলবের কল্যাণ, গাফিলতি পরিহার এবং শয়তানের কুমন্ত্রণার বিপরীতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় খোঁজার অর্থও বিদ্যমান রয়েছে।

২. **অপ্রকাশ্য যিকর:** অর্থাৎ শুধু কলবের মাধ্যমে যিকর করা, গাফিলতি ও বিস্মৃতি থেকে নিজেকে মুক্ত করা, কলব ও আল্লাহ তাআলার মাঝখানে যেসব অন্তরাল আছে সেগুলো দূর করা এবং আত্মিকভাবে আল্লাহর সামনে নিজেকে এমনভাবে হাজির করা, যেন সে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে।

৩. **প্রকৃত যিকর:** অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বান্দার স্মরণ; আল্লাহ বলেন—

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

"তোমরা আমাকে স্মরণ করো, তা হলে আমি তোমাদের স্মরণ করব; আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আমার অবাধ্য হয়ো না।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:১৫২)

[৩৮৬] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন: "আল্লাহ তাআলা বলেন—'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে, আমি তেমনই; যখন সে আমাকে স্মরণ করে, তখন আমি তার সঙ্গে থাকি; সে যদি আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি; সে যদি আমাকে কোনও জমায়েতে স্মরণ করে, আমি তাকে তাদের চেয়ে উত্তম জমায়েতে স্মরণ করি; সে যদি আমার দিকে এক বিঘত পরিমাণ এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে এক হাত পরিমাণ এগিয়ে যাই; সে যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে প্রসারিত বাহু পরিমাণ এগিয়ে যাই; আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাই।"[১]

দুআর প্রকারভেদ

ইবাদাতরূপী দুআ

অর্থাৎ ভালো কাজের মাধ্যমে সাওয়াব কামনা করা, যেমন—কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করা এবং তার দাবি অনুসারে কাজ করা, সালাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জ, কুরবানি ও মানত করা। এসব ইবাদাতের কয়েকটিতে মুখের দুআর পাশাপাশি কাজের মাধ্যমেও দুআ আছে, যেমন সালাত।

যে-ব্যক্তি এসব ইবাদাত এবং এ ধরনের কাজ-নির্ভর অন্যান্য ইবাদাত আদায় করে, সে মূলত তার রবের কাছে দুআ করে, কাজের মাধ্যমে সে চায় তার রব তাকে ক্ষমা করে

[১] বুখারি, ৭৪০৫।

দিক। মোটকথা, আল্লাহর কাছ থেকে সাওয়াবের আশা ও তাঁর শাস্তির ভয়কে সামনে রেখে, সে আল্লাহর ইবাদাত করে।

এ ধরনের দুআ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও কাছে করা যায় না; যে-ব্যক্তি এসবের কোনও কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য নির্ধারণ করে, সে মূলত বিরাট বড় কুফরে লিপ্ত হয়, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ প্রযোজ্য:[১]

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"তোমাদের রব বলেন—আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যেসব মানুষ গর্বের কারণে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা গাফির ৪০:৬০)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"বলো—আমার সালাত, আমার ইবাদাতের সমস্ত কার্যক্রম, আমার জীবন ও মৃত্যু সবকিছু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্য, যার কোনও শরীক নেই। এরই নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং সবার আগে আমিই আনুগত্যের শির নতকারী।" (সূরা আল-আনআম ৬:১৬২–১৬৩)

যাচনা-রূপী দুআ

অর্থাৎ কোনও কিছু চাওয়া, যা প্রার্থীর উপকারে আসবে অথবা তার কোনও অনিষ্ট দূর করবে; অভাব, অভিযোগ ও অনুযোগ পেশ করা। এর বিস্তৃত বিধান নিচে তুলে ধরা হলো:

(ক) আল্লাহর এক বান্দার পক্ষ থেকে অনুরূপ আরেক বান্দার কাছে কিছু চাওয়া, যে জীবিত এবং ওই বস্তু দেওয়ার ক্ষমতা রাখে; এরূপ দুআ বা চাওয়ার মধ্যে অসুবিধার কিছু নেই, যেমন আপনি কাউকে বললেন—আমাকে পানি পান করাও, অথবা ওহে! আমাকে একটু খাবার দাও।

[৩৮৭] এ জন্য নবি ﷺ বলেছেন, "যে-ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে চায়, তাকে দাও; যে আল্লাহর নামে আশ্রয় চায়, তাকে আশ্রয় দাও; যে তোমাদের ডাকে, তার ডাকে সাড়া দাও; যে তোমাদের কল্যাণ করে, তার বদলা দাও; আর যদি বদলা দেওয়ার মতো কোনও কিছু না থাকে, তা হলে তার জন্য দুআ করতে থাকো, যতক্ষণ না তোমাদের মনে হবে যে, তোমরা তার যথার্থ বদলা দিয়েছ।"[২]

---

[১] দেখুন: ফাতহুল মাজীদ, ১৮০।
[২] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ২১৬, সহীহ।

(খ) কোনও মাখলূককে ডাকা এবং তার কাছে এমন কিছু চাওয়া যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না। যে-ব্যক্তি এ কাজ করে, সে কাফির-মুশরিক, যার কাছে চাওয়া হলো সে হোক জীবিত বা মৃত, উপস্থিত কিংবা অনুপস্থিত, যেমন কেউ বলল—ওহে মনিব আমার, আমার রোগ ভালো করে দাও; আমার হারানো জিনিস ফেরত দাও; আমাকে মদদ দাও; আমাকে সন্তান দাও ইত্যাদি। এটি বড় ধরনের কুফর, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

"যদি আল্লাহ তোমার কোনও ক্ষতি করেন, তা হলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই, যে তোমাকে ওই ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে; তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।" (সূরা আল-আনআম ৬:১৭)

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّـهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾

"আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কোনও সত্তাকে ডেকো না, যে তোমার না কোনও উপকার করতে পারে, আর না কোনও ক্ষতি। যদি তুমি এমনটি করো, তা হলে জালিমদের দলভুক্ত হবে। যদি আল্লাহ তোমাকে কোনও বিপদে ফেলেন, তা হলে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই যে, এ বিপদ দূর করতে পারে। আর যদি তিনি তোমার কোনও মঙ্গল চান, তা হলে তার অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে থেকে যাকে চান অনুগ্রহ করেন এবং তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।" (সূরা ইউনুস ১০:১০৬–১০৭)

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّـهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾

"তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকো, তারা তো তোমাদের মতই বান্দা। তাদের কাছে দুআ চেয়ে দেখো—তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা যদি সত্য হয়ে থাকে—তবে তারা তোমাদের দুআয় সাড়া দিক।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৯৪)

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٧﴾

"অন্যদিকে তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ডাকো, তারা তোমাদেরও সাহায্য করতে পারে না এবং নিজেরাও নিজেদের সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৯৭)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّـهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ

عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ۚ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾

"আর মানুষের মধ্যে এমনও কেউ আছে, যে এক কিনারায় দাঁড়িয়ে আল্লাহর উপাসনা করে, যদি তাতে তার উপকার হয় তা হলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, আর যদি কোনও বিপদ আসে তা হলে পিছনের দিকে ফিরে যায়; তার দুনিয়াও গেল, আখিরাতও গেল; এ হচ্ছে সুস্পষ্ট ক্ষতি। তারপর সে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের ডাকে, যারা তার না ক্ষতি করতে পারে, আর না উপকার; এ হচ্ছে ভ্রষ্টতার চূড়ান্ত। সে তাদের ডাকে, যাদের ক্ষতি তাদের উপকারের চাইতে নিকটতর; নিকৃষ্ট তার অভিভাবক এবং নিকৃষ্ট তার সহযোগী!" (সূরা আল-হাজ্জ ২২:১১–১৩)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾

"হে লোকেরা! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে শোনো। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যকে তোমরা ডাকো, তারা সবাই মিলে একটি মাছি সৃষ্টি করতে চাইলেও করতে পারবে না। বরং যদি মাছি তাদের কাছ থেকে কোনও জিনিস ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তা হলে তারা তা ছাড়িয়েও নিতে পারবে না; সাহায্য-প্রার্থীও দুর্বল এবং যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে সেও দুর্বল। তারা আল্লাহর কদরই বুঝল না, যেমন তা বোঝা উচিত। আসল ব্যাপার হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহই শক্তিমান ও মর্যাদাসম্পন্ন।" (সূরা আল-হাজ্জ ২২:৭৩–৭৪)

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۖ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

"যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে পৃষ্ঠপোষক বানিয়ে নিয়েছে, তাদের দৃষ্টান্ত হলো মাকড়সা। সে নিজের একটি ঘর তৈরি করে, আর সব ঘরের চেয়ে বেশি দুর্বল হয় মাকড়সার ঘর। হায় যদি এরা জানত! এরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে জিনিসকেই ডাকে, আল্লাহ তাকে খুব ভালোভাবেই জানেন এবং তিনিই পরাক্রান্ত ও জ্ঞানী। মানুষকে উপদেশ দেওয়ার জন্য আমি এ দৃষ্টান্তগুলো দিয়েছি, কিন্তু এগুলো একমাত্র তারাই বুঝে যারা জ্ঞান সম্পন্ন।" (সূরা আল-আনকাবূত ২৯:৪১–৪৩)

قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُوا الْحَقَّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿٢٣﴾

"বলো, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব মাবুদকে তোমরা নিজেদের উপাস্য মনে করে নিয়েছ, তাদেরকে ডেকে দেখো। তারা না আকাশে কোনও অণু পরিমাণ জিনিসের মালিক, না পৃথিবীতে। আকাশ ও পৃথিবীর মালিকানায় তারা শরীকও নয়। তাদের কেউ আল্লাহর সাহায্যকারীও নয়। আর যে-ব্যক্তির জন্য আল্লাহ শাফাআত করার অনুমতি দিয়েছেন, আল্লাহর কাছে তার জন্য ছাড়া আর কারও জন্য কোনও শাফাআত উপকারী হতে পারে না। এমনকি যখন মানুষের মন থেকে আশঙ্কা দূর হয়ে যাবে, তখন তারা (সুপারিশকারীদের) জিজ্ঞেস করবে, তোমাদের রব কী জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, ঠিক জবাব পাওয়া গেছে এবং তিনি উচ্চতম মর্যাদা সম্পন্ন ও শ্রেষ্ঠতম।" (সূরা সাবা ৩৪:২২-২৩)

يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾

"তিনি দিনের মধ্যে রাতকে এবং রাতের মধ্যে দিনকে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে আসেন। চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি অনুগত করে রেখেছেন। এসব কিছু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলে যাচ্ছে। এ আল্লাহই তোমাদের রব, রাজত্ব তাঁরই। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাকছো, তারা তো খেজুরের আঁটির গায়ে জড়ানো পাতলা আবরণের অধিকারীও নয়। তাদেরকে ডাকলে তারা তোমাদের ডাক শুনতে পারে না এবং শুনলেও তোমাদের কোনও জবাব দিতে পারে না। এবং কিয়ামাতের দিন তারা তোমাদের শিরক অস্বীকার করবে। একজন সর্বজ্ঞ ছাড়া কেউ তোমাকে প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে এমন সঠিক খবর দিতে পারে না।" (সূরা ফাতির ৩৫:১৩-১৪)

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾

"সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট কে, যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তাকে ডাকে, যারা কিয়ামাত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে সক্ষম নয়। এমনকি আহ্বানকারী যে তাকে আহ্বান করছে, সে বিষয়েও সে অজ্ঞ। যখন সমস্ত মানুষকে সমবেত করা হবে, তখন তারা নিজেদের আহ্বানকারীর দুশমন হয়ে যাবে এবং ইবাদাতকারীদের অস্বীকার করবে।" (সূরা আল-আহকাফ ৪৬:৫-৬)

যে-ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে অলৌকিক সাহায্য চায়, অথবা আল্লাহ ছাড়া

অন্য কাউকে ইবাদাতের রূপে ডাকে, কিংবা যাচনার রূপে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও কাছে এমন জিনিস চায়, যা কেবল আল্লাহই দিতে পারেন—ওই ব্যক্তি মুশরিক-মুরতাদ, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۖ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٢﴾

"নিঃসন্দেহে তারা কুফরি করেছে যারা বলেছে, মারইয়াম পুত্র মসীহ্ই আল্লাহ। অথচ মসীহ্ বলেছেন, হে বানূ ইসরাঈল! আল্লাহর গোলামি করো, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব! যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে, তার উপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর এ ধরনের জালিমদের কোনও সাহায্যকারী নেই।" (সূরা আল-মা'ইদাহ্ ৫:৭২)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾

"আল্লাহ শিরকের গোনাহ্ মাফ করবেন না। এ ছাড়া আর যাবতীয় গোনাহ্ তিনি যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে-ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকে শরীক করে, সে গোমরাহির মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।" (সূরা আন-নিসা ৪:১১৬)

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾

"কাজেই আল্লাহর পাশাপাশি অন্য কোনও মনিবকে ডেকো না, নয়তো তুমিও শাস্তি লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা আশ-শুআরা ২৬:২১৩)

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾

"তোমার কাছে এবং তোমার আগের নবিদের কাছে এ ওহি পাঠানো হয়েছে যে, যদি তুমি শিরকে লিপ্ত হও, তা হলে তোমার আমল ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে। অতএব, তুমি শুধু আল্লাহরই গোলামি করো এবং তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও।" (সূরা আয-যুমার ৩৯:৬৫–৬৬)

ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾

"এটি হচ্ছে আল্লাহর হিদায়াত, নিজের বান্দাদের মধ্য থেকে তিনি যাকে চান তাকে এর সাহায্যে হিদায়াত দান করেন। কিন্তু যদি তারা কোনও শির্ক করে থাকত, তা হলে তাদের সমস্ত কৃতকর্ম ধ্বংস হয়ে যেত।" (সূরা আল-আনআম ৬:৮৮)

দ্বিতীয় অধ্যায়: দুআর মহত্ত্ব

দুআর মহত্ত্ব প্রসঙ্গে অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। কিছু নিচে উল্লেখ করা হলো। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

"আমার বান্দারা যদি তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তা হলে (তাদের বলে দিয়ো) আমি তাদের কাছেই আছি। যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনি এবং জবাব দিই, কাজেই তাদের উচিত আমার আহ্বানে সাড়া দেওয়া এবং আমার উপর ঈমান আনা; (একথা তুমি তাদের শুনিয়ে দাও) হয়তো তারা সত্য-সরল পথের সন্ধান পাবে।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:১৮৬)

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"তোমাদের রব বলেন—আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যেসব মানুষ গর্বের কারণে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা গাফির ৪০:৬০)

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"তোমাদের রবকে ডাকো কান্নাজড়িত কণ্ঠে ও চুপে চুপে। অবশ্যই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। দুনিয়ায় সুস্থ পরিবেশ বহাল করার পর আর সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আল্লাহকেই ডাকো ভীতি ও আশা-সহকারে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীল লোকদের নিকটবর্তী।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:৫৫–৫৬)

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

"দ্বীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকে ডাকো, তোমাদের এ কাজ কাফিরদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।" (সূরা গাফির ৪০:১৪)

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾

"তিনি চিরঞ্জীব। তিনি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই। তোমাদের দ্বীন তাঁর জন্য নিবেদিত করে তাঁকেই ডাকো। গোটা সৃষ্টি জগতের রব আল্লাহর জন্যই সব প্রশংসা।" (সূরা গাফির ৪০:৬৫)

[৩৮৮] নু'মান ইবনু বাশীর ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "দুআ-ই হলো ইবাদাত।" এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন—

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

"তোমাদের রব বলেন—আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যেসব মানুষ গর্বের কারণে আমার দাসত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সূরা গাফির ৪০:৬০)'[১]

[৩৮৯] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহর কাছে দুআর চেয়ে অধিক সম্মানযোগ্য আর কিছুই নেই।" '[২]

[৩৯০] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হন।" '[৩] এক ব্যক্তি আবৃত্তি করেছেন:

لَا تَسْأَلَنَّ بُنَيَّ آدَمَ حَاجَةً ۞ وَسَلِ الَّذِيْ أَبْوَابُهُ لَا تُحْجَبُ

اَللّٰهُ يَغْضَبُ إِنْ تَرَكْتَ سُؤَالَهُ ۞ وَبُنَيَّ آدَمَ حِيْنَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ

মানুষের কাছে কিছু চেয়ো না তাঁর কাছে চাও, যার দুয়ারে দারোয়ান নেই;
না চাইলে আল্লাহ রাগান্বিত হন আর মানুষের কাছে চাইলে সে রেগে যায়।

[৩৯১] আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "কোনও মুসলিম যদি আল্লাহর কাছে এমন দুআ করে, যার মধ্যে কোনও পাপ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের বিষয় নেই, তা হলে আল্লাহ তাকে তিনটির যে কোনও একটি অবশ্যই দেবেন: (১) হয় দ্রুত তাকে তার দুআর ফল দেওয়া হবে, অথবা (২) এটিকে তার আখিরাতের জন্য জমা রাখা হবে, নতুবা (৩) তার কাছ থেকে অনুরূপ কোনও অনিষ্ট দূর করে দেওয়া হবে।" (এ কথা শুনে) সাহাবিগণ বলেন, "তা হলে আমরা বেশি বেশি দুআ করব!" নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহর দয়া তোমাদের দুআর চেয়ে অনেক বেশি!" '[৪]

[৩৯২] সালমান ফারিসি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের রব লাজুক ও মহানুভব; তাঁর বান্দা যখন তাঁর কাছে দু' হাত তোলে, তখন তিনি হাত দুটিকে খালি অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।" '[৫]

নিন্দিত জিনিস প্রতিরোধ করে কাঙ্ক্ষিত জিনিস লাভের জন্য, দুআ হলো অন্যতম

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭১৪, সহীহ।
[২] তিরমিযি, ২৩৭০, হাসান গরীব।
[৩] তিরমিযি, ২৩৭০, হাসান গরীব।
[৪] আহমাদ, ৩/১৮, ১১১৩৩, ইসনাদটি সহীহ।
[৫] আবূ দাউদ, ১৪৮৮, সামগ্রিকভাবে হাসান।

শক্তিশালী উপায়, অন্যতম উপকারী ঔষধ; এটি বিপদ-মুসিবতের শত্রু; এটি বিপদ প্রতিরোধ ও উপশম করে, মুসিবত ঠেকিয়ে রাখে ও অপসারণ করে; আর বিপদ-মুসিবত একান্ত এসে গেলে, দুআ সেটিকে সহজ করে দেয়; দুআ হলো মুমিনের মোক্ষম হাতিয়ার। দুআর সঙ্গে বিপদ-মুসিবতের সম্পর্ক তিন ধরনের:

১. দুআ মুসিবতের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, এ ক্ষেত্রে এটি তা প্রতিরোধ করে;
২. যখন দুআ মুসিবতের চেয়ে দুর্বল হয়, তখন উভয়ের মধ্যে লড়াই হওয়ার পরই কেবল ব্যক্তিকে তা স্পর্শ করে, আর ততক্ষণে মুসিবত অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে;
৩. দুটিই সমান শক্তিশালী, ফলে উভয়ের মধ্যে লড়াই চলতে থাকে, আর তাতে ব্যক্তি থাকে নিরাপদ।

[৩৯৩] ইবনু উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-মুসিবত এসে গিয়েছে, আর যা এখনও আসেনি—উভয়টির ক্ষেত্রেই দুআ অত্যন্ত উপকারী; সুতরাং আল্লাহর বান্দারা, তোমরা দুআকে আঁকড়ে ধরো।" '[১]

[৩৯৪] সালমান ফারিসি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "কেবল দুআই পারে তাকদীরের লিখন বদলে দিতে আর কেবল সদাচরণই পারে আয়ু বৃদ্ধি করতে।" '[২]

তৃতীয় অধ্যায়: দুআ কবুলের শর্ত ও যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না

দুআ ও আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া হলো অস্ত্রের মতো—যার কার্যকারিতা নির্ভর করে অস্ত্র-চালনাকারীর উপর, নিছক অস্ত্রের ধারের উপর নয়। যখন অস্ত্র হবে পরিপূর্ণ ও নিখুঁত, বাহু হবে শক্তিশালী আর প্রতিবন্ধকতা থাকবে অনুপস্থিত, সেখানেই অস্ত্র দিয়ে শত্রুর উপর মোক্ষম আঘাত হানা সম্ভব; আর যেখানে এ তিনটি বৈশিষ্ট্যের কোনও একটির কমতি থাকবে, সেখানে অস্ত্রের প্রভাবও থাকবে কম। তাই, দুআ যদি নিজেই অক্ষম হয়, অথবা দুআকারী যদি তার অন্তর ও জিহ্বাকে একাত্ম করতে না পারে, কিংবা যদি দুআ কবুলের ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবন্ধকতা থাকে—তা হলে দুআর কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না।[৩] দুআ কবুল হওয়ার জন্য কী কী শর্ত আছে আর কী কী জিনিস দুআ কবুলের সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে—তা পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হলো।

দুআ কবুলের শর্তাবলি

আভিধানিকভাবে শর্ত মানে নিদর্শন বা আলামত। পারিভাষিকভাবে, শর্ত হলো এমন বিষয় যার অনুপস্থিতিতে একটি বস্তুকে নেই বলে মনে করা হয়। দুআ কবুলের জন্য সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তাবলি নিচে উল্লেখ করা হলো:

---

[১] তিরমিযি, ৩৫৪৮, গরীব।
[২] তিরমিযি, ২১৩৯, হাসান গরীব।
[৩] ইবনুল কাইয়িম, আল-জাওয়াবুল কাফী, ৩৬, দারুল কিতাবিল আরাবি, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরি।

প্রথম শর্ত: ইখলাস বা একনিষ্ঠতা

অর্থাৎ দুআ ও আমলকে সব ধরনের ত্রুটি থেকে মুক্ত রাখা, পুরোটাই একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া, তাতে কোনও শির্‌ক না থাকা, মানুষকে দেখানো বা শোনানোর বিষয় না থাকা, ভঙ্গুর বস্তু না চাওয়া, তাতে কোনও ভণ্ডামি না থাকা, বরং বান্দা (এর মাধ্যমে) আল্লাহর কাছে সাওয়াব প্রত্যাশা করবে, তাঁর শাস্তিকে ভয় পাবে এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠবে।

ইখলাসের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর মহিমান্বিত গ্রন্থে বলেন—

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾

"তাদের বলে দাও—আমার রব তো সততা ও ইনসাফের হুকুম দিয়েছেন। তাঁর হুকুম হচ্ছে, প্রত্যেক ইবাদাতে নিজের লক্ষ্য ঠিক রাখো এবং নিজের দ্বীনকে একান্তভাবে তাঁর জন্য করে নিয়ে তাঁকেই ডাকো। যেভাবে তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের আবার সৃষ্টি করা হবে।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৯)

فَادْعُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١٤﴾

"দীনকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে তাঁকে ডাকো, তোমাদের এ কাজ কাফিরদের কাছে যতই অসহনীয় হোক না কেন।" (সূরা গাফির ৪০:১৪)

أَلَا لِلَّـهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّـهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّـهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّـهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾

"সাবধান! একনিষ্ঠ ইবাদাত কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে, (আর নিজেদের এ কাজের কারণ হিসেবে বলে যে,) আমরা তো তাদের ইবাদাত করি শুধু এই কারণে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবে। আল্লাহ নিশ্চিতভাবেই তাদের মধ্যকার সেসব বিষয়ের ফায়সালা করে দেবেন, যা নিয়ে তারা মতভেদ করছিলো। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করেন না, যে মিথ্যাবাদী ও হক অস্বীকারকারী।" (সূরা আয-যুমার ৩৯:৩)

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّـهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

"তাদেরকে তো এ ছাড়া আর কোনও হুকুম দেওয়া হয়নি যে, তারা নিজেদের দ্বীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদাত করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, এটিই যথার্থ সত্য ও সঠিক দ্বীন।" (সূরা আল-বাইয়িনাহ ৯৮:৫)

[৩৯৫] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ছিলাম নবি ﷺ-এর পেছনে। তখন তিনি বলেন, "এই ছেলে! আমি তোমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিচ্ছি: আল্লাহকে স্মরণে রেখো, তিনি তোমাকে সুরক্ষা দেবেন; আল্লাহকে স্মরণে রেখো, তা হলে তুমি তাঁকে পাবে তোমার প্রতি মনোনিবেশকারী হিসেবে; কিছু চাইলে, আল্লাহর কাছে চেয়ো; আর সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ো। ভালো করে জেনে রেখো—সবাই মিলে তোমার কোনও কল্যাণ করতে চাইলে, তারা তা পারবে না, কেবল তা-ই হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন; আবার সবাই মিলে তোমার কোনও ক্ষতি করতে চাইলে, তারা তা পারবে না, কেবল তা-ই হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন; কলম তুলে নেওয়া হয়েছে আর সহীফাগুলো(র কালি) শুকিয়ে গিয়েছে!" '[১]

আল্লাহর কাছে চাওয়ার মানে তাঁর কাছে দুআ করা ও তাঁর কাছে আকুতি পেশ করা, যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّـهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"আর যা-কিছু আল্লাহ তোমাদের কাউকে অন্যদের মোকাবিলায় বেশি দিয়েছেন, তার আকাঙ্ক্ষা করো না। যা-কিছু পুরুষেরা উপার্জন করেছে, তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী। আর যা-কিছু মেয়েরা উপার্জন করেছে, তাদের অংশ হবে সেই অনুযায়ী। হ্যাঁ, আল্লাহর কাছে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহের জন্য দুআ করতে থাকো। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত জিনিসের জ্ঞান রাখেন।" (সূরা আন-নিসা ৪:৩২)

দ্বিতীয় শর্ত: শারীআর আনুগত্য

এটি সকল ইবাদাতের ক্ষেত্রেই শর্ত; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـٰهُكُمْ إِلَـٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾

"বলো—আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো, আমার প্রতি ওহি করা হয় এ মর্মে যে, এক আল্লাহ তোমাদের ইলাহ; কাজেই যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী, তার সৎকাজ করা উচিত এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে নিজের রবের সঙ্গে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।" (সূরা আল-কাহ্ফ ১৮:১১০)

সৎকাজ বলতে ওই কাজকে বোঝানো হয়, যা আল্লাহ তাআলার শারীআর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং যার উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা। তাই দুআ ও আমল উভয়টি হতে হবে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর শারীআর মানদণ্ডে

[১] তিরমিযি, ২৫১৬, হাসান সহীহ।

উত্তীর্ণ।[১] তাই, ফুদাইল ইবনু ইয়াদ ﷺ নিচের আয়াতের তাফসীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন—

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝٢

"অতি মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে (সমগ্র বিশ্ব-জাহানের) কর্তৃত্ব। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন। কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।" (সূরা আল-মুলক ৬৭:১–২)

ফুদাইল ﷺ বলেন, 'কাজের দিক দিয়ে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম'-এর মানে কার কাজ অধিক একনিষ্ঠ ও সঠিক। লোকজন বলল, 'আবূ আলি! অধিক একনিষ্ঠ ও সঠিক কাজ কোনটি?' ফুদাইল ﷺ বলেন, "যদি আমল হয় একনিষ্ঠ, কিন্তু তা সঠিক হলো না, তা হলে তা কবুল হবে না; আবার আমল হলো সঠিক, কিন্তু তা একনিষ্ঠ নয়, সেটিও কবুল হবে না; কবুল হওয়ার জন্য তা একনিষ্ঠ ও সঠিক—উভয় মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতে হবে। একনিষ্ঠ হওয়া মানে বিষয়টি আল্লাহর জন্য হওয়া, আর সঠিক হওয়া মানে সুন্নাহ অনুযায়ী হওয়া।" এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করেন:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝١١٠

"বলো—আমি তো একজন মানুষ তোমাদেরই মতো, আমার প্রতি ওহি করা হয় এ মর্মে যে, এক আল্লাহ তোমাদের ইলাহ; কাজেই যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশী, তার সৎকাজ করা উচিত এবং ইবাদাতের ক্ষেত্রে নিজের রবের সঙ্গে কাউকে শরীক করা উচিত নয়।" (সূরা আল-কাহ্‌ফ ১৮:১১০)

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝١٢٥

"সেই ব্যক্তির চাইতে ভালো আর কার জীবনধারা হতে পারে, যে আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নত করে দিয়েছে, সৎনীতি অবলম্বন করেছে এবং একনিষ্ঠ হয়ে ইবরাহীমের পদ্ধতি অনুসরণ করেছে? ইবরাহীম-কে তো আল্লাহ নিজের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিলেন।" (সূরা আন-নিসা ৪:১২৫)

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ

[১] ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৩/১০৯।

الْأُمُورِ ۝٢٢

"যে-ব্যক্তি নিজের চেহারা আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে, এবং কার্যত সে সৎকর্মশীল, সে যেন নির্ভরযোগ্য আশ্রয় আঁকড়ে ধরল। আর যাবতীয় বিষয়ের শেষ ফায়সালা রয়েছে আল্লাহরই হাতে।" (সূরা লুকমান ৩১:২২)

'চেহারা সমর্পণ করা' মানে ইচ্ছাশক্তি, দুআ ও আমলকে একমাত্র আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে নেওয়া। আর (এ আয়াতে) সৎকর্ম মানে আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করা।[১]

তাই, মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো তার সকল কাজে নবি ﷺ-এর অনুসরণ করা; কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝٢١

"আসলে তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে ছিল একটি উত্তম আদর্শ, এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ ও শেষ দিনের আকাঙ্ক্ষী এবং বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করে।" (সূরা আল-আহযাব ৩৩:২১)

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝٣١ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝٣٢

"বলে দাও: 'যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহকে ভালোবাসো, তা হলে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ মাফ করে দেবেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।' তাদের বলো: আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। তারপর যদি তারা তোমাদের এ দাওয়াত গ্রহণ না করে, তা হলে নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ এমন লোকদের ভালোবাসবেন না, যারা (তাঁর ও তাঁর রাসূলদের) আনুগত্য করতে অস্বীকার করে।" (সূরা আল ইমরান ৩:৩১–৩২)

وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝١٥٨

"এবং তাঁর অনুসরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সঠিক পথ পেয়ে যাবে।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৫৮)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝٥٤

"বলো, 'আল্লাহর অনুগত হও এবং রাসূলের হুকুম মেনে চলো। কিন্তু যদি তোমরা মুখ

[১] মাদারিজুস সালিকীন, ২/৯০।

ফিরিয়ে নাও, তা হলে ভালোভাবে জেনে রাখো, রাসূলের উপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে জন্য রাসূল ﷺ দায়ী আর তোমাদের উপর যে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে জন্য তোমরাই দায়ী। তাঁর আনুগত্য করলে তোমরা নিজেরাই সৎপথ পেয়ে যাবে, অন্যথায় পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন হুকুম শুনিয়ে দেওয়া ছাড়া রাসূলের আর কোনও দায়িত্ব নেই।' " (সূরা আন-নূর ২৪:৫৪)

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, যে-কাজ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর শারীআ অনুযায়ী হয় না, তা বাতিল।

[৩৯৬] আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "আমাদের এই দ্বীনে[১] যা নেই, তা যে-ব্যক্তি এখানে নতুন করে ঢুকাবে, সে বাতিল বলে গণ্য হবে।" '[২] মুসলিমের এক ভাষ্যে বলা হয়েছে, "যে-ব্যক্তি এমন কোনও কাজ করে, যে বিষয়ে আমাদের নীতি-নির্দেশ নেই, সে প্রত্যাখ্যাত।"[৩]

তৃতীয় শর্ত: আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার উপর পূর্ণ আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস রাখা যে, তিনি (বান্দার) ডাকে সাড়া দেবেন।

দুআ কবুলের জন্য অন্যতম বড় শর্ত হলো, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা এবং (এ বিশ্বাস জাগরুক রাখা) যে, তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান; কারণ আল্লাহ তাআলা কোনও কিছুকে বলেন 'হও!' আর অমনি তা হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝٤٠

"কোনও জিনিসকে অস্তিত্বশীল করার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করতে হয় না যে, তাকে হুকুম দিই "হয়ে যাও" আর তা হয়ে যায়।" (সূরা আন-নাহল ১৬:৪০)

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝٨٢

"তিনি যখন কোনও কিছুর ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর কাজ হয় কেবল এতটুকু যে, তিনি তাকে হুকুম দেন, হয়ে যাও এবং তা হয়ে যায়।" (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৮২)

যে বিষয়টি ভালোভাবে জানা থাকলে, নিজের রবের উপর একজন মুসলিমের আস্থা বেড়ে যায় তা হলো—কল্যাণ ও অনুগ্রহের সকল ভাণ্ডার আল্লাহ তাআলার হাতে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝٢١

"এমন কোনও জিনিস নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই; আর আমি যে জিনিসই

[১] আক্ষরিক অর্থ 'আমাদের এই বিষয়ে/আদেশে'।
[২] বুখারি, ২৬৯৭।
[৩] মুসলিম, ১৭১৮।

অবতীর্ণ করি, একটি নির্ধারিত পরিমাণেই করে থাকি।" (সূরা আল-হিজ্‌র ১৫:২১)

[৩৯৭] আল্লাহ তাআলার উদ্ধৃতি দিয়ে হাদীসে কুদসিতে নবি ﷺ বলেন, "... আমার বান্দারা! যদি তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই এবং তোমাদের মানুষ ও জিন সকলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায়, আর আমি প্রত্যেককে তার চাওয়া-জিনিস দিয়ে দিই, তা হলে আমার কাছে যা আছে তাতে কোনও কমতি হবে না, সাগরে কোনও সুঁই ঢুকালে যেটুকু কমতি হয় সেটুকু বাদে।"[১]

এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা ও রাজত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ; তাঁর রাজত্ব ও ভাণ্ডার অফুরন্ত; দানের ফলে তাতে কোনও কমতি হয় না; শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল জিন ও মানুষ এক জায়গায় জড়ো হয়ে তাঁর কাছে যা চাইবে, তা সব দেওয়া হলেও তাতে কোনও ঘাটতি হবে না।[২]

[৩৯৮] এ জন্য নবি ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর হাত ভরপুর; দিনরাত দান করলেও তাতে কোনও ঘাটতি দেখা দেয় না; তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পর থেকে তিনি কী পরিমাণ দান করেছেন? এর ফলে তাঁর হাতে যা আছে তাতে কোনও কমতি হয়নি। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর; আর তাঁর হাতে আছে ন্যায়দণ্ড, (এর ভিত্তিতে) তিনি (মানুষকে) উঁচু-নিচু করেন।"[৩]

একজন মুসলিম যখন এসব বিষয় ভালোভাবে জানবে, তখন তার দায়িত্ব হবে 'আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেবেন'-মর্মে পূর্ণ আস্থা রেখে আল্লাহকে ডাকা, যেমনটি ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩৯৯] আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহ সাড়া দেবেন—এই বিশ্বাস নিয়ে তোমরা আল্লাহকে ডাকো। ..." '[৪]

তাই, নবি ﷺ সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ ওই মুসলিমের ডাকে সাড়া দেবেন, যে শর্ত পালন করে, শিষ্টাচার মেনে কাজ করে এবং (দুআ কবুলের পথে) যেসব প্রতিবন্ধকতা আছে তা থেকে দূরে থাকে।

[৪০০] তাই নবি ﷺ বলেছেন, "কোনও মুসলিম যদি আল্লাহর কাছে এমন দুআ করে, যার মধ্যে কোনও পাপ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের বিষয় নেই, তা হলে আল্লাহ তাকে তিনটির যে-কোনও একটি অবশ্যই দেবেন: (১) হয় দ্রুত তাকে তার দুআর ফল দেওয়া হবে, অথবা (২) এটিকে তার আখিরাতের জন্য জমা রাখা হবে, নতুবা (৩) তার কাছ থেকে অনুরূপ কোনও অনিষ্ট দূর করে দেওয়া হবে।" (এ কথা শুনে) সাহাবিগণ বলেন, "তা হলে আমরা বেশি বেশি দুআ করব!" নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহর দয়া তোমাদের

---

[১] মুসলিম, ২৫৭৭।
[২] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৪৮।
[৩] বুখারি, ৪৬৮৪।
[৪] তিরমিযি, ৩৪৭৯, গরীব।

দুআর চেয়ে অনেক বেশি!" '[১]

চতুর্থ শর্ত: অন্তরকে হাজির ও বিনীত রাখা

অর্থাৎ অন্তরের উপস্থিতি, বিনয়, আল্লাহর কাছে সাওয়াব লাভের আগ্রহ ও তাঁর শাস্তির ভয় থাকা। আল্লাহ তাআলা যাকারিয়্যা ﷺ ও তাঁর পরিবারের লোকদের প্রশংসা করে বলেছেন—

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾

"আর যাকারিয়্যা'র কথা (স্মরণ করো), যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল: "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ো না এবং সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তো তুমিই।" কাজেই আমি তার দুআ কবুল করেছিলাম এবং তাকে ইয়াহ্ইয়া দান করেছিলাম, আর তার স্ত্রীকে তার জন্য যোগ্য করে দিয়েছিলাম। তারা সৎকাজে আপ্রাণ চেষ্টা করত, আমাকে ডাকত আশা ও ভীতি-সহকারে এবং আমার সামনে থাকত অবনত হয়ে।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৯-৯০)

সুতরাং মুসলিমের জন্য আবশ্যক হলো, দুআর সময় তার অন্তরকে হাজির রাখা। দুআ কবুল হওয়ার শর্তগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেমনটি ইমাম ইবনু রজব বলেছেন।[২]

[৪০১] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ সাড়া দেবেন—এই বিশ্বাস নিয়ে তোমরা আল্লাহকে ডাকো। ভালোভাবে জেনে রাখো, গাফিল ও অমনোযোগী অন্তর নিয়ে দুআ করলে, আল্লাহ তাতে সাড়া দেন না।" '[৩]

যিকর ও দুআ করার সময় অন্তরকে হাজির ও বিনীত রাখার জন্য আল্লাহ তাআলা আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

"তোমার রবকে স্মরণ করো সকাল-সাঁঝে, মনে মনে, কান্নাজড়িত স্বরে, ভীত-বিহ্বল চিত্তে ও অনুচ্চ কণ্ঠে। তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে আছে।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২০৫)

---

[১] আহমাদ, ৩/১৮, ১১১৩৩, ইসনাদটি সহীহ।
[২] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৪০৩।
[৩] তিরমিযি, ৩৪৭৯, গরীব।

পঞ্চম শর্ত: দৃঢ়তা বজায় রাখা

একজন মুসলিম যখন তার রবের কাছে কিছু চায়, তখন তার উচিত দুআর মধ্যে দৃঢ়তা ও স্থিরতা বজায় রাখা। এ জন্য নবি ﷺ দুআর মধ্যে ব্যতিক্রম বা শর্ত রাখতে নিষেধ করেছেন।

[৪০২] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন দুআ করে, তখন তার উচিত দুআর মধ্যে দৃঢ়তা বজায় রাখা, সে যেন এ কথা না বলে—'হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে দাও', কারণ আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগ করার মতো কেউ নেই।" '[১] অপর এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহর উপর কোনও বল-প্রয়োগকারী নেই।"

[৪০৩] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন এ কথা না বলে—হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে মাফ করে দাও; হে আল্লাহ! তোমার মর্জি হলে আমার উপর দয়া করো; বরং তার উচিত চাওয়ার ক্ষেত্রে দৃঢ়তা বজায় রাখা এবং পূর্ণ উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে নিজের আকুতি পেশ করা; কারণ আল্লাহর জন্য কোনও কিছুই এত বড় নয় যে, তিনি তা দিতে পারবেন না।" '[২]

যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না

যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না, তার কিছু নিচে উল্লেখ করা হলো:

প্রথম প্রতিবন্ধকতা: খাবার, পানীয় ও পোশাকে হারামের আধিক্য

[৪০৪] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ পবিত্র, তিনি কেবল পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন; আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ওই নির্দেশই দিয়েছেন, যা তিনি দিয়েছিলেন নবিদেরকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

"ওহে রাসূলগণ! পাক-পবিত্র জিনিস খাও এবং সৎকাজ করো। তোমরা যা-কিছুই করো না কেন, আমি তা ভালোভাবেই জানি।" (সূরা আল-মু'মিনূন ২৩:৫১)

তিনি (আরও) বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর ইবাদাতকারী হয়ে থাকো, তা হলে যে-সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস আমি তোমাদের দিয়েছি, সেগুলো খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১৭২)"

এরপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, দীর্ঘ সফরের দরুন যার চুল উশকোখুশকো, চেহারা ধুলামলিন; সে হাত দুটি আকাশের দিকে তুলে ধরে বলছে 'রব আমার! রব আমার!' কিন্তু তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম, আর তার পরিপুষ্টি

[১] বুখারি, ৬৩৩৮।
[২] মুসলিম, ২৬৭৯।

হয়েছে হারাম দিয়ে; তা হলে, কীভাবে তার ডাকে সাড়া দেওয়া হবে?'[১]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনু রজব উল্লেখ করেছেন যে, বলা হয়—আল্লাহ্ কেবল ওই আমল গ্রহণ করেন যা পবিত্র, আর রিয়া[২]-সহ সব ধরনের দোষ থেকে পরিচ্ছন্ন; আর (দান হিসেবে) তিনি কেবল ওই সম্পদই গ্রহণ করেন, যা পবিত্র ও হালাল, কারণ 'পবিত্র' বিশেষণটি কথা, কাজ ও বিশ্বাস—এ সব কিছুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।[৩] এ কথার উদ্দেশ্য হলো, রাসূলগণ ও তাদের নিজ নিজ উম্মাহকে হালাল খাবার খাওয়া এবং নোংরা ও হারাম থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর, দুআ কবুল না হয়ে বাতিল হওয়ার বিষয়টি (উপরিউক্ত) হাদীসের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে; এর কারণ ছিল হারামের আধিক্য—খাবার, পানীয়, পোশাক ও পরিপুষ্টি সব কিছুতে হারাম। এ জন্য হালাল খাওয়া ও হারাম থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে সাহাবিগণ ও সৎ বান্দারা ছিলেন সর্বোচ্চ মাত্রায় উৎসাহী।

[৪০৫] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আবূ বকর ﷺ-এর এক গোলাম আয় করে তাকে দিতেন, আর আবূ বকর ﷺ ওই আয় থেকে অংশবিশেষ খেতেন। একদিন সে একটি জিনিস নিয়ে আসলে, আবূ বকর ﷺ তা খান। এরপর ওই গোলাম তাকে বলে, "আপনি কি জানেন, এটি কী?" আবূ বকর ﷺ বলেন, "কী এটি?" সে বলে, "আমি জাহিলি যুগে মানুষের ভবিষ্যদ্বাণী করতাম। আসলে আমি ভবিষ্যৎ জানি না! আমি কেবল এক লোককে প্রতারিত করেছি; বিনিময়ে সে আমাকে এটি দিয়েছে। আর এ হলো সেই বস্তু, যা থেকে আপনি একটু খেয়েছেন।" তখন আবূ বকর ﷺ (গলার মধ্যে) হাত ঢুকিয়ে পেটের ভেতরের সব খাবার বের করে দেন।'[৪]

আবূ নুআইমের *হিল্‌ইয়াতুল আউলিয়া* গ্রন্থের একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'তখন আবূ বকর ﷺ-কে বলা হলো, "আল্লাহ্ আপনার উপর রহম করুন! এক লুকমার জন্য এ সব (খাবার বের করে দিলেন)?" আবূ বকর ﷺ বলেন, "এটি বের করতে যদি আমার জীবন চলে যেত, তার পরও আমি এটি বের করতাম। (কারণ) আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'হারাম দিয়ে যে দেহ বেড়ে ওঠে, জাহান্নামই তার জন্য অধিক উপযুক্ত।' আমার ভয় হচ্ছিল, এ লুকমা থেকে আমার দেহের কোনও অংশের প্রবৃদ্ধি হয় কিনা।"[৫]

এ পরিচ্ছেদের (মূল) হাদীসে ওই ব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, হারাম-ভক্ষণে যার সম্পৃক্ততা অনেক বেশি। সে কিন্তু এমন চারটি কাজ করেছিল, যেগুলো করলে (সাধারণত) দুআ কবুল হয়:

---

[১] মুসলিম, ১০১৫।
[২] মানুষকে দেখানোর উদ্দেশে ভালো কাজ করার নাম 'রিয়া'।
[৩] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/২৫৯।
[৪] বুখারি, ৩৮৪২।
[৫] আবূ নুআইম, হিল্‌ইয়া, ১/৩১।

প্রথমত, সে দীর্ঘ সফর করেছে। **দ্বিতীয়ত,** তার পোশাক ও সুরত ছিল জরাজীর্ণ।

[৪০৬] আর নবি ﷺ বলেছেন, "কিছু লোক আছে এমন, যার চুল উশকোখুশকো, কারও দুয়ারে গেলে দারওয়ান তাকে তাড়িয়ে দেবে, (কিন্তু) সে যদি আল্লাহর নামে কসম করে কিছু বলে, আল্লাহ অবশ্যই তার কসম পুরা করবেন।"[১]

তৃতীয়ত, সে তার হাত দুটি আকাশের দিকে প্রসারিত করেছে। (আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন) "তোমাদের রব লাজুক ও মহানুভব; তাঁর বান্দা যখন তাঁর কাছে দু' হাত তোলে, তখন তিনি হাত দুটিকে খালি অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।"[২]

চতুর্থত, সে আল্লাহ তাআলার রুবূবিয়্যাত (প্রভুত্ব)-এর কথা বারবার উল্লেখ করে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে দুআ করেছে; আর দুআ কবুলের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এ সব সত্ত্বেও, নবি ﷺ বলেছেন, "তা হলে কীভাবে তার দুআ কবুল হবে?" এ প্রশ্নটি মূলত বিস্ময় ও প্রত্যাখ্যান অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।[৩]

তাই মুসলিম বান্দার উচিত সকল গোনাহ ও অবাধ্যতার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং প্রত্যেক পাওনাদারকে তার পাওনা ফিরিয়ে দেওয়া, যাতে তার মধ্যে আর বড় রকমের কোনও প্রতিবন্ধকতা না থাকে, যা তার দুআ কবুলের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতা: দ্রুত ফল না পাওয়ায় দুআ বন্ধ করে দেওয়া

দুআ কবুলের সামনে আরেকটি প্রতিবন্ধকতা হলো—মানুষ খুব দ্রুত ফল চায়, আর দুআ কবুল হতে দেরি হলে, সে দুআ বন্ধ করে দেয়।[৪] এ কাজটিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ দুআ কবুলের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যাতে দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেলেও দুআ কবুলের ব্যাপারে বান্দা আশাহত না হয়; কারণ আল্লাহ তাআলা সেসব লোককে পছন্দ করেন, যারা আন্তরিকতার সঙ্গে একনাগাড়ে দুআ করে যেতে থাকে।[৫]

[৪০৭] আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ আল্লাহকে ডাকলে, তার ডাকে সাড়া দেওয়া হবে, যতক্ষণ না সে অধৈর্য হয়ে বলে ওঠে—'আল্লাহকে তো ডাকলাম, কিন্তু কোনও সাড়া তো পাওয়া গেল না!' " '[৬]

[৪০৮] আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "বান্দা তাড়াহুড়া না করলে, তার ডাকে সাড়া দেওয়া হতে থাকবে, যদি না সে গোনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য কোনও দুআ করে।" জিজ্ঞাসা করা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল! (দুআর মধ্যে) তাড়াহুড়া কী?" নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহকে ডাকলাম, আবারও ডাকলাম, কিন্তু

---

[১] মুসলিম, ২৬২২।
[২] আবূ দাউদ, ১৪৮৮, সামগ্রিকভাবে হাসান।
[৩] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/২৬৯–২৭৫।
[৪] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৪০৩।
[৫] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৪০৩।
[৬] বুখারি, ৬৩৪০।

আমার ডাকে তো সাড়া দিতে দেখলাম না!—এ কথা বলে কেউ যদি হতাশ হয়ে দুআ করা বন্ধ করে দেয় (তা হলে সেটি হবে তাড়াহুড়া)।" '[১]

তাই, বান্দার উচিত দুআয় সাড়া না পেলেও তাড়াহুড়া না করা, কারণ আল্লাহ কয়েকটি কারণে সাড়া দিতে দেরি করেন: হয় (দুআ কবুলের) শর্তাবলি পূরণ হয়নি, অথবা কোনও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, কিংবা এমন কিছু কারণ আছে যা বান্দার জন্য কল্যাণকর, কিন্তু সে তা জানে না। সুতরাং, দুআয় সাড়া না পেলে বান্দার উচিত নিজের অবস্থাকে পুনর্বিবেচনা করা, সকল অবাধ্যতা থেকে আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং ত্বরিত ও বিলম্বিত—যে কোনও কল্যাণে খুশি থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

"দুনিয়ায় সুস্থ পরিবেশ বহাল করার পর আর সেখানে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না। আল্লাহকেই ডাকো ভীতি ও আশা-সহকারে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীল লোকদের নিকটবর্তী।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:৫৬)

বান্দা যতক্ষণ আন্তরিকতার সঙ্গে দুআ করা অব্যাহত রাখবে এবং সাড়া পাওয়ার ব্যাপারে নিরবচ্ছিন্ন আশাবাদ ধরে রাখবে, সে ততক্ষণ দুআ কবুল হওয়ার কাছাকাছি অবস্থান করবে। যে-ব্যক্তি আন্তরিকতার সঙ্গে দরজায় করাঘাত করতে থাকে, অচিরেই তার জন্য দরজা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।[২]

কখনও কখনও সাড়া পেতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে; যেমন ইয়াকূব ﷺ তাঁর ছেলে ইউসুফ ﷺ-কে ফিরে পাওয়ার জন্য যে দুআ করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা দেরি করে তাতে সাড়া দিয়েছেন; ঠিক তেমনিভাবে কষ্ট-অপসারণের জন্য আইয়ূব ﷺ যে দুআ করেছিলেন, দীর্ঘ সময় পর আল্লাহ তাতে সাড়া দিয়েছেন। কখনও কখনও প্রার্থনাকারী যা চায়, তাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দেওয়া হয়; আবার কখনও কখনও তার কাছ থেকে এমন অনিষ্ট সরিয়ে নেওয়া হয়, যা তার চাওয়া-বস্তুর চেয়ে অনেক উত্তম।[৩]

তৃতীয় প্রতিবন্ধকতা: অবাধ্যতা ও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া

কখনও কখনও হারাম কাজে লিপ্ত হলে, সেটি দুআ কবুলের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।[৪] এ জন্য পূর্ববর্তী বিদ্বানদের কেউ কেউ বলেছেন, 'গোনাহের মাধ্যমে রাস্তা বন্ধ করে রেখে, দুআ কবুল হতে দেরি হচ্ছে কেন—এই প্রশ্ন তোলো না!' এ বিষয়টিকে কোনও এক কবি ব্যক্ত করেছেন এভাবে:

---

[১] মুসলিম, ২৭৩৫।
[২] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৪০৪।
[৩] ইবনু বায, মাজমূ' ফাতাওয়া, ১/২৬১।
[৪] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/২৭৫।

نَحْنُ نَدْعُو الْإِلٰهَ فِيْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ نَنْسَاهُ عِنْدَ كَشْفِ الْكُرُوْبِ
كَيْفَ نَرْجُوْ إِجَابَةً لِدُعَاءٍ قَدْ سَدَدْنَا طَرِيْقَهَا بِالذُّنُوْبِ

প্রতিটি কষ্টের সময় আল্লাহকে ডাকি, এরপর কষ্ট দূর হলে তাকে ভুলে যাই;
কীভাবে আশা করি দুআ কবুল হবে, এর রাস্তা তো গোনাহ দিয়ে বন্ধ করে রেখেছি।

কোনও সন্দেহ নেই যে, গাফিলতিতে মজে থাকা এবং হারাম কামনায় পতিত হওয়া হলো কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকার অন্যতম কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِنَّ اللَّـهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّـهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

“আসলে আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও জাতির অবস্থা বদলান না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের গুণাবলি বদলে ফেলে। আর আল্লাহ যখন কোনও জাতিকে দুর্ভাগ্য-কবলিত করার ফায়সালা করে ফেলেন, তখন কারও রদ করায় তা রদ হতে পারে না এবং আল্লাহর মোকাবিলায় এমন জাতির কোনও সহায় ও সাহায্যকারী হতে পারে না।” (সূরা আর-রা'দ ১৩:১১)

চতুর্থ প্রতিবন্ধকতা: যে-কাজ করা আবশ্যক, তা ছেড়ে দেওয়া

ভালো কাজ সম্পাদন করা যেমন দুআ কবুল হওয়ার একটি কারণ, তেমনিভাবে আবশ্যক-কর্ম ছেড়ে দেওয়াও দুআ কবুলের পথে একটি বাধা।[১] নবি ﷺ-এর একটি হাদীসে এ ভাব ফুটে ওঠেছে:

[৪০৯] হুযাইফা ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, “শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং অবশ্যই খারাপ কাজে নিষেধ করবে, নতুবা এর দরুন আল্লাহ অচিরেই তোমাদের উপর শাস্তি পাঠাবেন; এরপর তোমরা তাঁর কাছে দুআ করবে, কিন্তু তোমাদের ডাকে কোনও সাড়া দেওয়া হবে না।” '[২]

পঞ্চম প্রতিবন্ধকতা: গোনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দুআ

ষষ্ঠ প্রতিবন্ধকতা: আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞা, ফলে তিনি প্রার্থিত বস্তুর চেয়ে অধিক উত্তম কিছু দেন

[৪১০] আবূ সাঈদ ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেছেন, “কোনও মুসলিম যদি আল্লাহর কাছে এমন দুআ করে, যার মধ্যে কোনও পাপ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের বিষয় নেই, তা হলে আল্লাহ তাকে তিনটির যে কোনও একটি অবশ্যই দেবেন: (১) হয় দ্রুত তাকে তার দুআর ফল দেওয়া হবে, অথবা (২) এটিকে তার আখিরাতের জন্য জমা রাখা হবে, নতুবা (৩) তার কাছ থেকে অনুরূপ কোনও অনিষ্ট দূর করে দেওয়া হবে।” (এ কথা

---

[১] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/২৭৫।
[২] তিরমিযি, ২১৬৯, হাসান।

শুনে) সাহাবিগণ বলেন, "তা হলে আমরা বেশি বেশি দুআ করব!" নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহর দয়া তোমাদের দুআর চেয়ে অনেক বেশি!" '[১]

মানুষ মাঝেমধ্যে মনে করে, তার ডাকে সাড়া দেওয়া হয়নি; অথচ হয় সে যা চেয়েছে, তাকে এর চেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে; অথবা তার কাছ থেকে যেসব বিপদ-মুসিবত ও রোগব্যাধি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা তার প্রার্থিত জিনিস থেকে অধিক উত্তম; কিংবা তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি আল্লাহ্ তাকে কিয়ামাতের দিন দেবেন।[২]

---

[১] আহমাদ, ৩/১৮, ১১১৩৩, ইসনাদটি সহীহ।
[২] ইবনু বায, মাজমূ' ফাতাওয়া, ১/২৫৮–২৬৮।

চতুর্থ অধ্যায়: দুআ করার নিয়মকানুন

১. দুআর শুরুতে ও শেষে আল্লাহর প্রশংসা ও নবি ﷺ-এর দরুদ পাঠ করা

দুআর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা ও নবি ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করবে। একইভাবে দুআ শেষ করবে আল্লাহর প্রশংসা ও নবি ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠের মাধ্যমে।

[৪১১] আলি ইবনু আবী তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'প্রত্যেক দুআর সামনে পর্দা পড়ে থাকে, যতক্ষণ না মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পরিবারের সদস্যের উপর দরুদ পাঠ করা হচ্ছে।'[১]

[৪১২] ফুদালা ইবনু উবাইদিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে সালাতের মধ্যে দুআ করতে শুনেন; সে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করেনি, আর নবি ﷺ-এর উপর দরুদও পাঠ করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "সে বড্ড তাড়াহুড়া করল!" তিনি তাকে ডাকেন। এরপর তাকে অথবা অন্য কাউকে বলেন, "তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করবে, তখন সে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন দিয়ে শুরু করে, এরপর নবির উপর দরুদ পড়ে, তারপর ইচ্ছেমতো দুআ করে।"[২]

আল্লাহর রাসূল ﷺ আরেক ব্যক্তিকে সালাত আদায় করতে দেখেন; সে আল্লাহর প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করেছে এবং নবি ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করেছে। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "ওহে সালাত আদায়কারী! (আল্লাহকে) ডাকো, সাড়া পাবে; চাও, তোমাকে দেওয়া হবে।"[৩]

[৪১৩] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবি ﷺ-এর পাশে সালাত আদায় করছিলাম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর ও উমার ﷺ। (সালাতের বৈঠকে) বসে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করি, এরপর নবি ﷺ-এর উপর দরুদ পড়ি, তারপর নিজের জন্য দুআ করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন, "চাও, তোমাকে দেওয়া হবে; চাও, তোমাকে দেওয়া হবে।" '[৪]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ উল্লেখ করেছেন যে, দুআ করার সময় তিন স্তরে নবি ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করা যায়: (১) দুআর শুরুতে ও আল্লাহ তাআলার প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণের পর নবি ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করা; (২) দুআর শুরুতে, মাঝখানে ও শেষে নবি ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ; এবং (৩) দুআর শুরুতে ও শেষে নবি ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করা এবং মাঝখানে নিজের প্রয়োজনের কথা পেশ করা।[৫]

---

[১] তাবারানি, আল-আওসাত, ১/২২০/৭২১, সামগ্রিকভাবে হাসান।
[২] আবূ দাউদ, ১৪৮১, হাসান।
[৩] নাসাঈ, ১২৮৫, সহীহ।
[৪] তিরমিযি, ৫৯৩, হাসান।
[৫] দেখুন: জালাউল আফহাম ফী ফাদ্বলিস সলাতি ওয়াস সালাম আলা মুহাম্মাদ খাইরিল আনাম ﷺ, পৃ. ৩৭৫।

২. প্রাচুর্য ও প্রশান্তির সময় বেশি করে দুআ করা

[৪১৪] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যার মন চায়—তার কষ্ট ও দুশ্চিন্তার সময় আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিক, সে যেন প্রাচুর্য ও প্রশান্তির সময় বেশি বেশি দুআ করে।" '[১]

অর্থাৎ, যার মন চায়—তার দুর্দিন, দুর্যোগ ও দেহ-মন-আচ্ছন্নকারী দুশ্চিন্তার সময় আল্লাহ তার দুআয় সাড়া দিক, তা হলে সে যেন সুস্থতা, অবসর ও নিরাপত্তার সময় বেশি বেশি দুআ করে; কারণ মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো—আল্লাহর কাছে আশ্রয় নেওয়া, সব সময় তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার আগেই তাঁর কাছে আশ্রয় খোঁজা।[২] ইউনুস ﷺ আল্লাহর কাছে দুআ করেছেন। আল্লাহ তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে তাকে উদ্ধার করেছেন। তাঁর প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾

"যদি সে তাস্‌বীহকারীদের অন্তর্ভুক্ত না হতো, তা হলে কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত মাছের পেটে থাকত।" (সূরা আস-সাফ্‌ফাত ৩৭:১৪৩–১৪৪)

৩. নিজের, পরিবার, সম্পদ ও সন্তানের বিরুদ্ধে বদদুআ না করা

[৪১৫] জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, '(এক সফরে) এক ব্যক্তি তার উষ্ট্রীকে অভিশাপ দেয়। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "নিজের উষ্ট্রীকে অভিশাপ দিচ্ছে কে?" সে বলে, "আমি, হে আল্লাহর রাসূল!" নবি ﷺ বলেন, "এর উপর থেকে নামো; অভিশপ্ত কোনও কিছু নিয়ে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে না। তোমরা নিজেদেরকে বদদুআ দিয়ো না; বদদুআ দিয়ো না নিজেদের সন্তান ও সম্পদকে। এমনটি যেন না হয়—তোমরা এমন এক সময় বদদুআ দিয়ে বসলে, যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া হলো, আর তিনি তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে দিলেন।" '[৩]

৪. নিচু স্বরে দুআ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

"তোমাদের রবকে ডাকো কান্নাজড়িত কণ্ঠে ও চুপে চুপে। অবশ্যই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:৫৫)

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾

[১] তিরমিযি, ৩৩৮২, হাসান।
[২] তুহ্‌ফাতুল আহ্‌ওয়াযি, ৯/৩২৪।
[৩] মুসলিম, ৩০০৯।

"তোমার রবকে স্মরণ করো সকাল-সাঁঝে, মনে মনে, কান্নাজড়িত স্বরে, ভীত-বিহ্বল চিত্তে এবং অনুচ্চ কণ্ঠে। তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে আছে।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২০৫)

[৪১৬] আবূ মূসা আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক সফরে আমরা নবি ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। ওই সফরে লোকজন জোরে জোরে "আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)" ধ্বনি দিলে, নবি ﷺ বলেন, "তোমাদের আওয়াজ নিচু করো। তোমরা কোনও বধির কিংবা অনুপস্থিত কাউকে ডাকছ না; তোমরা ডাকছ সর্বশ্রোতা ও অতি-নিকটে-থাকা এক সত্তাকে; তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন।" '[১]

অর্থাৎ, জ্ঞান ও অবগতির দিক দিয়ে তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন; কারণ 'সঙ্গে-থাকা'র দুটি ধরন আছে: সাধারণ ও বিশেষায়িত।

সাধারণভাবে 'সঙ্গে-থাকা'র মানে হলো—নিজের আরশে সমাসীন থেকে, জ্ঞান ও অবগতির দিক দিয়ে (বান্দার) সঙ্গে-থাকা, যেমনটি তাঁর রাজকীয়তার জন্য মানানসই; বান্দার অন্তরের খবর তিনি জানেন; তাঁর কাছে কোনও কিছুই গোপন নেই।

বিশেষায়িত অর্থে 'সঙ্গে-থাকা' মানে—মুমিন বান্দাদের সাহায্য, সমর্থন, সামর্থ্য-প্রদান ও সঙ্কেত-প্রদানের দিক দিয়ে সঙ্গে-থাকা।

৫. দুআর মধ্যে আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করা

অর্থাৎ, বিনয়, নম্রতা ও কাতরস্বরে দুআ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿٤٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

"তোমার পূর্বে অনেক মানবগোষ্ঠীর কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদেরকে বিপদ ও কষ্টের মুখে নিক্ষেপ করেছি, যাতে তারা বিনীতভাবে আমার সামনে মাথা নত করে। কাজেই যখন আমার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি কঠোরতা আরোপিত হলো, তখন তারা বিনম্র হলো না কেন? বরং তাদের মন আরও বেশি কঠিন হয়ে গেছে এবং শয়তান তাদেরকে এ মর্মে নিশ্চয়তা দিয়েছে যে, তোমরা যা-কিছু করছো ভালই করছো।" (সূরা আল-আনআম ৬:৪২–৪৩)

قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَـٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾

"এদের জিজ্ঞেস করো, জল-স্থলের গভীর অন্ধকারে কে তোমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে? কার কাছে তোমরা কাতর কণ্ঠে ও চুপে চুপে প্রার্থনা করো? (কার কাছে বলে থাকো) এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করলে আমরা অবশ্যই তোমার শোকরগুজারি

[১] বুখারি, ২৯৯২।

করবো?” (সূরা আল-আনআম ৬:৬৩)

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ

“তোমার রবকে স্মরণ করো সকাল-সাঁঝে, মনে মনে, কান্নাজড়িত স্বরে, ভীত-বিহ্বল চিত্তে এবং অনুচ্চ কণ্ঠে। তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা গাফিলতির মধ্যে ডুবে আছে।” (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২০৫)

৬. একনাগাড়ে দুআ করে যেতে থাকা

[৪১৭] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘নবি ﷺ বলেন, “তোমরা (দুআর মধ্যে) এ বাক্য উচ্চারণ করা বন্ধ কোরো না—

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

হে রাজকীয়তা ও মহানুভবতার অধিকারী!” ’[১]

বান্দার উচিত বেশি বেশি দুআ করা, দুআর পুনরাবৃত্তি করা, আল্লাহর প্রভুত্ব, সার্বভৌমত্ব, নাম ও গুণসমূহ বারবার উল্লেখ করতে থাকা। দুআ কবুলের ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়,[২] যেমনটি নবি ﷺ উল্লেখ করেছেন “দীর্ঘ সফরের দরুন এক ব্যক্তির চুল উশকোখুশকো, চেহারা ধুলামলিন; সে হাত দুটি আকাশের দিকে তুলে ধরে বলছে ‘রব আমার! রব আমার!’ ”[৩] এ থেকে বোঝা গেল, দুআর মধ্যে আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নামসমূহ বারবার উল্লেখ করা উচিত। আর এ জন্য নবি ﷺ বলেছেন, “তোমাদের কেউ তাড়াহুড়া না করলে, তার ডাকে সাড়া দেওয়া হবে, যদি না সে গোনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য কোনও দুআ করে।” জিজ্ঞাসা করা হলো, “হে আল্লাহর রাসূল! (দুআর মধ্যে) তাড়াহুড়া কী?” নবি ﷺ বলেন, “আল্লাহকে ডাকলাম, আবারও ডাকলাম, কিন্তু আমার ডাকে তো সাড়া দিতে দেখলাম না!—এ কথা বলে কেউ যদি হতাশ হয়ে দুআ করা বন্ধ করে দেয় (তা হলে সেটি হবে তাড়াহুড়া)।” ’[৪]

৭. শারীআ-সম্মত ওসীলা অবলম্বন করা

ওসীলা মানে নৈকট্য, আনুগত্য ও কোনও কিছুর কাছে যাওয়ার মাধ্যম। রাগিব ইসপাহানী বলেন, ‘ওসীলা হলো পরম আগ্রহ নিয়ে কোনও বস্তুর কাছে পৌঁছে যাওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

“তাঁর দরবারে নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান করো।” (সূরা আল-মাইদাহ ৫:৩৫)

---

[১] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ৩/২৮০, সহীহ।
[২] ইবনু রজব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১/২৬৯–২৭৫।
[৩] মুসলিম, ১০১৫।
[৪] মুসলিম, ২৭৩৫।

আল্লাহ তাআলার দিকে ওসীলা অবলম্বনের মূলকথা হলো জ্ঞান ও দাসত্বের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার রাস্তা অবলম্বন করা এবং শারীআ-নির্দেশিত উত্তম আচরণবিধি মেনে চলা।[১]

আল্লাহর দিকে ওসীলা অনুসন্ধান করার মানে হলো, আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও তাঁর পছন্দমত আমলের মাধ্যমে তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার চেষ্টা করা।[২]

শারীআ-সম্মত তাওয়াস্‌সুল বা ওসীলা অবলম্বন তিন প্রকার:

১. আল্লাহ তাআলার কোনও একটি নাম বা গুণের ওসীলা দিয়ে দুআ করা, যেমন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
যেহেতু তুমি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু,	بِأَنَّكَ أَنْتَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ
সূক্ষ্মদর্শী ও মহাজ্ঞানী—	اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ
তুমি আমাকে মাফ করে দাও।	أَنْ تُعَافِيَنِيْ

অথবা—

আমি তোমার কাছে তোমার ওই রহমতের ওসীলা দিয়ে চাই,	أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ
যা সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে,	الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ
তুমি আমার উপর দয়া করো এবং আমাকে মাফ করে দাও।	أَنْ تَرْحَمَنِيْ وَتَغْفِرَ لِيْ

তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

"ভালো নামগুলো আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। সুতরাং ভালো নামেই তাঁকে ডাকো।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৮০)

সুলাইমান ﷺ-এর দুআ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾

"এবং সে বলল—হে আমার রব! আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, আমি যেন তোমার এ অনুগ্রহের শোকর আদায় করতে থাকি যা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি করেছ এবং এমন সৎকাজ করি যা তুমি পছন্দ করো এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করো।" (সূরা আন-নামল ২৭:১৯)

---

[১] রাগিব ইসপাহানী, মুফরদাত, ৮৭১।
[২] ইবনু কাসীর, তাফসীর, ২/৫৩।

[৪১৮] আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদা ﷺ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি,	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই আল্লাহ,	بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
(তুমি) একক, অমুখাপেক্ষী,	الْأَحَدُ الصَّمَدُ
যিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারও থেকে জন্ম নেননি,	الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
এবং যাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন, "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে আল্লাহর কাছে চেয়েছে তাঁর মহান নাম (ইসমে আ'যম)-এর ওসীলা দিয়ে, যে-নামের ওসীলা দিয়ে দুআ করা হলে তিনি সাড়া দেন এবং যার ওসীলা দিয়ে চাওয়া হলে তিনি দেন।"[১] অপর এক বর্ণনায় আছে, "তুমি আল্লাহর মহান নামের ওসীলা দিয়ে চেয়েছ।"

[৪১৯] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে বসে আছি। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে। সে রুকূ, সাজদা ও তাশাহ্হুদের পর দুআ করে। ওই দুআয় সে বলে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
প্রশংসা কেবল তোমারই;	بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
তুমি মহান দাতা এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্বদানকারী	الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
হে মহত্ত্ব ও মহানুভবতার অধিকারী!	يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী!	يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

তখন নবি ﷺ তাঁর সাহাবিদের বলেন, "তোমরা কি জানো, সে কী দুআ করেছে?" তারা বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" নবি ﷺ বলেন, "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে আল্লাহকে তাঁর মহান নাম নিয়ে ডেকেছে, যে নাম নিয়ে ডাকা হলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম নিয়ে কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দেন।" '[২]

[৪২০] মিহ্জান ইবনুল আরদা' ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করেন। তখন এক ব্যক্তি সালাতের শেষের দিকে তাশাহ্হুদ পাঠ করছে। সে বলছে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ

[১] নাসাঈ, ১৩০০, সহীহ।
[২] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭০৫, সহীহ।

হে আল্লাহ! তুমি এক,	يَا اَللّٰهُ الْوَاحِدُ
একক, অমুখাপেক্ষী,	الْأَحَدُ الصَّمَدُ
যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারও থেকে জন্ম নেননি	الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই;	وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও,	أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ
একমাত্র তুমিই ক্ষমাশীল, দয়ালু।	إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

তার দুআ শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ তিনবার বলেন, "তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে।" '[১]

[৪২১] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "মাছের পেটের ভেতর থাকাবস্থায় ইউনুস عليه السلام দুআ করেছিলেন—

তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই!	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
তুমি পবিত্র!	سُبْحَانَكَ
আমি তো জালিমদের একজন!	إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

কোনও মুসলিম যে বিষয়েই এভাবে (আল্লাহকে) ডেকেছে, আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন।" '[২]

২. প্রার্থনাকারীর নিজের সম্পাদিত ভালো কাজের ওসীলা দিয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে চাওয়া, যেমন কোনও মুসলিম বলল—

হে আল্লাহ! তোমার উপর আমার যে ঈমান,	اَللّٰهُمَّ بِإِيْمَانِيْ بِكَ
অথবা তোমার প্রতি আমার যে ভালোবাসা,	أَوْ مَحَبَّتِيْ لَكَ
অথবা তোমার রাসূলের প্রতি আমার যে আনুগত্য,	أَوِ اتِّبَاعِيْ لِرَسُوْلِكَ
এর ওসীলায় তুমি আমাকে মাফ করে দাও!	أَنْ تَغْفِرَ لِيْ

অথবা বলল—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি আমার মহব্বত	بِمَحَبَّتِيْ لِمُحَمَّدٍ ﷺ
ও তাঁর প্রতি আমার ঈমানের ওসীলায়—	وَإِيْمَانِيْ بِهِ
আমার দুশ্চিন্তা দূর করে দাও।	أَنْ تُفَرِّجَ عَنِّيْ

[১] নাসাঈ, ১৩০০, সহীহ।
[২] তিরমিযি, ৩৫০৫, ইসনাদটি সহীহ।

এ ক্ষেত্রে দুআকারীর উচিত এমন ভালো কাজ উল্লেখ করা—যা উল্লেখ করার মতো, যে-কাজ আল্লাহ্ তাআলার ভয় ও অসন্তুষ্টিকে সামনে রেখে করা হয়েছে, যেখানে সব কিছুর উপর আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং তাঁর আনুগত্য করা হয়েছে। এরপর ওই কাজের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করবে, যাতে দুআ কবুলের ব্যাপারে অধিক আশা করা যায়। নিম্নোক্ত আয়াত দুটি থেকে এর বৈধতা প্রমাণিত হয়:

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦﴾

"যারা বলে: হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গোনাহখাতা মাফ করে দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের বাঁচাও।" (সূরা আল ইমরান ৩:১৬)

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾

"হে আমাদের মালিক! তুমি যে ফরমান নাযিল করেছ, আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং রাসূলের আনুগত্য কবুল করে নিয়েছি। সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নিয়ো।" (সূরা আল ইমরান ৩:৫৩)

[৪২২] গুহাবাসীদের ঘটনা-সংক্রান্ত হাদীসে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কারণ তাদের প্রত্যেকে এমন একটি করে ভালো কাজের কথা উল্লেখ করেছে, যা সে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেছে; এরপর সে তার ওই ভালো কাজের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলে, আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন।[১]

৩. জীবিত ও উপস্থিত সৎ ব্যক্তির দুআকে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ওসীলা হিসেবে পেশ করা, যেমন কোনও মুসলিম কঠিন সংকটে পড়েছে অথবা বিরাট মুসিবতের মুখোমুখি হয়েছে এবং সে নিজেকে আল্লাহর সামনে একেবারে তুচ্ছ মনে করছে, এমতাবস্থায় আল্লাহর কাছে (নিজের আকুতি পেশ করার জন্য) সে একটি শক্তিশালী মাধ্যম অবলম্বন করতে চায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে সে এমন এক ব্যক্তির কাছে গেল, যার ব্যাপারে তার ধারণা হলো—সে ন্যায়নিষ্ঠ, আল্লাহ-সচেতন, মহৎ ও কুরআন-সুন্নাহ'র জ্ঞানে সমৃদ্ধ। সে তার কাছে চায়, তিনি যেন তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেন, যাতে আল্লাহ্ তার দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূর করে দেন।

[৪২৩] আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ-এর যুগে একবার লোকজন খরার মুখোমুখি হলো। তখন জুমুআর দিন নবি ﷺ খুতবা (ভাষণ) দিচ্ছিলেন; এমন সময় এক বেদুইন দাঁড়িয়ে বলে "হে আল্লাহর রাসূল! (আমাদের) ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে আর (আমাদের) পরিবারের লোকজন অভুক্ত। আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দুআ করুন!" এ কথা শুনে, আল্লাহর রাসূল ﷺ দু' হাত উঠিয়ে বলেন—

হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও!

اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا

[১] বুখারি, ২২১৫।

হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও!
হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও!

اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا
اَللّٰهُمَّ أَغِثْنَا

আমরা আকাশে মেঘের কোনও লক্ষণ দেখিনি। শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের মতো করে মেঘমালা আসতে শুরু করে। নবি ﷺ মিম্বার থেকে নামার আগেই, আমি দেখি—তাঁর দাড়ি থেকে বৃষ্টির পানি ঝরে পড়ছে। ওই দিন আমরা বৃষ্টি পেলাম, এর পরদিন, তার পরদিন, তার পরদিন—এভাবে আরেক জুমুআ পর্যন্ত। তখন ওই বেদুইন (বা অন্য কোনও একজন) বলে, "হে আল্লাহর রাসূল! স্থাপনা ধ্বসে পড়েছে এবং সম্পদ ডুবে গিয়েছে! আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দুআ করুন!" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ দু' হাত উঠিয়ে বলেন—

হে আল্লাহ! আমাদের আশেপাশে (বর্ষিত হোক),
আমাদের উপর নয়।

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا
وَلَا عَلَيْنَا

এরপর তিনি মেঘমালার যেদিকেই ইশারা করেছেন, সেখান থেকে সেটি সরে গিয়েছে। ততদিনে মদীনা পরিণত হয়েছে একটি গর্তে; এক মাস ধরে সেখান থেকে একটি পানির নালা প্রবাহিত হতে থাকে। কোনও অঞ্চল থেকে লোকজন আসলে, তাদের প্রত্যেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার কথা বলত।'[১]

[৪২৪] আবূ হুরায়রা ﵁ নবি ﷺ-কে বলেছিলেন তার মায়ের জন্য দুআ করতে, যাতে আল্লাহ তাকে ইসলামের দিশা দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ তার জন্য দুআ করেন, ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে হিদায়াত দেন।[২]

[৪২৫] উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ নবি ﷺ-এর চাচা আব্বাস ﵁-কে বলতেন, যাতে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দুআ করেন। তার দুআর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করেন।[৩]

[৪২৬] নবি ﷺ উমার ﵁-কে বলেছিলেন, "ইয়ামানের বাড়তি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুরাদ ও কারান গোত্র থেকে উয়াইস (কারানি) তোমাদের কাছে আসবে। সে কুষ্ঠরোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠবে, তবে এক দিরহাম পরিমাণ জায়গায় এর দাগ থেকে যাবে। তার (কেবল) মা থাকবে, আর সে হবে তার মায়ের সঙ্গে সদাচরণকারী। সে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে কিছু বললে, আল্লাহ তা অবশ্যই পুরো করবেন। তাকে দিয়ে তোমার জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করানোর সুযোগ পেলে, তুমি তা কোরো।"[৪]

---

[১] বুখারি, ৯৩২।
[২] তথ্যসূত্রের জন্য ৪৯৭ নং হাদীসের টীকা দেখুন।
[৩] বুখারি, ১০১০।
[৪] মুসলিম, ২৫৪২।

৮. দুআর সময় গোনাহ ও নিয়ামাতের স্বীকৃতি

[৪২৭] শিদাদ ইবনু আউস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "সাইয়িদুল ইস্তিগফার বা সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাপ্রার্থনা হলো—

হে আল্লাহ! তুমি আমার রব;	اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّيْ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ;	خَلَقْتَنِيْ
আমি তোমার দাস;	وَأَنَا عَبْدُكَ
তুমি আমার কাছ থেকে যে অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি নিয়েছ,	وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ
সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে আমি তা পূরণ করতে প্রস্তুত;	مَا اسْتَطَعْتُ
আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই;	أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
আমার উপর তুমি যে অনুগ্রহ করেছ, তা স্বীকার করছি,	أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ
আর আমি আমার গোনাহের কথা স্বীকার করছি;	وَأَبُوْءُ بِذَنْبِيْ
অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও;	فَاغْفِرْ لِيْ
তুমি ছাড়া আর কেউ গোনাহ ক্ষমা করতে পারে না।	فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ

কেউ যদি পূর্ণ ইয়াকীন-সহ দিনের বেলা এটি পাঠ করে, আর ওইদিন সন্ধ্যার আগে মারা যায়, তা হলে সে জান্নাতবাসী হবে; আর যে-ব্যক্তি পূর্ণ ইয়াকীন-সহ রাতের বেলা এটি পড়ে, আর সকাল হওয়ার আগে মারা যায়, সে জান্নাতবাসী হবে।" '[১]

৯. দুআর মধ্যে ছন্দময় কথা না বলা

[৪২৮] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'লোকদের উদ্দেশে প্রতি সপ্তাহে একবার ভাষণ দিয়ো; তাতে না হলে, দু' বার; তাতে না হলে, তিনবার ভাষণ দিয়ো। কুরআন শুনিয়ে মানুষকে ক্লান্ত করে তোলো না; এমনটি যেন না হয়—লোকজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, আর তুমি গিয়ে তাদের মধ্যে বয়ান শুরু করে দিয়েছ, এভাবে তাদের কথা বন্ধ করে দিয়ে নিজের কথা শুনিয়ে তাদের ক্লান্ত করে তুলছ। তুমি বরং চুপ থেকো; তারা তোমাকে কথা বলতে বললে, ততক্ষণ কথা বলবে, যতক্ষণ তাদের আগ্রহ থাকে। আর দুআর মধ্যে ছন্দময় কথা এড়িয়ে চলবে। আমি দেখেছি—আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ দুআর মধ্যে তা এড়িয়ে চলেছেন।'[২]

---

[১] বুখারি, ৬৩০৬।
[২] বুখারি, ৬৩৩৭।

১০. তিনবার দুআ করা

[৪২৯] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ কা'বার পাশে সালাত আদায় করছেন। আবূ জাহ্ল ও তার সঙ্গীরা পাশে বসা। এর আগের দিন একটি উট জবাই করা হয়েছে। আবূ জাহ্ল বলে, "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে উঠে গিয়ে অমুক গোত্রের ভাগাড় থেকে উটের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে আসবে এবং মুহাম্মাদ যখন সাজদায় যাবে তখন তার দু' কাঁধের উপর সেগুলো ঢেলে দেবে?"

জাতির পোড়া-কপাল লোকটি (অর্থাৎ উকবা ইবনু আবী মুআইত) গিয়ে উটের নাড়িভুঁড়ি নিয়ে আসে, এবং নবি ﷺ সাজদায় যাওয়ার পর ওইগুলো তাঁর দু' কাঁধের মাঝখানে ঢেলে দেয়! এ দৃশ্য দেখে তারা হাসিতে গড়াগড়ি খেতে থাকে। আমি তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি; (মক্কাতে) আমার নিরাপত্তা থাকলে আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর পিঠ থেকে ওইগুলো নামিয়ে দিতাম। নবি ﷺ সাজদায় পড়ে আছেন; মাথা তুলতে পারছিলেন না।

পরিশেষে এক লোক গিয়ে ফাতিমাকে খবর দেয়। বয়সে সে ছিল তখন কিশোরী। সে এসে তাঁর পিঠ থেকে নাড়িভুঁড়ি নামিয়ে দেয় এবং তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাদের ভর্ৎসনা করে। সালাত শেষে নবি ﷺ উচ্চ আওয়াজে তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করেন। তিনি দুআ করলে তিনবার দুআ করতেন, আর (আল্লাহ্'র কাছে) কোনও কিছু চাইলে তিনবার চাইতেন। অতঃপর তিনি তিনবার বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশের বিচার করো!" তাঁর আওয়াজ শুনে তাদের হাসি মিলিয়ে যায়; তাঁর বদদুআয় তারা ভয় পেয়ে যায়। সবশেষে নবি ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! আবূ জাহ্ল ইবনু হিশাম, উতবা ইবনু রবীআ, শাইবা ইবনু রবীআ, ওয়ালীদ ইবনু উতবা,[১] উমাইয়া ইবনু খালাফ ও উকবা ইবনু আবী মুআইত—এদের বিচার তুমি করো!"

তিনি সপ্তম এক ব্যক্তির নামও উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু আমি তা মনে রাখতে পারিনি। শপথ সেই সত্তার, যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন! তিনি যাদের নাম উল্লেখ করেছেন, বদরের দিন আমি তাদের লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি; পরে তাদেরকে টেনে-হিঁচড়ে বদরের কুয়োর দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।'[২]

১১. কিবলামুখী হয়ে দুআ করা

[৪৩০] আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ আনসারি মাযিনি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চাওয়ার উদ্দেশে, আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাত আদায়ের স্থানের দিকে রওয়ানা হন। দুআ করার ইচ্ছা পোষণ করলে, তিনি কিবলামুখী হতেন এবং নিজের আলখাল্লাটি উলটিয়ে পরতেন।'[৩]

---

[১] সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থে তার নাম বলা হয়েছে ওয়ালীদ ইবনু উকবা। বিশুদ্ধ নামটি হলো ওয়ালীদ ইবনু উতবা। দেখুন, ফাতহুল বারী, ৭/১৬৫।
[২] মুসলিম, ১৭৯৪।
[৩] বুখারি, ১০০৫।

১২. দুআয় হাত উত্তোলন করা

[৪৩১] আবূ মূসা আশআরি ﵁ বলেন, 'নবি ﷺ দুআ করেন; এরপর দু' হাত তোলেন। আমি তাঁর বাহুমূলের শুভ্রতা দেখতে পাই।'[১]

[৪৩২] ইবনু উমার ﵁ বলেন, 'নবি ﷺ দু' হাত তুলে বলেন, "হে আল্লাহ! খালিদ যা করেছে, এর সঙ্গে আমার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি।" '[২]

[৪৩৩] আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ নিজের দু' হাত তোলেন, তাতে আমি তাঁর বাহুমূলের শুভ্রতা দেখতে পাই।'[৩]

[৪৩৪] সালমান ফারিসি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের রব লাজুক ও মহানুভব; তাঁর বান্দা যখন তাঁর কাছে দু' হাত তোলে, তখন তিনি হাত দুটিকে খালি অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।" '[৪]

১৩. সুযোগ থাকলে দুআর আগে ওযু করে নেওয়া

[৪৩৫] আবূ মূসা আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হুনাইন যুদ্ধ শেষে নবি ﷺ আবূ আমির ﵁-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী আওতাসের উদ্দেশে পাঠান। এরপর দুরাইদ ইবনুস সিম্মা'র মুখোমুখি হলে, দুরাইদ নিহত হয়, আর আল্লাহ তার সঙ্গীদের পরাজিত করেন। নবি ﷺ আবূ আমিরের সঙ্গে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। (ওই যুদ্ধে) আবূ আমিরের হাঁটুতে তির বিদ্ধ হয়। জুশাম গোত্রের এক ব্যক্তি তার দিকে তির নিক্ষেপ করলে সেটি তার হাঁটুতে আটকে যায়।

আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, "চাচা! আপনার উপর কে তির ছুড়েছে?" তিনি ইশারায় বলেন, "ওই লোকটিই আমার হত্যাকারী, যে আমার উপর তির ছুড়েছে।" আমি তার উদ্দেশে এগিয়ে যাই। আমাকে দেখে সে পালিয়ে যায়। আমি তার পিছু ধাওয়া করে বলতে থাকি, "তোমার কি শরম নেই? তুমি কি দাঁড়াবে না?" তখন সে থেমে যায়। আমাদের মধ্যে দু'বার তরবারির আঘাত বিনিময় হয়। এরপর আমি তাকে হত্যা করি।

তারপর আবূ আমিরকে বলি, "আপনাকে যে আঘাত করেছে, আল্লাহ তাকে হত্যা করিয়েছেন।" তিনি বলেন, "এবার তা হলে এ তিরটি বের করো।" আমি তিরটি বের করলে, সেখান থেকে প্রচুর পানি নির্গত হয়। তখন তিনি বলেন, "ভাতিজা! তুমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে, তাঁকে আমার সালাম দিয়ে বলো, আবূ আমির আপনাকে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলেছে।"

বাহিনীকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আবূ আমির আমাকে নিযুক্ত করেন। এর অল্প কিছুক্ষণ পরই তিনি মারা যান। আমি (যুদ্ধ থেকে) ফিরে এসে নবি ﷺ-এর ঘরে ঢুকি।

---

[১] বুখারি, ২৮৮৪।
[২] বুখারি, ৪৩৩৯।
[৩] বুখারি, ১০৩০।
[৪] আবূ দাউদ, ১৪৮৮, সামগ্রিকভাবে হাসান।

তিনি তখন খেজুর পাতার একটি খাটে শুয়ে ছিলেন। খাটটির উপর ছিল একটি বিছানা। নবি ﷺ-এর পিঠ ও পার্শ্বদেশে বিছানার দাগ লেগে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আমাদের (যুদ্ধ) ও আবূ আমিরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে বলি, "তিনি আপনাকে বলেছেন তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে।"

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ পানি আনার নির্দেশ দেন। এরপর ওযু করে নিজের হাত দুটি তুলে বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি উবাইদ আবূ আমিরকে মাফ করে দাও!" (ওই সময়) আমি তাঁর বাহুমূলের শুভ্রতা দেখতে পাই। এরপর নবি ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! কিয়ামাতের দিন তাকে তোমার বিপুল সংখ্যক সৃষ্টি অথবা মানুষের উপর স্থান দিয়ো!" তখন আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যও ক্ষমাপ্রার্থনা করুন!" তখন তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আবদুল্লাহ ইবনু কাইসের গোনাহ মাফ করে দাও এবং কিয়ামাতের দিন তাকে সম্মানজনক আবাসে প্রবেশ করাও!" '[১]

১৪. দুআর মধ্যে আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করা

[৪৩৬] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ এ আয়াত(দুটি) পাঠ করেন, যেখানে ইবরাহীম ؑ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾

"হে আমার রব! এ মূর্তিগুলো অনেককে ভ্রষ্টতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে, যে আমার পথে চলবে সে আমার অন্তর্গত, আর যে আমার বিপরীত পথ অবলম্বন করবে, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই তুমি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।" (সূরা ইবরাহীম ১৪:৩৬)

ঈসা ؑ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾

"যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তা হলে তারা তো আপনার বান্দা; আর যদি মাফ করে দেন, তা হলে আপনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।" (সূরা মাইদাহ্ ৫:১১৮)

এরপর নিজের দু' হাত তুলে বলেন, "হে আল্লাহ! আমার উম্মাহ, আমার উম্মাহ!" এ কথা বলে তিনি কেঁদে ওঠেন। তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো 'আপনি কাঁদছেন কেন?' অবশ্য তোমার রব ভালো করেই (তা) জানেন।" জিবরীল ؑ এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি নিজের বক্তব্য সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। অথচ তিনি এ সম্পর্কে অধিক অবহিত। পরিশেষে আল্লাহ বলেন, "জিবরীল! তুমি মুহাম্মাদের কাছে গিয়ে বলো—তোমার উম্মাহর ব্যাপারে আমি তোমাকে অচিরেই খুশি করে দেবো, তোমাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলব না।" '[২]

---

[১] বুখারি, ৪৩২৩।
[২] মুসলিম, ২০২।

১৫. আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের অভাব-অনুযোগ পেশ করা

আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾

"আর (এ একই বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান) আমি আইয়ূবকে দিয়েছিলাম। স্মরণ করো, যখন সে তার রবকে ডাকলো, 'আমি রোগগ্রস্ত হয়ে গেছি এবং তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী।' " (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৩)

যাকারিয়্যা ﷺ দুআ করেন—

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ো না এবং সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তো তুমিই।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৯)

ইবরাহীম ﷺ দুআয় বলেন—

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾

"হে আমাদের রব! আমি একটি তৃণ-পানিহীন উপত্যকায় নিজের বংশধরদের একটি অংশকে তোমার পবিত্র গৃহের কাছে এনে বসবাস করিয়েছি। পরওয়ারদিগার! এটা আমি এ জন্য করেছি যে, এরা এখানে সালাত কায়েম করবে। কাজেই তুমি লোকদের মনকে এদের প্রতি আকৃষ্ট করো এবং ফল-ফলাদি দিয়ে এদের আহারের ব্যবস্থা করো, হয়তো এরা শোকরগুজার হবে।" (সূরা ইবরাহীম ১৪:৩৭)

১৬. অপরের জন্য দুআ করার সময় নিজেকে দিয়ে শুরু করা

[৪৩৭] উবাই ইবনু কা'ব ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ কারও কথা স্মরণ করলে তার জন্য দুআ করতেন (এবং) নিজেকে দিয়ে শুরু করতেন।'[১]

[৪৩৮, ৪৩৯ ও ৪৪০] এটি প্রমাণিত যে, আনাস, ইবনু আব্বাস ও উম্মু ইসমাঈল ﷺ-এর জন্য দুআ করার সময়, নবি ﷺ নিজেকে দিয়ে শুরু করেননি।[২]

১৭. দুআর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় শব্দ না বাড়ানো

[৪৪১] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﷺ-এর ছেলে থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি (দুআর মধ্যে) বলছিলাম—"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাত এবং এর নিয়ামাতরাজি, সৌন্দর্য ও অমুক অমুক জিনিস চাই; আর জাহান্নাম এবং এর শিকল, বেড়ি ও অমুক অমুক জিনিস থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।" আমার পিতা আমার এ দুআ শুনতে পেয়ে বলেন, "ছেলে আমার! আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'অচিরেই

---

[১] আবূ দাঊদ, ৩৯৮৪, সহীহ।
[২] বুখারি, ১৯৮২, ১৪৩, ২৩৬৮।

কিছু লোকের আগমন ঘটবে, যারা দুআর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় কথা বলবে।' তুমি যেন তাদের অন্তর্ভুক্ত না হও! তোমাকে জান্নাত দেওয়া হলে, জান্নাত ও এর ভেতরের সবকিছুই তোমাকে দেওয়া হবে; আর তোমাকে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় দেওয়া হলে, জাহান্নাম ও এর ভেতরকার সকল অনিষ্ট থেকেই তোমাকে আশ্রয় দেওয়া হবে।" '[১]

[৪৪২] আবূ নুআমা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল ﷺ তার ছেলেকে বলতে শুনেন, "হে আল্লাহ! আমি জান্নাতে গেলে তোমার কাছে জান্নাতের ডানদিকে একটি শ্বেত প্রাসাদ চাই।" এ কথা শুনে তিনি বলেন, "ছেলে আমার! আল্লাহর কাছে জান্নাত চাও, আর তাঁর কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাও। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি—'এ উম্মাহর মধ্যে অচিরেই কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা পরিচ্ছন্নতা-অর্জন ও দুআর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে।' " '[২]

১৮. তাওবা করে হারাম থেকে ফিরে আসা

[৪৪৩] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ পবিত্র, তিনি কেবল পবিত্র বস্তুই গ্রহণ করেন; আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ওই নির্দেশই দিয়েছেন, যা তিনি দিয়েছিলেন নবিদেরকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

"হে রাসূলগণ! পাক-পবিত্র জিনিস খাও এবং সৎকাজ করো। তোমরা যা-কিছুই করো না কেন, আমি তা ভালোভাবেই জানি।" (সূরা আল-মু'মিনূন ২৩:৫১)

তিনি (আরও) বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

"হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর ইবাদাতকারী হয়ে থাকো, তা হলে যে সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস আমি তোমাদের দিয়েছি, সেগুলো নিশ্চিন্তে খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১৭২)

এরপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, দীর্ঘ সফরের দরুন যার চুল উশকোখুশকো, চেহারা ধুলামলিন; সে হাত দুটি আকাশের দিকে তুলে ধরে বলছে 'রব আমার! রব আমার!' কিন্তু তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম, আর তার পরিপুষ্টি হয়েছে হারাম দিয়ে; তা হলে, কীভাবে তার ডাকে সাড়া দেওয়া হবে?'[৩]

১৯. নিজের সঙ্গে পিতা-মাতার জন্য দুআ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

[১] আবূ দাউদ, ১৪৮০, সহীহ।
[২] আবূ দাউদ, ৯৬, সহীহ।
[৩] মুসলিম, ১০১৫।

"আর দয়া ও কোমলতা-সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দুআ করতে থাকো এই বলে: হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতা-সহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন।" (সূরা আল-ইসরা ১৭:২৪)

ইবরাহীম ﷺ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

"হে পরওয়ারদিগার! যেদিন হিসেব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সমস্ত মুমিনদেরকে মাফ করে দিয়ো।" (সূরা ইবরাহীম ১৪:৪১)

নূহ ﷺ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন—

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

"হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হিসেবে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং সব মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করে দাও। জালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।" (সূরা নূহ ৭১:২৮)

২০. নিজের সঙ্গে মুমিন নারী-পুরুষদের জন্য দুআ করা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

"নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। এবং মুমিন নারী ও পুরুষদের জন্যও।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯)

২১. শুধু আল্লাহর কাছে চাওয়া

[৪৪৪] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ছিলাম নবি ﷺ-এর পেছনে। তখন তিনি বলেন, "এই ছেলে! আমি তোমাকে কিছু কথা শিখিয়ে দিচ্ছি: আল্লাহকে স্মরণে রেখো, তিনি তোমাকে সুরক্ষা দেবেন; আল্লাহকে স্মরণে রেখো, তা হলে তুমি তাঁকে পাবে তোমার প্রতি মনোনিবেশকারী; কিছু চাইলে, আল্লাহর কাছে চেয়ো; আর সাহায্যের প্রয়োজন হলে, আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ো। ভালো করে জেনে রেখো—সবাই মিলে তোমার কোনও কল্যাণ করতে চাইলে, তারা তা পারবে না, কেবল তা-ই হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন; আবার সবাই মিলে তোমার কোনও ক্ষতি করতে চাইলে, তারা তা পারবে না, কেবল তা-ই হবে, যা আল্লাহ তোমার জন্য লিখে রেখেছেন; কলম তুলে নেওয়া হয়েছে আর সহীফাগুলো(র কালি) শুকিয়ে গিয়েছে।" '[১]

[১] তিরমিযি, ২৫১৬, হাসান সহীহ।

পঞ্চম অধ্যায়: দুআ কবুলের সময়

১. লাইলাতুল কদর বা কদরের রাত

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

“আমি এ (কুরআন) নাযিল করেছি কদরের রাতে। তুমি কি জানো, কদরের রাত কী? কদরের রাত হাজার মাসের চাইতেও বেশি ভালো। ফেরেশতারা ও রূহ এই রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রত্যেকটি হুকুম নিয়ে নাযিল হয়। এ রাতটি পুরোপুরি শান্তিময় ফজরের উদয় পর্যন্ত।” (সূরা আল-কদর ৯৭:১–৫)

[৪৪৫] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি বললাম “হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি বুঝতে পারি কোন রাতটি লাইলাতুল কদর, তা হলে ওই রাতে আমি কী বলব?” নবি ﷺ বলেন, “তুমি বোলো—

হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, মহানুভব!	اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ
তুমি ক্ষমা করতে পছন্দ করো।	تُحِبُّ الْعَفْوَ
অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও।” ’[১]	فَاعْفُ عَنِّيْ

২. ফরজ সালাতসমূহের পর

[৪৪৬] আবূ উমামা বাহিলি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘জিজ্ঞাসা করা হলো, “হে আল্লাহর রাসূল! কোন (সময়ে) দুআ বেশি কবুল হয়?” নবি ﷺ বলেন, “শেষ রাতে এবং ফরজ সালাতসমূহের পরে।” ’[২]

৩. শেষ রাতে

[৪৪৭] আমর ইবনু আবাসা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি বললাম, “হে আল্লাহর রাসূল! এমন কোনও সময় আছে কি, যে সময় (আল্লাহ তাআলার) অধিক নিকটবর্তী হওয়া যায়, অথবা এমন কোনও সময় আছে কি, যে সময় আল্লাহর যিকর করা কাঙ্ক্ষিত?” নবি ﷺ বলেন, “হ্যাঁ, আল্লাহ বান্দার অধিক নিকটবর্তী হন শেষ রাতে। ওই সময় যারা আল্লাহ তাআলার যিকর করে, সম্ভব হলে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো, কারণ ওই সময়ের সালাতে ফেরেশতারা হাজির ও সাক্ষী থাকে; আর এ অবস্থা চলতে থাকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। সূর্য উদিত হয় শয়তানের দু' শিঙের মাঝখান দিয়ে, আর সেটি হলো কাফিরদের প্রার্থনার সময়; সুতরাং ওই সময় সালাত আদায় করবে না, যতক্ষণ না সূর্য

---

[১] তিরমিযি, ৩৫১৩, হাসান সহীহ।
[২] তিরমিযি, ৩৪৯৯, হাসান।

এক বর্শা পরিমাণ উপরে ওঠবে এবং এর রশ্মি চলে যাবে।

এরপর দুপুরবেলা বর্শার ছায়া সমান হওয়ার আগ পর্যন্ত সালাত আদায় করা হলে, ফেরেশতারা তাতে হাজির ও সাক্ষী থাকে। ঠিক ওই সময় (অর্থাৎ ঠিক দুপুরবেলা) জাহান্নাম তীব্রভাবে প্রজ্জ্বলিত হয় এবং এর দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, সুতরাং ওই সময় সালাত আদায় করবে না, যতক্ষণ না তা ঢলে পড়ছে। এরপর সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত সালাত আদায় করা হলে, ফেরেশতারা তাতে হাজির ও সাক্ষী থাকে। এরপর সূর্য অস্ত যায় শয়তানের দু' শিঙের মাঝখান দিয়ে, আর সেটি হলো কাফিরদের প্রার্থনার সময়।" '[১]

[৪৪৮] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "প্রতি রাতে শেষ এক-তৃতীয়াংশ বাকি থাকতে, আমাদের মহান রব নিকটতম আকাশে নেমে বলেন, 'যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো; যে আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দেবো; যে আমার কাছে মাফ চাইবে, আমি তাকে মাফ করে দেবো।' " '[২]

[৪৪৯] উসমান ইবনু আবিল আস ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "রাতের অর্ধেক পার হলে, আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়। তখন একজন আহ্বানকারী এভাবে ডাকতে থাকে—কেউ (আল্লাহকে) ডাকলে, তার ডাকে সাড়া দেওয়া হবে; কেউ চাইলে, তাকে দেওয়া হবে; কোনও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকলে, তার দুশ্চিন্তা দূর করে দেওয়া হবে। কোনও মুসলিম কোনও দুআ করলে, আল্লাহ অবশ্যই তার ডাকে সাড়া দেবেন, তবে ব্যভিচারিণী কিংবা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণকারী বাদে।" '[৩]

শেষ রাতে যারা (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা চায়, তাদের প্রশংসা করে আল্লাহ তাআলা বলেন—

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

"রাতের বেলা তারা কমই ঘুমাত। আর তারাই আবার রাতের শেষ প্রহরগুলোতে ক্ষমা প্রার্থনা করত।" (সূরা আয-যারিয়াত ৫১:১৭–১৮)

৪. আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়

[৪৫০] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময় দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।"[৪]

৫. ফরজ সালাতের আযানের সময়

[৪৫১] সাহল ইবনু সাদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "দুটি (দুআ) ফিরিয়ে দেওয়া হয় না, অথবা খুব কমই ফিরিয়ে দেওয়া হয়: আযানের সময়

---

[১] আবূ দাউদ, ১২৭৭, সহীহ।
[২] বুখারি, ১১৪৫।
[৩] তাবারানি, আল-কাবীর, ৮৩৯১; আল-আওসাত, ২৭৯০, ইসনাদটি সহীহ।
[৪] আবূ দাউদ, ৫২১; তিরমিযি, ২১২, সহীহ।

দুআ এবং যখন যুদ্ধ তীব্র রূপ ধারণ করে।" '[১]

৬. সালাতের ইকামাতের সময়

[৪৫২] সাহ্‌ল ইবনু সাদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "দুটি সময় কোনও দুআকারীর দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না: সালাতের ইকামাতের সময়, আর আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর সময়।" '[২]

৭. বৃষ্টির সময়

[৪৫৩] সাহ্‌ল ইবনু সাদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "দুটি (দুআ) ফিরিয়ে দেওয়া হয় না, অথবা খুব কমই ফিরিয়ে দেওয়া হয়: আযানের সময় দুআ এবং যখন যুদ্ধ তীব্র রূপ ধারণ করে।" '[৩] অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "বৃষ্টির সময়।"

৮. আল্লাহর রাস্তায় লড়াই তীব্র রূপ ধারণ করলে

[৪৫৪] সাহ্‌ল ইবনু সাদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "দুটি (দুআ) ফিরিয়ে দেওয়া হয় না, অথবা খুব কমই ফিরিয়ে দেওয়া হয়: আযানের সময় দুআ এবং যখন যুদ্ধ তীব্র রূপ ধারণ করে।" '[৪]

৯. প্রতি রাতে কিছুক্ষণ সময়

[৪৫৫] জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "রাতের বেলা কিছুক্ষণ সময় থাকে, যখন কোনও মুসলিম আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোনও কল্যাণ চাইলে, আল্লাহ তাকে তা অবশ্যই দেন। এটি প্রত্যেক রাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।" '[৫]

১০. জুমুআর দিন অল্প কিছুক্ষণ সময়

[৪৫৬] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ জুমুআর দিনের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, "এতে কিছু সময় আছে এমন, যখন কোনও মুসলিম বান্দা দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে, তিনি তাকে তা অবশ্যই দেবেন।" তিনি হাতের ইশারায় দেখিয়ে দেন যে, ওই সময়টি (খুবই) অল্প।'[৬]

[৪৫৭] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "জুমুআর দিন একটি সময় আছে যখন কোনও মুসলিম বান্দা আল্লাহর কাছে কোনও কল্যাণ চাইলে, তিনি তাকে তা অবশ্যই দেবেন। আর সেটি হলো আসরের পর।" '[৭]

---

[১] আবূ দাউদ, ২৫৪০, সহীহ।
[২] ইবনু হিব্বান, সহীহ, ১৭৬৪।
[৩] আবূ দাউদ, ২৫৪০, সহীহ।
[৪] আবূ দাউদ, ২৫৪০, সহীহ।
[৫] মুসলিম, ৭৫৭।
[৬] বুখারি, ৯৩৫।
[৭] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ১/২৩৯; আহমাদ, ২/২৭২, অন্যান্য হাদীসের সমর্থনে সহীহ।

[৪৫৮] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ؓ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "জুমুআর দিন বারো ঘণ্টা সময়; এর মধ্যে একটি সময় আছে এমন, যখন কোনও মুসলিম বান্দা আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে, তিনি তাকে তা অবশ্যই দেবেন; সুতরাং তোমরা আসরের পর শেষ সময়টুকুতে তা অনুসন্ধান কোরো।" '[১]

[৪৫৯] আবূ মূসা আশআরি ؓ-এর ছেলে আবূ বুরদা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমার ؓ আমাকে বলেন, 'তুমি কি তোমার পিতাকে জুমুআর দিনের (বিশেষ) সময়ের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কোনও হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছ?' আমি বলি, হ্যাঁ, আমি তাকে বলতে শুনেছি—'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "সেটি হলো ইমামের (বৈঠকে) বসা থেকে সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত মাঝখানের সময়টুকু।" '[২]

ইবনুল কাইয়িম ও অন্যান্য বিদ্বান যে মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তা হলো, জুমুআর দিন (দুআ কবুলের) সেই সময়টি হলো আসরের পর।[৩]

ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'আমার মতে, সালাতের সময়টি মূলত এমন এক সময়, যখন দুআ কবুলের আশা করা যায়। (সাধারণত সালাতের সময় ও আসরের পর—) উভয়টিই হলো দুআ কবুলের সময়; যদিও বিশেষ সময়টি হলো আসরের পর; এটি নির্দিষ্ট—আগে-পরে হওয়ার কোনও সুযোগ নেই; তবে 'সালাতের সময়' কথাটি সালাতের আগের এবং পরের উভয় সময়কেই বোঝায়। এক জায়গায় মুসলিমদের সমবেত হওয়া, তাদের সালাত আদায় করা ও বিনয়ের সঙ্গে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া—এ সব গুলোরই দুআ কবুলের পেছনে প্রভাব রয়েছে। তাই, তাদের সমবেত হওয়ার সময়টিতে দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে আশা করা যায়। আর এভাবে সকল হাদীসের মধ্যে সমন্বয় করা সম্ভব।'[৪]

১১. সৎ নিয়তে জমজমের পানি পান করার সময়

[৪৬০] জাবির ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলেছেন, "জমজমের পানি ওই উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়ক, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তা পান করা হবে।" '[৫]

১২. সাজদায়

[৪৬১] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "বান্দা যখন সাজদায় থাকে, তখন সে তার রবের অধিক কাছাকাছি থাকে; সুতরাং (ওই সময়) তোমরা বেশি করে দুআ কোরো।" '[৬]

---

[১] আবূ দাঊদ, ১০৪৮, সহীহ।
[২] মুসলিম, ৮৫৩।
[৩] যাদুল মাআদ, ১/৩৮৮–৩৯৭।
[৪] যাদুল মাআদ, ১/৩৯৪।
[৫] ইবনু মাজাহ, ৩০৬২, হাসান।
[৬] মুসলিম, ৪৮২।

১৩. রাতে ঘুম থেকে উঠে নির্দিষ্ট দুআ পড়ে

[৪৬২] উবাদাহ্ ইবনুস সামিত ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে এ বাক্যগুলো বলে—

"আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক,	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
তাঁর কোনও অংশীদার নেই,	لَا شَرِيْكَ لَهُ
রাজত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁর,	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।	وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

সকল প্রশংসা আল্লাহর,	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
আল্লাহ পবিত্র,	وَسُبْحَانَ اللهِ
আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই,	وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ,	وَاللهُ أَكْبَرُ
মহান আল্লাহ ছাড়া কারও কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই।"	وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

এরপর বলে, "হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও!" অথবা অন্য কোনও দুআ করে, তার দুআ কবুল হয়। তারপর ওযু করে সালাত আদায় করলে, তার সালাত কবুল হয়।'[১]

১৪. ইউনুস ﷺ-এর দুআ পাঠ করার পর

[৪৬৩] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "মাছের পেটের ভেতর থাকাবস্থায় ইউনুস ﷺ দুআ করেছিলেন—

তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই!	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
তুমি পবিত্র!	سُبْحَانَكَ
আমি তো জালিমদের একজন!	إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

কোনও মুসলিম যে বিষয়েই এভাবে (আল্লাহকে) ডেকেছে, আল্লাহ্ তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন।" '[২]

১৫. মুসিবতের সময় নির্দিষ্ট দুআ পড়ে

[৪৬৪] উম্মু সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কোনও বান্দা যদি বিপদ-মুসিবতের মুখোমুখি হয়ে বলে—

আমরা আল্লাহর জন্য,	إِنَّا لِلّٰهِ
আর আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।	وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

---

[১] বুখারি, ১১৫৪।
[২] তিরমিযি, ৩৫০৫, ইসনাদটি সহীহ।

হে আল্লাহ! আমার মুসিবতের জন্য আমাকে প্রতিদান দাও!	اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ
এবং এর চেয়ে উত্তম কিছু আমাকে দাও!	وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِّنْهَا

আল্লাহ অবশ্যই এর বদলে তাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দেবেন।" আবূ সালামা'র মৃত্যুর পর, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী আমি এ দুআ পাঠ করি, এরপর আল্লাহ তাআলা আমাকে তার চেয়ে উত্তম অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দিয়েছেন।'[১]

১৬. কারও মৃত্যুর পর মানুষ যখন দুআ করে

[৪৬৫] উম্মু সালামা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(আবূ সালামা'র মৃত্যুর পর) আল্লাহর রাসূল ﷺ আবূ সালামার কাছে আসেন। তার চোখ ছিল খোলা ও স্থির। নবি ﷺ তা বন্ধ করে দিয়ে বলেন, "রূহ বা আত্মা নিয়ে যাওয়া হলে, চোখ তার পেছনে পেছনে যায়।" তখন তার পরিবারের কিছু লোক চিৎকার করে ওঠে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন, "তোমরা নিজেদের জন্য ভালো ছাড়া অন্য কিছুর দুআ করো না; কারণ, তোমাদের দুআর সঙ্গে সঙ্গে ফেরেশতারা 'আমীন/ আল্লাহ! কবুল করো!' বলতে থাকে।" এরপর তিনি বলেন—

হে আল্লাহ! তুমি আবূ সালামা-কে মাফ করে দাও!	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ
হিদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দাও!	وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّيْنَ
তুমি তার পেছনে-রেখে-যাওয়া পরিবারের দেখভাল করো!	وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِيْنَ
জগতসমূহের অধিপতি! আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করো!	وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ
তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও	وَافْسَحْ لَهُ فِيْ قَبْرِهِ
এবং তার জন্য সেখানে আলোর ব্যবস্থা করে দাও!'[২]	وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ

১৭. সালাতের শুরুতে বিশেষ দুআ পড়ার সময়

[৪৬৬] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে সালাত আদায় করছি, এমন সময় লোকদের মধ্যে একজন বলে ওঠে—

আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব সবার উপর,	اَللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا
বিপুল প্রশংসা আল্লাহর,	وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا
সকাল-সন্ধ্যার সকল মহিমা আল্লাহর।	وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلًا

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, "এসব বাক্য কে উচ্চারণ করল?" লোকদের মধ্যে একজন বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি।" নবি ﷺ বলেন, "এসব শুনে আমি চমকে ওঠেছি; এসবের জন্য আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে।" আল্লাহর

[১] মুসলিম, ৯১৮।
[২] মুসলিম, ৯২০।

রাসূল ﷺ-কে ওই কথা বলতে শোনার পর থেকে, আমি আর সেসব বাক্য (পাঠ করা) ছাড়িনি।'[১]

১৮. সালাতের শুরুতে আরেকটি বিশেষ দুআ পড়ার সময়

[৪৬৭] আনাস ؓ থেকে বর্ণিত, 'এক ব্যক্তি এসে (সালাতের) কাতারে ঢুকে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—

সকল প্রশংসা আল্লাহর;	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
এমন প্রশংসা যা পরিমাণে বিপুল, পবিত্র ও বরকতময়।	حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

সালাত শেষে আল্লাহর রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, "তোমাদের মধ্যে এসব বাক্য কে উচ্চারণ করল?" লোকজন চুপ থাকলে তিনি (আবার) জিজ্ঞাসা করেন, "তোমাদের মধ্যে এসব বাক্য কে উচ্চারণ করল? সে তো খারাপ কিছু বলেনি!" তখন এক ব্যক্তি বলে, "আমি এসে হাঁপাচ্ছিলাম। এরপর এ কথাগুলো বলেছি।" তখন নবি ﷺ বলেন, "আমি দেখলাম—কে এ বাক্যগুলো তুলে (আল্লাহর কাছে) নিয়ে যাবে, এ নিয়ে ফেরেশতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে।" '[২]

১৯. ইমামের পেছনে সালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার সময়

[৪৬৮] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি সালাত আদায় করল, অথচ তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তা হলে সেটি অসম্পূর্ণ।" আবূ হুরায়রা ؓ-কে বলা হলো, "আমরা তো ইমামের পেছনে থাকি।" তিনি বলেন, "মনে মনে তা পড়ো; কারণ আমি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন—সালাতকে আমার ও আমার বান্দার মধ্যে দু' ভাগে বিভক্ত করেছি; আমার বান্দা তা-ই পাবে, যা সে চায়। যখন বান্দা বলে, সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের রব আল্লাহর, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। যখন সে বলে, পরম করুণাময় অসীম দয়ালু, আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার মহত্ত্ব বর্ণনা করেছে। যখন সে বলে, বিচার দিনের মালিক, আল্লাহ্ বলেন, আমার বান্দা আমার মহিমা প্রকাশ করেছে। (আরেকবার তিনি বলেন, আমার বান্দা আমার কাছে ন্যস্ত করেছে।) যখন সে বলে, আমরা কেবল তোমার গোলামি করি আর কেবল তোমার কাছে সাহায্য চাই, তখন আল্লাহ্ বলেন, এটি আমার ও আমার বান্দার মধ্যকার বিষয়; আমার বান্দা তা-ই পাবে, যা সে চায়। এরপর যখন সে বলে, আমাদের ভারসাম্যপূর্ণ পথ দেখাও—তাদের পথ, যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছ, তাদের পথ নয় যারা (তোমার) ক্রোধের শিকার হয়েছে এবং যারা পথ হারিয়ে ফেলেছে, তখন আল্লাহ্ বলেন, এটি আমার, আর আমার বান্দা তা-ই পাবে, যা সে চায়।" '[৩]

---

[১] মুসলিম, ৬০১।
[২] মুসলিম, ৬০১।
[৩] মুসলিম, ৩৯৫। ইমামের কিরাআতের সময় মুক্তাদির করণীয় নির্দেশনার জন্য আরও দেখা যেতে পারে: মুসলিম, ৪০৪।

২০. রুকূ থেকে ওঠার সময়

[৪৬৯] রিফাআ ইবনু রাফি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা একদিন নবি ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করছি। তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বললে, তাঁর পেছনের এক ব্যক্তি বলে ওঠেন—

হে আমাদের রব! প্রশংসা কেবল তোমারই,	رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
বিপুল পরিমাণ প্রশংসা, যা উত্তম ও বরকত-সমৃদ্ধ।	حَمْداً كَثِيْراً طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "একটু আগে (এ শব্দগুলো) কে বলেছে?" সে বলে, "আমি।" নবি ﷺ বলেন, "আমি ত্রিশ জনের বেশি ফেরেশতাকে দেখেছি, কে সর্বপ্রথম তা লিখবে—এ নিয়ে তারা প্রতিযোগিতায় নেমেছে।"[১]

২১. ফেরেশতাদের আমীন-এর সঙ্গে মুসল্লির আমীন মিলে গেলে

[৪৭০] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যখন ইমাম আমীন বলেন, তখন তোমরা আমীন বোলো, কারণ যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন-এর সঙ্গে মিলে যাবে, তার পেছনের গোনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে।" '[২]

[৪৭১] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যখন ইমাম গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দোয়াল্লীন বলেন, তখন তোমরা আমীন বোলো, কারণ যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন-এর সঙ্গে মিলে যাবে, তার পেছনের গোনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হবে।" '[৩]

২২. রুকূ থেকে উঠে বিশেষ দুআ পড়ার সময়

[৪৭২] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "ইমাম যখন سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলে, তখন তোমরা বোলো—

হে আল্লাহ, আমাদের রব! প্রশংসা কেবলই তোমার।	اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

কারণ, যার দুআ ফেরেশতাদের দুআর সঙ্গে মিলে যায়, তার পেছনের গোনাহগুলো মাফ করে দেওয়া হয়।" '[৪]

২৩. শেষ বৈঠকে নবি ﷺ-এর উপর দরুদ পড়ার পর

[৪৭৩] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবি ﷺ-এর পাশে সালাত আদায় করছিলাম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর ও উমার ﵄। (সালাতের বৈঠকে) বসে প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা পাঠ করি, এরপর নবি ﷺ-এর উপর দরুদ পড়ি, তারপর নিজের জন্য দুআ করি। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন, "চাও, তোমাকে দেওয়া হবে;

---

[১] বুখারি, ৭৯৯।
[২] বুখারি, ৭৮০।
[৩] বুখারি, ৭৮২।
[৪] বুখারি, ৭৯৬।

চাও, তোমাকে দেওয়া হবে।" '[১]

[৪৭৪] ফুদালা ইবনু উবাইদিল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে সালাতের মধ্যে দুআ করতে শুনেন; সে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করেনি, আর নবি ﷺ-এর উপর দরুদও পাঠ করেনি। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "সে বড্ড তাড়াহুড়া করল!" তিনি তাকে ডাকেন। এরপর তাকে অথবা অন্য কাউকে বলেন, "তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করবে, তখন সে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন দিয়ে শুরু করে, এরপর নবির উপর দরুদ পড়ে, তারপর ইচ্ছেমতো দুআ করে।"[২]

আল্লাহর রাসূল ﷺ আরেক ব্যক্তিকে সালাত আদায় করতে দেখেন; সে আল্লাহর প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করেছে এবং নবি ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করেছে। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "ওহে সালাত আদায়কারী! (আল্লাহকে) ডাকো, সাড়া পাবে; চাও, তোমাকে দেওয়া হবে।"[৩]

২৪. সালাতে সালাম ফেরানোর আগে

[৪৭৫] মিহ্জান ইবনুল আরদা' ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করেন। তখন এক ব্যক্তি সালাতের শেষের দিকে তাশাহ্হুদ পাঠ করছে। সে বলছে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
হে আল্লাহ! তুমি এক,	يَا اَللّٰهُ الْوَاحِدُ
একক, অমুখাপেক্ষী,	الْأَحَدُ الصَّمَدُ
যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারও থেকে জন্ম নেননি	الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই;	وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ
তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও,	أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ
একমাত্র তুমিই ক্ষমাশীল, দয়ালু।	إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

তার দুআ শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ তিনবার বলেন, "তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে।" '[৪]

২৫. সালাম ফেরানোর আগে আরেকটি দুআয়

[৪৭৬] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে বসে আছি। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে। সে রুকূ, সাজদা ও তাশাহ্হুদের পর দুআ করে। ওই দুআয় সে বলে—

[১] তিরমিযি, ৫৯৩, হাসান।
[২] আবূ দাউদ, ১৪৮১, হাসান।
[৩] নাসাঈ, ১২৮৫, সহীহ।
[৪] নাসাঈ, ১৩০০, সহীহ।

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
প্রশংসা কেবল তোমারই;	بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
তুমি মহান দাতা এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্বদানকারী	الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
হে মহত্ত্ব ও মহানুভবতার অধিকারী!	يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী!	يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

তখন নবি ﷺ তাঁর সাহাবিদের বলেন, "তোমরা কি জানো, সে কী দুআ করেছে?" তারা বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" নবি ﷺ বলেন, "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে আল্লাহকে তাঁর মহান নাম নিয়ে ডেকেছে, যে নাম নিয়ে ডাকা হলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম নিয়ে কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দেন।" '[১]

২৬. আরেকটি দুআয়

[৪৭৭] বুরাইদা ইবনুল হুসাইব ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ এক ব্যক্তিকে এ কথা বলে দুআ করতে শুনেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র তুমিই আল্লাহ,	بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
একক, অমুখাপেক্ষী,	الْأَحَدُ الصَّمَدُ
যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারও থেকে জন্ম নেননি	الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই;	وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

তখন নবি ﷺ বলেন, "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে আল্লাহকে তাঁর মহান নাম নিয়ে ডেকেছে, যে নাম নিয়ে ডাকা হলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম নিয়ে কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দেন।" '[২]

২৭. ওযুর পর নির্দিষ্ট দুআ পাঠকালে

[৪৭৮] উকবা ইবনু আমির ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উট দেখভালের দায়িত্ব ছিল আমাদের উপর। আমার পালা আসলে, আমি সেগুলোকে সন্ধ্যা-সময় নিয়ে আসি। এসে দেখতে পাই, আল্লাহর রাসূল ﷺ দাঁড়িয়ে লোকদের সঙ্গে কথা বলছেন। আমি তাঁর এ কথাটুকু শুনতে পাই, "কোনও মুসলিম যদি ওযু করে—এবং তা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে—তারপর দাঁড়িয়ে অন্তর ও চেহারা একনিষ্ঠ করে দু' রাকআত সালাত আদায়

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭০৫, সহীহ।
[২] নাসাঈ, ১৩০০, সহীহ।

করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।" এ কথা শুনে আমি বলি, "কী চমৎকার কথা!" তখন আমার সামনে-থাকা একজন বলে ওঠেন, "এর আগের কথাটি ছিল আরও চমৎকার!" তাকিয়ে দেখি (সামনের লোকটি) উমার ﵁! তিনি বলেন, "আমার মনে হয়, আপনি এইমাত্র এসেছেন। (এর আগে) নবি ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি ওযু করে—এবং যথাযথভাবে তা সম্পন্ন করে—তারপর বলে,

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,	أَشْهَدُ أَنْ
আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই;	وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,	وَأَشْهَدُ أَنَّ
মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও বার্তাবাহক।	مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে যাবে; যে-দরজা দিয়ে ইচ্ছা, সে (জান্নাতে) প্রবেশ করবে।" '[১]

২৮. আরাফার দিন আরাফার ময়দানে

[৪৭৯] আমর ইবনু শুআইব ﵁ কর্তৃক তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "সর্বোত্তম দুআ হলো আরাফার দিন দুআ। আমি ও আমার আগেকার নবিগণ সর্বোত্তম যে দুআটি পড়েছেন, তা হলো—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই, তিনি একক;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
তাঁর কোনও অংশীদার নেই;	لَا شَرِيْكَ لَهُ
শাসনক্ষমতা তাঁর; প্রশংসাও তাঁরই;	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" '[২]	وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

২৯. সূর্য ঢলে পড়ার পর যুহরের আগে

[৪৮০] আবদুল্লাহ ইবনুস সাঈব ﵁ থেকে বর্ণিত, 'সূর্য ঢলে পড়ার পর যুহরের আগে আল্লাহর রাসূল ﷺ চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। নবি ﷺ বলেছেন, "এটি এমন এক সময়, যখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়; আমি চাই ওই সময় আমার নেক আমল (আকাশে) ওঠুক।" '[৩]

[৪৮১] আবূ আইয়ূব আনসারি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ যুহরের আগে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি তো সব সময় এ সালাত আদায় করছেন। তখন তিনি বলেন, "সূর্য ঢলে পড়লে আকাশের দরজাগুলো খুলে দেওয়া

---

[১] মুসলিম, ২৩৪।
[২] তিরমিযি, ৩৫৮৫, হাসান গরীব।
[৩] তিরমিযি, ৪৭৮, সহীহ।

হয় এবং যুহরের সালাত আদায় করা পর্যন্ত তা বন্ধ করা হয় না; আমি চাই ওই সময় আমার কল্যাণজনক কাজ (আকাশে) ওঠুক।" '[১]

৩০. রমাদান মাসে

[৪৮২] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "রমাদান শুরু হলে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর শয়তানদের শিকলবদ্ধ করা হয়।" '[২]

[৪৮৩] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "রমাদান শুরু হলে রহমতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়, আর শয়তানদের শিকলবদ্ধ করা হয়।" '[৩]

৩১. যিকরের মজলিশে মুসলিমদের সমাবেশে

[৪৮৪] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন:

> "আল্লাহর কিছু ফেরেশতা বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সেসব লোকের সন্ধান করে, যারা (আল্লাহর) যিকর বা স্মরণ করে। আল্লাহকে স্মরণ করছে—এমন কিছু লোক পেয়ে গেলে, তারা পরস্পরকে এভাবে ডাকে—তোমরা যা খুঁজছিলে, তার দিকে তাড়াতাড়ি আসো! এরপর তারা সেসব লোককে নিজেদের ডানা দিয়ে নিকটতম আকাশ পর্যন্ত ঘিরে রাখে।
>
> তাদের মহান রব তাদের জিজ্ঞেস করেন—অবশ্য তিনি তাদের চেয়ে ভালো জানেন—'আমার গোলামরা কী বলছে?' ফেরেশতারা বলেন, 'তারা আপনার পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব, প্রশংসা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করছে।' আল্লাহ্ জিজ্ঞেস করেন, 'তারা কি আমাকে দেখেছে?' তারা বলেন, 'শপথ আল্লাহর! না, তারা আপনাকে দেখেনি।' তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'যদি তারা আমাকে দেখত, তা হলে কী করত?' তারা বলেন, 'তারা যদি আপনাকে দেখত, তা হলে আরও অনেক বেশি করে আপনার গোলামি, মহত্ত্ব-বর্ণনা ও পবিত্রতা ঘোষণা করত।'
>
> তিনি বলেন, 'তারা আমার কাছে চায় কী?' তারা বলেন, 'তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়।' তিনি বলেন, 'তারা কি তা দেখেছে?' তারা বলেন, 'শপথ আল্লাহর! হে আমাদের রব! না, তারা তা দেখেনি?' তিনি বলেন, 'তারা যদি তা দেখত, তা হলে কী করত?' তারা বলেন, 'তারা যদি তা দেখত, তা হলে এর জন্য আরও অনেক বেশি আগ্রহী হয়ে ওঠত, আরও বেশি করে তা অনুসন্ধান করত, আর এর প্রতি তাদের উদ্দীপনা আরও বেড়ে যেত!'
>
> তিনি বলেন, 'তারা কী থেকে বাঁচতে চায়?' তারা বলেন, 'জাহান্নাম থেকে।' তিনি বলেন, 'তারা কি তা দেখেছে?' তারা বলেন, 'শপথ আল্লাহর! হে আমাদের রব! না,

---

[১] ইবনু খুযাইমা, ২/২২৩/১২১৫, সহীহ।
[২] বুখারি, ১৮৯৮।
[৩] বুখারি, ১৮৯৮।

তারা তা দেখেনি?' তিনি বলেন, 'তারা যদি তা দেখত, তা হলে কী করত?' তারা বলেন, 'তারা যদি তা দেখত, তা হলে আরও কঠিন ভয় পেয়ে আরও তীব্রতার সঙ্গে পালানোর চেষ্টা করত।

তখন আল্লাহ্ বলেন, 'তা হলে আমি তোমাদের এ মর্মে সাক্ষী রাখছি যে, আমি তাদের মাফ করে দিয়েছি।' তখন একজন ফেরেশতা বলে, 'তাদের মধ্যে একজন আছে, যে তাদের দলের নয়; সে নিছক একটি প্রয়োজনে এখানে এসেছে।' আল্লাহ্ বলেন, 'এখানে বসে-থাকা একজনও হতভাগা থাকবে না।' "[১]

[৪৮৫] আবূ হুরায়রা ও আবূ সাঈদ খুদ্‌রি ﷺ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নবি ﷺ বলেছেন:

"কিছু লোক বসে আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করলে, ফেরেশতারা তাদের ঘিরে রাখে, দয়া তাদের আচ্ছন্ন করে নেয়, তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়, আর আল্লাহ্ তাদের কথা সেসব লোকের সামনে আলোচনা করেন, যারা তাঁর কাছে থাকেন।"[২]

৩২. মোরগ ডাকার সময়

[৪৮৬] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "তোমরা মোরগের ডাক শুনলে, আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাইবে; কারণ, সেটি একজন ফেরেশতা দেখেছে। আর গাধার চিৎকার শুনলে, শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে; কারণ, গাধা একটি শয়তান দেখেছে।" '[৩]

৩৩. অন্তর যখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহমুখী থাকে

[৪৮৭] গুহাবাসীদের ঘটনা-সংক্রান্ত হাদীসে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, কারণ তাদের প্রত্যেকে এমন একটি করে ভালো কাজের কথা উল্লেখ করেছে, যা সে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেছে; এরপর সে তার ওই ভালো কাজের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলে, আল্লাহ্ তার ডাকে সাড়া দেন।[৪]

৩৪. যুল হিজ্জাহ্ মাসের দশ দিন

[৪৮৮] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "এ দিনগুলোর (অর্থাৎ দশ দিনের) নেক আমলের চেয়ে অন্য কোনও দিনের নেক আমল আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় নয়।" সাহাবিগণ বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়?" নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও নয়; তবে ওই ব্যক্তির কথা ভিন্ন, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে জিহাদে গিয়েছে আর কোনও একটি নিয়েও ফিরে আসেনি।" '[৫]

---

[১] বুখারি, ৬৪০৮।
[২] মুসলিম, ২৭০০।
[৩] বুখারি, ৩৩০৩।
[৪] বুখারি, ২২১৫।
[৫] বুখারি, ৯৬৯।

ষষ্ঠ অধ্যায়: দুআ কবুলের স্থান

১. তাশরীকের দিনগুলোতে জামরায় পাথর নিক্ষেপের স্থানে

[৪৮৯] ইবনু উমার ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণিত, 'তিনি নিকটবর্তী জামরায় (আল-জামরাতুদ দুন্ইয়া) সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন। প্রত্যেকবার কঙ্কর নিক্ষেপের পর, তিনি তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করতেন। তারপর অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে নামতেন। সেখানে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং দু' হাত তোলে দুআ করতেন।

তারপর মধ্যবর্তী জামরায় (আল-জামরাতুল উস্‌তা) একইভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করে বামদিকে গিয়ে সমতল ভূমিতে নামতেন। সেখানে কিবলামুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং দু' হাত তোলে দুআ করতেন।

তারপর উপত্যকার নিচের দিকে অবস্থিত জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন; তবে তিনি সেখানে দাঁড়াতেন না। ইবনু উমার ﷺ বলতেন, "আমি নবি ﷺ-কে এভাবেই (কঙ্কর-নিক্ষেপ) করতে দেখেছি।" '[১]

২. কা'বা অথবা হিজরের ভেতর

[৪৯০] উসামা ইবনু যাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ কা'বা ঘরে ঢুকে এর প্রত্যেক পাশে গিয়ে দুআ করেছেন।'[২]

[৪৯১] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে কা'বার ভেতর ঢুকতে দেখি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা ইবনু যাইদ, বিলাল ও উসমান ইবনু তালহা ﷺ। এরপর তারা দরজা বন্ধ করে দেন। দরজা খুলে দেওয়ার পর, সর্বপ্রথম আমি ভেতরে ঢুকি। সেখানে বিলাল ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, "আল্লাহর রাসূল ﷺ কি এখানে সালাত আদায় করেছেন?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ! তিনি দু' ইয়ামানি খুঁটির মাঝখানে সালাত আদায় করেছেন।" '[৩]

[৪৯২] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(কা'বার পাশে হাতিম বা হিজর নামক) দেয়ালটি কা'বা ঘরের অংশ কি না—এ সম্পর্কে আমি নবি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করি। জবাবে নবি ﷺ বলেন, "হ্যাঁ!" আমি বলি, "তা হলে তাদের কী সমস্যা ছিল যে, তারা সেটিকে কা'বা ঘরের অন্তর্ভুক্ত করেনি?" নবি ﷺ বলেন, "তোমার জাতির লোকজন (তখন) আর্থিক টানাপোড়েনে পড়ে গিয়েছিল।" আমি বলি, "তা হলে কা'বার দরজাটি এত উঁচু করা হলো কেন?" নবি ﷺ বলেন, "তোমার জাতির লোকেরা যাকে ইচ্ছা ঢুকতে দেবে, আর যাকে ইচ্ছা বাধা দেবে—এ উদ্দেশ্যে তারা এমনটি করেছে। তোমার জাতির লোকজন মাত্র অল্প ক'দিন আগে জাহিলিয়াত থেকে (ইসলামে) এসেছে, তাই বিষয়টি তাদের মনঃপূত হবে না—এ আশঙ্কা না থাকলে, আমি দেয়ালটিকে কা'বা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে

[১] বুখারি, ১৭৫১।
[২] মুসলিম, ১৩৩০।
[৩] বুখারি, ৩৯৭।

দিতাম আর এর দরজাটিকে মাটির সঙ্গে লাগিয়ে দিতাম।" '[১]

যে-ব্যক্তি হিজর বা হাতিমের ভেতর দুআ করল, সে যেন কা'বার ভেতর দুআ করল, কারণ হিজর কা'বারই অংশ, যেমনটি আগের হাদীসগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. হাজ্জ ও উমরা-পালনকারীদের জন্য সাফা ও মারওয়ায় দুআ

[৪৯৩] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ-এর হাজ্জ বিষয়ে তার দীর্ঘ বিবরণীর একপর্যায়ে তিনি বলেন, 'এরপর নবি ﷺ আল-বাব (দরজা) অতিক্রম করে সাফার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। সাফার কাছাকাছি গিয়ে এ আয়াত পাঠ করেন:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ

"নিঃসন্দেহে সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনগুলোর অন্যতম।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:১৫৮)

"আল্লাহ যা আগে উল্লেখ করেছেন, আমি তা দিয়ে শুরু করি"-বলে নবি ﷺ সাফা দিয়ে শুরু করেন। এর উপর ওঠার পর বাইতুল্লাহ দৃষ্টিগোচর হলে, তিনি কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে বলেন—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক, তাঁর কোনও অংশীদার নেই,	وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ
রাজত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁরই,	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।	وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই, তিনি একক;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন,	أَنْجَزَ وَعْدَهُ
তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন	وَنَصَرَ عَبْدَهُ
এবং সম্মিলিত জোটকে একাই পরাজিত করেছেন।	وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

এরপর উভয়ের মাঝখানে দুআ করেন এবং এর অনুরূপ কথা তিনবার বলেন। তারপর মারওয়ার উদ্দেশে নামেন। তাঁর পা দুটি উপত্যকার তলদেশ স্পর্শ করলে, তিনি সা'ঈ (দৌড়) শুরু করেন। উঁচু ভূমিতে পৌঁছার পর, (স্বাভাবিক গতিতে) হেঁটে মারওয়া আসেন। এরপর, সাফা পাহাড়ের উপর যা করেছিলেন, তা মারওয়া পাহাড়ের উপর করেন।'[২]

৪. কুরবানির দিন মাশআরুল হারামে হাজীদের দুআ

[৪৯৪] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ-এর হাজ্জ বিষয়ে তার দীর্ঘ বিবরণীর একপর্যায়ে তিনি বলেন, '... এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ ফজরের আগ পর্যন্ত শুয়ে থাকেন। প্রভাত স্পষ্ট হয়ে ওঠার পর, এক আযান ও এক ইকামাতের মাধ্যমে

[১] বুখারি, ১৫৮৪।
[২] মুসলিম, ১২১৮।

তিনি ফজরের সালাত আদায় করেন। তারপর কাসওয়ায়[১] চড়ে আল-মাশআরুল হারামে আসেন। সেখানে কিবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করেন এবং আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠত্ব, সার্বভৌমত্ব ও একত্বের কথা ঘোষণা করেন। ভোরের আলো অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠা পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন। তারপর সূর্য ওঠার আগে সেখান থেকে চলে আসেন। ...'[২]

৫. আরাফার দিন আরাফার ময়দানে হাজীদের দুআ

আমর ইবনু শুআইব ﵁ কর্তৃক তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "সর্বোত্তম দুআ হলো আরাফার দিন দুআ। আমি ও আমার আগেকার নবিগণ সর্বোত্তম যে দুআটি পড়েছেন, তা হলো—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই, তিনি একক;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
তাঁর কোনও অংশীদার নেই;	لَا شَرِيْكَ لَهُ
শাসনক্ষমতা তাঁর; প্রশংসাও তাঁরই;	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।" '[৩]	وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

[১] নবি ﷺ-এর বাহনের নাম।
[২] মুসলিম, ১২১৮।
[৩] তিরমিযি, ৩৫৮৫, হাসান গরীব।

সপ্তম অধ্যায়: নবি-রাসূলগণের ডাকে আল্লাহর সাড়া

নবি-রাসূলগণ ও তাঁদের অনুসারী আল্লাহর সৎ বান্দাগণ দুআকে বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে আল্লাহ তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন। কুরআন-সুন্নাহতে এর অনেক উদাহরণ আছে। কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

১. আদম ﷺ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

"তারা দুজন বলে ওঠল: হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। এখন যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো, এবং আমাদের প্রতি রহম না করো, তা হলে নিঃসন্দেহে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৩)

এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তাদের দু'জনকে মাফ করে দেন; আল্লাহ বলেন—

فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

"তখন আদম তার রবের কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তাওবা করল। তার রব তার এই তাওবা কবুল করে নিলেন। কারণ তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:৩৭)

এরপর আল্লাহ তাঁকে মনোনীত করার মধ্য দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন; আল্লাহ বলেন—

إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾

"আল্লাহ আদম, নূহ, ইবরাহীমের বংশধর ও ইমরানের বংশধরদেরকে সমগ্র বিশ্ববাসীর উপর প্রাধান্য দিয়ে (তাঁর রিসালাতের জন্য) মনোনীত করেছিলেন।" (সূরা আল ইমরান ৩:৩৩)

আল্লাহ তাআলা তাকে বিশেষভাবে মনোনয়ন দিয়েছিলেন—

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾

"তারপর তার রব তাকে নির্বাচিত করলেন, তার তাওবা কবুল করলেন এবং তাকে পথ নির্দেশনা দান করলেন।" (সূরা ত্ব-হা ২০:১২২)

২. নূহ ﷺ

وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾

"ইতঃপূর্বে নূহ আমাকে ডেকেছিল, তা হলে দেখো, আমি ছিলাম কত ভালো জওয়াবদাতা। আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করি ভয়াবহ যন্ত্রণা থেকে।"

(সূরা আস-সাফ্‌ফাত ৩৭:৭৫–৭৬)

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾

"আর এ একই নিয়ামাত আমি নূহকে দান করেছিলাম। স্মরণ করো, যখন এদের সবার আগে সে আমাকে ডেকেছিল, আমি তার দুআ কবুল করেছিলাম এবং তাকে ও তার পরিবারবর্গকে মহাবিপদ থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আর এমন সম্প্রদায়ের মোকাবিলায় তাকে সাহায্য করেছিলাম যারা আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছিল। তারা খুবই খারাপ লোক ছিল, কাজেই আমি তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৭৬–৭৭)

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾ وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾

"এদের পূর্বে নূহের জাতিও অস্বীকার করেছে৷ তারা আমার বান্দাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে, এবং বলেছে, এ লোকটি পাগল। উপরন্তু তাকে তীব্রভাবে তিরস্কারও করা হয়েছে৷ অবশেষে সে তার রবকে উদ্দেশ্য করে বললো: আমি পরাভূত হয়েছি, এখন তুমি এদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। তখন আমি আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলাম এবং জমিন বিদীর্ণ করে ঝরনাধারায় রূপান্তরিত করলাম। এ পানির সবটাই সেই কাজ পূর্ণ করার জন্য সংগৃহীত হলো, যা আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট ছিল। আর নূহকে আমি কাষ্ঠফলক ও পেরেক-সম্বলিত বাহনে আরোহন করিয়ে দিলাম যা আমার তত্ত্বাবধানে চলছিলো। এ ছিল সে ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ, যাকে অস্বীকার ও অবমাননা করা হয়েছিলো।" (সূরা আল-কমার ৫৪:৯–১৪)

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴿٢٨﴾

"আর নূহ বলল: হে আমার রব! এ কাফিরদের কাউকে পৃথিবীর বুকে বসবাসের জন্য রেখো না। তুমি যদি এদের ছেড়ে দাও, তা হলে এরা তোমার বান্দাদের বিভ্রান্ত করবে এবং এদের বংশে যারাই জন্মলাভ করবে তারাই হবে দুষ্কৃতিকারী ও কাফির। হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হিসেবে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং সব মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করে দাও। জালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করো না।" (সূরা নূহ ৭১:২৬–২৮)

৩. ইবরাহীম ﷺ

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾

"হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করো এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সঙ্গে শামিল করো। আর পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আমার সত্যিকার খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়ো।" (সূরা আশ-শুআরা ২৬: ৮৩–৮৫)

আল্লাহ তাঁর ডাকে সাড়া দেন। তাঁর প্রথম চাওয়া (প্রজ্ঞা) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

"আমি ইবরাহীমের সন্তানদেরকে কিতাব ও হিকমাহ্ দান করেছি এবং তাদেরকে দান করেছি বিরাট রাজত্ব।" (সূরা আন-নিসা ৪:৫৪)

সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন—

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾

"আর আখিরাতে সে সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:১৩০)

পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সত্যিকার খ্যাতি ছড়িয়ে-পড়া প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন—

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١١﴾

"এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে চিরকালের জন্য তার প্রশংসা রেখে দিলাম। শান্তি বর্ষিত হোক ইবরাহীমের প্রতি। আমি সৎকর্মকারীদের এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চিতভাবেই সে ছিল আমার মুসলিম বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা সূরা আস-সাফ্ফাত ৩৭:১০৮–১১১)

৪. আইয়ূব ﷺ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ ۖ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾

"আর (এ একই বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান) আমি আইয়ূবকে দিয়েছিলাম। স্মরণ করো, যখন সে তার রবকে ডাকল: আমি রোগগ্রস্ত হয়ে গেছি এবং তুমি করুণাকারীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাকারী। আমি তার দুআ কবুল করেছিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা দূর করে

দিয়েছিলাম এবং শুধু তার পরিবার পরিজনই তাকে দিইনি বরং এই সঙ্গে এ পরিমাণ আরও দিয়েছিলাম, নিজের বিশেষ করুণা হিসেবে এবং এজন্য যে, এটা একটা শিক্ষা হবে ইবাদাতকারীদের জন্য।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৩–৮৪)

৫. ইউনুস ﷺ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

"আর মাছওয়ালাকেও আমি অনুগ্রহ-ভাজন করেছিলাম। স্মরণ করো, যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করব না। শেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে ওঠল: তুমি ছাড়া আর কোনও পরাক্রমশালী সত্তা নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি। তখন আমি তার দুআ কবুল করেছিলাম এবং দুঃখ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, আর এভাবেই আমি মুমিনদের উদ্ধার করে থাকি।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৭–৮৮)

৬. যাকারিয়্যা ﷺ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾

"এ অবস্থা দেখে যাকারিয়্যা তার রবের কাছে প্রার্থনা করল: হে আমার রব! তোমার বিশেষ ক্ষমতা বলে আমাকে সৎ সন্তান দান করো; তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী। যখন তিনি মিহরাবে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন, তখন এর জবাবে তাকে ফেরেশতাগণ বলল: আল্লাহ তোমাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দান করেছেন। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ফরমানের সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে আসবে। তার মধ্যে নেতৃত্ব ও সততার গুণাবলী থাকবে। সে পরিপূর্ণ সংযমী হবে, নুবুওয়াতের অধিকারী হবে এবং সৎকর্মশীলদের মধ্যে গণ্য হবে।" (সূরা আল ইমরান ৩:৩৮–৩৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ

يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾

"আর যাকারিয়্যার কথা (স্মরণ করো), যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ো না এবং সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তো তুমিই। কাজেই আমি তার দুআ কবুল করেছিলাম এবং তাকে ইয়াহ্ইয়া দান করেছিলাম, আর তার স্ত্রীকে তার জন্য যোগ্য করে দিয়েছিলাম। তারা সৎকাজে আপ্রাণ চেষ্টা করত, আমাকে ডাকত আশা ও ভীতি-সহকারে এবং আমার সামনে থাকত অবনত হয়ে।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৯–৯০)

৭. ইয়াকূব ﷺ

নিজের ছেলেদের সঙ্গে ইয়াকূব ﷺ-এর ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন—

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾

"তারা ইউসুফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে নিয়ে এসেছিল। একথা শুনে তাদের বাপ বলল, বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি বড় কাজকে সহজ করে দিয়েছে। ঠিক আছে, আমি সবর করব এবং খুব ভালো করেই সবর করব। তোমরা যে কথা সাজাচ্ছো তার উপর একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাওয়া যেতে পারে।" (সূরা ইউসুফ ১২:১৮)

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ ۖ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦٤﴾

"সে জবাব দিলো, আমি কি ওর ব্যাপারে তোমাদের উপর ঠিক তেমনি ভরসা করব, যেভাবে এর আগে তার ভাইয়ের ব্যাপারে করেছিলাম? অবশ্য আল্লাহ সবচেয়ে ভালো হেফাজতকারী এবং তিনি সবচেয়ে বেশি করুণাশীল।" (সূরা ইউসুফ ১২:৬৪)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

"সে এ কাহিনী শুনে বলল, 'আসলে তোমাদের মন তোমাদের জন্য আরও একটি বড় ঘটনাকে সহজ করে দিয়েছে। ঠিক আছে, এ ব্যাপারেও আমি সবর করব এবং ভালো

করেই করব। হয়তো আল্লাহ এদের সবাইকে এনে আমার সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন। তিনি সবকিছু জানেন এবং তিনি জ্ঞানের ভিত্তিতে সমস্ত কাজ করেন।' তারপর সে তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বসে গেল এবং বলতে লাগল, "হায় ইউসুফ!"। সে মনে মনে দুঃখে ও শোকে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছিল এবং তার চোখগুলো সাদা হয়ে গিয়েছিল, ছেলেরা বললো, 'আল্লাহর দোহাই! আপনি তো শুধু ইউসুফের কথাই স্মরণ করে যাচ্ছেন। অবস্থা এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তার শোকে আপনি নিজেকে দিশেহারা করে ফেলবেন অথবা নিজের প্রাণ সংহার করবেন।' সে বলল, 'আমি আমার পেরেশানি এবং আমার দুঃখের ফরিয়াদ আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে করছি না। আর আল্লাহর ব্যাপারে আমি যতটুকু জানি, তোমরা ততটুকু জানো না। হে আমার ছেলেরা! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের ব্যাপারে কিছু অনুসন্ধান চালাও। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না; আল্লাহর রহমত থেকে তো একমাত্র কাফিররাই নিরাশ হয়।' " (সূরা ইউসুফ ১২:৮৩-৮৭)

এরপর আল্লাহ তাঁর ডাকে সাড়া দেন এবং ইউসুফ ﷺ ও তাঁর ভাইকে তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۖ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَا أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٩٢﴾ اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ۖ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾

"তারা চমকে উঠে বলল, "হায় তুমিই ইউসুফ নাকি?" সে বলল, "হাঁ, আমি ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আসলে কেউ যদি তাকওয়া ও সবর অবলম্বন করে, তা হলে আল্লাহর কাছে এ ধরনের সৎলোকদের কর্মফল নষ্ট হয়ে যায় না।" তারা বলল, "আল্লাহর কসম, আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যথার্থই আমরা অপরাধী ছিলাম।" সে জবাব দিলো, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের মাফ করে দিন। তিনি সবার প্রতি অনুগ্রহকারী। যাও, আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটি আমার পিতার চেহারার উপর রেখো, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের সমস্ত পরিবার পরিজনকে আমার কাছে নিয়ে এসো।" কাফেলাটি যখন (মিসর থেকে) রওয়ানা দিলো তখন তাদের বাপ (কেনানে) বললো, "আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি,

তোমরা যেন আমাকে একথা বলো না যে, বুড়ো বয়সে আমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে।" ঘরের লোকেরা বলল, "আল্লাহর কসম, আপনি এখনো নিজের সেই পুরাতন পাগলামি নিয়েই আছেন।" তারপর যখন সুখবর বহনকারী এলো, তখন সে ইউসুফের জামা ইয়াকূবের চেহারার উপর রাখল এবং অকস্মাৎ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। তখন সে বলল, "আমি না তোমাদের বলেছিলাম, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব কথা জানি, যা তোমরা জানো না?" সবাই বলে ওঠল, "আব্বাজান। আপনি আমাদের গুনাহ মাফের জন্য দুআ করুন, সত্যিই আমরা অপরাধী ছিলাম।" তিনি বললেন, "আমি আমার রবের কাছে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য আবেদন জানাব, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।" " (সূরা ইউসুফ ১২:৯০–৯৮)

৮. ইউসুফ ﷺ

ইউসুফ ﷺ ও মহিলাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۖ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ۖ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ ﴿٣٢﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٣﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٤﴾

"(আযীযের স্ত্রী) বলল, "দেখলে তো! এ হলো সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা আমার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করতে। অবশ্যই আমি তাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সে নিজেকে রক্ষা করেছে। যদি সে আমার কথা না মেনে নেয় তা হলে কারারুদ্ধ হবে এবং নিদারুণভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।" ইউসুফ বলল, "হে আমার রব ! এরা আমাকে দিয়ে যে কাজ করাতে চাচ্ছে, তার চাইতে কারাগারই আমার কাছে প্রিয়! আর তুমি যদি এদের চক্রান্ত থেকে আমাকে না বাঁচাও তা হলে আমি এদের ফাঁদে আটকে যাব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।" তার রব তার দুআ কবুল করলেন এবং তাদের অপকৌশল থেকে তাকে রক্ষা করলেন। অবশ্যই তিনি সবার কথা শোনেন এবং সবকিছু জানেন।" (সূরা ইউসুফ ১২:৩২–৩৪)

৯. মূসা ﷺ

তাঁর দুআ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন—

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥﴾ قَالَ

قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾

"মূসা বলল, "হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও। আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। আর আমার জন্য নিজের পরিবার থেকে সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত করে দাও আমার ভাই হারূনকে। তার মাধ্যমে আমার হাত মজবুত করো এবং তাকে আমার কাজে শরীক করে দাও, যাতে আমরা খুব বেশি করে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি, এবং খুব বেশি করে তোমার চর্চা করি। তুমি সব সময় আমাদের অবস্থার পর্যবেক্ষক"। আল্লাহ্ বললেন, "হে মূসা! তুমি যা চেয়েছ, তা তোমাকে দেওয়া হলো।" (সূরা ত্ব-হা ২০:২৫–৩৬)

মূসা ﷺ ও হারূন ﷺ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ ۖ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾

"মূসা দুআ করল, হে আমাদের রব! তুমি ফিরআউন ও তার সরদারদেরকে দুনিয়ার জীবনের শোভা-সৌন্দর্য ও ধন-সম্পদ দান করেছো। হে আমাদের রব! একি এ জন্য যে, তারা মানুষকে তোমার পথ থেকে বিপথে সরিয়ে দেবে? হে আমাদের রব! এদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং এদের অন্তরে এমনভাবে মোহর মেরে দাও, যাতে মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত যেন এরা ঈমান না আনে। আল্লাহ্ জবাবে বললেন, তোমাদের দু'জনের দুআ কবুল করা হলো। তোমরা দু'জন অবিচল থাকো এবং মূর্খদের পথ কখনও অনুসরণ করো না।" (সূরা ইউনুস ১০:৮৮–৮৯)

মূসা ﷺ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾

"তারপর সে বলল, হে আমার রব! আমি নিজের উপর জুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও! তখন আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন; তিনি ক্ষমাশীল মেহেরবান। মূসা শপথ করল, হে আমার রব! তুমি আমার প্রতি এই যে অনুগ্রহ করেছ, এরপর আমি আর অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।" (সূরা আল-কাসাস ২৮:১৬–১৭)

১০. মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ ﷺ

আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

"আর সেই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে ফরিয়াদ করছিলে। জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের সাহায্য করার জন্য আমি একের পর এক, এক হাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি। একথা আল্লাহ তোমাদের শুধুমাত্র এ জন্য জানিয়ে দিলেন, যাতে তোমরা সুখবর পাও এবং তোমাদের হৃদয় নিশ্চিন্ততা অনুভব করে। নয়তো সাহায্য যখনই আসে, আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। অবশ্যই আল্লাহ মহাপরাক্রমশীল ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আল-আনফাল ৮:৯–১০)

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿١٢٤﴾ بَلَىٰ ۚ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾

"এর আগে তোমরা অনেক দুর্বল ছিলে। কাজেই আল্লাহর না–শোকরি করা থেকে তোমাদের দূরে থাকা উচিত, আশা করা যায় এবার তোমরা শোকরগুজার হবে। স্মরণ করো, যখন তুমি মুমিনদের বলছিলে: আল্লাহ তাঁর তিন হাজার ফেরেশতা নামিয়ে দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন, এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? অবশ্যই, যদি তোমরা সবর করো এবং আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো, তা হলে যে-মুহূর্তে দুশমন তোমাদের উপর চড়াও হবে, ঠিক তখনি তোমাদের রব (তিন হাজার নয়) পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন। একথা আল্লাহ তোমাদের এ জন্য জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা এতে খুশি হবে এবং তোমাদের মন আশ্বস্ত হবে। বিজয় ও সাহায্য সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আল ইমরান ৩:১২৩–১২৬)

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

"লোকেরা বলল: তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সেনা-সমাবেশ ঘটেছে, তাদের ভয় করো! তা শুনে তাদের ঈমান আরও বেড়ে গেছে এবং তারা জবাবে বলেছে: আমাদের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট এবং তিনি সবচেয়ে ভালো কার্য উদ্ধারকারী। অবশেষে তারা ফিরে

এলো আল্লাহর নিয়ামাত ও অনুগ্রহ-সহকারে৷ তাদের কোনও রকম ক্ষতি হয়নি এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর চলার সৌভাগ্যও তারা লাভ করল৷ আল্লাহ্ বড়ই অনুগ্রহকারী৷।”
(সূরা আল ইমরান ৩:১৭৩–১৭৪)

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর যেসব দুআ দিনের আলোর মতো স্পষ্টভাবে কবুল হতে দেখা গিয়েছে, সেসবের সংখ্যা অগণিত; তবে উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

[৪৯৫] আনাস ইবনু মালিক ؓ-এর জন্য নবি ﷺ এভাবে দুআ করেছেন—

হে আল্লাহ! তার বেশি করে সম্পদ ও সন্তান দাও!	اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ
তুমি তাকে যা দিয়েছ, তার মধ্যে বরকত দাও!	وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ
তাকে দীর্ঘ হায়াত দাও আর তাকে ক্ষমা করো!	وَأَطِلْ حَيَاتَهُ وَاغْفِرْ لَهُ

আনাস ؓ বলেন, ‘শপথ আল্লাহর! আমার সম্পদ অনেক। আমার সন্তান ও আমার সন্তানের সন্তান—এদের সংখ্যা আজ এক শ'র বেশি। আমার মেয়ে উমাইনা আমাকে জানাল, হাজ্জাজ যখন বসরায় আসে, ততদিনে আমার ঔরসজাত সন্তানের মধ্যে এক শ বিশজনকে দাফন করা হয়েছে। মানুষের মধ্যে আমি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছি। আশা করি, (নবি ﷺ-এর দুআর শেষাংশ অনুযায়ী) আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেবেন।’[১]

[৪৯৬] আনাস ؓ-এর একটি বাগান ছিল, যেখান থেকে তিনি বছরে দু'বার ফল পেতেন। বাগানটিতে ছিল রাইহান লতা, যা থেকে মেশকের ঘ্রাণ আসত।[২]

[৪৯৭] নবি ﷺ আবূ হুরায়রা ؓ-এর মায়ের জন্য দুআ করার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ হুরায়রা ؓ বলেন, ‘আমার মা ছিল এক মুশরিক নারী। আমি তাকে ইসলামের দিকে ডাকতাম। একদিন তাকে (ইসলামের) দাওয়াত দিলে, তিনি আমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ সম্পর্কে এমন এক কথা শুনিয়ে দেন, যা আমার কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয় ঠেকে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি কাঁদতে কাঁদতে নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলি, “হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে ইসলামের দিকে ডাকতাম, কিন্তু তিনি (ইসলাম গ্রহণ করতে) অস্বীকৃতি জানাতেন। আজ তাকে (ইসলামের) দাওয়াত দিলাম। এর ফলে তিনি আমাকে আপনার সম্পর্কে অপছন্দনীয় কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যাতে তিনি আবূ হুরায়রার মাকে হিদায়াত দেন।” তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

হে আল্লাহ! তুমি আবূ হুরায়রার মাকে হিদায়াত দাও!	اَللّٰهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

এরপর আল্লাহর নবি ﷺ-এর দুআ পেয়ে খুশিমনে বেরিয়ে পড়ি। (বাড়িতে) এসে দরজার কাছে গিয়ে দেখি তা বন্ধ। আমার পায়ের আওয়াজ শুনে আমার মা বলেন, “আবূ হুরায়রা!

[১] বুখারি, ১৯৮২, ১৪৩, ২৩৬৮।
[২] তিরমিযি, ৩৮৩৩, সহীহ।

একটু দাঁড়াও!" আমি পানি নাড়াচাড়ার শব্দ শুনতে পাই। তিনি গোসল করে জামা পরেন। এরপর দ্রুত চাদর গায়ে দিয়ে দরজা খুলে বলেন, "আবূ হুরায়রা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনও অধিপতি নেই, আর সাক্ষ্য দিচ্ছি মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও বার্তাবাহক।"

আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে ফিরে আসি। আমার চোখে তখন আনন্দের অশ্রু। এসে বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! সুসংবাদ নিন—আল্লাহ আপনার ডাকে সাড়া দিয়েছেন, তিনি আবূ হুরায়রার মাকে হিদায়াত দিয়েছেন!" এ কথা শুনে তিনি আল্লাহর প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করেন এবং কিছু কল্যাণজনক কথা বলেন।

আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন তাঁর বান্দাদের কাছে আমাকে ও আমার মাকে প্রিয় করে দেন এবং তাদেরকে আমাদের কাছে প্রিয় করে দেন।" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

হে আল্লাহ! তোমার এ ক্ষুদ্র বান্দা ও তার মাকে	اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هٰذَا وَأُمَّهُ
তোমার মুমিন বান্দাদের কাছে প্রিয় করে তোলো,	إِلٰى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ
আর মুমিনদেরকে তাদের কাছে প্রিয় করে দাও!	وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِيْنَ

এরপর আল্লাহর সৃষ্টি-করা যে মুমিনই আমার কথা শুনেছে অথবা আমাকে দেখেছে, সে-ই আমাকে ভালোবেসেছে।'[১]

[৪৯৮] উরওয়া ইবনু আবিল জা'দ বারিকি ﵁-এর জন্য নবি ﷺ-এর দুআ। ঘটনাটি ছিল এ রকম: একটি ভেড়া কেনার জন্য নবি ﷺ তাকে এক দীনার দিয়েছিলেন। তিনি ওই দীনার দিয়ে নবি ﷺ-এর জন্য দুটি ভেড়া কিনেন। তারপর এক দীনারের বিনিময়ে একটি ভেড়া বিক্রি করে দেন। এরপর এক দীনার ও একটি ভেড়া নিয়ে (নবি ﷺ-এর কাছে) আসেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ তার বেচাকেনায় বরকতের জন্য দুআ করেন। এর পর তিনি ধুলাবালি কিনলে, তাতেও তার লাভ হতো।[২]

ইমাম আহমাদের আল-মুসনাদ গ্রন্থে আছে: নবি ﷺ তার জন্য এভাবে দুআ করেছিলেন—

হে আল্লাহ! তার বেচাকেনায় বরকত দাও!	اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِيْ صَفْقَةِ يَمِيْنِهِ

তিনি কুফায় থাকতেন; আর ঘরে ফেরার আগে তিনি চল্লিশ হাজার মুনাফা অর্জন করতেন।[৩]

[৪৯৯] নবি ﷺ তাঁর কয়েকজন শত্রুর বিরুদ্ধে দুআ করেছিলেন এবং সেগুলোর সাড়া পেতে বেশি সময় লাগেনি। এর মধ্যে একটি ছিল: মক্কাতে মুশরিকরা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দিত। (একদিন) নবি ﷺ সাজদায় গেলে তাঁর দু' কাঁধের মাঝখানে উটের

---

[১] মুসলিম, ২৪৯১।
[২] বুখারি, ৩৬৪২।
[৩] আহমাদ, ৪/৩৭৬, হাসান।

পচা নাড়িভুঁড়ি ফেলে দেওয়ার জন্য, আবূ জাহ্ল কিছু লোককে নির্দেশ দেয়। পরিশেষে এ কাজটি করে উকবা ইবনু আবী মুআইত। নবি ﷺ সালাত শেষে উচ্চ আওয়াজে তাদের বিরুদ্ধে বদদুআ করে তিনবার বলেন—

হে আল্লাহ! তুমি কুরাইশদের বিচার করো!	اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ

নবি ﷺ-এর আওয়াজ শুনে তাদের হাসি মিলিয়ে যায় এবং তাঁর দুআয় তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। এরপর নবি ﷺ বলেন—

হে আল্লাহ! তুমি এ লোকদের বিচার করো:	اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِـ
আবূ জাহ্ল ইবনু হিশাম, উতবা ইবনু রবীআ,	أَبِيْ جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ
শাইবা ইবনু রবীআ, ওয়ালীদ ইবনু উতবা,	وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ
উমাইয়া ইবনু খালাফ ও উকবা ইবনু আবী মুআইত।	وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ

ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, 'শপথ সেই সত্তার, যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন! যাদের নাম উল্লেখ করা হলো, বদরে আমি তাদের লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। এরপর তাদের লাশ বদরের কুয়োর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।' অপর এক বর্ণনায় আছে, 'শপথ আল্লাহর! বদরে আমি তাদের লাশ পড়ে থাকতে দেখেছি। সূর্যের উত্তাপে তাদের লাশ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। সেদিন ছিল প্রচণ্ড গরম।'[১]

[৫০০] সুরাকা ইবনু মালিকের বিরুদ্ধে নবি ﷺ-এর দুআ। (হিজরতের সময়) সুরাকা নবি ﷺ-এর নাগাল পেয়ে যায়। তার উদ্দেশ্য ছিল নবি ﷺ ও আবূ বকর ﷺ-কে হত্যা করা, যাতে তাঁদের প্রত্যেকের জন্য ঘোষিত রক্তমূল্য লাভ করতে পারে। যে-ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ ও আবূ বকর ﷺ-কে হত্যা কিংবা বন্দি করতে পারবে, তার জন্য কুরাইশরা রক্তমূল্য ঘোষণা করেছিল। সুরাকা একপর্যায়ে নবি ﷺ-এর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তাকে দেখে আবূ বকর ﷺ বলে ওঠেন, "হে আল্লাহর রাসূল! এই ঘোড়সওয়ার আমাদের নাগাল পেয়ে গিয়েছে!" তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ তার দিকে ঘুরে বলেন—

হে আল্লাহ! তুমি তাকে (ঘোড়ার পিঠ থেকে) ফেলে দাও!	اَللّٰهُمَّ اصْرَعْهُ

অমনিই সুরাকার ঘোড়ার সামনের দুটি পা হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে দেবে যায়। তখন সুরাকা বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কাছে আমার জন্য দুআ করুন!" আল্লাহর রাসূল ﷺ তার জন্য দুআ করলে, তার ঘোড়াটি ওই অবস্থা থেকে মুক্তি পায়। এরপর সুরাকা ফিরে এসে তাঁদের অবস্থান (মক্কার মুশরিকদের কাছে) গোপন রাখেন। দিনের শুরুতে সুরাকা ছিলেন নবি ﷺ-কে প্রত্যাখ্যানকারী, আর দিনশেষে তিনি হলেন তাঁর সশস্ত্র প্রহরী![২]

[৫০১] বদর যুদ্ধের দিন নবি ﷺ-এর দুআ। উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি

[১] মুসলিম, ১৭৯৪।
[২] বুখারি, ৩৯০৬।

বলেন, 'বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহর রাসূল ﷺ মুশরিকদের দিকে তাকিয়ে দেখেন—তাদের সংখ্যা হাজার খানেক, আর তাঁর সাহাবিদের সংখ্যা তিন শ উনিশ। এরপর আল্লাহর নবি ﷺ কিবলামুখী হয়ে নিজের হাতদুটি প্রসারিত করেন এবং নিজের রবের কাছে এভাবে মিনতি পেশ করতে থাকেন—

হে আল্লাহ! আমাকে-দেওয়া প্রতিশ্রুতি পুরা করো।	اَللّٰهُمَّ أَنْجِزْ لِيْ مَا وَعَدْتَنِيْ
হে আল্লাহ! আমার সঙ্গে ওয়াদাকৃত বিষয় আমাকে দাও।	اَللّٰهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِيْ
হে আল্লাহ! তুমি যদি এ ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস করে দাও	اَللّٰهُمَّ إِنْ تُهْلِكْ هٰذِهِ الْعِصَابَةَ
যারা ইসলামের অনুসরণ করছে,	مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ
তা হলে পৃথিবীতে তোমার গোলামি করা হবে না।	لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ

কিবলামুখী হয়ে দু'হাত প্রসারিত করে তিনি নিজের রবের কাছে এভাবে মিনতি পেশ করতে থাকেন; এক পর্যায়ে তাঁর দু' কাঁধ থেকে চাদরটি পড়ে যায়। আবূ বকর ؓ এসে চাদরটি নিয়ে তাঁর দু' কাঁধের উপর রেখে দেন। তারপর তাঁকে পেছন থেকে ধরে বলেন, "হে আল্লাহর নবি! আপনার রবের কাছে যে মিনতি পেশ করেছেন, তা আপনার জন্য যথেষ্ট; তিনি আপনাকে যার ওয়াদা দিয়েছেন, অচিরেই তিনি তা আপনাকে দেবেন।" এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন—

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝٩

"আর ওই সময়ের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে ফরিয়াদ করছিলো জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের সাহায্য করার জন্য আমি একের-পর-এক, এক হাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি।" (সূরা আল-আনফাল ৮:৯)

এরপর আল্লাহ তাঁকে ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করেছেন।'[১]

ইবনু আব্বাস ؓ বলেন, '(বদর যুদ্ধে) একজন মুসলিম তার সামনে-থাকা এক মুশরিককে তীব্রবেগে ধাওয়া করেন। এমন সময় তিনি তার উপরের দিকে আচমকা একটি আওয়াজ শুনতে পান। অশ্বারোহী আওয়াজ করে বলছে, "হাইযূম![২] সামনে চলো!" এরপর তিনি তার সামনের মুশরিকের দিকে তাকিয়ে দেখেন, সে চিত হয়ে পড়ে গিয়েছে। তার দিকে (ভালোভাবে) নজর দিয়ে দেখেন—তার নাক ভেঙে গিয়েছে, চেহারা কেটে গিয়েছে, যেন কেউ চাবুক দিয়ে আঘাত করেছে, এবং তার পুরো চেহারা নীল হয়ে গিয়েছে। ওই আনসার সাহাবি এসে আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এ ঘটনা জানালে, তিনি বলেন—"তোমার কথা সত্য। সেটি[৩] ছিল তৃতীয় আসমান থেকে পাঠানো লোকবলের অংশ!" সেদিন তারা

[১] মুসলিম, ১৭৬৩; আহমাদ, ১/৩০–৩২।
[২] ফেরেশতাকে বহনকারী ঘোড়ার নাম। (অনুবাদক)
[৩] অর্থাৎ অদৃশ্য অশ্বারোহী।

(কাফিরদের) সত্তর জনকে হত্যা আর সত্তর জনকে বন্দি করেন।'[১]

[৫০২] আহ্‌যাব যুদ্ধের দিন নবি ﷺ-এর দুআ। আহ্‌যাব যুদ্ধে যারা আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছিল, তারা ছিল পাঁচ ধরনের: মক্কার মুশরিক, আরবের বিভিন্ন গোত্রের মুশরিক, মদীনার বাইরে-থেকে-আসা ইয়াহূদি, বানূ কুরাইযা ও মুনাফিক। পরিখার সামনে উপস্থিত কাফিরদের সংখ্যা ছিল দশ হাজার; আর নবি ﷺ-এর সঙ্গে-থাকা মুসলিমদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। তারা নবি ﷺ-কে এক মাস যাবৎ ঘেরাও করে রাখে। (ওই সময়) তাদের মধ্যে কোনও লড়াই হয়নি; তবে একটি ঘটনা ছিল এর ব্যতিক্রম—আমর ইবনু উদ্দ আমিরি'র সঙ্গে আলি ইবনু আবী তালিব ؓ-এর লড়াই হয়, তাতে আলি ؓ তাকে হত্যা করে। সেটি ছিল হিজরি চতুর্থ বর্ষের ঘটনা।[২] (ওই যুদ্ধের সময়) আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের বিরুদ্ধে দুআয় বলেন—

হে আল্লাহ, কিতাব-নাযিলকারী!	اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ
দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী!	سَرِيْعَ الْحِسَابِ
তুমি সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করো!	اِهْزِمِ الْأَحْزَابَ
হে আল্লাহ! তুমি তাদের পরাজিত করো	اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ
এবং তাদের প্রকম্পিত করে তোলো।[৩]	وَزَلْزِلْهُمْ

আল্লাহ সম্মিলিত বাহিনীর উপর বাহিনী হিসেবে বাতাসের ঝড় প্রেরণ করেন। ওই বায়ুপ্রবাহ তাদের তাঁবুগুলোকে ছিঁড়তে শুরু করে, সব ক'টি পাতিল উলটিয়ে দেয়, তাঁবুর প্রত্যেকটি রশি ছিঁড়ে ফেলে এবং তাদের কোনও কিছুই স্থির থাকতে পারেনি। আল্লাহ তাআলার ফেরেশতা-বাহিনী তাদেরকে প্রকম্পিত করে তোলে এবং তাদের অন্তরে ভীতি ও ত্রাস সঞ্চারিত করে।[৪] আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّـهِ الظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۞

"হে ঈমানদারগণ স্মরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহ, যা তিনি করলেন তোমাদের প্রতি; যখন সেনাদল তোমাদের উপর চড়াও হলো, আমি পাঠালাম তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ধূলিঝড় এবং এমন সেনাবাহিনী রওয়ানা করালাম যা তোমরা দেখোনি। তোমরা

[১] মুসলিম, ১৭৬৩।
[২] যাদুল মাআদ, ৩/২৬৯–২৭৬।
[৩] বুখারি, ২৮১৮, ২৮৩৩, ২৯৩৩।
[৪] যাদুল মাআদ, ৩/২৭৪।

তখন যা-কিছু করছিলে আল্লাহ তা সব দেখছিলেন। যখন তারা উপর ও নিচে থেকে তোমাদের উপর চড়াও হলো, যখন ভয়ে চোখ বিস্ফোরিত হয়ে গিয়েছিল, প্রাণ হয়ে পড়েছিল ওষ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা প্রকার ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে, তখন মুমিনদের নিদারুণ পরীক্ষা করা হলো এবং ভীষণভাবে নাড়িয়ে দেওয়া হলো।" (সূরা আল-আহ্যাব ৩৩:৯-১১)

[৫০৩] হুনাইন যুদ্ধের দিন নবি ﷺ-এর দুআ। সালামা ইবনুল আকওয়া رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ-এর হুনাইন যুদ্ধের বিবরণীতে তিনি বলেন, 'শত্রুবাহিনী আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললে, তিনি খচ্চর থেকে নেমে একমুষ্টি মাটি নেন। এরপর তাদের চেহারার দিকে মুখ করে বলেন—

চেহারাগুলো বিকৃত হোক!	شَاهَتِ الْوُجُوهُ

এরপর সেখানে উপস্থিত আল্লাহর-সৃষ্টি-করা প্রত্যেক মানুষের চোখে ওই একমুঠ মাটি ভরে যায়। এর ফলে তারা (সেখান থেকে) পালিয়ে যায় এবং আল্লাহ তাআলা তাদের পরাজিত করেন। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।'[১]

---

[১] মুসলিম, ১৭৭৭।

অষ্টম অধ্যায়: যাদের দুআ কবুল হয়

যারা (দুআ কবুলের) শর্তাবলি মেনে চলে, প্রতিবন্ধকতাগুলো থেকে দূরে থাকে, শিষ্টাচার বজায় রাখে এবং যেসব সময় ও জায়গায় দুআ কবুল হয় সেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখে, তাদের ডাকে আল্লাহ্ সাড়া দেন। সুন্নাহতে কয়েক শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যারা শর্তাবলি পূরণ করার দরুন আল্লাহ্ তাদের ডাকে সাড়া দেন। কয়েক শ্রেণীর লোকের কথা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. এক মুসলিমের অনুপস্থিতিতে আরেক মুসলিমের দুআ

[৫০৪] উম্মুদ দারদা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'তিনি সাফ্ওয়ান ﵁-কে বলেন, "আপনি কি এ বছর হাজ্জে যাবেন?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ!" উম্মুদ দারদা বলেন, "তা হলে আল্লাহ্র কাছে আমাদের কল্যাণের জন্য দুআ করুন; কারণ নবি ﷺ বলতেন, 'এক মুসলিমের অনুপস্থিতিতে তার আরেক মুসলিম ভাই দুআ করলে, ওই দুআ কবুল হয়; তার মাথার পাশে একজন ফেরেশতা থাকে, যখনই সে তার ভাইয়ের কল্যাণের জন্য দুআ করে, তখনই তার জন্য নিযুক্ত ফেরেশতা বলে ওঠে—তোমাকেও অনুরূপ দেওয়া হোক!' " '[১]

[৫০৫] আবুদ দারদা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "এক মুসলিমের অনুপস্থিতিতে তার আরেক মুসলিম ভাই দুআ করলে, ফেরেশতা বলে ওঠে—তোমাকেও অনুরূপ দেওয়া হোক!" '[২]

২. মজলুমের দুআ

[৫০৬] ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ মুআয ﵁-কে ইয়ামান প্রেরণ করেন। তখন তিনি তাকে বলেন, "মজলুমের ফরিয়াদ থেকে সতর্ক থেকো; কারণ মজলুমের ফরিয়াদ ও আল্লাহ্র মধ্যে কোনও পর্দা থাকে না।" '[৩]

[৫০৭] মজলুমের দুআ কবুল হওয়ার একটি উদাহরণ হলো—আবূ সা'দা'র সঙ্গে সাদ ﵁-এর ঘটনা। সাদ ﵁ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সা'দা বলেন, "তোমরা যেহেতু আমাদের কাছ থেকে শপথ নিয়েছ, তাই বলছি: সাদ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যেতেন না, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনে সমতা বজায় রাখতেন না এবং বিচার করার সময় ইনসাফ করতেন না।" সাদ বলেন, "শুনে রাখো! শপথ আল্লাহ্র, আমি (তার জন্য) তিনটি দুআ করছি—হে আল্লাহ্! তোমার এ বান্দা যদি মিথ্যুক হয়ে থাকে এবং মানুষের সামনে নিজেকে জাহির করার জন্য এ কথা বলে থাকে, তা হলে তুমি তাকে দীর্ঘ হায়াত দাও, তার দারিদ্র্যকে দীর্ঘায়িত করো এবং তাকে নানা পরীক্ষার মুখোমুখি করো!" পরবর্তী সময়ে সা'দাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলত, "আমি হলাম নানা পরীক্ষায় জর্জরিত এক বুড়ো। সাদের (বদ)দুআ আমার উপর লেগেছে।"

আবদুল মালিক বলেন, "পরবর্তীকালে আমি তাকে দেখেছি—বার্ধক্যের দরুন তার

[১] মুসলিম, ২৭৩৩।
[২] মুসলিম, ২৭৩২।
[৩] বুখারি, ১৩৯৫।

ভ্রুগুলো চোখের উপর নেমে এসেছে, আর সে রাস্তায় ছোটো ছোটো মেয়েদেরকে বিরক্ত করত।"[১]

[৫০৮] মারওয়ান ইবনুল হাকামের দরবারে সাঈদ ইবনু যাইদ ﵁-এর বিরুদ্ধে আরওয়া বিনতু উয়াইস একটি নালিশ দায়ের করে। (ওই নালিশে) সে দাবি করে, সাঈদ তার জমি জবরদখল করেছেন। তখন সাঈদ বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কথা শোনার পরও আমি তোমার জমির কোনও অংশ জবরদখল করব?" মারওয়ান বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে আপনি কী শুনেছেন?" তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, 'যে-ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে দখল করবে, (কিয়ামাতের দিন) সাত পৃথিবী সমতুল্য ভূমি তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।' " এরপর সাঈদ বলেন, "হে আল্লাহ! এ মহিলা যদি মিথ্যা কথা বলে থাকে, তা হলে তুমি তাকে অন্ধ করে দিয়ো আর তার ঘরের মধ্যেই তাকে কবর দিয়ো!"

[বর্ণনাকারী] বলেন, 'পরবর্তী সময়ে আমি তাকে দেখি—সে অন্ধ হয়ে গিয়েছে, বিভিন্ন দেয়াল হাতড়ে বেড়াচ্ছে আর বলছে, সাঈদ ইবনু যাইদের (বদ)দুআ আমার উপর লেগেছে। একদিন সে তার ঘরের ভেতরের একটি কুয়োর পাশ দিয়ে হাঁটার সময় তাতে পড়ে যায়, আর সেটিই হয়ে যায় তার কবর।'[২]

[৫০৯] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "মজলুমের দুআ কবুল হয়; সে গোনাহগার হলে, তার গোনাহ তার নিজের ক্ষতি ডেকে আনবে।" '[৩]

কোনও এক কবি বলেছেন:

لَا تَظْلِمَنَّ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَدِرًا   فَالظُّلْمُ آخِرُهُ يَأْتِيكَ بِالنَّدَمِ

نَامَتْ عُيُونُكَ وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ   يَدْعُوْ عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللهِ لَمْ تَنَمْ

পারতপক্ষে জুলুম কোরো না,   কারণ জুলুমের পরিণতি হলো আফসোস;
তুমি ঘুমাও, অথচ মজলুম সজাগ;   সে নালিশ করে, আর আল্লাহ তো সদাজাগ্রত।

৩. সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দুআ

৪. সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার বদদুআ

৫. মুসাফিরের দুআ

[৫১০] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তিনটি দুআ কবুল হয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই: মজলুমের দুআ, মুসাফিরের দুআ এবং সন্তানের জন্য পিতা-মাতার দুআ।" ' আহমাদ ও তিরমিযি'র বর্ণনায় আছে, "সন্তানের

[১] বুখারি, ৭৫৫।
[২] বুখারি, ২৪৫২।
[৩] আহমাদ, ২/৩৬৭, হাসান।

বিরুদ্ধে পিতা-মাতার বদদুআ।”[১]

তাদের দুআর ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত, কারণ তাদের দুআ কবুল হয়।

৬. রোযাদারের দুআ

[৫১১] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, “তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না: ইফতারের আগ পর্যন্ত রোযাদার, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও মজলুমের দুআ; আল্লাহ (তাদের) দুআকে মেঘমালার উপরে উঠিয়ে এর জন্য আকাশের দরজাগুলো খুলে দেন। এরপর আল্লাহ বলেন, 'আমার শক্তিমত্তার কসম! একটু পরে হলেও, আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব।' ” '[২]

৭. ইফতারের সময় রোযাদারের দুআ

৮. ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ

[৫১২] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, “তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না: ন্যায়পরায়ণ শাসক, ইফতারের সময় রোযাদার, ও মজলুমের দুআ; আল্লাহ (তাদের) দুআকে মেঘমালার উপরে উঠিয়ে এর জন্য আকাশের দরজাগুলো খুলে দেন। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার শক্তিমত্তার কসম! একটু পরে হলেও, আমি তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করব।' ” '[৩]

[৫১৩] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﵁ বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, “ইফতারের সময় সাওম পালনকারীর জন্য এমন একটি দুআর সুযোগ থাকে, যা ফিরিয়ে দেওয়া হয় না।” '[৪]

[৫১৪] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, “তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না: অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকরকারী, মজলুম ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ।” '[৫]

৯. নেক সন্তানের দুআ

[৫১৫] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, “মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি বাদে: চলমান সদাকাহ্ (দান) অথবা উপকারী জ্ঞান অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।” '[৬]

১০. যে-ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠে নির্দিষ্ট দুআ পড়ে

[৫১৬] উবাদাহ্ ইবনুস সামিত ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি রাতের বেলা ঘুম থেকে উঠে এ বাক্যগুলো বলে—

---

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৩২, হাসান।
[২] তিরমিযি, ৩৫৯৮, হাসান।
[৩] তিরমিযি, ২৫২৬, সহীহ।
[৪] ইবনু মাজাহ্, ১৭৫৩; বূসীরি এটিকে সহীহ্ আখ্যায়িত করেছেন।
[৫] বায্যার, ৪/৩৯/৩১৪০, হাসান।
[৬] মুসলিম, ১৬৩১।

“আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই, তিনি একক,	لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ
তাঁর কোনও অংশীদার নেই,	لَا شَرِيْكَ لَهُ
রাজত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁর,	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।	وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
সকল প্রশংসা আল্লাহর,	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ
আল্লাহ পবিত্র,	وَسُبْحَانَ اللهِ
আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই,	وَلَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ
আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ,	وَاللهُ أَكْبَرُ
মহান আল্লাহ ছাড়া কারও কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই।	وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

এরপর বলে, “হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও!” অথবা অন্য কোনও দুআ করে, তার দুআ কবুল হয়। তারপর ওযু করে সালাত আদায় করলে, তার সালাত কবুল হয়।’[১]

১১. নিরুপায় ব্যক্তির দুআ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ

“কে তিনি, যিনি নিরুপায় ব্যক্তির ডাক শুনেন, যখন সে তাকে ডাকে কাতর ভাবে এবং কে তার দুঃখ দূর করেন?” (সূরা আন-নামল ২৭:৬২)

[৫১৭] দুআ কবুল হওয়ার জন্য যেসব শক্তিশালী কার্যকারণ আছে, তার মধ্যে একটি হলো নিরুপায় অবস্থার মুখোমুখি হয়ে দুআ করা। এর প্রমাণ হলো তিন ব্যক্তি সংক্রান্ত ওই হাদীস, যেখানে তারা রাতের বেলা বাধ্য হয়ে গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে পাহাড় থেকে একটি শিলাখণ্ড এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। তখন তারা একে অপরকে বলেন, ‘তোমরা সেসব আমল খুঁজে বের করো, যেগুলো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেছিলে, এরপর সেগুলোর ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে চাও, তা হলে আশা করা যায়, তিনি তোমাদেরকে এখান থেকে মুক্তি দেবেন।’ এরপর তারা নিজেদের নেক আমলগুলোর ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিলাখণ্ডটি সরে গেলে তারা সেখান থেকে হেঁটে বেরিয়ে আসেন।[২]

[৫১৮] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, ‘আরবের কোনও এক গোত্রে একটি কৃষ্ণাঙ্গ দাসী ছিল। তারা তাকে মুক্তি দিলে সে তাদের কাছে থেকে যায়। ওই মহিলা জানায়—একদিন তাদের একটি ছোটো মেয়ে বাইরে বেরোয়; তার গায়ে ছিল দামি পাথর-লাগানো একটি লাল

[১] বুখারি, ১১৫৪।
[২] তথ্যসূত্রের জন্য ৪২২ নং হাদীসের টীকা দেখুন।

স্কার্ফ। একপর্যায়ে মেয়েটি তা (শরীর থেকে) নামিয়ে রাখে অথবা তার শরীর থেকে সেটি পড়ে যায়। সেখান দিয়ে একটি চিল যাওয়ার সময় জিনিসটি পড়ে থাকতে দেখে। মাংসের টুকরো মনে করে চিল সেটিকে থাবা মেরে নিয়ে যায়। এরপর তারা তল্লাশি শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা তার গোপনাঙ্গ পর্যন্ত তল্লাশি করে।

ওই মহিলা বলেন, "শপথ আল্লাহর! আমি তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি; এমন সময় চিলটি (আমাদের উপর দিয়ে) যায় এবং স্কার্ফটি ফেলে দেয়। সেটি তাদের মাঝখানে এসে পড়ে। আমি বলি—এ হলো সেই জিনিস যেটি আমি চুরি করেছি বলে তোমরা অভিযোগ করেছিলে। তা থেকে আমি মুক্ত। এই নাও তোমাদের জিনিস।"

এরপর সে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে। তার জন্য মাসজিদের ভেতর একটি তাঁবু বা ছোট্ট কক্ষ বানানো হয়েছিল। সে মাঝেমধ্যে আমার কাছে এসে গল্প করত। আমার পাশে বসলেই সে বলত

وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيْبِ رَبِّنَا   أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِيْ

স্কার্ফের দিনটি ছিল আমাদের রবের একটি চমক,
তিনিই আমাকে কুফরের এলাকা থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি, "আমার কাছে বসলেই আপনি এ কথা বলেন। বিষয়টা কী?" এরপর সে আমাকে ঘটনাটি শোনায়।[১] এটি ছিল তার ইসলাম গ্রহণের কারণ। বিপদ কখনও কখনও কল্যাণ নিয়ে আসে!

১২. ওযু করে যিকর করতে করতে ঘুমিয়ে-পড়া ব্যক্তির দুআ

[৫১৯] মুআয ইবনু জাবাল ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "কোনও মুসলিম যদি ওযু করে আল্লাহর যিকর করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে, তারপর রাতে উঠে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোনও কল্যাণ চায়, আল্লাহ তাকে তা অবশ্যই দেবেন।" '[২]

১৩. ইউনুস ؑ-এর দুআ-পাঠকারীর দুআ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ۚ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾

"আর মাছওয়ালাকেও আমি অনুগ্রহ-ভাজন করেছিলাম। স্মরণ করো, যখন সে রাগান্বিত হয়ে চলে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তাকে পাকড়াও করব না। শেষে সে অন্ধকারের মধ্য থেকে ডেকে ওঠল: তুমি ছাড়া আর কোনও পরাক্রমশালী সত্তা

---

[১] বুখারি, ৪৩৯।
[২] আবূ দাউদ, ৫০৪২, সহীহ।

নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি। তখন আমি তার দুআ কবুল করেছিলাম এবং দুঃখ থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছিলাম, আর এভাবেই আমি মুমিনদের উদ্ধার করে থাকি।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৭-৮৮)

[৫২০] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "মাছের পেটের ভেতর থাকাবস্থায় ইউনুস ﷺ দুআ করেছিলেন—

তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই!	لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ
তুমি পবিত্র!	سُبْحَانَكَ
আমি তো জালিমদের একজন!	إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

কোনও মুসলিম যে বিষয়েই এভাবে (আল্লাহকে) ডেকেছে, আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন।" '[১]

১৪. যে-ব্যক্তি মুসিবতে-পড়ে নির্দিষ্ট দুআ পড়ে

[৫২১] উম্মু সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "কোনও বান্দা যদি বিপদ-মুসিবতের মুখোমুখি হয়ে বলে—

আমরা আল্লাহর জন্য,	إِنَّا لِلّٰهِ
আর আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।	وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ
হে আল্লাহ! আমার মুসিবতে তুমি আমাকে আশ্রয় দাও!	اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِـيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ
এবং তা থেকে উত্তম কিছু আমাকে দাও!	وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْراً مِّنْهَا

আল্লাহ অবশ্যই এর বদলে তাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দেবেন।" আবূ সালামা'র মৃত্যুর পর, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী আমি এ দুআ পাঠ করি, এরপর আল্লাহ তাআলা আমাকে তার চেয়ে উত্তম অর্থাৎ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে দিয়েছেন।'[২]

১৫. যে-ব্যক্তি ইসমে আযম-এর ওসীলা দিয়ে দুআ করে

[৫২২] বুরাইদা ইবনুল হুসাইব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ এক ব্যক্তিকে এ কথা বলে দুআ করতে শুনেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র তুমিই আল্লাহ,	بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
একক, অমুখাপেক্ষী,	الْأَحَدُ الصَّمَدُ
যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারও থেকে জন্ম নেননি	الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

[১] তিরমিযি, ৩৫০৫, ইসনাদটি সহীহ।
[২] মুসলিম, ৯১৮।

এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই;	وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

তখন নবি ﷺ বলেন, "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে আল্লাহকে তাঁর মহান নাম নিয়ে ডেকেছে, যে নাম নিয়ে ডাকা হলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম নিয়ে কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দেন।" '[১]

[৫২৩] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে বসে আছি। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে। সে রুকূ, সাজদা ও তাশাহ্হুদের পর দুআ করে। ওই দুআয় সে বলে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
প্রশংসা কেবল তোমারই;	بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
তুমি মহান দাতা এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্বদানকারী	الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
হে মহত্ত্ব ও মহানুভবতার অধিকারী!	يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী!	يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

তখন নবি ﷺ তাঁর সাহাবিদের বলেন, "তোমরা কি জানো, সে কী দুআ করেছে?" তারা বলেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।" নবি ﷺ বলেন, "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে আল্লাহকে তাঁর মহান নাম নিয়ে ডেকেছে, যে নাম নিয়ে ডাকা হলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম নিয়ে কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দেন।" '[২]

১৬. পিতা-মাতার জন্য নেক সন্তানের দুআ

[৫২৪] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব ﷺ বলতেন, 'সন্তানের দুআর ফলে মানুষকে তার (মৃত্যুর) পর অনেক উর্ধ্বে তোলা হবে।' এ কথা বলার সময় তিনি আকাশের দিকে হাত তুলে দেখিয়েছেন।[৩]

[৫২৫] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ জান্নাতে নেক বান্দাদের অনেক উন্নত মর্যাদা দান করবেন; তাতে সে বলে ওঠবে—রব আমার! এত মর্যাদা কোত্থেকে এলো?! আল্লাহ বলবেন, (এটি হলো) তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমাপ্রার্থনার ফল।" '[৪]

[৫২৬] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি বাদে: চলমান সদাকাহ্ (দান)

---

[১] নাসাঈ, ১৩০০, সহীহ।
[২] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭০৫, সহীহ।
[৩] মালিক, ৯৩৮ (১/১৯০), সহীহ।
[৪] ইবনু মাজাহ, ৩৬৬০, সহীহ।

অথবা উপকারী জ্ঞান অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।" '[১]

[৫২৭] এর একটি উদাহরণ হলো ওই তিন ব্যক্তির ঘটনা, যারা গুহার মধ্যে ঢুকলে একটি শিলাখণ্ড এসে গুহার মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল তার মায়ের সঙ্গে সদাচরণকারী। সে ওই নেক আমলের ওসীলা দিয়ে দুআ করলে, আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দেন।[২]

এর আরেকটি উদাহরণ হলো: নবি ﷺ সর্বোত্তম তাবিয়ি (উয়াইস কারানি) সম্পর্কে বলেছিলেন—সে যদি আল্লাহর নামে কোনও কিছুর কসম করে, আল্লাহ অবশ্যই তার কসম পুরা করবেন। এর কারণ হলো, তিনি তার মায়ের সঙ্গে সদাচরণ করতেন।

[৫২৮] নবি ﷺ উমার ﷺ-কে বলেছিলেন, "ইয়ামানের বাড়তি সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুরাদ ও কারান গোত্র থেকে উয়াইস (কারানি) তোমাদের কাছে আসবে। সে কুষ্ঠরোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠবে, তবে এক দিরহাম পরিমাণ জায়গায় এর দাগ থেকে যাবে। তার (কেবল) মা থাকবে, আর সে হবে তার মায়ের সঙ্গে সদাচরণকারী। সে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে কিছু বললে, আল্লাহ তা অবশ্যই পুরো করবেন। তাকে দিয়ে তোমার জন্য ইস্তিগ্ফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) করানোর সুযোগ পেলে, তুমি তা কোরো।"[৩]

১৭. হাজ্জ আদায়কারীর দুআ

১৮. উমরা আদায়কারীর দুআ

১৯. আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারীর দুআ

[৫২৯] ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহর রাস্তায় লড়াইকারী, হাজ্জ আদায়কারী ও উমরা পালনকারী—তারা হলেন আল্লাহর প্রতিনিধি; তিনি তাদের ডেকেছেন আর তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছেন; (সুতরাং) তারা আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে, তিনি তাদের দেবেন।" '[৪]

২০. আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণকারীর দুআ

[৫৩০] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তিন ব্যক্তির দুআ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না: অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকরকারী, মজলুম ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের দুআ।" '[৫]

২১. আল্লাহর প্রিয় ও সন্তোষভাজন ব্যক্তির দুআ

[৫৩১] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, যে-ব্যক্তি আমার কোনও বন্ধুর সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে,

---

[১] মুসলিম, ১৬৩১।
[২] তথ্যসূত্রের জন্য ৪২২ নং হাদীসের টীকা দেখুন।
[৩] মুসলিম, ২৫৪২।
[৪] ইবনু মাজাহ, ২৮৯৩, হাসান।
[৫] বায্যার, ৪/৩৯/৩১৪০, হাসান।

আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি; বান্দা যেসব কাজের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হয়, সেসবের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো ফরজ দায়িত্ব পালন; বান্দা নফল আমলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসি; আমি তাকে ভালোবাসলে আমি তার শ্রবণশক্তি হয়ে যাই যা দিয়ে সে শুনে, তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে, তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলে; সে আমার কাছে চাইলে আমি তাকে দিই, আমার কাছে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে আশ্রয় দিই; মুমিনের মৃত্যু ঘটানোর কাজটিতেই আমি সবচেয়ে বেশি ইতস্তত বোধ করি, (কারণ) সে মৃত্যু অপছন্দ করে, আর তার অপছন্দের জিনিস আমার কাছেও অপছন্দনীয়।" '[১]

আল্লাহর এই নৈকট্যশীল প্রিয় বান্দা—আল্লাহর কাছে যার রয়েছে একটি সম্মানজনক অবস্থান—আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে আল্লাহ তাকে দেন, তাঁর কাছে কোনও ব্যাপারে আশ্রয় চাইলে তিনি তাকে আশ্রয় দেন এবং তাঁকে ডাকলে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। আল্লাহ তাআলার কাছে তার সম্মানজনক অবস্থানের দরুন, তার ডাকে সাড়া দেওয়া হয়। পূর্ববর্তী অনেক নেক বান্দা দুআ কবুলের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন।[২]

[৫৩২] বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় আছে, রুবাইয়ি' বিনতুন নাদর এক মেয়ের সামনের পাটির একটি দাঁত ভেঙে ফেলেছিলেন। তার বংশের লোকজন ওই মেয়ের বংশের লোকদেরকে দিয়ত বা বিনিময়মূল্য দিতে চাইলে, তারা তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়; তাদের কাছে ক্ষমা চাইলে, তারা ক্ষমা করতেও নারাজি প্রকাশ করে। ফলে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের মধ্যে কিসাস বা সমান-শাস্তির রায় প্রদান করেন।

তখন আনাস ইবনুন নাদর ؓ বলে ওঠেন, "রুবাইয়ি'র দাঁত ভাঙা হবে? শপথ সে সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন! তার দাঁত ভাঙা হবে না!" এরপর (আহত মেয়েটির) লোকজন খুশিমনে দিয়ত বা বিনিময়মূল্য গ্রহণ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহর কোনও কোনও বান্দা আছে এমন, সে যদি আল্লাহর নামে কসম করে কিছু বলে, আল্লাহ অবশ্যই তার কসম পুরা করেন।"[৩]

[৫৩৩] নবি ﷺ বলেছেন, "কিছু লোক আছে এমন, যার চুল উশকোখুশকো, কারও দুয়ারে গেলে দারওয়ান তাকে তাড়িয়ে দেবে, (কিন্তু) সে যদি আল্লাহর নামে কসম করে কিছু বলে, আল্লাহ অবশ্যই তার কসম পুরা করবেন।"[৪]

[৫৩৪] জিহাদের ময়দানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কঠিন রূপ ধারণ করলে, তারা বলতেন—"বারা![৫] আপনার রবের নামে শপথ করুন!" তখন তিনি বলতেন, "রব

[১] বুখারি, ৬৫০২।
[২] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/২৩৩–২৩৯।
[৩] তথ্যসূত্রের জন্য ৩৬১ নং হাদীসের টীকা দেখুন।
[৪] মুসলিম, ২৬২২।
[৫] তিনি হলেন বারা ইবনু মালিক, আনাস ইবনু মালিক ؓ-এর ভাই।

আমার! আমি তোমার নামে শপথ করছি। তুমি আমাদেরকে শত্রুদের উপর বিজয় দাও!" তাতে শত্রুবাহিনী পরাজিত হতো। তুস্‌তুর যুদ্ধের দিন তিনি বলেন, "রব আমার! আমি তোমার নামে শপথ করছি। তুমি আমাদেরকে শত্রুদের উপর বিজয় দাও এবং আমাকে প্রথম শহীদে পরিণত করো!" এরপর শত্রুবাহিনী পরাজিত হয় আর বারা শহীদ হন।[১]

ইবনু রজব তার *জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম* গ্রন্থে অনেক উদাহরণ উল্লেখ করেছেন, যেখানে আল্লাহ তাআলা তাঁর অসংখ্য মুমিন বান্দার ডাকে সাড়া দিয়েছেন।[২] (তেমনিভাবে) শাইখুল ইসলাম তার *আল-ফুরকান বাইনা আউলিয়া ইর রহমান ওয়া আউলিয়া ইশ শাইতান* গ্রন্থে[৩] এবং আবূ বকর ইবনু আবিদ দুন্‌ইয়া তার *কিতাবু মুজাবিদ দা'ওয়াহ্* গ্রন্থে[৪] অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

[১] হাকিম, ৩/২৯২।
[২] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ৩৪৮–৩৫৬।
[৩] পৃ. ৩০৬–৩২০।
[৪] ১৩০টি দুআ-কবুলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (পৃ. ১৭–১৮)।

নবম অধ্যায়: মানুষের জীবনে দুআর গুরুত্ব

বান্দা তার রবের মুখাপেক্ষী

সকল মানুষ নিজেদের দ্বীন-দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের কল্যাণ-সাধন ও অনিষ্ট-প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾

"লোকসকল! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী, আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত।" (সূরা আল-ফাতির ৩৫:১৫)

[৫৩৫] আবূ যার ﷺ-এর হাদীসে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠেছে। নবি ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন—

"বান্দারা আমার! আমি জুলুম করাকে নিজের উপর হারাম করে নিয়েছি, আর এটিকে তোমাদের নিজেদের মধ্যেও হারাম করে দিয়েছি, সুতরাং তোমরা নিজেদের মধ্যে জুলুম করো না!

বান্দারা আমার! তোমাদের সকলেই পথহারা, আমি যাকে পথ দেখাই সে বাদে, সুতরাং তোমরা আমার কাছে পথের দিশা চাও, আমি তোমাদের পথ দেখাব!

বান্দারা আমার! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত, আমি যাকে খাবার খাওয়াই সে বাদে, সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদের খাবার দেবো!

বান্দারা আমার! তোমরা প্রত্যেকে পোশাকহীন, আমি যাকে পোশাক পরাই সে বাদে, সুতরাং তোমরা আমার কাছে পোশাক চাও, আমি তোমাদের পোশাক দেবো!

বান্দারা আমার! তোমরা দিনরাত ভুল করো, আর আমি সকল গোনাহ মাফ করে দিই, সুতরাং আমার কাছে মাফ চাও, আমি তোমাদের মাফ করে দেবো।

বান্দারা আমার! তোমরা আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, উপকার ও করতে পারবে না।

বান্দারা আমার! তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাকওয়াবান ব্যক্তির অন্তরের মতো হয়ে যায়, তাতে আমার রাজত্ব একটুও বাড়বে না।

বান্দারা আমার! তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল মানুষ ও জিন যদি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক গোনাহগার ব্যক্তির অন্তরের মতো হয়ে যায়, তাতে আমার রাজত্ব একটুও কমবে না।

বান্দারা আমার! যদি তোমাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই এবং তোমাদের মানুষ ও জিন সকলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার কাছে চায়, আর আমি প্রত্যেককে তার চাওয়া-জিনিস দিয়ে দিই, তা হলে আমার কাছে যা আছে তাতে কোনও কমতি হবে

না, সাগরে কোনও সুঁই ঢুকালে যেটুকু কমতি হয় সেটুকু বাদে।

বান্দারা আমার! আমি তোমাদের আমলগুলো সংরক্ষণ করে রাখছি, এরপর তোমাদেরকে এর হিসেবে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেবো; তখন যে-ব্যক্তি কল্যাণ খুঁজে পাবে, সে যেন আল্লাহর প্রশংসা করে; আর যে অন্যকিছু পাবে, সে যেন কেবল নিজেকেই দোষারোপ করে।" '[১]

এ থেকে বোঝা গেল, সকল মানুষ নিজেদের দ্বীন-দুনিয়ার বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের কল্যাণ-সাধন ও অনিষ্ট-প্রতিরোধের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার মুখাপেক্ষী; এসবের কোনও কিছুর উপর বান্দার কোনও ক্ষমতা নেই। যে-ব্যক্তি আল্লাহর কাছে হিদায়াত ও রিয্ক চাইবে না, দুনিয়ায় সে এ দুটি জিনিস থেকে বঞ্চিত থাকবে; আর যে-ব্যক্তি নিজের গোনাহের জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাইবে না, তার গোনাহ তাকে পরকালে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে।[২]

বান্দা তার রবের কাছে যা চাইবে

বান্দা তার দ্বীন-দুনিয়ার সকল প্রয়োজন তার রবের কাছে চাইবে, কারণ সব কিছুর ভাণ্ডার আল্লাহ তাআলার হাতে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

"এমন কোনও জিনিস নেই, যার ভাণ্ডার আমার কাছে নেই এবং আমি যে জিনিসই অবতীর্ণ করি একটি নির্ধারিত পরিমাণেই করে থাকি।" (সূরা আল-হিজর ১৫:২১)

[৫৩৬] আল্লাহ যা দেন, তা কেউ আটকে রাখতে পারে না; আবার তিনি যা রুখে দেন, তা কেউ দিতে পারে না, যেমনটি নবি ﷺ প্রত্যেক সালাতের শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি একক—তাঁর (দাসত্ব লাভে) কোনও অংশীদার নেই;	وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
রাজত্ব তাঁর, প্রশংসাও তাঁরই;	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।	وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
হে আল্লাহ! তুমি যা দাও, তা কেউ রুখতে পারে না;	اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ
তুমি যা রুখে দাও, তা কেউ দিতে পারে না;	وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ
তোমার বিপরীতে ধনীর প্রাচুর্য তার কোনও কাজে লাগে না।'[৩]	وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

অর্থাৎ, তোমার বিপরীতে কোনও ধনীর প্রাচুর্য তার কোনও উপকারে আসবে না, কেবল

[১] মুসলিম, ২৫৭৭।
[২] ইবনু রজব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৩৭।
[৩] বুখারি, ৮৪৪।

ঈমান ও আনুগত্যই তার উপকারে আসবে।[১]

বান্দা যেভাবে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের পথ-নির্দেশনা, ক্ষমা, মার্জনা ও নিরাপত্তা চায়, তেমনিভাবে খাবার ও পানীয়-সহ দ্বীন-দুনিয়ার সকল কল্যাণ তাঁর কাছে চাইলে তিনি খুশি হন।[২] আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَاسْأَلُوا اللَّـهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহের জন্য দুআ করতে থাকো। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ সমস্ত জিনিসের জ্ঞান রাখেন।" (সূরা আন-নিসা ৪:৩২)

[৫৩৭] ইবনু মাসঊদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর করুণা চাও, কারণ তাঁর কাছে চাইলে তিনি খুশি হন, আর সর্বোত্তম ইবাদাত হলো (কষ্ট-মুসিবত থেকে) পরিত্রাণের অপেক্ষায় থাকা।" '[৩]

[৫৩৮] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজের সকল প্রয়োজনের কথা তার রবকে বলা, এমনকি তার জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলে সেটিও তার রবের কাছে চাওয়া উচিত।" '[৪]

আল্লাহর কাছে যা চাওয়া বেশি গুরুত্বপূর্ণ

(বান্দা তার রবের কাছে সব কিছুই চাইবে) তবে তার উচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া, যেগুলোতে প্রকৃত কল্যাণ রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. হিদায়াত বা পথ-নির্দেশনা

কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন—

مَن يَهْدِ اللَّـهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

"যাকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখান, সে-ই সঠিক পথ পায়; আর যাকে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন, তার জন্য তুমি কোনও পৃষ্ঠপোষক ও পথপ্রদর্শক পাবে না।" (সূরা আল-কাহফ ১৮:১৭)

হিদায়াত বা পথ-নির্দেশনা দু' ধরনের: সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃত। সংক্ষিপ্ত হিদায়াত হলো ঈমান ও ইসলাম গ্রহণের হিদায়াত; এ হিদায়াত প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে পাওয়া যায়। বিস্তৃত হিদায়াত হলো বান্দাকে ঈমান ও ইসলামের শাখা-প্রশাখাগুলোর বিস্তারিত জ্ঞানের ব্যাপারে নির্দেশনা দেওয়া এবং সেসব কর্ম-সম্পাদনে সাহায্য করা; প্রত্যেক মুমিন দিন-রাত সব সময় এ ধরনের হিদায়াতের মুখাপেক্ষী; তাই আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে তাদের

---

[১] ইবনুল আসীর, আন-নিহায়াহ ফী গরীবিল হাদীস, ১/২৪৪।
[২] ইবনু রজব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৩৮–৪০।
[৩] তিরমিযি, ৩৫৭১, বর্ণনাসূত্রটি দুর্বল, তবে শাইখ আরনাউতের মতে এটি হাসান।
[৪] তিরমিযি, ৩৬০৭, হাসান।

সালাতের প্রত্যেক রাকআতে এ আয়াত পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"আমরা কেবল তোমার গোলামি করি, আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই।" (সূরা আল-ফাতিহা ১:৫)

[৫৩৯] নবি ﷺ রাতের বেলা উঠে সালাতের শুরুতে যে দুআ পড়তেন, তার এক জায়গায় আছে—

اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ

যে সত্য নিয়ে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে, তোমার ইচ্ছায় আমাকে তার সঠিক পথ দেখিয়ে দাও।

إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

তুমি যাকে চাও, তাকে সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাকো।" '[১]

[৫৪০] নবি ﷺ মুআয ইবনু জাবাল ؓ-কে প্রত্যেক সালাতের শেষভাগে এ দুআ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন—

اللَّهُمَّ أَعِنِّي — হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করো

عَلَى ذِكْرِكَ — যেন তোমাকে স্মরণ রাখতে পারি,

وَشُكْرِكَ — তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারি,

وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ — এবং সুন্দরভাবে তোমার গোলামি করতে পারি।" '[২]

[৫৪১] আল্লাহর রাসূল ﷺ রাতের বেলা সালাতের শুরুতে যে দুআ পড়তেন, তার একাংশে রয়েছে—

وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ — আমাকে সবচেয়ে সুন্দর শিষ্টাচারের দিশা দাও!

لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ — তুমি ছাড়া কেউ সুন্দর শিষ্টাচারের দিশা দিতে পারে না।

وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا — আমার কাছ থেকে মন্দ আচরণ দূর করে দাও!

لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ — তুমি ছাড়া আর কেউ মন্দ আচরণ দূর করতে পারে না।'[৩]

[৫৪২] নবি ﷺ আলি ইবনু আবী তালিব ؓ-কে আল্লাহর কাছে (এভাবে) হিদায়াত ও দৃঢ়তা চাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ — হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—

---

[১] মুসলিম, ৭৭০।
[২] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৬৯০, সহীহ।
[৩] মুসলিম, ৭৭১।

পথ-নির্দেশনা ও দৃঢ়তা।[১]	الْهُدَى وَالسَّدَادَ

[৫৪৩] হাসান ইবনু আলি ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়েছেন; আমি সেগুলো বিতরের কুনূতে পাঠ করি:

হে আল্লাহ, তুমি যাদের হিদায়াত দিয়েছ, তাদের সঙ্গে আমাকেও দাও;	اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ
যাদের নিরাপত্তা দিয়েছ, তাদের সঙ্গে আমাকেও দাও;	وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ
যাদের তত্ত্বাবধান করেছ, তাদের সঙ্গে আমারও তত্ত্বাবধান করো;	وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ
আমাকে যা-কিছু দিয়েছ, তাতে বরকত দাও;	وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ
তোমার সিদ্ধান্তের অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করো;	وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ
তুমিই ফায়সালাকারী, তোমার বিরুদ্ধে কোনও ফায়সালা করা যায় না;	إِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ
তোমার বন্ধুরা অপমানিত হয় না;	وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ
তোমার শত্রুরা সম্মানিত হয় না;	وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ
আমাদের রব! তুমি বরকতময় ও সমুন্নত।'[২]	تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

২. গোনাহ মাফ

আল্লাহর কাছে গোনাহের জন্য মাফ চাওয়া উচিত, কারণ বান্দা তার রবের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি চাইতে পারে তা হলো তার গোনাহের জন্য ক্ষমা অথবা এর অনিবার্য পরিণতি, যেমন জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশ।[৩] গোনাহের ব্যাপারে বান্দা তার রবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার মুখাপেক্ষী, কারণ সে দিন-রাত ভুল করে আর আল্লাহই পারেন সকল গোনাহ ক্ষমা করতে।

[৫৪৪] নবি ﷺ-এর এক সাহাবি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "লোকসকল! তোমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, কারণ আমি প্রতিদিন এক শ বার আল্লাহর দিকে ফিরে আসি এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাই।" '[৪]

[৫৪৫] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা গণনা করে দেখতাম, আল্লাহর রাসূল ﷺ এক বৈঠকে এক শ বার বলছেন—

হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দাও!	رَبِّ اغْفِرْ لِيْ
আমার তাওবা কবুল করো!	وَتُبْ عَلَيَّ

---

[১] মুসলিম, ২৭২৫।
[২] আবূ দাউদ, ১৪২৫, ১৪২৬, সহীহ।
[৩] ইবনু রজব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৪০১, ৪০৪।
[৪] আহমাদ, ৪/২৬০, সহীহ।

নিশ্চয়ই তুমি তাওবা-কবুলকারী ও পরম দয়ালু।'[১]	إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

[৫৪৬] নবি ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম যাইদ ؓ থেকে বর্ণিত, 'তিনি নবি ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "যে-ব্যক্তি বলবে—

আমি মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই,	أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيْمَ
যিনি ছাড়া অন্য কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	الَّذِيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ
যিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী;	الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
আর আমি তাঁরই দিকে ফিরে আসছি।	وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

তাকে মাফ করে দেওয়া হবে, জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়ে থাকলেও।" '[২]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا

"আর যদি কোনও ব্যক্তি খারাপ কাজ করে অথবা নিজের উপর জুলুম করে, এরপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তা হলে সে আল্লাহকে ক্ষমাকারী ও পরম দয়ালু হিসেবেই পাবে।" (সূরা আন-নিসা ৪:১১০)

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

"যে তাওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, তারপর সোজা-সঠিক পথে চলতে থাকে, তার জন্য আমি অনেক বেশি ক্ষমাশীল।" (সূরা ত্ব-হা ২০:৮২)

[৫৪৭] আনাস ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন,

"ওহে আদম-সন্তান! যতক্ষণ তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার ব্যাপারে আশাবাদী থাকবে, ততক্ষণ আমি তোমার গোনাহ মাফ করব এবং কোনও কিছুর পরওয়া করব না।

ওহে আদম-সন্তান! তোমার গোনাহ যদি (উচ্চতায়) আকাশের মেঘমালা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এরপর তুমি আমার কাছে মাফ চাও, আমি তোমাকে মাফ করে দেবো, কোনও কিছুর পরওয়া করব না।

ওহে আদম-সন্তান! তুমি যদি সমগ্র দুনিয়া পরিমাণ গোনাহ করো, তারপর আমার সঙ্গে কোনও কিছুকে শরীক না করে আমার কাছে চলে আসো, তা হলে আমি তোমার সমগ্র-দুনিয়া-পরিমাণ গোনাহ মাফ করে দেবো।" '[৩]

অনেক জায়গায় তাওবা (প্রত্যাবর্তন) উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে ইস্তিগ্ফার (ক্ষমা-

---

[১] আবূ দাঊদ, ১৫১৬, সহীহ।
[২] তিরমিযি, ৩৫৭৭, হাসান।
[৩] তিরমিযি, ৩৫৪০, হাসান।

প্রার্থনা)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে; সেখানে ইস্তিগ্ফার দ্বারা মুখে ক্ষমা-প্রার্থনা আর তাওবা দ্বারা অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে গোনাহ থেকে ফিরে আসার কথা বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ সূরা আল ইমরানে[১] সেসব লোককে মাফ করে দেওয়ার ওয়াদা দিয়েছেন, যারা নিজেদের গোনাহের জন্য মাফ চায় এবং ওই কাজের পুনরাবৃত্তি না করে। সুতরাং যেসব আয়াত বা হাদীসে শুধু মাফ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রেও এ শর্ত প্রযোজ্য। একদিকে মুখে ক্ষমা-প্রার্থনা করা আর অপরদিকে গোনাহের কাজ অব্যাহত রাখা—এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষমা-প্রার্থনাকে নিছক একটি দুআ হিসেবে গণ্য করা হবে; আল্লাহ্ চাইলে তার ডাকে সাড়া দেবেন, আর চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করবেন। কখনও কখনও গোনাহের কাজ অব্যাহত রাখা হলো দুআ কবুলের পথে একটি বাধা।[২]

[৫৪৮] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস 🙏 থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "দয়া করো, তা হলে তোমাদের উপর দয়া করা হবে; ক্ষমা করো, তা হলে আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করবেন; দুর্ভোগ তাদের, যাদের কানগুলো কেবলই কথার চোঙা;[৩] দুর্ভোগ সেসব মুসল্লির যারা জেনে-বুঝে গোনাহের কাজ করতেই থাকে।" '[৪]

যদি কেউ বলে, "আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং (ভুল পথ থেকে) তাঁর দিকে ফিরে আসছি", তা হলে এর দুটি অবস্থা হতে পারে:

হতে পারে, এটি কেবলই তার মুখের কথা, আসলে গোনাহের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সে মনের ভেতর সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, তা হলে "আমি ফিরে আসছি"—এ কথার ব্যাপারে সে মিথ্যুক, কারণ আসলে সে ফিরে আসছে না। সে নিজের ব্যাপারে জানান দিচ্ছে যে, সে ফিরে আসছে, অথচ বাস্তবে তার ফিরে আসার কোনও ইচ্ছা নেই।

আবার হতে পারে, সে গোনাহ থেকে ফিরে আসার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, গোনাহের কাজ আর করবে না মর্মে তার রবের সঙ্গে ওয়াদা করছে, সে ক্ষেত্রে এ কথার উপর অটল থাকা তার দায়িত্ব। "আমি ফিরে আসছি"—এ কথাটি তার বর্তমান অবিচলতার প্রমাণ বহন করে।[৫]

৩. জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে রেহাই

[৫৪৯] আবূ হুরায়রা 🙏 থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি সালাতে কী দুআ করো?" লোকটি বলে, "আমি তাশাহ্হুদ পাঠ

---

[১] ৩:১৩৫।

[২] ইবনু রজব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৪০৭, ৪১১।

[৩] অর্থাৎ, চোঙার কাজ হলো এক পাত্র থেকে অপর পাত্রে তরল পদার্থ স্থানান্তরের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা, চোঙা নিজে কোনও তরল পদার্থ ধারণ করে রাখে না। তেমনিভাবে, যারা কেবল ভালো কথা শুনে আর অপরকে বলে বেড়ায়, কিন্তু নিজেরা তা মেনে চলে না, তাদের কানগুলো যেন কেবলই কথার চোঙা। (আন-নিহায়াহ্, ৪/১০৯; জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৬৫।)

[৪] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৩৮০, সহীহ।

[৫] জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম, ২/৪১০–৪১২।

করে বলি—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাত চাই;	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ
আর জাহান্নাম থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

আমি তো আর আপনার মতো সুন্দর করে দুআ পড়তে পারি না, মুআযের মতোও না!" তখন নবি ﷺ বলেন, "আমাদের দুআও এর কাছাকাছি অর্থ বহন করে!" '[১]

[৫৫০] আনাস ইবনু মালিক ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তিনবার জান্নাত চায়, তখন জান্নাত বলে—হে আল্লাহ, তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও; আর যে-ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা চায়, তখন জাহান্নাম বলে—হে আল্লাহ, তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা দাও।" '[২]

[৫৫১] রবীআ ইবনু কা'ব আসলামি ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে রাত্রি যাপন করতাম। তাঁর জন্য ওযুর পানি ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এনে দিতাম। একবার নবি ﷺ আমাকে বলেন, "তুমি কিছু চাও!" আমি বলি, "আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গে থাকতে চাই।" নবি ﷺ বলেন, "এ ছাড়া আর কিছু?" আমি বলি, "কেবল এটিই।" নবি ﷺ বলেন, "তা হলে বেশি বেশি সাজদা করার মাধ্যমে তোমার ব্যাপারে (সুপারিশ করার জন্য) আমাকে সাহায্য করো।" '[৩]

এটি রবীআ ؓ-এর পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও সর্বোচ্চ মানের জিনিস পাওয়ার ব্যাপারে তার অদম্য আগ্রহের পরিচয় বহন করে। আর (এ মর্যাদা পাওয়ার জন্য) নবি ﷺ তাকে বেশি বেশি সাজদা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

[৫৫২] সাওবান ؓ থেকে বর্ণিত, 'তিনি নবি ﷺ-কে বলেন, "আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যা করলে আল্লাহ আমাকে এর বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" অথবা তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি?" নবি ﷺ বলেন, "তুমি বেশি করে আল্লাহকে সাজদা করো; কারণ আল্লাহর উদ্দেশে তোমার করা প্রতিটি সাজদার বিনিময়ে, আল্লাহ তোমার মর্যাদা এক স্তর উন্নত করে দেবেন এবং তোমার (আমলনামা) থেকে একটি গোনাহ মুছে দেবেন।" '[৪]

৪. দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষমা ও কল্যাণ

[৫৫৩] আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব ؓ বলেন, 'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিন, যা আমি আল্লাহর কাছে চাইব।" নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহর কাছে কল্যাণ চান।" কিছুদিন পর আমি এসে বলি, "হে আল্লাহর

---

[১] ইবনু মাজাহ, ৯১০, সহীহ।
[২] তিরমিযি, ২৫৭২, সহীহ।
[৩] মুসলিম, ৪৮৯।
[৪] মুসলিম, ৪৮৮।

রাসূল! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিন, যা আমি আল্লাহর কাছে চাইব।" নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহর রাসূলের চাচা আব্বাস! আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চান।" '[১]

[৫৫৪] আবূ বকর সিদ্দীক ্রা থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ মিম্বারের উপর (বসে) বলেন, "তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও সুস্থতা চাও, কারণ ইয়াকীনের পর কোনও ব্যক্তিকে সুস্থতার চেয়ে উত্তম কিছু দেওয়া হয়নি।" '[২]

৫. দ্বীনের উপর অবিচলতা ও সকল কাজে উত্তম পরিণতি

[৫৫৫] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ্রা আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "আদম-সন্তানদের সকল কলব (অন্তর) আল্লাহর দু' আঙুলের মাঝখানে একটিমাত্র কলবের মতো হয়ে আছে; তিনি যখন চান তখনই তা ঘুরিয়ে দেন।" এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

হে আল্লাহ, অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী!	اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ
আমাদের অন্তরগুলো তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও।[৩]	صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ

[৫৫৬] উম্মু সালামা ্রা-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'নবি ﷺ তার কাছে অবস্থান করার সময় কোন দুআটি সবচেয়ে বেশি পড়তেন?' তিনি বলেন, 'তিনি যে দুআটি সবচেয়ে বেশি পড়তেন তা হলো—

হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী!	يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ
আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখো।	ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ দুআটি অধিক পরিমাণে পড়েন কেন?" নবি ﷺ বলেন, "উম্মু সালামা! এমন কোনও আদম-সন্তান নেই, যার কলব আল্লাহর দু' আঙুলের মাঝখানে নেই; তিনি যাকে চান সোজা রাখেন, আর যাকে চান বাঁকা করে দেন।" '[৪]

[৫৫৭] বুসর ইবনু আরতাআ ্রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এভাবে দুআ পড়তে শুনেছি—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমাদের সকল কাজে উত্তম পরিণতি দাও!	أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا

---

[১] তিরমিযি, ৩৫১৪, সহীহ।
[২] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭২৪, সহীহ।
[৩] মুসলিম, ২৬৫৪।
[৪] তিরমিযি, ৩৫২২, হাসান।

আর আমাদের সুরক্ষা দাও	وَأَجِرْنَا
দুনিয়া ও আখিরাতের অপমান থেকে!'[১]	مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

৬. নিয়ামাত বা অনুগ্রহের স্থায়িত্ব

আল্লাহর কাছে নিয়ামাতের স্থায়িত্ব চাওয়া এবং ওই নিয়ামাত যেন চলে না যায় তার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া; আর সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামাত হলো দ্বীন গ্রহণ ও মেনে চলার নিয়ামাত।

[৫৫৮] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! আমাকে সঠিকভাবে দ্বীন পালনের সুযোগ দাও,	اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيَ
যা হলো আমার যাবতীয় বিষয়ের রক্ষাকবচ।	الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ
আমাকে দুনিয়ায় সঠিকভাবে চলার সুযোগ দাও,	وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ
যেখানে আছে আমার জীবনোপকরণ।	الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ
পরকালের জন্য আমাকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করো,	وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ
যেখানে রয়েছে আমার শেষ ঠিকানা।	الَّتِيْ إِلَيْهَا مَعَادِيْ
(আমার) জীবনকে বানিয়ে দাও	وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ
সকল কল্যাণ লাভের পাত্র;	زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ
আর মৃত্যুকে বানিয়ে দাও	وَاجْعَلِ الْمَوْتَ
সকল অনিষ্ট থেকে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম।'[২]	رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

[৫৫৯] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর একটি দুআ ছিল এ রকম—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (এসব বিষয়ে) আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
তোমার অনুগ্রহ দূরে সরে যাওয়া,	مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ
তোমার ক্ষমার মোড় ঘুরে যাওয়া,	وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ
তোমার আচমকা শাস্তি ও	وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ
তোমার সব ধরনের ক্রোধ।'[৩]	وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

[১] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ১/৩০; ২/১২৩, হাসান।
[২] মুসলিম, ২৭২০।
[৩] মুসলিম, ২৭৩৯।

৭. বিভীষিকা, দুর্দশা, মন্দ পরিণতি ও শত্রুর উল্লাস থেকে আশ্রয়

[৫৬০] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ মন্দ পরিণাম, দুর্দশা, শত্রুর উল্লাস ও মুসিবতের বিভীষিকা থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চাইতেন।'[১]

এ হলো উচ্চ মানের কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের কিছু নমুনা, যেসব বিষয়ে বান্দার গাফিল থাকা উচিত নয়; আর বান্দার দায়িত্ব হলো নিজের, নিজের সন্তানসন্ততি ও সকল মুসলিমের কল্যাণের জন্য দুআ করার ব্যাপারে গাফিল না থাকা।

[১] বুখারি, ৬৩৪৭।

দশম অধ্যায়: কুরআন-সুন্নাহতে উল্লেখকৃত দুআসমূহ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর; কল্যাণ ও শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর উপর, যার পরে কোনও নবি নেই।

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর জুলুম করেছি। এখন যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো, এবং আমাদের প্রতি রহম না করো, তা হলে নিঃসন্দেহে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:২৩)

رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ

"হে আমার রব! যে জিনিসের ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই, তা তোমার কাছে চাইব—এ থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। যদি তুমি আমাকে মাফ না করো এবং আমার প্রতি রহমত না করো, তা হলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব।" (সূরা হূদ ১১:৪৭)

رَّبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

"হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা মুমিন হিসেবে আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদেরকে এবং সব মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করে দাও।" (সূরা নূহ ৭১:২৮)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"হে আমাদের রব! আমাদের এ কাজ কবুল করে নাও। তুমি সবকিছু শ্রবণকারী ও সবকিছু জ্ঞাতা।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:১২৭)

وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

"আমাদের ভুলচুক মাফ করে দাও। তুমি বড়ই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।" (সূরা আল-বাকারাহ ২:১২৮)

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

"হে আমার রব! আমাকে সালাত আদায়কারী বানিয়ে দাও এবং আমার বংশধরদের থেকেও (এমন লোকদের ওঠাও যারা এ কাজ করবে)। পরওয়ারদিগার! আমার দুআ কবুল করো।" (সূরা ইবরাহীম ১৪:৪০)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

"হে পরওয়ারদিগার! যেদিন হিসেব কায়েম হবে সেদিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সমস্ত মুমিনদেরকে মাফ করে দিয়ো।" (সূরা ইবরাহীম ১৪:৪১)

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝٨٣ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۝٨٤

وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾
"হে আমার রব! আমাকে প্রজ্ঞা দান করো এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সঙ্গে শামিল করো। আর পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে আমার সত্যিকার খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়ো এবং আমাকে নিয়ামাতে পরিপূর্ণ জান্নাতের অধিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।" (সূরা আশ-শু'আরা ২৬:৮৩-৮৫)

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ
"সেদিন আমাকে লাঞ্ছিত করো না, যেদিন সবাইকে জীবিত করে ওঠানো হবে।" (সূরা আশ-শু'আরা ২৬:৮৭)

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ
"হে পরওয়ারদিগার! আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দাও।" (সূরা আস-সাফ্ফাত ৩৭:১০০)

رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
"হে আমাদের রব! তোমার উপরেই আমরা ভরসা করেছি, তোমার প্রতিই আমরা রুজু করেছি আর তোমার কাছেই আমাদের ফিরে আসতে হবে।" (সূরা আল-মুমতাহিনা ৬০:৪)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
"হে আমাদের রব! আমাদেরকে কাফিরদের জন্য ফিতনা বানিয়ে দিয়ো না। হে আমাদের রব! আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দাও। নিঃসন্দেহে তুমিই পরাক্রমশালী এবং জ্ঞানী।" (সূরা আল-মুমতাহিনা ৬০:৫)

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ

وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
"হে আমার রব! আমাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো, আমি যেন তোমার এ অনুগ্রহের শোকর আদায় করতে থাকি, যা তুমি আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি করেছ এবং এমন সৎকাজ করি যা তুমি পছন্দ করো এবং নিজ অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের দলভুক্ত করো।" (সূরা আন-নামল ২৭:১৯)

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ
"হে আমার রব! তোমার বিশেষ ক্ষমতা বলে আমাকে সৎ সন্তান দান করো। তুমিই প্রার্থনা-শ্রবণকারী।" (সূরা আল ইমরান ৩:৩৮)

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ
"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একাকী ছেড়ে দিয়ো না; সবচেয়ে ভালো উত্তরাধিকারী তো তুমিই।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৯)

لَّا إِلَـٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

"তুমি ছাড়া আর কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই, পবিত্র তোমার সত্তা, অবশ্যই আমি অপরাধ করেছি।" (সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৮৭)

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝

"হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও। আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও এবং আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে।" (সূরা ত্ব-হা ২০:২৫–২৮)

رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي

"হে আমার রব! আমি নিজের উপর জুলুম করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দাও।" (সূরা আল-কাসাস ২৮:১৬)

رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

"হে আমাদের মালিক! তুমি যে ফরমান নাযিল করেছ, আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং রাসূলের আনুগত্য কবুল করে নিয়েছি। সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নিয়ো।" (সূরা আল ইমরান ৩:৫৩)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"হে আমাদের রব! আমাদেরকে জালিমদের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করো না। এবং তোমার রহমতের সাহায্যে কাফিরদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করো।" (সূরা ইউনুস ১০:৮৫–৮৬)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"হে আমাদের রব! আমাদের ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দাও। আমাদের কাজের ব্যাপারে যেখানে তোমার সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে, তা তুমি মাফ করে দাও। আমাদের পা মজবুত করে দাও এবং কাফিরদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য করো।" (সূরা আল ইমরান ৩:১৪৭)

رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

"হে আমাদের রব! তোমার বিশেষ রহমতের ধারায় আমাদের প্লাবিত করো এবং আমাদের ব্যাপারগুলো ঠিকঠাক করে দাও।" (সূরা আল-কাহফ ১৮:১০)

رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"রব আমার! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।" (সূরা ত্ব-হা ২০:১১৪)

رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

"হে আমার রব! আমি শয়তানদের উসকানি থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে পরওয়ারদিগার! সে আমার কাছে আসুক—এ থেকেও আমি তোমার আশ্রয় চাই।" (সূরা আল-মু'মিনূন ২৩:৯৭–৯৮)

رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

"হে আমার রব! ক্ষমা করো ও করুণা করো; তুমি সকল করুণাশীলের চাইতে বড় করুণাশীল।" (সূরা আল-মু'মিনূন ২৩:১১৮)

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"হে আমাদের রব! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:২০১)

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

"আমরা নির্দেশ শুনেছি ও অনুগত হয়েছি। হে প্রভু! আমরা তোমার কাছে গোনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করছি। আমাদের তোমারই দিকে ফিরে যেতে হবে।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:২৮৫)

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

"হে আমাদের রব! ভুল-ভ্রান্তিতে আমরা যেসব গোনাহ করে বসি, তুমি সেগুলো পাকড়াও করো না। হে প্রভু! আমাদের উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলো। হে আমাদের প্রতিপালক! যে বোঝা বহন করার সামর্থ্য আমাদের নেই, তা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ো না। আমাদের প্রতি কোমল হও, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি করুণা করো। তুমি আমাদের অভিভাবক। কাফিরদের মোকাবিলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।" (সূরা আল-বাকারাহ্ ২:২৮৬)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

"হে আমাদের রব! যখন তুমি আমাদের সোজা পথে চালিয়েছ, তখন আর আমাদের অন্তরকে বক্রতায় আচ্ছন্ন করে দিয়ো না, তোমার দান-ভাণ্ডার থেকে আমাদের জন্য রহমত দান করো, কেননা তুমিই আসল দাতা।" (সূরা আল ইমরান ৩:৮)

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ رَبَّنَا

وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

"হে আমাদের প্রভু! এসব তুমি অনর্থক ও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করোনি। বাজে ও নিরর্থক কাজ করা থেকে তুমি পাক-পবিত্র ও মুক্ত। কাজেই হে প্রভু! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা করো। তুমি যাকে জাহান্নামে ফেলে দিয়েছ, তাকে আসলে বড়ই লাঞ্ছনা ও অপমানের মধ্যে ঠেলে দিয়েছ এবং এহেন জালিমদের কোনও সাহায্যকারী হবে না। হে আমাদের মালিক! আমরা একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনেছিলাম। তিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করছিলেন। তিনি বলছিলেন, তোমরা নিজেদের রবকে মেনে নাও। আমরা তার আহ্বান গ্রহণ করেছি। কাজেই, হে আমাদের প্রভু! আমরা যেসব গোনাহ করছি, তা মাফ করে দাও। আমাদের মধ্যে যেসব অসৎবৃত্তি আছে সেগুলো আমাদের থেকে দূর করে দাও এবং নেক লোকদের সঙ্গে আমাদের শেষ পরিণতি দান করো। হে আমাদের রব! তোমার রাসূলদের মাধ্যমে তুমি যেসব ওয়াদা করেছ আমাদের সঙ্গে, সেগুলো পূর্ণ করো এবং কিয়ামাতের দিন আমাদের লাঞ্ছনার গর্তে ফেলে দিয়ো না। নিঃসন্দেহে তুমি ওয়াদা খেলাপকারী নও।" (সূরা আল ইমরান ৩:১৯১-১৯৪)

رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

"হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের মাফ করে দাও, আমাদের প্রতি করুণা করো, তুমি সকল করুণাশীলের চাইতে বড় করুণাশীল।" (সূরা আল-মু'মিনূন ২৩:১০৯)

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

"হে আমাদের রব! জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও, তার আযাব তো সর্বনাশা। আশ্রয়স্থল ও আবাস হিসেবে তা বড়ই নিকৃষ্ট জায়গা।" (সূরা আল-ফুরকান ২৫:৬৫-৬৬)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"হে আমাদের রব! আমাদের নিজেদের স্ত্রীদের ও নিজেদের সন্তানদেরকে চক্ষু শীতলকারী বানাও এবং আমাদের করে দাও মুত্তাকীদের ইমাম।" (সূরা আল-ফুরকান ২৫:৭৪)

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"হে আমার রব! তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যেসব নিয়ামাত দান করেছ, আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দাও। আর এমন সৎ কাজ করার তাওফীক দাও, যা তুমি পছন্দ করো। আমার সন্তানদেরকে সৎ বানিয়ে দাও, যা দেখে আমি খুশি হবো। আমি তোমার কাছে তাওবা করছি। আমি নির্দেশের অনুগত (মুসলিম) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।"" (সূরা আল-আহ্কাফ ৪৬:১৫)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ
"হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে মাফ করে দাও, যারা আমাদের আগে ঈমান এনেছো আর আমাদের মনে ঈমানদারদের জন্য কোনও হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের রব! তুমি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু।" (সূরা আল-হাশর ৫৯:১০)

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
"হে আমাদের রব! আমাদের জন্য আমাদের 'নূর' পূর্ণাঙ্গ করে দাও ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তুমি সব কিছু করতে সক্ষম।" (সূরা আত-তাহ্‌রীম ৬৬:৮)

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
"হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, আমাদের গোনাহখাতা মাফ করে দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের বাঁচাও।" (সূরা আল ইমরান ৩:১৬)

رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ
"হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, সাক্ষ্যদাতাদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নাও।" (সূরা আল-মা'ইদাহ্‌ ৫:৮৩)

رَبِّ اجْعَلْ هَـٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ
"হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপত্তার শহরে পরিণত করো এবং আমার ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচাও।" (সূরা ইবরাহীম ১৪:৩৫)

رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ
"হে আমার প্রতিপালক! যে কল্যাণই তুমি আমার প্রতি নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী।" (সূরা আল-কাসাস ২৮:২৪)

رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ
"হে আমার রব! এ বিপর্যয় সৃষ্টিকারী লোকদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো" (সূরা আল-আনকাবূত ২৯:৩০)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
"হে আমাদের রব! জালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমাদের শামিল করো না" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:৪৭)

حَسْبِيَ اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
"আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; তিনি ছাড়া আর কোনও মাবুদ নেই। আমি তাঁর উপরই

ভরসা করেছি এবং তিনি মহা আরশের অধিপতি।" (সূরা আত-তাওবাহ্ ৯:১২৯)

عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ

"আশা করি, আমার রব আমাকে সঠিক পথে চালিত করবেন।" (সূরা আল-কাসাস ২৮:২২)

رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

"হে আমার রব! আমাকে জালিমদের হাত থেকে বাঁচাও।" (সূরা আল-কাসাস ২৮:২১)

[৫৬১] আবদুল আযীয ইবনু সুহাইব ﷺ বলেন, 'কাতাদা ﷺ আনাস ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, "নবি ﷺ কোন দুআটি অধিক পরিমাণে পড়তেন?" আনাস ﷺ বলেন, "নবি ﷺ যে দুআটি অধিক পরিমাণে পড়তেন, তা হলো—

হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়ায় কল্যাণ দাও,	اَللّٰهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
কল্যাণ দাও আখিরাতে,	وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও!	وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

আনাস ﷺ কোনও দুআ করতে চাইলে, এ দুআ করতেন; আর কোনও কিছুর প্রয়োজন দেখা দিলে, দুআর মধ্যে এ কথাগুলো উল্লেখ করতেন।'[১]

[৫৬২] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এসব দুআ পড়তেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই	اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
জাহান্নামের পরীক্ষা ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে,	مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ
কবরের পরীক্ষা ও কবরের শাস্তি থেকে,	وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ
প্রাচুর্যের পরীক্ষার অনিষ্ট থেকে	وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَىٰ
এবং দারিদ্র্যের পরীক্ষার অনিষ্ট থেকে।	وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই	اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
(ভণ্ড) ত্রাণকর্তা দাজ্জালের পরীক্ষা থেকে।	مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ
হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে ধুয়ে দাও	اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي
শীতল ও বরফ-গলা পানি দিয়ে;	بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ
আমার অন্তরকে গোনাহ থেকে পরিচ্ছন্ন করো, যেভাবে	وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا
সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করো;	نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ

[১] মুসলিম, ২৬৯০।

আর আমার ও আমার গোনাহগুলোর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করো,	وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ
যেভাবে দূরত্ব সৃষ্টি করেছ	كَمَا بَاعَدْتَ
পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে।	بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
অলসতা ও বার্ধক্য থেকে	مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ
এবং গোনাহ ও ঋণে জড়িয়ে পড়া থেকে।'[১]	وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

[৫৬৩] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
অক্ষমতা ও অলসতা থেকে,	مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ
ভীরুতা, বার্ধক্য ও কৃপণতা থেকে;	وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ
তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের শাস্তি থেকে	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
এবং জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা থেকে।'[২]	وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

[৫৬৪] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ মন্দ পরিণাম, দুর্দশা, শত্রুর উল্লাস ও মুসিবতের বিভীষিকা থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চাইতেন।'[৩]

[৫৬৫] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! আমাকে সঠিকভাবে দ্বীন পালনের সুযোগ দাও,	اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ
যা হলো আমার যাবতীয় বিষয়ের রক্ষাকবচ।	اَلَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ
আমাকে দুনিয়ায় সঠিকভাবে চলার সুযোগ দাও,	وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ
যেখানে আছে আমার জীবনোপকরণ।	اَلَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ
পরকালের জন্য আমাকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করো,	وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ
যেখানে রয়েছে আমার শেষ ঠিকানা।	اَلَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ
(আমার) জীবনকে বানিয়ে দাও	وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ
সকল কল্যাণ লাভের পাত্র;	زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ
আর মৃত্যুকে বানিয়ে দাও	وَاجْعَلِ الْمَوْتَ

[১] বুখারি, ৮৩২।
[২] বুখারি, ২৮২৩।
[৩] বুখারি, ৬৩৪৭।

সকল অনিষ্ট থেকে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম।'[১]

رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

[৫৬৬] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই — اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ

পথ-নির্দেশনা ও আল্লাহ-সচেতনতা, — الْهُدٰى وَالتُّقٰى

গোনাহমুক্ত জীবন ও মনের প্রাচুর্য।'[২] — وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى

[৫৬৭] যাইদ ইবনু আরকাম ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের কেবল তা-ই বলছি, যা আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন। তিনি বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই — اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ

অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, — مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে, — وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ

এবং বার্ধক্য ও কবরের শাস্তি থেকে। — وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

হে আল্লাহ! আমার সত্তাকে আল্লাহ-সচেতনতা দাও, — اَللّٰهُمَّ آتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا

একে পরিশুদ্ধ করো, তুমিই সর্বোত্তম শুদ্ধতা-দানকারী, — وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا

তুমি আমার সত্তার বন্ধু ও অভিভাবক। — أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই— — اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ

এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না, — مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

এমন অন্তর থেকে যা (তোমার সামনে) বিনয়ী হয় না, — وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ

এমন (দেহ)সত্তা থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না, — وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ

এবং এমন আহ্বান থেকে যার কোনও সাড়া পাওয়া যায় না।'[৩] — وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

[৫৬৮] আলি ইবনু আবী তালিব ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে বলেন, "তুমি বলো—

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পথ দেখাও ও লক্ষ্যে অবিচল রাখো! — اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ وَسَدِّدْنِيْ

অথবা—

---

[১] মুসলিম, ২৭২০।
[২] মুসলিম, ২৭২১।
[৩] মুসলিম, ২৭২২।

হে আল্লাহ! তোমার কাছে হিদায়াত ও অবিচলতা চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ

'পথ দেখানোর' কথা বলার সময় সেসব লোকের কথা স্মরণ করবে, যারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে (মানুষকে) পথ বলে দেয়, আর 'অবিচলতার' কথা বলার সময় তিরন্দাজের অবিচলতার কথা স্মরণ করবে।" '[১]

[৫৬৯] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর একটি দুআ ছিল এ রকম—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (এসব বিষয়ে) আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
তোমার অনুগ্রহ দূরে সরে যাওয়া,	مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ
তোমার ক্ষমার মোড় ঘুরে যাওয়া,	وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ
তোমার আচমকা শাস্তি ও	وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ
তোমার সব ধরনের ক্রোধ।'[২]	وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ

[৫৭০] ফারওয়া ইবনু নাওফাল আশজায়ি ﵀ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আয়িশা ﵂-কে জিজ্ঞাসা করি, "আল্লাহর রাসূল ﷺ কী বলে আল্লাহর কাছে দুআ করতেন?" তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
আমি যা করেছি তার অনিষ্ট থেকে	مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ
এবং যা করিনি তার অনিষ্ট থেকে।" '[৩]	وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

[৫৭১] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ আমাদের ঘরের লোকদের কাছে আসতেন। একদিন তিনি ঘরে ঢুকে আমাদের জন্য দুআ করেন। তখন (আমার মা) উম্মু সুলাইম ﵂ বলেন, "আপনার এই ছোট্ট খাদিমটার জন্য দুআ করবেন না?" নবি ﷺ বলেন—

হে আল্লাহ! তাকে বেশি করে সম্পদ ও সন্তান দিয়ো;	اَللّٰهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ
তাকে তুমি যা দেবে, তাতে বরকত দিয়ো;	وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ
তাকে দীর্ঘ হায়াত দিয়ো;	وَأَطِلْ حَيَاتَهُ
তাকে ক্ষমা করে দিয়ো এবং জান্নাতে প্রবেশ করিয়ো।	وَاغْفِرْ لَهُ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ

নবি ﷺ আমার জন্য তিনবার দুআ করেন। এ যাবৎ আমি (আমার সন্তানসন্ততি থেকে)

---

[১] মুসলিম, ২৭২৫।
[২] মুসলিম, ২৭৩৯।
[৩] মুসলিম, ২৭১৬।

এক শ তিন জনকে দাফন করেছি; (আমার বাগান থেকে) বছরে দু'বার ফল পাই; আমি এত দীর্ঘ হায়াত পেয়েছি যে, আমার জীবদ্দশায় বহু মানুষ মারা গিয়েছে; আর আমি আশা করি, (দুআর শেষাংশ অনুযায়ী) আমাকে মাফ করে দেওয়া হবে।'[১]

[৫৭২] ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, 'উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি মহান, ধৈর্যশীল;	الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ
আল্লাহ্ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি মহান আরশের অধিপতি;	رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ্ নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি আকাশসমূহের অধিপতি, পৃথিবীর অধিপতি	رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ
ও মহিমান্বিত আরশের অধিপতি।'[২]	وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

[৫৭৩] আবদুর রহমান ইবনু আবী বাকরা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতাকে বলেন, 'পিতা! আমি শুনতে পাই আপনি প্রতিদিন সকালে এবং বিকালে তিনবার করে বলেন—

হে আল্লাহ! আমার শরীর সুস্থ রাখো!	اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَدَنِيْ
হে আল্লাহ! আমার শ্রবণশক্তি সুস্থ রাখো!	اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ سَمْعِيْ
হে আল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি সুস্থ রাখো!	اَللّٰهُمَّ عَافِنِيْ فِيْ بَصَرِيْ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই।	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

এরপর সকালে এবং বিকালে তিনবার করে বলেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
অবাধ্যতা ও দারিদ্র্য থেকে;	مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
কবরের শাস্তি থেকে;	مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই।	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

তিনি বলেন, "ছেলে আমার! তুমি ঠিকই শুনেছ। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এসব বলতে শুনেছি। তাঁর সুন্নাহ্ বা রীতি অনুসরণ করা আমার কাছে খুবই পছন্দের। আল্লাহর

[১] তথ্যসূত্রের জন্য ৪৩৮ ও ৪৯৬ নং হাদীসের টীকা দেখুন।
[২] বুখারি, ৬৩৪৫।

রাসূল ﷺ বলেছেন, 'দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তির দুআ হলো—

হে আল্লাহ! আমি তোমার করুণা প্রত্যাশা করি; — اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ
আমাকে আমার নিজের কাছে ছেড়ে দিয়ো না; — فَلاَ تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ
এক মুহূর্তের জন্যও (না); — طَرْفَةَ عَيْنٍ
আমার সবকিছু সংশোধন করে দাও! — وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই।[১] — لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ

[৫৭৪] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "মাছের পেটের ভেতর থাকাবস্থায় ইউনুস দুআ করেছিলেন—

তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই! — لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ
তুমি পবিত্র! — سُبْحَانَكَ
আমি তো জালিমদের একজন! — إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

কোনও মুসলিম যে বিষয়েই এভাবে (আল্লাহকে) ডেকেছে, আল্লাহ তার ডাকে সাড়া দিয়েছেন।" '[২]

[৫৭৫] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "কোনও বান্দা যদি কোনও দুশ্চিন্তা বা পেরেশানির মুখোমুখি হয়ে বলে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার দাস, — اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ
তোমার এক দাসের ছেলে এবং তোমার এক দাসীর ছেলে; — وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ
আমি পুরোপুরি তোমার নিয়ন্ত্রণে; — نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ
তোমার সিদ্ধান্তই আমার উপর কার্যকর হয়; — مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ
আমার ব্যাপারে তুমি যে সিদ্ধান্ত দাও, তা ন্যায়সংগত। — عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ
তোমার প্রত্যেকটি নামের ওসীলা দিয়ে তোমার কাছে চাই, — أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ
যে নামে তুমি নিজেকে নামকরণ করেছ, — سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ
কিংবা যে নাম তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছ, — أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ
অথবা যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, — أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ
অথবা তোমার অদৃশ্য-জ্ঞানে যে নাম নিজের জন্য গ্রহণ করেছ, — أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ

---

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭০১, হাসান।
[২] তিরমিযি, ৩৫০৫, ইসনাদটি সহীহ।

তুমি কুরআনকে বানিয়ে দাও—	
আমার অন্তরের বসন্তকাল	أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ
এবং আমার বক্ষের আলো,	رَبِيْعَ قَلْبِيْ
	وَنُوْرَ صَدْرِيْ
আমার দুশ্চিন্তার নির্বাসন এবং আমার পেরেশানি-দূরকারী!	وَجَلَاءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ

আল্লাহ অবশ্যই তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করে তা আনন্দ দিয়ে বদলে দেবেন।" জিজ্ঞাসা করা হলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তা শিখব না?' নবি ﷺ বলেন, "অবশ্যই! যে-ব্যক্তি এটি শুনে, তার উচিত তা মুখস্থ করা।" '[১]

[৫৭৬] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস ﵄ আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, "আদম-সন্তানদের সকল কলব (অন্তর) আল্লাহর দু' আঙুলের মাঝখানে একটিমাত্র কলবের মতো হয়ে আছে; তিনি যখন চান তখনই তা ঘুরিয়ে দেন।" এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

হে আল্লাহ, অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী!	اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ
আমাদের অন্তরগুলো তোমার আনুগত্যের দিকে ঘুরিয়ে দাও।[২]	صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ

[৫৭৭] উম্মু সালামা ﵂-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'নবি ﷺ তার কাছে অবস্থান করার সময় কোন দুআটি সবচেয়ে বেশি পড়তেন?' তিনি বলেন, 'তিনি যে দুআটি সবচেয়ে বেশি পড়তেন তা হলো—

হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী!	يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ
আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখো।	ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এ দুআটি অধিক পরিমাণে পড়েন কেন?" নবি ﷺ বলেন, "উম্মু সালামা! এমন কোনও আদম-সন্তান নেই, যার কলব আল্লাহর দু' আঙুলের মাঝখানে নেই; তিনি যাকে চান সোজা রাখেন, আর যাকে চান বাঁকা করে দেন।" '[৩]

[৫৭৮] আব্বাস ইবনু আব্দিল মুত্তালিব ﵁ বলেন, 'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিন, যা আমি আল্লাহর কাছে চাইব।" নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহর কাছে কল্যাণ চান।" কিছুদিন পর আমি এসে বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিন, যা আমি আল্লাহর কাছে চাইব।" নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহর রাসূলের চাচা আব্বাস! আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের

---

[১] ইবনু হিব্বান, (মাওয়ারিদ, ২৩৭২), সহীহ।
[২] মুসলিম, ২৬৫৪।
[৩] তিরমিযি, ৩৫২২, হাসান।

কল্যাণ চান।" '[১]

[৫৭৯] বুসর ইবনু আরতাআ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে এভাবে দুআ পড়তে শুনেছি—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমাদের সকল কাজে উত্তম পরিণতি দাও!	أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا
আর আমাদের সুরক্ষা দাও	وَأَجِرْنَا
দুনিয়া ও আখিরাতের অপমান থেকে!'[২]	مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ

[৫৮০] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ দুআয় বলতেন—

রব আমার! আমার পক্ষে সাহায্য করো, বিপক্ষে সাহায্য করো না;	رَبِّ أَعِنِّيْ وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ
আমাকে জয়ী করো, আমার বিরুদ্ধে কাউকে জয়ী করো না;	وَانْصُرْنِيْ وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ
আমার অনুকূলে কৌশল করো, প্রতিকূলে কৌশল করো না;	وَامْكُرْ لِيْ وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ
আমাকে পথ দেখাও এবং আমার পথনির্দেশনা সহজ করে দাও;	وَاهْدِنِيْ وَيَسِّرِ الْهُدٰى لِيْ
আমার উপর সীমালঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে জয়ী করো।	وَانْصُرْنِيْ عَلٰى مَنْ بَغٰى عَلَيَّ
রব আমার! আমাকে বানিয়ে দাও—তোমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ,	رَبِّ اجْعَلْنِيْ لَكَ شَكَّارًا
তোমাকে সব সময় স্মরণকারী, তোমার ভয়ে সদা-ভীত,	لَكَ ذَكَّارًا لَكَ رَهَّابًا
তোমার মহা অনুগত, তোমার প্রতি বিনয়ী,	لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا
তোমার দিকে আন্তরিকভাবে প্রত্যাবর্তনকারী।	إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيْبًا
রব আমার! আমার তাওবা (ফিরে-আসা) কবুল করো,	رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِيْ
আমার গোনাহ ধুয়ে মুছে সাফ করে দাও,	وَاغْسِلْ حَوْبَتِيْ
আমার ডাকে সাড়া দাও, আমার প্রমাণপত্র মজবুত করো,	وَأَجِبْ دَعْوَتِيْ وَثَبِّتْ حُجَّتِيْ
আমার জিহ্বায় দৃঢ়তা দাও, আমার অন্তরকে পথ-নির্দেশনা দাও,	وَسَدِّدْ لِسَانِيْ وَاهْدِ قَلْبِيْ
আর আমার অন্তরের কপটতা ও বিদ্বেষ দূর করে দাও।[৩]	وَاسْلُلْ سَخِيْمَةَ قَلْبِيْ

[৫৮১] আবূ উমামা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(একবার) আল্লাহর রাসূল ﷺ অনেক দুআ করেন, যার কিছুই আমরা মুখস্থ করতে পারিনি। আমরা বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি অনেক দুআ করলেন, কিন্তু আমরা তো এর কিছুই মুখস্থ করতে পারিনি!"

[১] তিরমিযি, ৩৫১৪, সহীহ।
[২] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ১/৩০; ২/১২৩, হাসান।
[৩] তিরমিযি, ৩৫৫১, সহীহ।

তখন নবি ﷺ বলেন, "আমি কি তোমাদের এমন কিছু বলে দেবো না, যাতে এর সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত থাকবে? (সেটি হলো) তুমি বলবে—

হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে সেই কল্যাণ চাই,	اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ
যা তোমার কাছে তোমার নবি মুহাম্মাদ ﷺ চেয়েছেন;	مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ
তোমার কাছে সেই অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই,	وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
যা থেকে তোমার নবি মুহাম্মাদ ﷺ আশ্রয় চেয়েছেন;	مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ
কেবল তোমার কাছেই আশ্রয় পাওয়া যায়,	وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ
(বার্তা) পৌঁছে দেওয়াই তোমার কাজ।	وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ
আল্লাহ ছাড়া কারও কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই।" '[১]	وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

[৫৮২] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে এ দুআ শিখিয়েছেন—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমি তোমার কাছে সব ধরনের কল্যাণ চাই—	إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ
ত্বরিত ও বিলম্বিত কল্যাণ,	عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ
এবং যে কল্যাণ সম্পর্কে আমি জানি আর আমি যা জানি না।	مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সেই কল্যাণ চাই,	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ
যা তোমার কাছে চেয়েছেন তোমার বান্দা ও নবি;	مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ
আর তোমার কাছে ওই অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই,	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
যার ব্যাপারে আশ্রয় চেয়েছেন তোমার বান্দা ও নবি।	مَا عَاذَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—জান্নাত	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ
ও সেসব কথা বা কাজ যা জান্নাতের কাছে নিয়ে যায়;	وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ
আর তোমার কাছে আশ্রয় চাই—জাহান্নাম থেকে	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ
এবং ওই কথা বা কাজ থেকে যা জাহান্নামের কাছে নিয়ে যায়।	وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ
আমি তোমার কাছে চাই—আমার ব্যাপারে তোমার প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত কল্যাণজনক করে দাও।'[২]	وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِيْ خَيْرًا

[১] তিরমিযি, ৩৫২১, হাসান গরীব।
[২] ইবনু মাজাহ, ৩৮৪৬, সহীহ।

[৫৮৩] শাকাল ইবনু হুমাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চাওয়ার জন্য আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন।" তখন নবি ﷺ আমার কাঁধ ধরে বলেন, "তুমি বোলো—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
আমার শ্রবণশক্তির অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ
আমার দৃষ্টিশক্তির অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ بَصَرِيْ
আমার জিহ্বার অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ لِسَانِيْ
আমার অন্তরের অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ قَلْبِيْ
এবং আমার লজ্জাস্থানের অনিষ্ট থেকে।" '[১]	وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّيْ

[৫৮৪] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
কুষ্ঠরোগ ও পাগলামি থেকে,	مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ
এবং পা-ফোলা রোগ ও নিকৃষ্ট ব্যাধি থেকে।'[২]	وَالْجُذَامِ وَسَيِّءِ الْأَسْقَامِ

[৫৮৫] কুতবা ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
নিকৃষ্ট মানের আচরণ থেকে,	مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ
এবং নিকৃষ্ট মানের কাজ, আশা ও রোগ থেকে।[৩]	وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ

[৫৮৬] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি বললাম "হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি বুঝতে পারি কোন রাতটি লাইলাতুল কদর, তা হলে ওই রাতে আমি কী বলব?" নবি ﷺ বলেন, "তুমি বোলো—

হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, মহানুভব!	اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ
তুমি ক্ষমা করতে পছন্দ করো।	تُحِبُّ الْعَفْوَ
অতএব, আমাকে ক্ষমা করে দাও।" '[৪]	فَاعْفُ عَنِّيْ

[৫৮৭] মুআয ইবনু জাবাল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একদিন ভোরবেলা ফজরের সালাতের সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের কাছে আসতে দেরি করেন। একপর্যায়ে

[১] তিরমিযি, ৩৪৯২, হাসান।
[২] আবূ দাঊদ, ১৫৫৪, সহীহ।
[৩] তিরমিযি, ৩৫৯১, সহীহ।
[৪] তিরমিযি, ৩৫১৩, হাসান সহীহ।

আমাদের মনে হতে থাকে, এক্ষুনি সূর্য ওঠবে! এমন সময় নবি ﷺ দ্রুত বেরিয়ে আসেন। এরপর সালাতের প্রস্তুতি নেওয়া হয়। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু দ্রুত গতিতে সালাত শেষ করেন। সালাম ফিরিয়ে তিনি উচ্চ আওয়াজে আমাদের বলেন, "তোমরা নিজ নিজ সারিতে যেভাবে আছো, সেভাবেই থাকো।" এরপর তিনি আমাদের দিকে ঘুরে বলেন, "আজ ভোরে তোমাদের কাছে আসতে আমার কেন দেরি হয়েছিল, তা এখনই বলছি:

আমি রাতে উঠে ওযু করে আমার-জন্য-নির্ধারিত সালাত আদায় করি। সালাতের মধ্যে আমি প্রচণ্ড তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। আচমকা দেখি, আমি আমার মহান রবের পাশে! সর্বোত্তম আকৃতিতে! তিনি বলেন, 'মুহাম্মাদ!' আমি বলি, 'রব আমার! আমি হাজির!' তিনি বলেন, 'উচ্চতর দলটি কী নিয়ে তর্ক করে?' আমি বলি, 'আমার জানা নেই।' তিনি তিনবার এটি জিজ্ঞাসা করেন। এরপর দেখি—তিনি তাঁর হাতের তালু আমার দু' কাঁধের মাঝখানে রাখেন; আমি তাঁর আঙুলসমূহের শীতলতা বক্ষে অনুভব করি! এরপর আমার সামনে সবকিছু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং আমি (বিষয়টি) বুঝতে পারি।

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'মুহাম্মাদ!' আমি বলি, 'রব আমার! আমি হাজির!' তিনি বলেন, '(ফেরেশতাদের) উচ্চতর দলটি কী নিয়ে তর্ক করে?' আমি বলি, 'কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারে।'[১] তিনি বলেন, 'কী সেগুলো?' আমি বলি, 'পায়ে হেঁটে জামাআতের দিকে যাওয়া, সালাতের পর মাসজিদে বসা এবং কষ্টের মধ্যেও সঠিকভাবে ওযু করা।' তিনি বলেন, 'এরপর কী?' আমি বলি, 'খাবার খাওয়ানো, কোমলভাবে কথা বলা এবং রাতের বেলা মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় করা।'
আল্লাহ তাআলা বলেন, '(আমার কাছে) চাও! বলো—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই (যেন)—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
যাবতীয় ভালো কাজ করতে পারি,	فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
সকল খারাপ কাজ ছাড়তে পারি	وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ
এবং নিঃস্ব লোকদের ভালোবাসতে পারি।	وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ
তুমি আমাকে মাফ করে দাও, আমার উপর দয়া করো।	وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ وَتَرْحَمَنِيْ
কোনও জনগোষ্ঠীকে পরীক্ষায় ফেলতে চাইলে,	وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ
পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার আগেই আমাকে নিয়ে যেয়ো।	فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُوْنٍ
আমি তোমার কাছে চাই—তোমার ভালোবাসা,	وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ
যারা তোমাকে ভালোবাসে তাদের ভালোবাসা	وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ

[১] অর্থাৎ, যেসব কাজ করলে গোনাহ মাফ হয়।

এবং এমন কাজের প্রতি ভালোবাসা,	وَحُبَّ عَمَلٍ
যা তোমার ভালোবাসার কাছে নিয়ে যায়।' ”	يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, 'এটি নিশ্চিত সত্য; সুতরাং এটি তোমরা শেখো, তারপর (লোকদের) শেখাও।'[১]

[৫৮৮] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ؓ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এভাবে দুআ করতেন—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় ইসলাম দ্বারা সুরক্ষা দাও!	احْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا
বসা অবস্থায় আমাকে ইসলাম দ্বারা সুরক্ষা দাও!	وَاحْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا
শোয়া অবস্থায় আমাকে ইসলাম দ্বারা সুরক্ষা দাও!	وَاحْفَظْنِيْ بِالْإِسْلَامِ رَاقِدًا
আমার দ্বারা কোনও হিংসুটে শত্রুকে উল্লসিত হতে দিয়ো না।	وَلَا تُشْمِتْ بِيْ عَدُوًّا حَاسِدًا
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রত্যেকটি কল্যাণ চাই,	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ
যার যাবতীয় ভাণ্ডার তোমার হাতে;	خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ
আর প্রত্যেকটি অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই,	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ
যার সকল ভাণ্ডার তোমার হাতে।'[২]	خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ

[৫৮৯] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'প্রায় প্রত্যেকটি বৈঠক থেকে ওঠামাত্রই আল্লাহর রাসূল ﷺ এ দুআ পড়তেন—

হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার এমন ভয় দান করো,	اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ
যা আমাদের ও তোমার অবাধ্যতার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে;	مَا يَحُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ
তোমার এমন আনুগত্য করার সামর্থ্য দাও,	وَمِنْ طَاعَتِكَ
যা আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছে দেবে;	مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ
এমন সন্দেহমুক্ত ঈমান দাও,	وَمِنَ الْيَقِيْنِ
যা দুনিয়ার মুসিবতগুলোকে আমাদের কাছে তুচ্ছ করে দেবে!	مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا
আমাদের শ্রবণশক্তি দিয়ে উপকৃত হতে দাও,	وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا
দৃষ্টিশক্তি ও শারীরিক শক্তি থেকে উপকৃত হতে দাও,	وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا
যতদিন তুমি আমাদের বাঁচিয়ে রাখো!	مَا أَحْيَيْتَنَا

[১] তিরমিযি, ৩২৩৫, হাসান সহীহ।
[২] হাকিম, ১/৫২৫, সহীহ।

এসব শক্তিকে আমাদের ওয়ারিশ বানিয়ে দাও![১]	وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا
আমাদের জালিমদের বিরুদ্ধে আমাদের ক্রুদ্ধ করে তোলো!	وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا
আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো;	وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا
আমাদের দ্বীন-পালনে কোনও মুসিবত রেখো না;	وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتَنَا فِيْ دِيْنِنَا
দুনিয়া যেন আমাদের সবচেয়ে বড় ভাবনার বস্তু না হয়;	وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا
আমাদের জ্ঞানের লক্ষ্য যেন দুনিয়া না হয়;	وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا
আমাদের উপর এমন কাউকে চাপিয়ে দিয়ো না,	وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا
যে আমাদের উপর দয়া করবে না!'[২]	مَنْ لَا يَرْحَمُنَا

[৫৯০] সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস ﵁ থেকে বর্ণিত, শিক্ষক যেভাবে বাচ্চাদের হাতের লেখা শেখায়, সাদ তার ছেলেদের এসব বাক্য সেভাবে শেখাতেন। আর তিনি বলতেন, "সালাতের শেষের দিকে আল্লাহর রাসূল ﷺ এসব বিষয়ে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চাইতেন—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমি তোমার কাছে কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই,	إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ
ভীরুতা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই;	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْـجُـبْـنِ
তোমার কাছে আশ্রয় চাই,	وَأَعُوْذُ بِكَ
যেন নিকৃষ্টতর বয়সে পৌঁছে না যাই;	مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ
তোমার কাছে দুনিয়ার পরীক্ষা থেকে আশ্রয় চাই;	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا
আর তোমার কাছে আশ্রয় চাই কবরের পরীক্ষা থেকে।" '[৩]	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

[৫৯১] আবূ মূসা আশআরি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ এ দুআ পড়তেন—

হে আল্লাহ! আমার (এসব বিষয়) মাফ করে দাও—	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ
আমার ভুলত্রুটি ও অজ্ঞতা(প্রসূত কাজ);	خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ
এবং কাজ করতে গিয়ে আমি যেসব বাড়াবাড়ি করেছি,	وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ
যে-সকল (পাপের) বিষয়ে তুমি আমার চেয়ে ভালো জানো।	وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ

---

[১] অর্থাৎ এগুলো সক্রিয় থাকতে থাকতেই আমাদের মৃত্যু দিয়ো।
[২] তিরমিযি, ৩৫০২, হাসান।
[৩] বুখারি, ২৮২২।

হে আল্লাহ! আমার (এসব বিষয়) মাফ করে দাও—	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ
গুরুত্বের সঙ্গে অথবা তামাশা-বশত যেসব অন্যায় করেছি,	جِدِّيْ وَهَزْلِيْ
এবং আমার ভুলত্রুটি ও ইচ্ছাকৃত অপরাধ;	وَخَطَئِيْ وَعَمْدِيْ
এ সবগুলোই আমার দ্বারা হয়েছে।	وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ
হে আল্লাহ! আমার (এসব বিষয়) মাফ করে দাও—	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ
আগে-পরে আমি যেসব অন্যায় করেছি,	مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ
যা-কিছু করেছি গোপনে ও প্রকাশ্যে,	وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
যেগুলো তুমি আমার চেয়ে ভালো জানো।	وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ
আগ-পিছ করার ক্ষমতা কেবল তোমারই;	أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ
তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।'[১]	وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

[৫৯২] আবূ বকর ﵁ থেকে বর্ণিত, 'তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে বলেন, "আমাকে এমন একটি দুআ শিখিয়ে দিন, যা আমি সালাতে পাঠ করব।" নবি ﷺ বলেন, "তুমি বোলো—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি;	إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا
তুমি ছাড়া আর কেউ গোনাহ ক্ষমা করতে পারে না;	وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ
তোমার পক্ষ থেকে আমাকে পুরোপুরি ক্ষমা করে দাও;	فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ
আমার উপর দয়া করো;	وَارْحَمْنِيْ
তুমি তো ক্ষমাশীল, দয়ালু।" '[২]	إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

[৫৯৩] ইবনু আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার সামনে আত্মসমর্পণ করেছি,	اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ
তোমার প্রতি ঈমান এনেছি,	وَبِكَ آمَنْتُ
তোমার উপর ভরসা করেছি,	وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ
তোমার কাছে ফিরে এসেছি,	وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ
(আমার অভাব ও অনুযোগ) তোমার কাছে পেশ করেছি।	وَبِكَ خَاصَمْتُ

[১] বুখারি, ৬৩৯৮।
[২] বুখারি, ৮৩৪।

হে আল্লাহ! আমি তোমার শক্তিমত্তার কাছে আশ্রয় চাই,	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُـوْذُ بِـعِـزَّتِـكَ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
আমাকে বিপথে যেতে দিয়ো না;	أَنْ تُضِلَّنِيْ
তুমিই চিরঞ্জীব—মৃত্যুহীন,	أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ
জিন ও মানুষ সবাই মারা যাবে।'[১]	وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ

[৫৯৪] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর (একটি) দুআ ছিল এ রকম—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সেসব জিনিস চাই,	اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ
যার ফলে নিশ্চিতভাবে তোমার দয়া লাভ করা যাবে	مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ
এবং তোমার ক্ষমা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠবে।	وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ
(তোমার কাছে) প্রত্যেকটি গোনাহ থেকে নিরাপত্তা চাই,	وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ
প্রত্যেকটি ভালো কাজ আঞ্জাম দেওয়ার সুযোগ চাই,	وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ
জান্নাত-লাভের সফলতা চাই	وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ
এবং তোমার দয়ায় জাহান্নাম থেকে রেহাই চাই।'[২]	وَالنَّجَاةَ بِعَوْنِكَ مِنَ النَّارِ

[৫৯৫] আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ (এভাবে) দুআ করতেন—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমাকে তোমার প্রশস্ততর জীবনোপকরণ দিয়ো,	اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ
যখন আমি বার্ধক্যে পৌঁছে যাব	عِنْدَ كِبَرِ سِنِّيْ
এবং যখন আমার আয়ু ফুরিয়ে আসবে।'[৩]	وَانْقِطَاعِ عُمُرِيْ

[৫৯৬] আবূ মূসা আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে পানি আনতে বলেন। এরপর তিনি ওযু করে সালাত আদায় করে বলেন—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমার গোনাহ মাফ করে দাও	اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ

[১] বুখারি, ৭৩৮৩; মুসলিম, ২৭১৭।
[২] হাকিম, ১/৫২৫, সহীহ।
[৩] হাকিম, ১/৫৪২, হাসান।

আমার ঘরে প্রশস্ততা দাও	وَوَسِّعْ لِيْ فِيْ دَارِيْ
এবং আমার জীবনোপকরণে বরকত দাও।	وَبَارِكْ لِيْ فِيْ رِزْقِيْ

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এসব কী দুআ করলেন?' নবি ﷺ বলেন, 'এর পর আর কোনও কল্যাণ বাকি থাকে কি?' "[১]

[৫৯৭] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷛ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ এক মেহমানকে দাওয়াত দেন। তাঁর স্ত্রীদের কাছে কোনও খাবার আছে কি না, তা জানার জন্য তিনি তাদের কাছে একজন লোক পাঠান। তিনি তাদের কারও কাছে কোনও খাবার পাননি। তখন নবি ﷺ বলেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
তোমার অনুগ্রহ ও তোমার দয়া;	مِنْ فَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ
কারণ, এগুলোর মালিক একমাত্র তুমিই।	فَإِنَّهُ لاَ يَمْلِكُهَا إِلاَّ أَنْتَ

এরপর তাঁর কাছে একটি ভুনা খাসি উপহার হিসেবে পাঠানো হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নবি ﷺ বলেন, "এটি হলো আল্লাহর অনুগ্রহ; এখন আমরা (তাঁর) দয়ার অপেক্ষায় আছি।" '[২]

[৫৯৮] আবুল ইয়াসার কাব ইবনু আমর সুলামি ﷛ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এভাবে দুআ করতেন—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই চাপা-পড়া থেকে;	إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ
আশ্রয় চাই উঁচু স্থান থেকে পড়ে-যাওয়া থেকে;	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّيْ
তোমার কাছে আশ্রয় চাই—পানিতে ডুবে-যাওয়া,	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ
আগুনে পোড়া ও বার্ধক্যে উপনীত হওয়া থেকে;	وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ
তোমার কাছে আশ্রয় চাই, যেন	وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ
মৃত্যুর সময় শয়তান আমাকে থাবা মারতে না পারে;	يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ
তোমার কাছে আশ্রয় চাই যেন	وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ
তোমার পথে (লড়াই করতে গিয়ে) পালানোর সময় না মরি;	أَمُوْتَ فِيْ سَبِيْلِكَ مُدْبِراً
আর তোমার কাছে আশ্রয় চাই	وَأَعُوْذُ بِكَ

[১] নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল-লাইলা, ৮০, ইসনাদটি সহীহ।
[২] তাবারানি, আল-কাবীর, ১০/২২০/১০৩৭৯; আলবানি, সহীহুল জামি, ১২৭৮।

(বিষাক্ত প্রাণীর) দংশনে মারা যাওয়া থেকে।'[১] — أَنْ أَمُوْتَ لَدِيْغًا

[৫৯৯] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! — اَللّٰهُمَّ

আমি ক্ষুধা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই, — إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوْعِ

কারণ এটি হলো নিকৃষ্ট সঙ্গী; — فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيْعُ

তোমার কাছে আশ্রয় চাই খিয়ানাত বা বিশ্বাসভঙ্গ থেকে, — وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ

কারণ তা হলো নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য।'[২] — فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ

[৬০০] আনাস ইবনু মালিক ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই— — اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ

অক্ষমতা ও অলসতা থেকে; — مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

ভীরুতা, কৃপণতা, বার্ধক্য, — وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ

কঠিন হৃদয়, উদাসীনতা, — وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ

অভাব, লাঞ্ছনা ও দুর্দশা থেকে; — وَالْعَيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ

তোমার কাছে আশ্রয় চাই—দারিদ্র্য থেকে, — وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ

এবং অবাধ্যতা, পাপাচার, অনৈক্য-বিবাদ, — وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالشِّقَاقِ

কপটতা, মানুষকে দেখানো ও শোনানোর ইচ্ছা থেকে; — وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ

আর তোমার কাছে আশ্রয় চাই—বধিরতা, — وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ

বাকশক্তিহীনতা, পাগলামি, পা-ফোলা রোগ, — وَالْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ

কুষ্ঠরোগ ও নিকৃষ্ট রোগব্যাধি থেকে।'[৩] — وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ

[৬০১] আবূ হুরায়রা ؓ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! — اَللّٰهُمَّ

আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই—দারিদ্র্য থেকে, — إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ

---

[১] আবূ দাঊদ, ১৫৫২, সহীহ।
[২] আবূ দাঊদ, ১৫৪৭, হাসান সহীহ।
[৩] বুখারি, ২৮২৩।

وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ — স্বল্পতা ও অপমান থেকে;
وَأَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ — আর তোমার কাছে আশ্রয় চাই—কারও উপর জুলুম করা থেকে
أَوْ أُظْلَمَ — অথবা কারও জুলুমের শিকার হওয়া থেকে।’[১]

[৬০২] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘নবি ﷺ বলতেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ — হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই—
مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ — স্থায়ী বাসস্থানে খারাপ প্রতিবেশী থেকে,
فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ — কারণ, যাযাবর জীবনের প্রতিবেশী তো ক্ষণস্থায়ী।’[২]

[৬০৩] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘নবি ﷺ এসব দুআ পড়তেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ — হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই—
مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ — এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না,
وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ — এমন অন্তর থেকে যা বিনয়ী হয় না,
وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ — এমন দুআ থেকে যা কবুল হয় না,
وَنَفْسٍ لَا تَشْبَعُ — এবং এমন দেহসত্তা থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না।
اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ هٰؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ — হে আল্লাহ! তোমার কাছে এ চারটি বিষয়ে আশ্রয় চাই।’[৩]

[৬০৪] উকবা ইবনু আমির জুহানি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ — হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই—
مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ — খারাপ দিন থেকে,
وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ — খারাপ রাত থেকে,
وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ — খারাপ সময় থেকে,
وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ — খারাপ সঙ্গী থেকে,
وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ — এবং খারাপ প্রতিবেশী থেকে,
فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ — যখন স্থায়ী বাসস্থানে থাকি।’[৪]

---

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৬৭৮, সহীহ।
[২] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৬৭৮, সহীহ।
[৩] নাসাঈ, ৫০/২১/৫৪৮৫, হাসান।
[৪] তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ১৭/২৯৪/৮১০, হাসান।

[৬০৫] আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "যে-ব্যক্তি আল্লাহর কাছে তিনবার জান্নাত চায়, তখন জান্নাত বলে—হে আল্লাহ, তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও; আর যে-ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা চায়, তখন জাহান্নাম বলে—হে আল্লাহ, তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে সুরক্ষা দাও।" '[১]

[৬০৬] ইবনু আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ টয়লেটে প্রবেশ করার পর, আমি তাঁর জন্য ওজুর পানি এনে রেখে দিই। নবি ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, "এটি কে রেখেছে?" তাঁকে অবহিত করা হলে, তিনি বলেন—

হে আল্লাহ! তুমি তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করো।" '[২]	اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

[৬০৭] বানূ কাহিল গোত্রের আবূ আলি নামক এক ব্যক্তি বলেন, আবূ মূসা আশআরি ﷺ আমাদের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, 'একদিন আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের উদ্দেশে বক্তব্য দিলেন। তাতে তিনি বলেন, "লোকসকল! তোমরা এই শির্ক থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করো, কারণ এর গতিবিধি পিঁপড়ার গতিবিধির চেয়েও নিঃশব্দ!" তখন কোনও এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহর রাসূল! এর গতিবিধি যদি পিঁপড়ার গতিবিধির চেয়েও নিঃশব্দ হয়, তা হলে আমরা এটি থেকে বাঁচব কীভাবে?" নবি ﷺ বলেন, "তোমরা বোলো—

হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই	اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ
যেন জেনেবুঝে তোমার সঙ্গে কোনও কিছুকে শরীক না করি,	مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ
আর না-জানা (শির্কের) জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাই।" '[৩]	وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ

[৬০৮] আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমাকে যা শিখিয়েছ, তা থেকে আমাকে উপকৃত করো;	انْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ
আমার জন্য যা উপকারী, তা আমাকে শেখাও;	وَعَلِّمْنِيْ مَا يَنْفَعُنِيْ
আর আমাকে এমন জ্ঞান দাও,	وَارْزُقْنِيْ عِلْماً
যার মাধ্যমে তুমি আমার কল্যাণ সাধন করবে।'[৪]	تَنْفَعُنِيْ بِهِ

[৬০৯] উম্মু সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ ফজরের সালাতে সালাম ফেরানোর পর বলতেন—

---

[১] তিরমিযি, ২৫৭২, সহীহ।
[২] ৪৩৯ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য।
[৩] আহমাদ, ৪/৪০৩। সনদের একজনের পরিচয় অজ্ঞাত থাকায় দুর্বল।
[৪] নাসাঈ, আল-কুবরা, ৭৪/৩/৭৮৬৮, হাসান।

“হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
উপকারী জ্ঞান,	عِلْمًا نَافِعًا
পবিত্র জীবনোপকরণ	وَرِزْقًا طَيِّبًا
ও (তোমার নিকট) কবুল হওয়ার মতো আমল।” ’[১]	وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

[৬১০] মিহ্‌জান ইবনুল আরদা' ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ মাসজিদে প্রবেশ করেন। তখন এক ব্যক্তি সালাতের শেষের দিকে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করছে। সে বলছে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
হে আল্লাহ! তুমি এক,	يَا اَللّٰهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ
একক, অমুখাপেক্ষী,	الْأَحَدُ الصَّمَدُ
যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারও থেকে জন্ম নেননি	اَلَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই;	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ
তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও,	أَنْ تَغْفِرَ لِيْ ذُنُوْبِيْ
একমাত্র তুমিই ক্ষমাশীল, দয়ালু।	إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

তার দুআ শুনে আল্লাহর রাসূল ﷺ তিনবার বলেন, “তাকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে।” ’[২]

[৬১১] আনাস ইবনু মালিক ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে বসে আছি। তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছে। সে রুকূ, সাজদা ও তাশাহ্‌হুদের পর দুআ করে। ওই দুআয় সে বলে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
প্রশংসা কেবল তোমারই;	بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
তুমি মহান দাতা এবং মহাকাশ ও পৃথিবীর অস্তিত্বদানকারী	الْمَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
হে মহত্ত্ব ও মহানুভবতার অধিকারী!	يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
হে চিরঞ্জীব! হে চিরস্থায়ী!	يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ
আমি তোমার কাছেই চাই।	إِنِّيْ أَسْأَلُكَ

তখন নবি ﷺ তাঁর সাহাবিদের বলেন, “তোমরা কি জানো, সে কী দুআ করেছে?” তারা বলেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।” নবি ﷺ বলেন, “শপথ সেই সত্তার,

---

[১] ইবনু মাজাহ, ৯২৫, সহীহ।
[২] নাসাঈ, ১৩০০, সহীহ।

যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে আল্লাহকে তাঁর মহান নাম নিয়ে ডেকেছে, যে নাম নিয়ে ডাকা হলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম নিয়ে কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দেন।" '[১]

[৬১২] বুরাইদা ইবনুল হুসাইব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ শুনতে পান এক ব্যক্তি এভাবে দুআ করছে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই।	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, একমাত্র তুমিই আল্লাহ,	بِأَنِّيْ أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
একক, অমুখাপেক্ষী,	الْأَحَدُ الصَّمَدُ
যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারও থেকে জন্ম নেননি	اَلَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
এবং যার সমকক্ষ কেউ নেই;	وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

তখন নবি ﷺ বলেন, "শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে আল্লাহকে তাঁর মহান নাম নিয়ে ডেকেছে, যে নাম নিয়ে ডাকা হলে তিনি সাড়া দেন এবং যে নাম নিয়ে কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দেন।" '[২]

[৬১৩] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমরা গণনা করে দেখতাম, আল্লাহর রাসূল ﷺ এক বৈঠকে এক শ বার বলছেন—

হে আমার রব! আমাকে মাফ করে দাও!	رَبِّ اغْفِرْ لِيْ
আমার তাওবা কবুল করো!	وَتُبْ عَلَيَّ
নিশ্চয়ই তুমি তাওবা-কবুলকারী ও পরম দয়ালু।'[৩]	إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

[৬১৪] আতা ইবনুস সাইব ﵀ কর্তৃক তার পিতার মাধ্যমে বর্ণিত, তিনি বলেন, '(একবার) আম্মার ইবনু ইয়াসির ﵁ আমাদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। ওই সালাত আদায়ে খুব বেশি সময় লাগেনি। তাই লোকদের মধ্য থেকে একজন বলে ওঠে, "আপনার এ সালাত আদায়ে তো বেশি সময় লাগল না!" আম্মার ﵁ বলেন, "(হ্যাঁ!) তা সত্ত্বেও (এর মধ্যে) আমি এমন কিছু দুআ পড়েছি, যা আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছ থেকে শুনেছি।" তিনি উঠে যাওয়ার পর লোকদের মধ্যে থেকে একজন তাঁর পেছনে পেছনে গিয়ে দুআটি সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন। তখন তিনি বলেন, (দুআটি হলো)—

হে আল্লাহ! তোমার অদৃশ্য-জ্ঞান	اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ
ও সৃষ্টিজগতের উপর তোমার ক্ষমতার ভিত্তিতে	وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭০৫, সহীহ।
[২] নাসাঈ, ১৩০০, সহীহ।
[৩] আবূ দাঊদ, ১৫১৬, সহীহ।

আমাকে ততদিন বাঁচিয়ে রেখো, যতদিন	أَحْيِنِيْ مَا
আমার বেঁচে-থাকা কল্যাণময় বলে তুমি জানো।	عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِيْ
আমাকে তখনই নিয়ে যেয়ো, যখন তোমার জ্ঞান অনুযায়ী	وَتَوَفَّنِيْ إِذَا عَلِمْتَ
(আমার) চলে যাওয়া আমার জন্য কল্যাণময়।	الْوَفَاةَ خَيْراً لِيْ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই,	اَللّٰهُمَّ وَأَسْأَلُكَ
যেন গোপনে ও প্রকাশ্যে তোমাকে ভয় করে চলতে পারি।	خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
আমি তোমার কাছে চাই, যেন সত্য কথা বলতে পারি	وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ
রাগ ও সন্তুষ্টি—উভয়াবস্থায়।	فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ
তোমার কাছে চাই, যেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে পারি	وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ
দারিদ্র্য ও প্রাচুর্য—উভয়াবস্থায়।	فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى
তোমার কাছে এমন অনুগ্রহ চাই, যা কখনও শেষ হবে না।	وَأَسْأَلُكَ نَعِيْماً لاَ يَنْفَدُ
তোমার কাছে চক্ষু-শীতলকারী নিরবচ্ছিন্ন (অনুগ্রহ) চাই।	وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ
তোমার কাছে চাই, যেন তোমার সিদ্ধান্তে খুশি থাকি।	وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ
তোমার কাছে মৃত্যুর পর আরামদায়ক জীবন চাই;	وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ
তোমার কাছে চাই, (যেন)	وَأَسْأَلُكَ
তোমার সত্তার দিকে তাকানোর মিষ্টতা অনুভব করি।	لَذَّةَ النَّظَرِ إِلٰى وَجْهِكَ
তোমার সঙ্গে এমনভাবে সাক্ষাৎ করার আগ্রহ চাই,	وَالشَّوْقَ إِلٰى لِقَائِكَ
যেন কোনও কষ্টদায়ক বেদনা না থাকে,	فِيْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ
না থাকে পথ-ভোলানো কোনও পরীক্ষা।	وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ
হে আল্লাহ! ঈমানের সৌন্দর্যে আমাদের সুশোভিত করো;	اَللّٰهُمَّ زَيِّنَّا بِزِيْنَةِ الإِيْمَانِ
এবং আমাদের সঠিক পথের দিশারী ও পথিক বানাও।'[১]	وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ

[৬১৫] আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ খতমি আনসারি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ! আমাকে দাও—	اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ
তোমার মহব্বত এবং সেসব বিষয়ের মহব্বত	حُبَّكَ وَحُبَّ مَا
যা তোমার কাছে আমার কল্যাণ সাধন করবে;	يَنْفَعُنِيْ حُبُّهُ عِنْدَكَ

[১] নাসাঈ, ১৩০৪, সহীহ।

হে আল্লাহ! আমার পছন্দনীয় যা-ই আমাকে দিয়েছ,	اَللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِيْ مِمَّا أُحِبُّ
সেটিকে তোমার পছন্দের ক্ষেত্রে আমার শক্তিতে পরিণত করো;	فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِيْ فِيْمَا تُحِبُّ
আর আমার পছন্দনীয় যা-কিছু আমার থেকে সরিয়ে দিয়েছ,	وَمَا زَوَيْتَ عَنِّيْ مِمَّا أُحِبُّ
তোমার পছন্দের ক্ষেত্রে সেটিকে আমার অবসরে পরিণত করো।'[১]	فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لِيْ فِيْمَا تُحِبُّ

[৬১৬] আবদুল্লাহ ইবনু আবী আওফা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ দুআ করতেন—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমাকে গোনাহ ও ভুলত্রুটি থেকে পবিত্র করে দাও;	طَهِّرْنِيْ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا
হে আল্লাহ! আমাকে সেসব থেকে পরিচ্ছন্ন করো,	اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنْهَا
যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করা হয়;	كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ
হে আল্লাহ! আমাকে পবিত্র করো	اَللّٰهُمَّ طَهِّرْنِيْ
বরফ, শীতলতা ও ঠান্ডা পানি দিয়ে।'[২]	بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ

[৬১৭] উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ পাঁচটি বিষয়ে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চাইতেন—

হে আল্লাহ! তোমার কাছে আশ্রয় চাই—ভীরুতা থেকে,	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ
কৃপণতা ও খারাপ বয়স (বার্ধক্য) থেকে,	وَالْبُخْلِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ
এবং অন্তরের পরীক্ষা ও কবরের শাস্তি থেকে।'[৩]	وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

[৬১৮] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন—

হে আল্লাহ—	اَللّٰهُمَّ
জিবরাঈল, মীকাঈল ও ইসরাফিলের রব!	رَبَّ جِبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيْلَ
তোমার কাছে আশ্রয় চাই—জাহান্নামের উত্তাপ থেকে	أَعُوْذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ
এবং কবরের শাস্তি থেকে।'[৪]	وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

[৬১৯] ইমরান ইবনু হুছাইন ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইসলাম গ্রহণের আগে হুছাইন নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, "মুহাম্মাদ! আপনার গোত্রের লোকদের জন্য আবদুল মুত্তালিব ছিলেন আপনার চেয়ে ভালো—তিনি তাদেরকে (উটের) কলিজা ও

---

[১] তিরমিযি, ৩৪৯১, হাসান।
[২] মুসলিম, ৪/৪০/৪৭৬।
[৩] নাসাঈ, ৫০/২৭/৫৪৯৬, হাসান।
[৪] নাসাঈ, আল-মুজতাবা, ১৩/৮৮/১৩৪৪, সহীহ।

চূড়ার মাংস খাওয়াতেন, আর আপনি (যুদ্ধের মাধ্যমে) তাদের জবাই করছেন!" আল্লাহর রাসূল ﷺ তাকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী যা বলার বলেন। এরপর হুছাইন বলেন, "মুহাম্মাদ! আমাকে কী বলার নির্দেশ দিচ্ছেন?" নবি ﷺ বলেন, "তুমি বলো—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
আমার ব্যক্তিসত্তার অনিষ্ট থেকে;	مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ
আর তোমার কাছে চাই—তুমি আমাকে দৃঢ়তা দাও	وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِيْ
আমার জন্য যা সঠিক তা করার ক্ষেত্রে।	عَلٰى رُشْدِ أَمْرِيْ

হুছাইন পরবর্তী সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলেন, "আমি অবশ্য আপনাকে প্রথমবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আর এখন জিজ্ঞাসা করছি—"আমাকে কী বলার নির্দেশ দিচ্ছেন?" নবি ﷺ বলেন, "তুমি বলো—

হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও—	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ
আমি যা গোপনে করেছি আর যা প্রকাশ্যে করেছি,	مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
যা ভুলে করেছি আর যা ইচ্ছা করে করেছি,	وَمَا أَخْطَأْتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ
যা না জেনে করেছি আর যা জেনে করেছি।'[১]	وَمَا جَهِلْتُ وَمَا عَلِمْتُ

[৬২০] জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর কাছে উপকারী জ্ঞান চাও আর সেই জ্ঞান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও যা কোনও উপকারে আসবে না।" '[২]

[৬২১] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাদের নির্দেশ দিতেন, ঘুমুতে যাওয়ার সময় আমরা যেন বলি—

হে আল্লাহ! মহাকাশ ও পৃথিবীর শাসক-অধিপতি,	اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ
মহান আরশের অধিপতি,	وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
আমাদের ও সবকিছুর অধিপতি,	رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
বীজ ও শস্যদানা থেকে চারা উৎপন্নকারী,	فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى
তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী!	وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ
তোমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই,	أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ
যা সবাই তোমার অধীন!	أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ
তুমিই অনাদি; তোমার আগে কিছুই ছিল না;	أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ
তুমিই অনন্ত, তোমার পরে কিছু নেই;	وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ

[১] তিরমিযি, আল-ইলালুল কাবীর, ৬৭৮, ইসনাদটি সহীহ।
[২] নাসাঈ, আল-কুবরা, ৭৪/৩/৭৮৬৭, সহীহ।

وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ
তুমিই প্রকাশ্য, তোমার চেয়ে বেশি প্রকাশিত কিছুই নেই!

وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ
তুমিই গোপন, তোমার চেয়ে গোপন আর কিছুই নেই!

اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ
তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও!

وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ
আর আমাদের অভাবমুক্ত করে দাও!’[১]

[৬২২] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘সালাতে বসে কী পড়ব, আমরা তা জানতাম না। আর আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে শেখানো হয়েছে ব্যাপক অর্থবোধক ও সর্বোত্তম বাক্যাবলি। এরপর তিনি তাশাহ্হুদের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাশাহ্হুদের মতো করে আমাদেরকে আরও কিছু বাক্য শেখাতেন—

اَللّٰهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِنَا
হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরসমূহের মধ্যে সম্প্রীতি দাও।

وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا
আমাদের মধ্যকার বিষয়াদি সংশোধন করে দাও।

وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلَامِ
শান্তির রাস্তাগুলোতে আমাদের পরিচালিত করো।

وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ
অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদের আলোতে পথে নিয়ে আসো।

وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ
আমাদের কাছ থেকে অশ্লীলতা দূর করে দাও—

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
যে অশ্লীলতা প্রকাশ্য, আর যা গোপন।

وَبَارِكْ لَنَا
আমাদের জন্য বরকতের ব্যবস্থা করো—

فِيْ أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا
আমাদের শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অনুধাবনশক্তিসমূহে

وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا
এবং আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে।

وَتُبْ عَلَيْنَا
আমাদের ক্ষমা করে দাও,

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ
একমাত্র তুমিই ক্ষমাকারী, দয়ালু।

وَاجْعَلْنَا شَاكِرِيْنَ لِنِعَمِكَ
তোমার অনুগ্রহসমূহের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ বানিয়ে দাও,

مُثْنِيْنَ بِهَا عَلَيْكَ
যেন এসবের ভিত্তিতে আমরা তোমার প্রশংসা করতে পারি

قَابِلِيْنَ لَهَا
এবং তা গ্রহণ করতে পারি।

وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا
এসব অনুগ্রহ তুমি আমাদের পূর্ণাঙ্গভাবে দাও।’[২]

[৬২৩] উম্মু সালামা ﷺ থেকে বর্ণিত, ‘মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রবের কাছে এসব বিষয় চেয়েছেন—

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—চাওয়ার কল্যাণ,

[১] মুসলিম, ২৭১৩।
[২] আবূ দাঊদ, ৯৬৯, সহীহ।

দুআর কল্যাণ ও সফলতার কল্যাণ,	وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ
কাজের কল্যাণ ও প্রতিদানের কল্যাণ,	وَخَيْرَ الْعَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ
এবং জীবনের কল্যাণ ও মৃত্যুর কল্যাণ।	وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ
আমাকে দৃঢ়তা দাও, আমার (আমলের) ওজন ভারী করো,	وَثَبِّتْنِيْ وَثَقِّلْ مَوَازِيْنِيْ
আমার ঈমান সুপ্রতিষ্ঠিত করে দাও,	وَحَقِّقْ إِيْمَانِيْ
আমাকে সুউচ্চ মর্যাদা দাও,	وَارْفَعْ دَرَجَاتِيْ
আমার সালাত কবুল করো,	وَتَقَبَّلْ صَلَاتِيْ
আমার গোনাহ মাফ করো,	وَاغْفِرْ خَطِيْئَتِيْ
আমি তোমার কাছে জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা চাই।	وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—	أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
কল্যাণের সূচনা ও সমাপ্তিসমূহ,	فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ
সর্বব্যাপী কল্যাণ—যা আছে শুরুতে এবং শেষে,	وَجَوَامِعَهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ
প্রকাশ্যে ও গোপনে—	وَظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ
আর জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা।	وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ
আমীন!	آمِيْنْ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
আমার আগমনের কল্যাণ,	خَيْرَ مَا آتِيْ
আমার কৃতকর্মের কল্যাণ,	وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُ
আমার আমলের কল্যাণ,	وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ
গোপন বিষয়াদির কল্যাণ ও প্রকাশ্য বিষয়াদির কল্যাণ,	وَخَيْرَ مَا بَطَنَ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ
আর জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা।	وَالدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ
আমীন!	آمِيْنْ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
আমার স্মরণ বুলন্দ করে দাও,	أَنْ تَرْفَعَ ذِكْرِيْ
আমার বোঝা নামিয়ে দাও,	وَتَضَعَ وِزْرِيْ
আমার বিষয়াদি সংশোধন করে দাও,	وَتُصْلِحَ أَمْرِيْ
আমার অন্তর পবিত্র করে দাও,	وَتُطَهِّرَ قَلْبِيْ
আমার যৌনতার সুরক্ষা দাও,	وَتُحَصِّنَ فَرْجِيْ

আমার অন্তর আলোকিত করে দাও,	وَتُنَوِّرَ لِيْ قَلْبِيْ
আর আমার গোনাহ্ মাফ করে দাও।	وَتَغْفِرَ لِيْ ذَنْبِيْ
আমি তোমার কাছে জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা চাই।	وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ
আমীন!	آمِيْنْ
হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই—আমাকে বরকত দাও	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنْ تُبَارِكَ لِيْ
আমার দেহসত্তা, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিতে,	فِيْ نَفْسِيْ وَفِيْ سَمْعِيْ وَفِيْ بَصَرِيْ
আমার আত্মা ও দেহকাঠামোতে,	وَفِيْ رُوْحِيْ وَفِيْ خَلْقِيْ
আমার স্বভাবচরিত্র ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে,	وَفِيْ خُلُقِيْ وَفِيْ أَهْلِيْ
আমার জীবন, মরণ ও (যাবতীয়) কাজে।	وَفِيْ مَحْيَايَ وَفِيْ مَمَاتِيْ وَفِيْ عَمَلِيْ
আমার ভালো কাজগুলো কবুল করো।	فَتَقَبَّلْ حَسَنَاتِيْ
আমি তোমার কাছে জান্নাতে সুউচ্চ মর্যাদা চাই।	وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ
আমীন!’[১]	آمِيْنْ

[৬২৪] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘নবি ﷺ দুআয় বলতেন—

হে আল্লাহ! আমাকে যা দিয়েছ, তাতে আমাকে তুষ্ট করো,	اَللّٰهُمَّ قَنِّعْنِيْ بِمَا رَزَقْتَنِيْ
এর মধ্যে আমার জন্য বরকত দাও	وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ
আমি হারিয়েছি এমন প্রত্যেকটির উত্তম বদলা দাও।’[২]	وَأَخْلِفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِيْ بِخَيْرٍ

[৬২৫] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি নবি ﷺ-কে কোনও এক সালাতে বলতে শুনেছি—

হে আল্লাহ! আমার কাছ থেকে সহজ করে হিসাব নিয়ো!	اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَاباً يَسِيْراً

সালাত শেষ হলে আমি বলি, “হে আল্লাহর নবি! সহজ করে হিসাব নেওয়ার মানে কী?” নবি ﷺ বলেন, “(এর মানে হলো) তোমার আমলনামার দিকে তাকানো হবে বটে, তবে পরক্ষণেই তা পাশ কাটিয়ে যাওয়া হবে। আয়িশা! ওইদিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে-ই ধ্বংস হবে। মুমিনকে যে বিপদই স্পর্শ করুক, এর জন্য আল্লাহ্ তাকে প্রতিদান দেবেন, এমনকি তার শরীরে বিদ্ধ হওয়া কাঁটার জন্যও।” ’[৩]

[৬২৬] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, ‘নবি ﷺ বলেন, “তোমরা কি দুআয় সর্বশক্তি

[১] হাকিম, ১/৫২০, সহীহ।
[২] হাকিম, ১/৫১০, সহীহ।
[৩] ইবনু খুযাইমা, ২/৩০/৮৪৯, হাসান।

নিয়োগ করতে চাও? (তা হলে) বলো—

হে আল্লাহ! আমাদের সাহায্য করো—যেন	اَللّٰهُمَّ أَعِنَّا عَلٰى
তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে পারি,	شُكْرِكَ
তোমাকে স্মরণ রাখতে পারি	وَذِكْرِكَ
এবং সুন্দরভাবে তোমার গোলামি করতে পারি।" '[১]	وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

[৬২৭] আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি মাসজিদে সালাত আদায় করছি। এমন সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ (মাসজিদে) ঢুকেন। সঙ্গে আবূ বকর ও উমার ﷺ। আমি সূরা আন-নিসা পাঠ করি। পাঠ শেষ হলে, বসে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা ও নবি ﷺ-এর উপর দরুদ পড়তে শুরু করি। এরপর নিজের জন্য দুআ করি। তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "চাও! তোমাকে দেওয়া হবে।" এরপর তিনি বলেন, "যে-ব্যক্তি সতেজভাবে কুরআন পাঠ করতে চায়, সে যেন ইবনু উম্মি আব্দ (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ)-এর মতো পাঠ করে।"

এরপর আমি ঘরে চলে আসি। কিছুক্ষণ পর আবূ বকর ﷺ এসে বলেন, "তুমি যে দুআ করেছিলে, তার কিছু কি মনে আছে?" আমি বলি, "হ্যাঁ! (সেটি হলো)—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
এমন ঈমান যা গ্রহণ করার পর কেউ তা ত্যাগ করে না,	إِيْمَاناً لَا يَرْتَدُّ
এমন অনুগ্রহ যা কখনও শেষ হবে না	وَنَعِيْماً لَا يَنْفَدُ
এবং আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহচর্য	وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ
(যিনি থাকবেন) স্থায়ী জান্নাতের সর্বোচ্চ স্তরে।	فِيْ أَعْلٰى جَنَّةِ الْخُلْدِ

এরপর আল্লাহর (এ) বান্দাকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য উমার ﷺ আসেন। এসে দেখেন, তার আগেই আবূ বকর ﷺ এসে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তখন তিনি বলেন, "এ কাজ করে থাকলে, আপনি তো কল্যাণমূলক (সকল) কাজে সবার চেয়ে অগ্রগামী!" '[২]

[৬২৮] ইমরান ইবনু হুছাইন ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ আমার পিতাকে বলেন, "হুছাইন! আজ কয়জন প্রভুর আরাধনা করেছ?" আমার পিতা বলেন, "সাতজনের; তাদের মধ্যে ছয়জন (আছেন) দুনিয়াতে, আর একজন আকাশে।" নবি ﷺ বলেন, "তাদের মধ্যে কার উদ্দীপনা ও ভয়কে সামনে রেখে নিজেকে প্রস্তুত করছো?" তিনি বলেন, "যিনি আকাশে আছেন, তাঁর।" নবি ﷺ বলেন, "হুছাইন, শোনো! তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে আমি তোমাকে এমন দুটি কথা শেখাব, যা তোমার উপকারে আসবে।" ইসলাম গ্রহণ করার পর হুছাইন ﷺ বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে

---

[১] আহমাদ, ২/২৯৯, সহীহ।
[২] ৪১৩ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।

যে-দুটি কথা শেখানোর ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা শিখিয়ে দিন।" তখন নবি ﷺ বলেন, "বলো—

হে আল্লাহ! আমার জন্য যা সঠিক, তা আমাকে দেখিয়ে দাও!	اَللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِيْ رُشْدِيْ
আর আমাকে আমার দেহসত্তার অনিষ্ট থেকে সুরক্ষা দাও!" '[১]	وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ

[৬২৯] আবদুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এসব কথা বলে দুআ করতেন—

হে আল্লাহ! (এসব বিষয়ে) তোমার কাছে আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ
ঋণের অত্যধিক বোঝা,	غَلَبَةِ الدَّيْنِ
শত্রুর বিজয়	وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ
ও শত্রুবাহিনীর উল্লাস।'[২]	وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ

[৬৩০] আসিম ইবনু হুমাইদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি আয়িশা ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করি, "আল্লাহর রাসূল ﷺ কী বলে রাতের সালাত শুরু করতেন?" আয়িশা ﷺ বলেন, "তুমি আমাকে এমন এক বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছ, যে বিষয়ে এর আগে আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। আল্লাহর রাসূল ﷺ দশ বার 'আল্লাহু আকবার', দশ বার 'আল-হামদু লিল্লাহ', দশ বার 'সুবহানাল্লাহ', দশ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', দশ বার 'আস্‌তাগফিরুল্লাহ' বলে (তারপর) বলতেন—

হে আল্লাহ! আমাকে মাফ করে দাও;	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ
আমার সঠিক পথে পরিচালিত করো;	وَاهْدِنِيْ
আমার জীবনোপকরণ জুগিয়ে দাও;	وَارْزُقْنِيْ
আমাকে সুস্থ রাখো।	وَعَافِنِيْ
আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই	أَعُوْذُ بِاللّٰهِ
কিয়ামাতের দিন সংকীর্ণ আবাস থেকে।" '[৩]	مِنْ ضِيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

[৬৩১] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ বলতেন—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দাও;	مَتِّعْنِيْ بِسَمْعِيْ وَبَصَرِيْ
উভয়টিকে আমার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দাও;	وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّيْ

[১] ৬১৯ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[২] ৫৬০ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[৩] আবূ দাউদ, ৭৬৬, হাসান সহীহ।

আমার শত্রুর বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য করো; وَانْصُرْنِيْ عَلٰى عَدُوِّيْ
তার উপর কতটুকু প্রতিশোধ নেওয়া যাবে, তা দেখিয়ে দাও।'[১] وَأَرِنِيْ مِنْهُ ثَأْرِيْ

[৬৩২] আবদুল্লাহ ইবনু উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ এভাবে দুআ করতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই— اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
পরিচ্ছন্ন জীবন, عِيْشَةً نَقِيَّةً
সরল মৃত্যু وَمِيْتَةً سَوِيَّةً
এবং অপমান ও লাঞ্ছনামুক্ত প্রত্যাবর্তন।'[২] وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَلَا فَاضِحٍ

[৬৩৩] উবাইদ ইবনু রিফাআ যারকি ﷺ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'উহুদ যুদ্ধের দিন মুশরিকরা চলে যাওয়ার পর, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমরা উঠে দাঁড়াও! আমি আমার রবের প্রশংসা বর্ণনা করব।" সাহাবিগণ নবি ﷺ-এর পেছনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান। এরপর আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন—

হে আল্লাহ! প্রশংসা সবটুকু কেবল তোমারই। اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ
আল্লাহ! তুমি যা প্রশস্ত করো, কেউ তা সংকুচিত করতে পারে না; اَللّٰهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ
তুমি যা সংকুচিত করো, কেউ তা প্রসারিত করতে পারে না। وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ
তুমি যাকে পথহারা করো, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না; وَلَا هَادِيَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ
তুমি যাকে পথ দেখাও, তাকে কেউ পথ ভুলিয়ে দিতে পারে না। وَلَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ
তুমি যা আটকে দাও, কেউ তা দিতে পারে না; وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ
তুমি যা দাও, তা কেউ আটকে রাখতে পারে না। وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ
তুমি যা দূরে ঠেলে দাও, তা কেউ কাছে আনতে পারে না; وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ
তুমি যা কাছে এনে দাও, তা কেউ দূরে ঠেলে দিতে পারে না। وَلَا مُبَاعِدَ لِمَا قَرَّبْتَ
হে আল্লাহ! আমাদের উপর ছড়িয়ে দাও—তোমার অনুগ্রহ, দয়া, করুণা ও জীবনোপকরণ। اَللّٰهُمَّ ابْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِزْقِكَ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে স্থায়ী অনুগ্রহ চাই, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ النَّعِيْمَ الْمُقِيْمَ
যা হবে অপরিবর্তনীয় ও অফুরন্ত। الَّذِيْ لَا يَحُوْلُ وَلَا يَزُوْلُ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই— اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
দুর্দিনে অনুগ্রহ النَّعِيْمَ يَوْمَ الْعَيْلَةِ

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৬৫০, সহীহ।
[২] হাকিম, আল-মুস্তাদ্রাক, ১/৫৪১, জাইয়িদ।

আর ভয়ের দিনে নিরাপত্তা।	وَالْأَمْنَ يَوْمَ الْخَوْفِ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ عَائِذٌ بِكَ
তুমি আমাদের যা দিয়েছ তার অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا
এবং যা থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছ তার অনিষ্ট থেকে।	وَشَرِّ مَا مَنَعْتَنَا
হে আল্লাহ! আমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করে তোলো;	اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْإِيْمَانَ
আমাদের অন্তরে এটিকে সুশোভিত করে দাও।	وَزَيِّنْهُ فِيْ قُلُوْبِنَا
আর আমাদের সামনে ঘৃণ্য করে তোলো—	وَكَرِّهْ إِلَيْنَا
অকৃতজ্ঞতা, পাপাচার ও অবাধ্যতাকে।	الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ
আমাদেরকে সঠিক পথের পথিক বানাও।	وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِيْنَ
আল্লাহ! তোমার অনুগত থাকাবস্থায় আমাদের মৃত্যু দিয়ো,	اَللّٰهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ
সারাজীবন আমাদেরকে তোমার অনুগত রেখো,	وَأَحْيِنَا مُسْلِمِيْنَ
(মৃত্যুর পর) ভালো লোকদের সঙ্গে আমাদের জুড়ে দিয়ো;	وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ
আমাদের অপদস্থ কোরো না, পরীক্ষায় ফেলো না।	غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مَفْتُوْنِيْنَ
হে আল্লাহ! তুমি কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো	اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ
যারা তোমার রাসূলদের মিথ্যাবাদী বলে	الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ
এবং তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করে;	وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ
তাদের উপর তোমার দণ্ড ও শাস্তি নাযিল করো।	وَاجْعَلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ
হে আল্লাহ! সেসব অবাধ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করো	اَللّٰهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ
যাদেরকে (ইতঃপূর্বে) কিতাব দেওয়া হয়েছে।	الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ
তুমিই সত্যিকারের সার্বভৌম সত্তা।	إِلٰهَ الْحَقِّ
আমীন!'[১]	آمِيْنْ

[৬৩৪] তারিক ইবনু আশ্ইয়াম ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি নবি ﷺ-এর কাছে এসে বলে, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার রবের কাছে কিছু চাওয়ার সময়, কীভাবে (কী) বলব?" নবি ﷺ বলেন, "তুমি বোলো—

হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও; আমার উপর দয়া করো;	اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ
আমাকে সুস্থ রাখো এবং আমার জীবনোপকরণ জুগিয়ে দাও!"	وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৬৯৯, সহীহ।

এরপর তিনি বৃদ্ধাঙ্গুলি ছাড়া অন্য আঙুলসমূহ একসঙ্গে করে বলেন, "এসব (দুআ) তোমার দুনিয়া ও আখিরাত একত্র করে দেবে।" '[১]

[৬৩৫] উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ-এর উপর ওহি নাযিল হওয়ার সময়, তাঁর চেহারার কাছে মৌমাছির গুঞ্জনের মতো শব্দ শোনা যেত। একদিন তাঁর উপর ওহি নাযিল হলে, আমরা কিছু সময় অতিবাহিত করি। এরপর ওহি নাযিল শেষ হলে, নবি ﷺ কিবলা-মুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে বলেন—

হে আল্লাহ!	اَللّٰهُمَّ
আমাদের বাড়িয়ে দাও, কমিয়ে দিয়ো না;	زِدْنَا وَلاَ تَنْقُصْنَا
আমাদের সম্মানিত করো, অপমানিত করো না;	وَأَكْرِمْنَا وَلاَ تُهِنَّا
আমাদের দাও, বঞ্চিত করো না;	وَأَعْطِنَا وَلاَ تَحْرِمْنَا
আমাদের প্রাধান্য দাও, আমাদের উপর কাউকে প্রাধান্য দিয়ো না;	وَآثِرْنَا وَلاَ تُؤْثِرْ عَلَيْنَا
আমাদের সন্তুষ্ট করো এবং আমাদের উপর সন্তুষ্ট হও।	وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا

এরপর নবি ﷺ বলেন, "আমার উপর দশটি আয়াত নাযিল হয়েছে; যে-ব্যক্তি এগুলো বাস্তবায়ন করবে, সে জান্নাতে যাবে।" এরপর তিনি এ দশটি আয়াত শেষ পর্যন্ত পাঠ করে শোনান—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾

"নিশ্চিতভাবে সফল হয়েছে মুমিনরা যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত হয়, বাজে কাজ থেকে দূরে থাকে, যাকাতের পথে সক্রিয় থাকে, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে—নিজেদের স্ত্রীদের ও অধিকারভুক্ত দাসীদের ছাড়া, এদের কাছে (হেফাজত না করলে) তারা তিরস্কৃত হবে না, তবে যারা এর বাইরে আরও কিছু চাইবে, তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী—আর যারা নিজেদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে এবং নিজেদের সালাতগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করে, তারাই হলো উত্তরাধিকারী (যারা নিজেদের উত্তরাধিকার হিসেবে ফিরদাউস লাভ করবে)।" (সূরা আল-মু'মিনূন ২৩:১–১০)'[২]

[৬৩৬] আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ

[১] ৩৪, ৩৫ ও ৯৯ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[২] তিরমিযি, ৩১৭৩, হাসান।

বলতেন—

হে আল্লাহ! তুমি আমার দেহকাঠামো সুন্দর করেছো, সুতরাং আমার স্বভাবচরিত্র সুন্দর করে দাও।'[১]

اَللّٰهُمَّ أَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ

[৬৩৭] জারীর ইবনু আব্দিল্লাহ্ বাজালি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমার ইসলাম গ্রহণের পর, আল্লাহর রাসূল ﷺ আমাকে কখনও (তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে) মানা করেননি। আমাকে দেখলেই তিনি মুচকি হাসি দিতেন। একবার তাঁর কাছে অনুযোগ করলাম যে, আমি ঘোড়ার উপর স্থির থাকতে পারি না। তখন নবি ﷺ তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে মৃদু আঘাত করে বললেন—

হে আল্লাহ! তুমি তাকে স্থিরতা দাও, এবং তাকে (সঠিক পথের) দিশারী ও দিশাপ্রাপ্ত বানিয়ে দাও।'[২]

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيّاً

[৬৩৮] আবূ হুরায়রা ﷺ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মেনে নেয়, সালাত প্রতিষ্ঠা করে, রমাদান মাসে সিয়াম পালন করে—সে আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করুক, কিংবা নিজ জন্মভূমিতে বসে থাকুক—তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ্ তাআলার দায়িত্ব। সাহাবিগণ বলেন, "আমরা কি লোকদেরকে এ সংবাদ দেবো না?" নবি ﷺ বলেন, "জান্নাতে এক শ মর্যাদা আছে, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর পথে জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতি দুটি মর্যাদার মাঝখানে ব্যবধান হলো আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার ব্যবধানের মতো। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে, (জান্নাতুল) ফিরদাউস চাইবে; কারণ তা হলো জান্নাতের মধ্যমণি এবং জান্নাতের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর; এর উপর রয়েছে দয়াময়ের আরশ; সেখান থেকে প্রবাহিত হয় জান্নাতের ঝরনাসমূহ।" '[৩]

[৬৩৯] আবূ মূসা আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হুনাইন যুদ্ধ শেষে নবি ﷺ আবূ আমির ﷺ-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী আওতাসের উদ্দেশে পাঠান। এরপর দুরাইদ ইবনুস সিম্মা'র মুখোমুখি হলে, দুরাইদ নিহত হয়, আর আল্লাহ্ তার সঙ্গীদের পরাজিত করেন। নবি ﷺ আবূ আমিরের সঙ্গে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। (ওই যুদ্ধে) আবূ আমিরের হাঁটুতে তির বিদ্ধ হয়। জুশাম গোত্রের এক ব্যক্তি তার দিকে তির নিক্ষেপ করলে সেটি তার হাঁটুতে আটকে যায়।

আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, "চাচা! আপনার উপর কে তির ছুড়েছে?" তিনি ইশারায় বলেন, "ওই লোকটিই আমার হত্যাকারী, যে আমার উপর তির ছুড়েছে।" আমি তার উদ্দেশে এগিয়ে যাই। আমাকে দেখে সে পালিয়ে যায়। আমি তার পিছু ধাওয়া

---

[১] আহমাদ, ১/৪০৩, সহীহ।

[২] ৪৪০ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।

[৩] বুখারি, ২৭৯০।

করে বলতে থাকি, "তোমার কি শরম নেই? তুমি কি দাঁড়াবে না?" তখন সে থেমে যায়। আমাদের মধ্যে দু'বার তরবারির আঘাত বিনিময় হয়। এরপর আমি তাকে হত্যা করি।

তারপর আবূ আমিরকে বলি, "আপনাকে যে আঘাত করেছে, আল্লাহ্ তাকে হত্যা করিয়েছেন।" তিনি বলেন, "এবার তা হলে এ তিরটি বের করো।" আমি তিরটি বের করলে, সেখান থেকে প্রচুর পানি নির্গত হয়। তখন তিনি বলেন, "ভাতিজা! তুমি আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে, তাঁকে আমার সালাম দিয়ে বলো, আবূ আমির আপনাকে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলেছে।"

(তারপর) বাহিনীকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আবূ আমির আমাকে নিযুক্ত করেন। এর অল্প কিছুক্ষণ পরই তিনি মারা যান। আমি (যুদ্ধ থেকে) ফিরে এসে নবি ﷺ-এর ঘরে ঢুকি। তিনি তখন খেজুর পাতার একটি খাটে শুয়ে ছিলেন। খাটটির উপর ছিল একটি বিছানা। নবি ﷺ-এর পিঠ ও পার্শ্বদেশে বিছানার দাগ লেগে গিয়েছিল। আমি তাঁকে আমাদের (যুদ্ধ) ও আবূ আমিরের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে বলি, "তিনি আপনাকে বলেছেন তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে।"

তখন আল্লাহর রাসূল ﷺ পানি আনার নির্দেশ দেন। এরপর ওযু করে নিজের হাত দুটি তুলে বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি উবাইদ আবূ আমিরকে মাফ করে দাও!" (ওই সময়) আমি তাঁর বাহুমূলের শুভ্রতা দেখতে পাই। এরপর নবি ﷺ বলেন, "হে আল্লাহ! কিয়ামাতের দিন তাকে তোমার বিপুল সংখ্যক সৃষ্টি অথবা মানুষের উপর স্থান দিয়ো!" তখন আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্যও ক্ষমাপ্রার্থনা করুন!" তখন তিনি বলেন, "হে আল্লাহ! তুমি আবদুল্লাহ ইবনু কাইসের গোনাহ্ মাফ করে দাও এবং কিয়ামাতের দিন তাকে সম্মানজনক আবাসে প্রবেশ করাও!" '[১]

[৬৪০] উম্মু সালামা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ যে দুআটি বেশি পড়তেন তা হলো—

হে আল্লাহ! অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী!	اَللّٰهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ
আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর অটল রাখো।	ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ

আমি জিজ্ঞাসা করি, "হে আল্লাহর রাসূল! অন্তরের কি পরিবর্তন হয়?" নবি ﷺ বলেন, "হ্যাঁ! আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট এমন কোনও আদম-সন্তান নেই, যার কলব আল্লাহর দু' আঙুলের মাঝখানে নেই; আল্লাহ তাআলা চাইলে, সেটিকে সোজা রাখেন, আর আল্লাহ চাইলে, সেটিকে বাঁকা করে দেন। তাই আমরা আমাদের রব আল্লাহর কাছে চাই—তিনি যেন আমাদের (সঠিক পথের) দিশা দেওয়ার পর, আমাদের অন্তরগুলোকে বাঁকা না করেন; আমরা তাঁর কাছে চাই, তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর পক্ষ থেকে রহমত (দয়া) দান করে; তিনিই হলেন সর্বোত্তম দাতা।"

আমি বলি, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে এমন কোনও দুআ শেখাবেন

[১] বুখারি, ৪৩২৩।

না, যা আমি নিজের জন্য পাঠ করব?" নবি ﷺ বলেন, "অবশ্যই! তুমি বোলো—

হে আল্লাহ—নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রব!	اَللّٰهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ
আমার গোনাহ মাফ করে দাও;	اِغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ
আমার অন্তরের ক্রোধ দূর করে দাও;	وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ
(ততদিন) আমাকে বিভ্রান্তকারী পরীক্ষা থেকে সুরক্ষা দাও,	وَأَجِرْنِيْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ
যতদিন তুমি আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে।" '[১]	مَا أَحْيَيْتَنَا

[৬৪১] শিদাদ ইবনু আউস ﷺ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ সালাতে বলতেন—

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ
কাজ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা	الثَّبَاتَ فِيْ الْأَمْرِ
এবং সঠিক কাজে অবিচলতা।	وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ
আমি তোমার কাছে চাই—	وَأَسْأَلُكَ
যেন তোমার অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করতে পারি,	شُكْرَ نِعْمَتِكَ
এবং উত্তমভাবে তোমার গোলামি করতে পারি।	وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ
তোমার কাছে চাই—নিরাপদ অন্তর ও সত্য বলার জিহ্বা;	وَأَسْأَلُكَ قَلْباً سَلِيْماً وَلِسَاناً صَادِقاً
তোমার কাছে চাই—তোমার জ্ঞানে যা কল্যাণকর, তা;	وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ
তোমার জ্ঞানে যা অকল্যাণকর, তা থেকে তোমার আশ্রয় চাই;	وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ
তুমি যা জানো, সে ব্যাপারে তোমার কাছে ক্ষমা চাই।'[২]	وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ

[৬৪২] হে আল্লাহ! আমাকে সেই হিক্মা (অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা) দাও, যা কাউকে দেওয়া হলে, সে অজস্র কল্যাণের অধিকারী হয়।[৩]

[৬৪৩] হে আল্লাহ! কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তা বর্ষণ করো—আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ ও তাঁর সকল সাহাবির উপর এবং সেসব লোকের উপর যারা উত্তমভাবে তাঁদের অনুসরণ করে।[৪]

[১] আহমাদ, ৬/৩০২, সহীহ।
[২] নাসাঈ, ১৩/৬১/১৩০৩, হাসান।
[৩] সূরা আল-বাকারাহ্ ২:২৬৯; পূর্বোক্ত হাদীস নং ৪৩৯।
[৪] পূর্বোক্ত ৪১১ নং হাদীসের প্রতিফলন।

তৃতীয় পর্ব: রুক্ইয়া বা ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা

প্রথম অধ্যায়: কুরআন ও সুন্নাহ'র মাধ্যমে চিকিৎসা করার গুরুত্ব

এ নিয়ে কোনও সন্দেহ-সংশয় নেই যে, মহিমান্বিত কুরআন ও নবি ﷺ থেকে প্রমাণিত ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে চিকিৎসা হলো একটি উপকারী চিকিৎসা-পদ্ধতি; এতে রয়েছে পরিপূর্ণ রোগমুক্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

"বলো, এ কুরআন মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও রোগ মুক্তি বটে।" (সূরা ফুস্‌সিলাত ৪১:৪৪)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"আমি এ কুরআনে এমন কিছু অবতীর্ণ করছি, যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৮২)

উপরিউক্ত আয়াত থেকে মনে হতে পারে, কুরআনের কিছু অংশে নিরাময় রয়েছে; বিষয়টি এমন নয়, বরং এখানে সামগ্রিকভাবে নিরাময়ের বিষয়টি এসেছে; মূলত সমগ্র কুরআনই হলো নিরাময়, যেমনটি সূরা ফুস্‌সিলাত-এর ৪৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

"হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটি এমন জিনিস যা অন্তরের রোগের নিরাময় এবং যে তা গ্রহণ করে নেয় তার জন্য পথ-নির্দেশনা ও রহমত।" (সূরা ইউনুস ১০:৫৭)

সুতরাং কুরআন হলো সকল প্রকার রোগের নিরাময়—হোক তা মানসিক বা শারীরিক, দুনিয়া-ভিত্তিক কিংবা পরকাল-কেন্দ্রিক। অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তি কুরআনের মাধ্যমে নিরাময় লাভের যোগ্য নয়। অসুস্থ ব্যক্তি যদি কুরআনের চিকিৎসা উত্তমভাবে গ্রহণ করে এবং সত্যবাদিতা, ঈমান, (ইসলামের বিধানাবলি) পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ, দৃঢ়বিশ্বাস ও যাবতীয় শর্ত পূরণ করে কুরআন দ্বারা নিজের ব্যাধির উপশম ঘটানোর চেষ্টা করে—তা হলে ব্যাধি কখনও তাকে পরাভূত করতে পারবে না। আর রোগ-ব্যাধি কেমন করেই বা আসমান-জমিনের অধিপতির কথাকে পরাভূত করবে, যা পাহাড়ের উপর নাযিল হলে পাহাড়ে ফাটল সৃষ্টি করত কিংবা ভূমিতে নাযিল হলে ভূমিকে বিদীর্ণ করে দিত? সুতরাং দেহ ও মনের এমন কোনও ব্যাধি নেই, যার উপশম-পদ্ধতি, কার্যকারণ ও সুরক্ষা-কৌশলের ব্যাপারে কুরআনে দিক্‌নির্দেশনা নেই; তবে সেসব দিক্‌নির্দেশনা কেবল তাদের জন্য প্রযোজ্য, আল্লাহ যাদেরকে তাঁর গ্রন্থ বোঝার সামর্থ্য দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে দেহ ও মনের রোগ-ব্যাধি এবং সেসবের প্রতিকার উল্লেখ করেছেন।

মনের রোগ দু' ধরনের: ১) সন্দেহ-সংশয়ের রোগ এবং ২) লোভ-লালসার রোগ।

আল্লাহ্ তাআলা মনের রোগ-ব্যাধিসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে, সেসব রোগের কার্যকারণ ও প্রতিকার তুলে ধরেছেন।[১] আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

"আর এদের জন্য কি এ (নিদর্শন) যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদেরকে পড়ে শুনানো হয়? আসলে যারা ঈমান আনে তাদের জন্য এর মধ্যে রয়েছে রহমত ও নসিহত।" (সূরা আল-আনকাবূত ২৯:৫১)

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম বলেন, "কুরআন দিয়ে যার রোগ-ব্যাধির উপশম হয় না, তাকে আল্লাহ্ আর রোগমুক্তি দেবেন না; কুরআন যার জন্য পর্যাপ্ত হয় না, তার পর্যাপ্ত হওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাকে আর কিছুই দেবেন না।"[২]

দেহের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা সংক্রান্ত মূলনীতিগুলোর ব্যাপারে কুরআনে দিক্‌নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মহিমান্বিত কুরআনে সমগ্র দেহের চিকিৎসা সংক্রান্ত তিনটি মূলনীতির কথা বলা হয়েছে: ১) সুস্থতা বজায় রাখা, ২) কষ্টদায়ক বস্তু থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা, এবং ৩) কষ্টদায়ক ও খারাপ উপকরণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেওয়া।[৩]

বান্দা যদি যথাযথভাবে কুরআন দিয়ে চিকিৎসা করে, তা হলে সে দ্রুত আরোগ্য লাভের ক্ষেত্রে এর চমকপ্রদ প্রভাব দেখতে পাবে। ইমাম ইবনুল কাইয়িম বলেন, "মক্কাতে আমার কিছু সময় কেটেছে, যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। কোনও ডাক্তার বা ঔষধপত্র—কিছুই পাচ্ছিলাম না। এর পরিপ্রেক্ষিতে সূরা আল-ফাতিহা দিয়ে নিজের চিকিৎসা চালাতে থাকি। ফলে এর চমকপ্রদ ফল দেখতে পাই। জমজম থেকে পানি নিয়ে তার উপর বেশ কয়েকবার সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করি। তারপর তা পান করি। দেখি, এর ফলে আমি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেছি! এরপর বিভিন্ন ধরনের ব্যথার ক্ষেত্রে এ পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে শুরু করি এবং এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ পর্যায়ের উপকার লাভ করতে থাকি। কেউ ব্যথার ব্যাপারে অনুযোগ করলে, তাকে এ পরামর্শ দিতাম। এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তাদের অনেকে খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠত।"[৪]

তেমনিভাবে, সর্বাধিক উপকারী প্রতিকারগুলোর একটি হলো নবি ﷺ-থেকে প্রমাণিত ঝাড়ফুঁকভিত্তিক চিকিৎসা। যেসব কারণে দুআ কবুল হয় না সেসব কারণ না থাকলে, অপছন্দনীয় জিনিস প্রতিরোধ ও কাঙ্ক্ষিত জিনিস লাভের ক্ষেত্রে দুআও একটি উপকারী মাধ্যম, বরং তা হলো সর্বাধিক উপকারী প্রতিকারগুলোর একটি, বিশেষত যদি দুআর মধ্যে পর্যাপ্ত আকুতি থাকে। দুআ হলো বিপদ-মুসিবতের শত্রু; এটি বিপদকে

[১] যাদুল মাআদ, ৪/৬ ও ৪/৩৫২।
[২] যাদুল মাআদ, ৪/৩৫২।
[৩] প্রাগুক্ত, ৪/৬ ও ৪/৩৫২।
[৪] যাদুল মাআদ, ৪/১৭৮; আল-জাওয়াবুল কাফী, ২১।

প্রতিহত ও উপশম করে, এর আপতিত হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে, কিংবা—বিপদ একান্ত এসেই পড়লে—তাকে দুর্বল করে দেয়।[১] "যেসব বিপদ এসে গিয়েছে, আর যা এখনও আসেনি—উভয় ক্ষেত্রেই দুআ উপকারী; সুতরাং, আল্লাহর বান্দারা! তোমরা দুআর ব্যাপারে মনোযোগী হও।"[২] "কেবল দুআই পারে তাকদীরের লিখন বদলে দিতে, আর সদাচারণই পারে হায়াত বাড়িয়ে দিতে।"[৩] তবে এখানে একটি বিষয় ভালোভাবে বুঝে নেওয়া উচিত; আর তা হলো, কুরআনের আয়াত, দুআ, যিকর, আল্লাহর আশ্রয় লাভের বিভিন্ন বাক্য—যার মাধ্যমে (আল্লাহর কাছে) নিরাময় চাওয়া হয় এবং যা দিয়ে ঝাড়ফুঁক দেওয়া হয়—স্বয়ং এগুলো হলো উপকারী এবং উপশমকারী, তবে তা কবুল হওয়া ও এর ফলাফল পাওয়া নির্ভর করে দুআকারীর (নৈতিক) শক্তির উপর। উপশম হতে দেরি হলে, তা হয় কর্তার দুর্বলতা বা অগ্রহণযোগ্যতার দরুন কিংবা এমন কোনও শক্তিশালী কার্যকারণের দরুন যা ঔষধের কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করে। ঝাড়ফুঁকভিত্তিক চিকিৎসার দুটি দিক রয়েছে:

১) রোগীর দিক, এবং ২) চিকিৎসকের দিক। রোগীর ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা হলো—তার নিজের (নৈতিক) শক্তি থাকা, সত্যিকার অর্থে তার মন আল্লাহ-মুখী হওয়া এবং এ মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা যে, কুরআন হলো মুমিনদের জন্য নিরাময় ও করুণা। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার বিশুদ্ধ পদ্ধতি হলো—তাতে অন্তর ও জিহ্বাকে একাত্ম করে নেওয়া; কারণ এটি হলো এক ধরনের যুদ্ধ। দুটি বিষয় ছাড়া কোনও যোদ্ধা তার শত্রুর বিরুদ্ধে পূর্ণ জয়লাভ করতে পারে না:

১) স্বয়ং অস্ত্রটি হতে হবে ত্রুটিমুক্ত ও মানসম্মত এবং ২) বাহু হতে হবে শক্তিশালী; যেখানে কোনও একটির কমতি থাকে, সেখানে অস্ত্র কোনও কাজে আসে না। উভয়টিই অনুপস্থিত থাকলে, পরিণতি কী হতে পারে তা সহজে অনুমান করা যায়: একদিকে অন্তর থাকছে তাওহীদ, তাওয়াক্কুল, তাকওয়া ও আল্লাহমুখিতা থেকে মুক্ত, আরেকদিকে হাতে নেই কোনও অস্ত্র!

কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে যিনি চিকিৎসা করবেন, তার মধ্যেও এ দুটি গুণ থাকা চাই।[৪] এ জন্য ইবনুত তীন বলেছেন, "আল্লাহর কাছে আশ্রয় লাভের দুআ পাঠ এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণের মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক হলো আত্মিক চিকিৎসা; সৃষ্টিকুলের মধ্যে ভালো লোকদের মুখে তা উচ্চারিত হলে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় রোগ-ব্যাধির নিরাময় ঘটে।"[৫]

এ বিষয়ে বিদ্বানবর্গ একমত যে, তিনটি শর্ত পূরণ হলে ঝাড়ফুঁক করা বৈধ:

১. ঝাড়ফুঁক হতে হবে আল্লাহ তাআলার কথা অথবা তাঁর নাম ও গুণাবলি কিংবা তাঁর

[১] আল-জাওয়াবুল কাফী, ২২–২৫।
[২] ৩৯৩ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[৩] ৩৯৪ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[৪] যাদুল মাআদ, ৪/৬৮; আল-জাওয়াবুল কাফী, ২১।
[৫] ফাতহুল বারী, ১০/১৯৬।

রাসূল ﷺ-এর কথা উচ্চারণ করার মাধ্যমে;

২. তা হতে হবে আরবি ভাষায় অথবা অন্য এমন কোনও ভাষায় যার অর্থ বোঝা যায়;

৩. এ বিশ্বাস রাখা যে, ঝাড়ফুঁকের নিজস্ব কোনও প্রভাব নেই, বরং নিরাময় হয় কেবল আল্লাহ তাআলার শক্তি বলেই;[১] ঝাড়ফুঁক হলো একটি মাধ্যম মাত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়: কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সকল রোগের চিকিৎসা

জাদু ও তার চিকিৎসা

ভবিষ্যদ্-বক্তা অথবা গণক কিংবা জাদুকরের দ্বারস্থ হওয়া

[৬৪৪] আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'লোকজন আল্লাহর রাসূল ﷺ-কে ভবিষ্যদ্-বক্তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "এদের কোনও ভিত্তি নেই।" তারা বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! তারা মাঝে মধ্যে আমাদেরকে এমন কিছু বলে, যা পরবর্তী সময়ে সত্য প্রমাণিত হয়!" এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "সত্যের ওই কথাটুকু জিন ছোঁ মেরে নিয়ে আসে। তারপর সে তার মনিবের কানে তা ঠেসে দেয়। আর ভবিষ্যদ্-বক্তারা এর সঙ্গে এক শ'টা মিথ্যা মিশিয়ে নেয়।" '[২]

[৬৪৫] নবি ﷺ-এর কোনও এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি কোনও ভাগ্য-গণনাকারীর কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে, চল্লিশ রাত পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না।" '[৩]

[৬৪৬] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'নবি ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি কোনও ভবিষ্যদ্-বক্তা অথবা ভাগ্য-গণনাকারীর কাছে যায় এবং সে যা বলে তা সে সত্য মনে করে, সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর নাযিলকৃত বিষয়াদিকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে।" '[৪]

[৬৪৭] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "যে-ব্যক্তি ঋতুমতী নারী গমন করে অথবা নারীর পশ্চাদ্গমন করে অথবা কোনও ভাগ্য-গণনাকারীর কাছে গিয়ে তার কথাকে সত্য মনে করে—সে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর নাযিলকৃত বিষয়াদিকে সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে।" '[৫]

বড় কবীরা গোনাহের একটি হলো জাদু

[৬৪৮] আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "সাতটি ধ্বংসাত্মক

---

[১] ফাতহুল বারী, ১০/১৯৫; আল্লামা ইবনু বায, ফাতাওয়া, ২/৩৮৪।
[২] বুখারি, ৫৭৬২; মুসলিম, ২২২৮।
[৩] মুসলিম, ২২৩০।
[৪] আহমাদ, ২/৪২৯, সহীহ।
[৫] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ৩/১৬–১৭; আবূ দাউদ, ৩৯০৪; তিরমিযি, ১৩৫, সহীহ।

কাজ থেকে দূরে থাকো।" জিজ্ঞাসা করা হলো, "হে আল্লাহর রাসূল! কী সেগুলো?" নবি ﷺ বলেন, "আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা, জাদু করা, আল্লাহ যে প্রাণকে সম্মান দিয়েছেন অধিকার ছাড়াই সে প্রাণ হরণ করা, ইয়াতীমের সম্পদ খেয়ে ফেলা, সুদ খাওয়া, যুদ্ধের সময় পালিয়ে যাওয়া এবং সহজ-সরল মুমিন সতী নারীকে অপবাদ দেওয়া।" '[১]

জাদুর চিকিৎসা

জাদুর ক্ষেত্রে আল্লাহ-প্রদত্ত চিকিৎসা দু' ধরনের:

জাদুগ্রস্ত হওয়ার আগে, জাদু থেকে বাঁচার উপায়

যেসব উপায়ে জাদু থেকে আগাম সুরক্ষা পাওয়া যায়, তার মধ্যে রয়েছে:

১. সকল আবশ্যক বিধান পালন করা, সকল নিষিদ্ধ জিনিস বর্জন করা এবং সব ধরনের গোনাহ থেকে ফিরে আসা;
২. বেশি করে মহিমান্বিত কুরআন পাঠ করা অর্থাৎ প্রতিদিন কুরআনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তোলা;
৩. শারীআ থেকে প্রমাণিত যিকর ও দুআর মাধ্যমে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার চেষ্টা করা; সেসব দুআর মধ্যে রয়েছে:

- সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে এ দুআ পড়া:

আল্লাহর নামে,	بِسْمِ اللهِ
যার নাম থাকলে কোনও কিছুই ক্ষতি করতে পারে না,	الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ
না জমিনে, আর না আসমানে;	فِيْ الْأَرْضِ وَلَا فِيْ السَّمَاءِ
তিনি সব কিছু শুনেন, সব কিছু জানেন।[২]	وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

- প্রত্যেক সালাতের পর, ঘুমানোর সময় এবং সকাল-সন্ধ্যায় আয়াতুল কুরসি পাঠ করা:[৩]

আল্লাহ; তিনি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	اَللهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ
চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী,	الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ
না তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করে, আর না নিদ্রা;	لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ
মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে, সবই তাঁর;	لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
কে আছে এমন, যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?	مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ

[১] বুখারি, ২৭৬৬।
[২] ১৪০ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[৩] ১২১, ১৩০ ও ১৫৪ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।

তবে 'তাঁর অনুমতিক্রমে' বিষয়টি ভিন্ন।	إِلَّا بِإِذْنِهِ
তিনি তাদের সামনের-পেছনের সবকিছু জানেন;	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না,	وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ
তবে তিনি যেটুকু চান সেটুকু বাদে।	إِلَّا بِمَا شَاءَ
তাঁর কুরসি মহাকাশ ও পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে;	وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
এ দুয়ের সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে না;	وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا
তিনি সুউচ্চ, মহান!	وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

- সকাল-সন্ধ্যায় ও ঘুমানোর সময় তিনবার করে সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পাঠ করা:[১]

সূরা আল-ইখলাস

বলো—তিনি আল্লাহ্, একক।	قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ
আল্লাহ্ কারোর মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী,	اللَّـهُ الصَّمَدُ
তাঁর কোনও সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন।	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।	وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

সূরা আল-ফালাক

"বলো, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের রবের কাছে,	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে,	مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়,	وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
গিরায় ফুঁ-দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে,	وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।"	وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

সূরা আন-নাস

বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের অধিপতির কাছে	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
যিনি মানুষের বাদশাহ (ও)	مَلِكِ النَّاسِ
মানুষের সার্বভৌম শাসক,	إِلَـٰهِ النَّاسِ
বারবার-ফিরে-আসা প্ররোচনাদানকারীর অনিষ্ট থেকে,	مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

[১] ১২২, ১২৯ ও ১৫৫ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।

যে মানুষের মনে প্ররোচনা দেয়,	الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
সে জিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে।	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

- প্রতিদিন এক শ বার এ দুআ পড়া:[১]

"আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই, তিনি একক;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ
তাঁর কোনও অংশীদার নেই;	لَا شَرِيكَ لَهُ
শাসনক্ষমতা তাঁর; প্রশংসাও তাঁরই;	لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান।"	وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

- সকাল-সন্ধ্যায়, সালাতসমূহের পর, ঘুমানোর সময়, ঘুম থেকে জেগে উঠে, ঘরে ঢুকা ও ঘর থেকে বের হওয়ার সময়, বাহনে আরোহনকালে, মাসজিদে ঢুকা ও বের হওয়ার সময়, টয়লেটে ঢুকা ও বের হওয়ার সময় এবং বিপদগ্রস্ত কাউকে দেখা—ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেসব দুআ পড়তে হয়, মনোযোগ-সহকারে তা নিয়মিত পাঠ করা। কখন, কোথায়, কী অবস্থায় কী দুআ পড়তে হয়, তার অনেকগুলোই *হিসনুল মুসলিম* গ্রন্থে[২] আলোচনা করেছি। কোনও সন্দেহ নেই যে, মনোযোগ-সহকারে নিয়মিত এগুলো পাঠ করা হলে, আল্লাহ্ তাআলার অনুমতিক্রমে তা জাদু, বদ-নজর ও জিন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে। এ তিনটি আপদ-সহঅন্যান্য সমস্যায় আক্রান্ত হওয়ার পরেও, এসব দুআ পাঠের মাধ্যমে নিরাময় লাভ করা যায়।[৩]

[৬৪৯] সম্ভব হলে সকালবেলা খালিপেটে সাতটি খেজুর খাওয়া, কারণ নবি ﷺ বলেছেন, "যে-ব্যক্তি সকালবেলা সাতটি আজওয়া খেজুর খাবে, ওইদিন বিষ ও জাদু তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।"[৪]

বিষয়টি পূর্ণতা পায়, যদি খেজুরগুলো মদীনার লাভাবেষ্টিত দু' এলাকার মধ্যবর্তী অঞ্চলের হয়, যেমনটি মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে। অবশ্য আমাদের সম্মানিত শিক্ষক আল্লামা আবদুল আযীয ইবনু আব্দিল্লাহ্ ইবনি বায ﷺ-এর মতে, মদীনার সকল খেজুরের মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কারণ নবি ﷺ বলেছেন, "যে-ব্যক্তি সকালবেলা মদীনার লাভাবেষ্টিত

---

[১] ২১ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[২] এ বইয়ের অধ্যায় মূলত তিনটি: যিক্‌র, দুআ ও রুক্‌ইয়া। এ গ্রন্থটি রচনা করার পর সাধারণ পাঠকদের বহনের সুবিধার্থে, লেখক 'যিকর' অংশটিকে সংক্ষেপে 'হিস্‌নুল মুসলিম' নামে প্রকাশ করেছেন। (অনুবাদক)
[৩] যাদুল মাআদ, ৪/১২৬; ইবনু বায, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৩/২৭৭।
[৪] বুখারি, ৫৪৪৫।

দু' এলাকার মধ্যবর্তী অঞ্চলের খেজুর থেকে সাতটি খেজুর খায় ...।"[১]

শাইখের আরেকটি মত হলো, কোনও ব্যক্তি মদীনার বাইরে উৎপাদিত সাধারণ সাতটি খেজুর খেলে, তার ক্ষেত্রেও এ উপকার আশা করা যায়।

জাদুগ্রস্ত হওয়ার পর, তার চিকিৎসা

প্রথম পদ্ধতি: সুযোগ থাকলে জাদুর উপকরণ নষ্ট করে ফেলা

শারীআ-সম্মত পন্থায় জাদুর স্থান সম্পর্কে জানা গেলে, তা বের করে এনে নষ্ট করে ফেলা। জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির চিকিৎসার ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি।[২]

দ্বিতীয় পদ্ধতি: শারীআ-সম্মত ঝাড়ফুঁক

শারীআ-সম্মত ঝাড়ফুঁকের মধ্যে রয়েছে:[৩]

১. সাতটি সবুজ বরই পাতা চূর্ণ করে, গোসলের জন্য যেটুকু পানি প্রয়োজন ততটুকু পানি তাতে ঢালবে। তারপর নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ পড়ে তাতে ফুঁ দেবে:

আল্লাহ; তিনি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই,	اَللّٰهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী,	الْحَيُّ الْقَيُّومُ
না তাঁকে তন্দ্রা স্পর্শ করে, আর না নিদ্রা;	لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ
মহাকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে, সবই তাঁর;	لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
কে আছে এমন, যে তাঁর কাছে সুপারিশ করবে?	مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ
তবে 'তাঁর অনুমতিক্রমে' বিষয়টি ভিন্ন।	إِلَّا بِإِذْنِهِ
তিনি তাদের সামনের-পেছনের সবকিছু জানেন;	يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না,	وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ
তবে তিনি যেটুকু চান সেটুকু বাদে।	إِلَّا بِمَا شَاءَ
তাঁর কুরসি মহাকাশ ও পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে;	وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
এ দুয়ের সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত করে না;	وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا
তিনি সুউচ্চ, মহান![৪]	وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا

[১] ৬৪৯ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।

[২] যাদুল মাআদ, ৪/১২৪; বুখারি (ফাতহুল বারী-সহ), ১০/১৩২; মুসলিম, ৪/১৯১৭; ইবনু বায, মাজমূ' ফাতাওয়া, ৩/২২৮।

[৩] ফাতহুল হাক্কিল মুবীন ফী ইলাজিছ্ ছর' ওয়াস সিহ্র ওয়াল আইন, ১৩৮।

[৪] সূরা আল-বাকারাহ্ ২:১৫৫।

كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿١١٩﴾ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾

"মূসাকে আমি ইঙ্গিত করলাম, তোমার লাঠিটা ছুঁড়ে দাও। তার লাঠি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা এক নিমিষেই তাদের মিথ্যা জাদু কর্মগুলোকে গিলে ফেলতে লাগল। এভাবে যা সত্য ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো এবং যা-কিছু তারা বানিয়ে রেখেছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। তারা (অর্থাৎ ফিরআউন ও তার সঙ্গীরা) মোকাবিলার ময়দানে পরাজিত হলো এবং (বিজয়ী হবার পরিবর্তে) উলটো তারা লাঞ্ছিত হলো। আর জাদুকরদের অবস্থা হলো এই—যেন কোন জিনিস ভিতর থেকে তাদেরকে সাজদাবনত করে দিলো। তারা বলতে লাগল: আমরা ঈমান আনলাম বিশ্বজাহানের রবের প্রতি, যিনি মূসা ও হারূনেরও রব।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১১৭–১২২)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

"আর ফিরআউন (নিজের লোকদের) বলল: সকল দক্ষ ও অভিজ্ঞ জাদুকরকে আমার কাছে হাজির করো। যখন জাদুকররা এসে গেল, মূসা তাদের বলল: যা-কিছু তোমাদের নিক্ষেপ করার আছে নিক্ষেপ করো। তারপর যখন তারা নিজেদের ভোজবাজি নিক্ষেপ করল, মূসা বলল: তোমরা এই যা-কিছু নিক্ষেপ করেছ এগুলো হলো জাদু। আল্লাহ এখনই একে ব্যর্থ করে দেবেন। ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকে আল্লাহ সার্থক হতে দেন না। আর অপরাধীদের কাছে যতই বিরক্তিকর হোক না কেন, আল্লাহ তার ফরমানের সাহায্যে সত্যকে সত্য করেই দেখিয়ে দেন।" (সূরা ইউনুস ১০:৭৯–৮২)

قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾

"জাদুকররা বলল, মূসা! তুমি নিক্ষেপ করবে, নাকি আমরাই আগে নিক্ষেপ করব? মূসা বলল: না, তোমরাই নিক্ষেপ করো। অকস্মাৎ তাদের জাদুর প্রভাবে তাদের দড়িদড়া ও লাঠিগুলো ছুটাছুটি করছে বলে মূসার মনে হতে লাগল এবং মূসার মনে ভীতির সঞ্চার হলো। আমি বললাম: ভয় পেয়ো না, তুমিই প্রাধান্য লাভ করবে। ছুড়ে দাও তোমার হাতে যা-কিছু আছে, এখনি এদের সব বানোয়াট জিনিসগুলোকে গ্রাস

করে ফেলবে, এরা যা-কিছু বানিয়ে এনেছে এ তো জাদুকরের প্রতারণা এবং জাদুকর যেভাবেই আসুক না কেন কখনও সফল হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত এই হলো যে, সমস্ত জাদুকরকে সাজদাবনত করে দেওয়া হলো এবং তারা বলে ওঠল: আমরা মেনে নিলাম হারূন ও মূসার রবকে।" (সূরা ত্ব-হা ২০:৬৫–৭০)

সূরা আল-কাফিরূন

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

বলে দাও, হে কাফিররা!	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ
আমি তাদের ইবাদাত করি না, যাদের ইবাদাত তোমরা করো।	لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ
আর না তোমরা তার ইবাদাত করো, যার ইবাদাত আমি করি।	وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
আমি তাদের ইবাদাত করব না, যাদের ইবাদাত তোমরা করেছ।	وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ
আর না তোমরা তার ইবাদাত করবে, যার ইবাদাত আমি করি।	وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ
তোমাদের দ্বীন তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন আমার জন্য।	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

সূরা আল-ইখলাস

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

বলো—তিনি আল্লাহ, একক।	قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ
আল্লাহ কারোর মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী,	اللَّـهُ الصَّمَدُ
তাঁর কোনও সন্তান নেই এবং তিনি কারোর সন্তান নন।	لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।	وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

সূরা আল-ফালাক

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

"বলো, আমি আশ্রয় চাই প্রভাতের রবের কাছে,	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ
তিনি যা-কিছু সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে,	مِن شَرِّ مَا خَلَقَ
রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়,	وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ
গিরায় ফুঁ-দানকারিণীদের অনিষ্ট থেকে,	وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ
এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।"	وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

সূরা আন-নাস

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের অধিপতির কাছে	قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ
যিনি মানুষের বাদশাহ (ও)	مَلِكِ النَّاسِ
মানুষের সার্বভৌম শাসক,	إِلَـٰهِ النَّاسِ
বারবার-ফিরে-আসা প্ররোচনাদানকারীর অনিষ্ট থেকে,	مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
যে মানুষের মনে প্ররোচনা দেয়,	الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
সে জিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে।	مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ পড়ে ওই পানিতে ফুঁ দিয়ে তা তিনবার পান করবে আর বাকি অংশটুকু দিয়ে গোসল করবে। ইন শা আল্লাহ, এ প্রক্রিয়ায় আপদ কেটে যাবে। প্রয়োজন হলে, আপদ দূর হওয়ার আগ পর্যন্ত দু'বার বা তার বেশি এরূপ করার মধ্যে কোনও সমস্যা নেই। বহু বার এটি পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ উপকার দান করেন। স্ত্রী থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে এমন ব্যক্তির জন্যও এটি একটি উত্তম পদ্ধতি।[১]

২. তিন বা ততোধিক বার সূরা আল-ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, সূরা আল-বাকারা'র শেষ দু' আয়াত, সূরা আল-ইখলাস, সূরা আল-ফালাক ও সূরা আন-নাস পড়ে ফুঁ দেবে এবং ডান হাত দিয়ে ব্যথার জায়গা মুছে দেবে।[২]

---

[১] ইবনু বায, ফাতাওয়া, ৩/২৭৯; ফাতহুল মাজীদ, ৩৪৬; ওয়াহীদ আবদুস সালাম, আস-সারিমুল বাত্তার ফিত তাসাদ্দি লিস্-সাহারাতি ওয়াল-আশ্‌রার, ১০৯–১১৭ (সেখানে বেশ কিছু উপকারী ঝাড়ফুঁকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।); আবদুর রায্‌যাক, আল-মুসান্নাফ, ১১/১৩; ফাতহুল বারী, ১০/২৩৩।

আমার বক্তব্য: আমার জানা মতে, ঝাড়ফুঁকে বরই পাতা ব্যবহার প্রসঙ্গে নবি ﷺ থেকে কোনও 'মারফূ' বর্ণনা নেই, কিংবা সাহাবিদের কোনও 'মাওকূফ' বর্ণনাও নেই। এ বিষয়ক কিছু কথা এসেছে শা'বি'র বক্তব্যে, অথবা ওহাব ইবনু মুনাব্বিহ্-এর গ্রন্থাবলিতে, কিংবা লাইস ইবনু আবী সালিমের বক্তব্যে।

নবি ﷺ-কেও জাদু করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি এ পদ্ধতি অবলম্বন করেননি, বরং তিনি সূরা আল-ফালাক ও আন-নাস দিয়ে ঝাড়ফুঁক করেছেন, অথবা এ দুটি সূরা দিয়ে জিবরীল ﷺ তাঁর ঝাড়ফুঁক করে দিয়েছিলেন, যেমনটি আয়িশা, ইবনু আব্বাস ও যাইদ ইবনু আরকাম ﷺ-এর হাদীস থেকে জানা যায়। (দেখুন: ফাতহুল বারী, ১০/২৪১)

আমাদের শিক্ষক ইমাম আবদুল আযীয ইবনু বায ﷺ-এর কাছে শুনেছি, চিকিৎসার ভিত্তি হলো অভিজ্ঞতা—যদি অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় কোনও ঝাড়ফুঁক উপকারী এবং তাতে কোনও গোনাহ জড়িত নেই, তা হলে তা অবলম্বন করতে কোনও অসুবিধা নেই। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, একটু আগে যে ঝাড়ফুঁকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে আল্লাহ এর মাধ্যমে উপকার দান করেন। আর আমি নিজেও বহু বিপন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করে দেখেছি, আল্লাহ এর মাধ্যমে উপকার দিয়েছেন। প্রশংসা ও দয়া সবই তাঁর। (লেখক)

[২] বুখারি (ফাতহুল বারীর সঙ্গে), ৯/৬২ ও ১০/২০৮; মুসলিম, ৪/১৭২৩।

৩. আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া, ঝাড়ফুঁক করা ও ব্যাপক অর্থবোধক দুআসমূহ পাঠ করা:

[৬৫০] সাত বার বলবে—

আমি মহান আল্লাহর কাছে চাই	أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ
—যিনি আরশের মহান অধিপতি—	رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
তিনি তোমাকে সুস্থ করে দিন।[১]	أَن يَشْفِيَكَ

[৬৫১] অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে যেখানে ব্যথা করছে, সেখানে নিজের হাত রেখে তিন বার বলবে—

আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللهِ

এরপর সাত বার বলবে—

আমি আল্লাহ ও তাঁর অসীম শক্তির কাছে আশ্রয় চাই,	أَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ
আমি খুঁজে পাই এবং আশঙ্কা করি এমন প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে।"[২]	مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

[৬৫২] (এ দুআ পড়বে)—

হে আল্লাহ, মানুষের অধিপতি!	اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ
কষ্ট দূর করে দাও	أَذْهِبِ الْبَأْسَ
এবং আরোগ্য দান করো, একমাত্র তুমিই আরোগ্যদানকারী,	وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ
তোমার নিরাময়ই একমাত্র নিরাময়,	لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ
এমন আরোগ্য দাও, যেন আর কোনও রোগ না থাকে।[৩]	شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً

[৬৫৩]—

আমি আল্লাহর চূড়ান্ত বাক্যসমূহের আশ্রয়ে চাই,	أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ
প্রত্যেক শয়তান, ক্ষতিকারক প্রাণী ও কীটপতঙ্গ থেকে	مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ
এবং প্রত্যেক হিংসুটে চোখ থেকে।[৪]	وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ

[৬৫৪]—

[১] আবূ দাউদ, ৩১০৬, সহীহ।
[২] মুসলিম, ২২০২।
[৩] বুখারি, ৫৬৭৫; মুসলিম, ২১৯১।
[৪] বুখারি, ৩৩৭১।

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় চাই,	أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ
তাঁর সৃষ্টজীবের অনিষ্টের বিপরীতে।[১]	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

[৬৫৫]—

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের কাছে আশ্রয় চাই	أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ
তাঁর রাগ ও শাস্তি থেকে,	مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ
তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে,	وَشَرِّ عِبَادِهِ
শয়তানদের উসকানি থেকে	وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ
এবং আমার কাছে তাদের উপস্থিতি থেকে।[২]	وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ

[৬৫৬] —

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় চাই,	أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ
যেগুলো সৎ-অসৎ কেউ অতিক্রম করতে পারে না,	الَّتِيْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ
(আমি আশ্রয় চাই) তাঁর সৃষ্টজীবগুলোর অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ
আকাশ থেকে নেমে-আসা বিষয়াদির অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
আকাশে ওঠে-যাওয়া বিষয়াদির অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا
পৃথিবীর অভ্যন্তরে সৃষ্ট বিষয়াদির অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِيْ الْأَرْضِ
পৃথিবী থেকে বেরিয়ে-আসা বিষয়াদির অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
দিন-রাতের পরীক্ষাসমূহের অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
এবং রাতে আগমনকারীর অনিষ্ট থেকে,	وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ
তবে যে রাতের বেলা কল্যাণ নিয়ে আসে, তাকে বাদে,	إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ
হে পরম দয়ালু!”[৩]	يَا رَحْمٰنُ

[৬৫৭] —

হে আল্লাহ! মহাকাশ ও পৃথিবীর শাসক-অধিপতি,	اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ
মহান আরশের অধিপতি,	وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
আমাদের ও সবকিছুর অধিপতি,	رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ
বীজ ও শস্যদানা থেকে চারা উৎপন্নকারী,	فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى

[১] ৩২৫ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[২] ১৬৮ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[৩] ৩৭২ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।

তাওরাত, ইনজীল ও কুরআন নাযিলকারী!	وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْفُرْقَانِ
তোমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই,	أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ
যা সবাই তোমার অধীন!	أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ
তুমিই অনাদি; তোমার আগে কিছুই ছিল না;	أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ
তুমিই অনন্ত, তোমার পরে কিছু নেই;	وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ
তুমিই প্রকাশ্য, তোমার চেয়ে বেশি প্রকাশিত কিছুই নেই!	وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ
তুমিই গোপন, তোমার চেয়ে গোপন আর কিছুই নেই!	وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَيْءٌ
তুমি আমাদের ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দাও!	اِقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ
আর আমাদের অভাবমুক্ত করে দাও!'[১]	وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ

[৬৫৮] —

আমি আল্লাহর নামে তোমার ঝাড়ফুঁক করছি।	بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ
তোমাকে কষ্ট দেয় এমন প্রত্যেকটি বস্তু থেকে,	مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ
প্রত্যেক সত্তার অনিষ্ট থেকে,	مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ
অথবা হিংসুটে ব্যক্তির বদনজর থেকে	أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ
আল্লাহ তোমাকে নিরাময় দান করুন!	اَللهُ يَشْفِيْكَ
আমি আল্লাহর নামে তোমার ঝাড়ফুঁক করছি।[২]	بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ

[৬৫৯]—

আল্লাহর নামে। তিনি তোমাকে সুস্থ করে দিন;	بِسْمِ اللهِ يُبْرِيْكَ
প্রত্যেকটি রোগ থেকে তোমাকে নিরাময় দান করুন;	وَمِنْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيْكَ
হিংসুটে ব্যক্তি যখন হিংসা করে, তখন তার অনিষ্ট থেকে	وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ
এবং চোখওয়ালা প্রত্যেকের অনিষ্ট থেকে (তোমাকে নিরাপদ রাখুন)।[৩]	وَشَرِّ كُلِّ ذِيْ عَيْنٍ

[৬৬০]—

আমি আল্লাহর নামে তোমার ঝাড়ফুঁক করছি।	بِسْمِ اللهِ أَرْقِيْكَ
তোমাকে কষ্ট দেয় এমন প্রত্যেকটি বস্তু থেকে,	مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيْكَ

---

[১] মুসলিম, ২৭১৩।
[২] মুসলিম, ২১৮৬।
[৩] মুসলিম, ২১৮৫।

হিংসুটে ব্যক্তির হিংসা থেকে,	مِنْ حَسَدِ حَاسِدٍ
এবং প্রত্যেক দৃষ্টি থেকে	وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ
আল্লাহ তোমাকে নিরাময় দান করুন![১]	اَللهُ يَشْفِيْكَ

[৬৬১] অসুস্থ ব্যক্তির গায়ে হাত রেখে তার নাম ধরে বলবে—

হে আল্লাহ! তুমি অমুককে সুস্থ করে দাও।	اَللّٰهُمَّ اشْفِ فُلَانًا
হে আল্লাহ! তুমি অমুককে সুস্থ করে দাও।	اَللّٰهُمَّ اشْفِ فُلَانًا
হে আল্লাহ! তুমি অমুককে সুস্থ করে দাও।[২]	اَللّٰهُمَّ اشْفِ فُلَانًا

এসব আকুতি, দুআ ও ঝাড়ফুঁক দিয়ে জাদু, কুদৃষ্টি লাগা, জিনে-ধরা ও সব ধরনের রোগের চিকিৎসা করা যায়, কারণ এগুলো হলো ব্যাপক অর্থবোধক সর্বজনীন ঝাড়ফুঁক, যা আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে উপকার সাধন করে থাকে।

তৃতীয় পদ্ধতি: হিজামা

শরীরের যে অঙ্গে বা স্থানে জাদুর প্রভাব ফুটে ওঠেছে, সম্ভব হলে হিজামার মাধ্যমে সেই স্থান থেকে (রক্ত ও পানি) বের করে নেওয়া। এটি সম্ভব না হলে, উপরে যে চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার রহমতে তা-ই যথেষ্ট।[৩]

চতুর্থ পদ্ধতি: প্রাকৃতিক ঔষধ

বেশ কিছু উপকারী ঔষধের ব্যাপারে মহিমান্বিত কুরআন ও পবিত্র সুন্নাহ্তে দিক্‌নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। মানুষ যদি সেসব ঔষধ ব্যবহারের সময় মজবুত আস্থা, সত্যবাদিতা, আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতার সঙ্গে এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, উপকার দেওয়ার ক্ষমতা কেবল আল্লাহর হাতে, তা হলে ইন শা আল্লাহ সেসব ঔষধের মাধ্যমে আল্লাহ উপকার দান করবেন। উদ্ভিদ ও এ জাতীয় দ্রব্যের সমন্বয়ে কিছু ঔষধ রয়েছে। বিষয়টি মূলত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল; কোনও হারাম বিষয় জড়িত না থাকলে সেসব ঔষধ থেকে উপকৃত হতে কোনও সমস্যা নেই।[৪]

যেসব প্রাকৃতিক চিকিৎসা থেকে আল্লাহ তাআলার অনুমতিক্রমে উপকার পাওয়া

---

[১] ইবনু মাজাহ, ৩৫২৭, হাসান।
[২] বুখারি, ৫৬৫৯; মুসলিম, ৮/১৬২৮।
[৩] যাদুল মাআদ, ৪/১২৫ (সেখানে জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য কয়েক ধরনের চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে; উপকার পাওয়া গেলে সেসব পদ্ধতি অবলম্বন করতে কোনও সমস্যা নেই।); ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৭/৩৮৬–৩৮৭; ফাতহুল বারী, ১০/২৩৩–২৩৪; আবদুর রায্যাক, আল-মুসান্নাফ, ১১/১৩; আস-সারিমুল বাত্তার, ১৯৪–২০০; ড. মুসফির দামীনি, আস-সিহ্র: হাকীকতুহূ ওয়া হুকমুহূ, ৬৪–৬৬।
[৪] ফাতহুল হাক্কিল মুবীন ফী ইলাজিছ ছর' ওয়াস-সিহ্র ওয়াল আইন, ১৩৯।

যায়, সেসবের মধ্যে রয়েছে: মধু,[১] কালিজিরা,[২] জমজমের পানি[৩] ও বৃষ্টির পানি; কারণ (বৃষ্টির পানি প্রসঙ্গে) আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا

"আর আমি আকাশ থেকে নাযিল করেছি বরকতময় পানি।" (সূরা ক্বফ ৫০:৯)

[৬৬২] যাইতূনের তেল ব্যবহার করা। এ প্রসঙ্গে নবি ﷺ বলেছেন, "তোমরা যাইতূন তেল খাও এবং গায়ে মাখো, কারণ এটি বরকতময় বৃক্ষ থেকে আসে।"[৪]

পর্যবেক্ষণ, ব্যবহার ও পাঠ থেকে বিষয়টি প্রমাণিত যে, এটি হলো সর্বোত্তম তেল।[৫]

গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা ও সুগন্ধি ব্যবহার করাও প্রাকৃতিক চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত।[৬]

বদ-নজর/চোখ/কুদৃষ্টি লাগার চিকিৎসা

বদ-নজর লাগার চিকিৎসা কয়েক পদ্ধতির:

প্রথম পদ্ধতি: নিবারণমূলক বা আক্রান্ত হওয়ার আগেই

এরও কয়েকটি ধরন রয়েছে:

১. শারীআ-সম্মত যিকর, দুআ ও আল্লাহর কাছে আকুতি পেশ করার মাধ্যমে নিজে সুরক্ষিত থাকা এবং যার ব্যাপারে আশঙ্কা হচ্ছে তাকে সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে রাখা। জাদুর চিকিৎসার প্রথম পদ্ধতি অংশে সেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

২. নিজের ব্যক্তিসত্তা বা সম্পদ অথবা সন্তান-সন্ততি অথবা নিজের ভাই কিংবা অন্য কিছুর মধ্যে চমকপ্রদ কিছু দেখার পর, নজর লাগার আশঙ্কা দেখা দিলে সেসবের জন্য এভাবে বরকতের দুআ পড়া—

আল্লাহ যা চান (তা-ই হয়)!	مَا شَاءَ اللهُ
আল্লাহ ছাড়া কোনও শক্তি-সামর্থ্য নেই।	لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ
হে আল্লাহ! তুমি তাতে বরকত দাও!	اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَيْهِ

[৬৬৩] কারণ, নবি ﷺ বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের মধ্যে চমকপ্রদ কিছু দেখে, তখন সে যেন তার বরকতের জন্য দুআ করে।"[৭]

---

[১] ফাতহুল হাক্বিল মুবীন, ১৪০।
[২] ফাতহুল হাক্বিল মুবীন, ১৪১।
[৩] ফাতহুল হাক্বিল মুবীন, ১৪৪।
[৪] তিরমিযি, ১৮৫১, সহীহ।
[৫] ফাতহুল হাক্বিল মুবীন, ১৪২।
[৬] ফাতহুল হাক্বিল মুবীন, ১৪৫।
[৭] ৩৬৭ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন। যাদুল মাআদ, ৪/১৭০; আস-সারিমুল বাত্তার, ২২৯—

৩. যার নজর লাগার আশঙ্কা হয়, তার কাছ থেকে সৌন্দর্যের উপকরণগুলো লুকিয়ে রাখা।[১]

দ্বিতীয় পদ্ধতি: নিরাময়মূলক বা আক্রান্ত হওয়ার পর

এটিও কয়েক ধরনের:

১. কার নজর লেগেছে তা জানা গেলে, তাকে ওযু করার নির্দেশ দেবে, তারপর নজর-আক্রান্ত ব্যক্তি গোসল করে নেবে।[২]

২. সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস, ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, বাকারা'র শেষের আয়াতসমূহ এবং ঝাড়ফুঁক সংক্রান্ত শারীআ-সম্মত দুআগুলো বেশি বেশি পাঠ করে ফুঁ দেওয়া এবং ব্যথার জায়গাটি ডান হাত দিয়ে মুছে দেওয়া। জাদুর চিকিৎসার দ্বিতীয় পদ্ধতির অংশে এসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।[৩]

৩. (আয়াত ও দুআ) পড়ে পানিতে ফুঁ দেবে, তারপর সেখান থেকে কিছু অংশ অসুস্থ ব্যক্তি পান করবে আর বাকি অংশ তার উপর ছিটিয়ে দেবে।[৪] অথবা (আয়াত ও দুআ) পড়ে তেলের মধ্যে ফুঁ দেবে এবং তা গায়ে মাখবে।[৫] সুযোগ থাকলে, জমজমের পানিতে ফুঁ দিলে তা অধিক পূর্ণতা পাবে; অথবা বৃষ্টির পানিতে ফুঁ দেবে।

৪. কুরআনের কিছু আয়াত লিখে, অসুস্থ ব্যক্তি যদি তা ধুয়ে পানি পান করে—তাতে কোনও সমস্যা নেই।[৬] যেসব আয়াত লেখা যেতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে: সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসি, সূরা বাকারা'র শেষ দু' আয়াত, সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস ও ঝাড়ফুঁকের দুআসমূহ। জাদুর চিকিৎসার দ্বিতীয় পদ্ধতি অংশে এসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় পদ্ধতি: হিংসুকের নজর প্রতিরোধের উপায় অবলম্বন করা

উপায়গুলো নিম্নরূপ:

১. হিংসুকের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া।

২. যেসব কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন, সেসব কাজ এড়িয়ে চলা এবং তাঁর বিধিনিষেধসমূহ মেনে চলা। "আল্লাহর বিধানাবলি সুরক্ষিত রাখো, আল্লাহ তোমাকে সুরক্ষিত

২৫২।

[১] বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ১২/১৬৬।

[২] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ২/৯, সহীহ; আবূ দাউদ, ৩৮৮০।

[৩] ৬৫০–৬৬১ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন। বুখারি (ফাতহুল বারী'র সঙ্গে), ৯/৬২ ও ১০/২০৮; মুসলিম, ৪/১৭২৩।

[৪] ৬৩৯ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।

[৫] ৬৬২ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।

[৬] বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ১২/১৬৬; ইবনুল কাইয়িম, যাদুল মাআদ, ৪/১৭০; ইবনু তাইমিয়া, ফাতাওয়া, ১৯/৬৪।

রাখবেন।”[১]

৩. হিংসুকের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা, তার প্রতি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করা, তার সঙ্গে ঝগড়া না করা, তার কাছে অভাব-অভিযোগ পেশ না করা এবং সে কীভাবে কষ্ট দিচ্ছে ওই বিষয়ে তার সঙ্গে আলাপ না করা।

৪. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) করা। যে-ব্যক্তি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।

৫. হিংসুককে ভয় না করা এবং তাকে নিয়ে চিন্তা করে নিজের মনকে আচ্ছন্ন না করা; এটি হলো সবচেয়ে উপকারী ঔষধগুলোর একটি।

৬. আল্লাহ-মুখী হওয়া, তাঁর প্রতি নিষ্ঠা বজায় রাখা এবং তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানে থাকা।

৭. গোনাহ থেকে ফিরে আসা, কারণ তা মানুষের উপর তার শত্রুদের লেলিয়ে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۝٣٠

“তোমাদের উপর যে মুসিবতই এসেছে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে এসেছে। বহু সংখ্যক অপরাধ তো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।” (সূরা আশ-শূরা ৪২:৩০)

৮. সাধ্যমতো দান-সদাকা ও সদাচরণ করা; কারণ বিপদ-মুসিবত, কু-দৃষ্টি ও হিংসুকের অনিষ্ট প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে দান-সদাকা ও সদাচরণের রয়েছে চমকপ্রদ প্রভাব।

৯. হিংসুক, সীমালঙ্ঘনকারী ও কষ্টদানকারীর সঙ্গে উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের (হিংসা-বিদ্বেষের) আগুন নিভিয়ে দেওয়া—আপনার প্রতি সে তার কষ্ট, অনিষ্ট, সীমালঙ্ঘন ও হিংসা বাড়িয়ে দিলে, আপনি তার সঙ্গে সদাচরণ বাড়িয়ে দিন, তার কল্যাণ কামনা করুন এবং তার প্রতি সহানুভূতিশীল হোন। অবশ্য অতি উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষেই কেবল এরূপ করা সম্ভব।

১০. নিখাদ তাওহীদ (আল্লাহ তাআলার একত্ব)-কে আঁকড়ে ধরা এবং তা সেই বিজ্ঞ পরাক্রমশালী সত্তার জন্য একনিষ্ঠ করে নেওয়া, যাঁর অনুমতি ছাড়া কোনও কিছুই (মানুষের) ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না; তিনিই সব কিছু একত্র করে রাখেন; তাঁর ইচ্ছার উপরই সকল কার্যকারণ নির্ভরশীল। তাই, তাওহীদ হলো আল্লাহর-দেওয়া সবচেয়ে বড় সুরক্ষা-বলয়; যে-ই তাতে প্রবেশ করবে, সে-ই থাকবে নিরাপদ।

এ হলো দশটি উপায়, যার মাধ্যমে হিংসুক, কু-দৃষ্টিদানকারী ও জাদুকরের অনিষ্ট প্রতিরোধ করা যায়।[২]

---

[১] ইবনু আব্বাস ﷺ-এর এ হাদীসের অংশবিশেষের জন্য ৩৯৫ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[২] ইবনুল কাইয়িম, বাদাইয়ুল ফাওয়াইদ, ২/২৩৮–২৪৫।

মানুষকে জিনে-ধরার চিকিৎসা

জিনের হস্তক্ষেপের দরুন কেউ মৃগীরোগে আক্রান্ত হলে, তার চিকিৎসা দু' ধরনের: আক্রান্ত হওয়ার আগে এবং আক্রান্ত হওয়ার পর।

প্রথম পদ্ধতি: আক্রান্ত হওয়ার আগে

জিনের উপদ্রব থেকে নিরাপদ থাকার উপায় হলো—সকল আবশ্যিক বিধানের প্রতি যত্নবান হওয়া, সকল প্রকার নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকা, সব ধরনের গোনাহের কাজ থেকে ফিরে আসা এবং শারীআ-সম্মত যিকর, দুআ ও আকুতির মাধ্যমে নিজেকে দুর্গবেষ্টিত করে রাখা।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: জিনে-ধরার পর

অন্তরের ভাবনার সঙ্গে মুখের কথার মিল আছে এমন মুসলিম কর্তৃক (কুরআনের আয়াত) পাঠ করে জিনে-ধরা লোককে ঝাড়ফুঁক করা। সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসা হলো সূরা আল-ফাতিহা'র মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করা।[১]

আয়াতুল কুরসি,[২] সূরা বাকারা'র শেষ দু' আয়াত, সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস[৩] পড়ে জিনে-ধরা লোককে ফুঁ দেওয়া।

তিন বা ততোধিক বার এসব সূরা ও কুরআনের অন্যান্য আয়াত পাঠ করা; কারণ, সমগ্র কুরআনের মধ্যেই রয়েছে অন্তরের রোগসমূহের নিরাময়, আর এটি হলো মুমিনদের জন্য পথের দিশা ও করুণা।[৪]

ঝাড়ফুঁকের দুআ পাঠ করা, যেমনটি জাদুর চিকিৎসার দ্বিতীয় পদ্ধতি অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ চিকিৎসার দুটি দিক আছে: আক্রান্ত ব্যক্তির দিক এবং চিকিৎসকের দিক। আক্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে এ গুণগুলো থাকা চাই—নিজের (নৈতিক) শক্তি, সততার সঙ্গে আল্লাহ-মুখিতা এবং অন্তর ও জিহ্বাকে একাত্ম করে বিশুদ্ধ আকুতি পেশ। চিকিৎসকের ক্ষেত্রেও এ গুণগুলো থাকতে হবে, কারণ অস্ত্রের কার্যকারিতা নির্ভর করে আঘাতকারীর (শক্তির) উপর।[৫]

জিনে-ধরা লোকের কানে আযান দেওয়া উত্তম, কারণ আযান শুনলে শয়তান পালিয়ে

[১] আবূ দাউদ, ৩৪২০, হাসান।
[২] ১২৯ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[৩] তিরমিযি, ২০৫৮, সহীহ।
[৪] আল-ফাতহুর রব্বানি, ১৭/১৮৩।
[৫] রুকইয়া মুতাওওলা মুফীদা ফি বিকায়িতিল ইনসান মিনাল জিন্নি ওয়াশ শায়াতীন, ৮১–৮৪; ইবনু বায, ঈদাহুল হাক্ক ফী আস-সারিমুল বাত্তার, ১০৯–১১৭; যাদুল মাআদ, ৪/৬৬–৬৯; দুখূলিল জিন্নি, ১৪; ইবনু তাইমিয়্যা, ফাতাওয়া, ১৯/৯–৬৫ ও ২৪/২৭৬।

যায়।[১]

মানসিক রোগব্যাধির চিকিৎসা[২]

মনের রোগ-ব্যাধি ও বক্ষের সংকীর্ণতার ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকরী চিকিৎসাগুলো নিচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:[৩]

১. আল্লাহ-প্রদত্ত দিক্‌নির্দেশনা ও একত্ববাদ মেনে চলুন। কারণ, মন সংকীর্ণ হওয়ার পেছনে যেসব বড় বড় কার্যকারণ সক্রিয়, সেসবের অন্যতম হলো পথভ্রষ্টতা ও আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার সঙ্গে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা।

২. সৎ কাজের সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকার ঈমানের আলো লাভের চেষ্টা করুন, যা আল্লাহ বান্দার অন্তরে ঢেলে দেন।

৩. উপকারী জ্ঞান অর্জন করুন। বান্দার জ্ঞানের পরিধি বাড়লে, তার বক্ষ সম্প্রসারিত হয়।

৪. তাওবা করে আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসুন, সমস্ত মন দিয়ে তাঁকে ভালোবাসুন, তাঁর দিকে এগিয়ে আসুন এবং তাঁর গোলামিতে আনন্দ খুঁজুন।

৫. সর্বাবস্থায় ও সব জায়গায় আল্লাহকে স্মরণ করুন। বক্ষ-সম্প্রসারণ, মনের প্রশান্তি-বিধান এবং দুশ্চিন্তা-পেরেশানি দূর করার ক্ষেত্রে যিকরের রয়েছে চমকপ্রদ প্রভাব।

৬. সৃষ্টজীবের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সদয় হোন, সাধ্যমতো তাদের উপকার করুন। মহৎ ও দয়ালু মানুষেরা তুলনামূলকভাবে প্রশস্ত-বক্ষ, সুবাসিত মন ও প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে থাকে।

৭. সাহসী হোন। সাহসী মানুষের বক্ষ থাকে প্রসারিত, মন থাকে উদার।

৮. যেসব খারাপ বৈশিষ্ট্য বক্ষকে সংকীর্ণ করে এবং তাকে কষ্ট দেয়—যেমন: হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ঈর্ষা ও নিষ্ঠুরতা—অন্তর থেকে তা বের করে দিন।

[৬৬৪] বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রমাণিত, 'সর্বোত্তম মানুষ কে?'—এমন প্রশ্নের জবাবে নবি ﷺ বলেন, "যার অন্তর দুর্গন্ধমুক্ত ও জিহ্বা সত্যবাদী।" সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করেন, 'জিহ্বা সত্যবাদী—বিষয়টি বুঝলাম, কিন্তু দুর্গন্ধমুক্ত অন্তর-এর মানে কী?' নবি ﷺ বলেন, "যে অন্তর পরিচ্ছন্ন ও আল্লাহ-সচেতন, যেখানে কোনও গোনাহ নেই, নেই কোনও নিষ্ঠুরতা,

---

[১] মুসলিম, ১/২৯১, ১৮/৩৮৯।

[২] বক্ষ সম্প্রসারণের বিভিন্ন উপায় জানার জন্য দেখুন: যাদুল মাআদ, ২/২৩–২৮; আল্লামা আবদুর রহমান ইবনু নাসির সা'দি, কিতাবুল ওয়াসা'ইলিল মুফীদা লিল-হায়াতিস সায়ীদা।

[৩] এসব পরামর্শের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার কখনও তৃতীয় পুরুষ আবার কখনও দ্বিতীয় পুরুষ ব্যবহার করেছেন। পরামর্শের প্রকৃতির দিকে খেয়াল রেখে, সব ক'টি পরামর্শের অনুবাদে দ্বিতীয় পুরুষ ব্যবহার করা হয়েছে। (অনুবাদক)

বিদ্বেষ ও হিংসা।"[১]

৯. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পর্যবেক্ষণ, আলাপ, শ্রবণ, মেলামেশা, আহার ও ঘুম ত্যাগ করুন; কারণ এসব অতিরিক্ত কাজ বর্জনের মাধ্যমে বক্ষ প্রসারিত হয়, মনে প্রশান্তি আসে এবং অন্তর থেকে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর হয়।

১০. উপকারী কাজ কিংবা জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করুন। এ ধরনের ব্যস্ততা মনের অস্থিরতা দূর করে।

১১. বর্তমানের কাজকে গুরুত্ব দিন, ভবিষ্যতে কী হবে তা নিয়ে উদ্বেগ কমান, এবং অতীতে যা হয়েছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা বাদ দিন। কারণ, বান্দার উচিত—সেসব কাজে আত্মনিয়োগ করা, যা তার দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ বয়ে আনবে; তার রবের কাছে চাওয়া, যেন সে তার লক্ষ্যে পৌঁছার ক্ষেত্রে সফল হতে পারে; এবং এ বিষয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া। কারণ, দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির বিপরীতে তা মনে প্রশান্তি এনে দেয়।

১২. সুস্থতা ও জীবনোপকরণ এবং উভয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির ক্ষেত্রে, যারা আপনার নিচে আছে তাদের দিকে তাকান; এসব দিক দিয়ে যারা আপনার উপরে আছে তাদের দিকে তাকাবেন না।

১৩. অতীত জীবনে অপ্রীতিকর যা-কিছু ঘটে গিয়েছে এবং যা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, সেসবের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন।

১৪. জীবনে কোনও বিপর্যয় ঘটে গেলে, এ কথা ভেবে বিষয়টিকে সহজভাবে নেওয়ার চেষ্টা করুন—এর পরিণতি এর চেয়েও অনেক খারাপ হতে পারত; তারপর সাধ্যমতো ওই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করুন।

১৫. মনের শক্তি বাড়ান; বাজে চিন্তাভাবনা থেকে যেসব কল্পচিত্র সামনে আসে, সেসবের প্রতি উত্তেজিত হবেন না; রাগ করবেন না; প্রিয় জিনিসপত্র নিঃশেষ হয়ে যাবে, অপ্রিয় ঘটনা ঘটবে—এ ধরনের চিন্তা মাথায় স্থান দেবেন না; বরং সব কিছু আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করে, সুফলদায়ক কার্যকারণ অবলম্বন করুন, আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করুন।

১৬. অন্তরকে আল্লাহ-মুখী করুন, তাঁর উপর ভরসা রাখুন, তাঁর প্রতি সুধারণা পোষণ করুন। যে-ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, কাল্পনিক ধ্যানধারণা তাকে প্রভাবিত করতে পারে না।

১৭. বুদ্ধিমান ব্যক্তি জানে—পরিতৃপ্ত ও প্রশান্ত জীবনই হলো সঠিক জীবন, আর তা খুবই স্বল্প সময়ের। সুতরাং নানা উদ্বেগ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে, স্বল্প জীবনকে আরও ছোটো করবেন না, কারণ তা সুস্থ জীবনের পরিপন্থী।

---

[১] ইবনু মাজাহ, ৪২১৬, সহীহ।

১৮. জীবনে অপ্রিয় কিছু ঘটে গেলে, এটিকে সেসব অনুগ্রহের সঙ্গে তুলনা করুন যা আপনার দ্বীন ও দুনিয়াবি জীবনে পেয়েছেন। তুলনা করলে স্পষ্ট দেখতে পাবেন—আপনার জীবনে প্রাপ্ত অনুগ্রহের পরিমাণ অনেক বেশি। তেমনিভাবে, আপনার জীবনে যেসব ক্ষতিকর ঘটনা ঘটতে পারে বলে আপনি আশঙ্কা করছেন, সেগুলোকে আপনার কল্যাণজনক বিপুল সম্ভাবনার সঙ্গে তুলনা করুন; দুর্বল সম্ভাবনাকে শক্তিশালী সম্ভাবনাসমূহের উপর জয়ী হতে দেবেন না। এর ফলে আপনার দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা দূর হয়ে যাবে।

১৯. মনে রাখবেন—মানুষ আপনাকে কষ্ট দিয়ে আপনার ক্ষতি করতে পারবে না, বিশেষত নোংরা কথা বলার মাধ্যমে, তারা বরং নিজেদের ক্ষতি ডেকে আনবে; সুতরাং আপনার বাস্তব ক্ষতি হওয়ার আগ পর্যন্ত, সেদিকে কর্ণপাত করবেন না।

২০. সেসব বিষয়ে মনোনিবেশ করুন, যা আপনার দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য সুফলদায়ক।

২১. কোনও ভালো কাজ করে মানুষের কাছ থেকে কৃতজ্ঞতা আশা করবেন না, বিনিময় চাইবেন কেবল আল্লাহর কাছে। ভালো কাজ করার সময় এ ভেবে করবেন—আপনি কারবার করছেন আল্লাহর সঙ্গে, মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক আর না করুক, তাতে আপনার কিছু যায় আসে না। "আমরা তোমাদের খাবার দিই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; তোমাদের কাছ থেকে আমরা কোনও বিনিময় ও কৃতজ্ঞতা—কিছুই চাই না।"[১] পরিবার ও সন্তান-সন্ততির সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভালোভাবে মনে রাখুন।

২২. কল্যাণকর বিষয়াদিকে নিজের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিন এবং তা অর্জনের জন্য কাজে নেমে পড়ুন; ক্ষতিকর জিনিসের দিকে মনোনিবেশ করে নিজের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তি নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।

২৩. এখনকার কাজ এখনই শেষ করে ভবিষ্যতের জন্য অবসর হোন। আবার কাজ আসলে পূর্ণ চিন্তা- ও কর্মশক্তি নিয়ে কাজে নেমে পড়ুন।

২৪. করার জন্য উপকারী কাজ ও শেখার জন্য উপকারী জ্ঞান একাধিক হলে, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণটিকে বেছে নিন, বিশেষত যার প্রতি আপনার আগ্রহ বেশি সেটি; ওই বিষয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চান, নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করুন। কল্যাণের বিষয়টি স্থির হয়ে গেলে, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিন এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন।

২৫. আল্লাহ আপনাকে যেসব প্রকাশ্য ও গোপন অনুগ্রহ দিয়েছেন, তা আলোচনা করুন। অনুগ্রহ চেনা ও তা নিয়ে আলোচনা—এসবের ওসীলায় আল্লাহ আপনার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করে দেবেন আর আপনি উজ্জীবিত হবেন অশেষ কৃতজ্ঞতাবোধে।

[৬৬৫] স্ত্রী, নিকটাত্মীয়, আপনার সঙ্গে যাদের লেনদেন হয় এবং অন্য যাদের সঙ্গে আপনার কোনও রকমের সম্পর্ক আছে, তাদের মধ্যে কোনও দোষ পেলে শুধু দোষটি না

---

[১] সূরা আল-ইনসান, ৭৬:১।

দেখে, তাদের মধ্যকার ভালো গুণগুলো খেয়াল করুন, সেগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। এভাবে চিন্তা করলে সম্পর্ক স্থায়ী হবে, বক্ষ প্রসারিত হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "কোনও মুমিন পুরুষ যেন মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে; তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে, তার মধ্যে অন্য কোনও গুণ থাকতে পারে যা দেখে সে খুশি হবে।"[১]

[৬৬৬] সব কিছু যেন আল্লাহ সংশোধন করে দেন, সে জন্য দুআ করা। এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুআটি হলো—

হে আল্লাহ! আমাকে সঠিকভাবে দ্বীন পালনের সুযোগ দাও,	اَللّٰهُمَّ أَصْلِحْ لِيْ دِيْنِيْ
যা হলো আমার যাবতীয় বিষয়ের রক্ষাকবচ।	اَلَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ
আমাকে দুনিয়ায় সঠিকভাবে চলার সুযোগ দাও,	وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ
যেখানে আছে আমার জীবনোপকরণ।	اَلَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ
পরকালের জন্য আমাকে সঠিকভাবে প্রস্তুত করো,	وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيْ
যেখানে রয়েছে আমার শেষ ঠিকানা।	اَلَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ
(আমার) জীবনকে বানিয়ে দাও	وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ
সকল কল্যাণ লাভের পাত্র;	زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ
আর মৃত্যুকে বানিয়ে দাও	وَاجْعَلِ الْمَوْتَ
সকল অনিষ্ট থেকে প্রশান্তি লাভের মাধ্যম।'[২]	رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ

[৬৬৭] আরেকটি দুআ—

হে আল্লাহ! আমি তোমার করুণা প্রত্যাশা করি;	اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ
আমাকে আমার নিজের কাছে ছেড়ে দিয়ো না;	فَلَا تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ
এক মুহূর্তের জন্যও (না);	طَرْفَةَ عَيْنٍ
আমার সবকিছু সংশোধন করে দাও!	وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই।[৩]	لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ

[৬৬৮] আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। নবি ﷺ বলেন, "তোমরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করো; কারণ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হলো জান্নাতের একটি দরজা, এর মাধ্যমে আল্লাহ (তাঁর বান্দাকে) দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি থেকে মুক্তি দেন।"[৪]

---

[১] মুসলিম, ১৪৬৯।
[২] মুসলিম, ২৭২০।
[৩] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭০১, হাসান।
[৪] ইবনু হিব্বান, ১১/১৯৪/৪৮৫৫; আহমাদ, ৫/৩২৪, সহীহ।

এসব কার্যকারণ ও উপায়-উপকরণ হলো মানসিক রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে উপকারী চিকিৎসা, তবে তা প্রয়োগ করতে হবে সত্যবাদিতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে। বিদ্বানদের অনেকে বিভিন্ন পরিস্থিতি ও মানসিক রোগ-ব্যাধির ক্ষেত্রে এভাবে চিকিৎসা করেছেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাদের বিশাল উপকার প্রদান করেছেন।[১]

ক্ষত ও আঘাতের চিকিৎসা

[৬৬৯] 'কোনও মানুষ অসুস্থ হলে, কিংবা কোনও ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে, অথবা আহত হলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর আঙুলটিকে এভাবে করে—বর্ণনাকারীদের একজন সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা ﷺ তার আঙুলটিকে মাটিতে লাগিয়ে উপরে ওঠান—বলতেন:

আল্লাহর নামে,	بِسْمِ اللهِ
আমাদের এলাকার মাটি	تُرْبَةُ أَرْضِنَا
(ও) আমাদের কোনও একজনের লালার ওসীলায়	بِرِيقَةِ بَعْضِنَا
আমাদের অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ওঠবে	يُشْفَى سَقِيمُنَا
আমাদের রবের অনুমতিক্রমে।'[২]	بِإِذْنِ رَبِّنَا

এ হাদীসের অর্থ হলো—নবি ﷺ তাঁর তর্জনীতে[৩] নিজের লালা নিয়ে, আঙুলটিকে মাটির উপর রাখতেন। তাতে কিছু মাটি মিশে গেলে, তা দিয়ে ক্ষতস্থান বা অসুস্থ অঙ্গ মোছার সময় এ দুআ পড়তেন।[৪]

বিপদ-মুসিবতে প্রতিকার

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾

"পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যেসব মুসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তা সৃষ্টি করার পূর্বে আমি একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি। এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজ। (এ সবই এজন্য) যাতে যে ক্ষতিই তোমাদের হয়ে থাকুক, তাতে তোমরা মনক্ষুণ্ণ না হও। আর আল্লাহ তোমাদের যা দান করেছেন, সে জন্য গর্বিত না হও। যারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং অহঙ্কার করে, আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-হাদীদ ৫৭:২২–২৩)

---

[১] দেখুন: আল-ওয়াসাইলুল মুফীদা গ্রন্থের পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকা (পৃ. ৬)।
[২] বুখারি, ৫৭৪৫ ও ৫৭৪৬; মুসলিম, ২১৯৪।
[৩] বৃদ্ধাঙ্গুলের পাশের আঙুল।
[৪] নববি, শারহু মুসলিম, ১৪/১৪৮; ফাতহুল বারী, ১০/২০৮।

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

"আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কখনও কোনও মুসিবত আসে না। যে-ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে, আল্লাহ্ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন। আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।" (সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:১১)

[৬৭০] নবি ﷺ বলেন, "কোনও বান্দা যদি বিপদ-মুসিবতের মুখোমুখি হয়ে বলে—

আমরা আল্লাহর জন্য,	إِنَّا لِلَّهِ
আর আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।	وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ
হে আল্লাহ! আমার মুসিবতের জন্য আমাকে প্রতিদান দাও!	اَللَّهُمَّ أْجُرْنِـيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ
এবং তা থেকে উত্তম কিছু আমাকে দাও!	وَأَخْلِفْ لِيْ خَيْراً مِّنْهَا

আল্লাহ অবশ্যই তার মুসিবতের জন্য প্রতিদান দেবেন এবং এর বদলে তাকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দেবেন।" [১]

[৬৭১] '(আল্লাহর) কোনও বান্দার সন্তান মারা গেলে, আল্লাহ্ তাঁর ফেরেশতাদের বলেন, "তোমরা আমার বান্দার সন্তান নিয়ে এসেছ?" তারা বলে, "হ্যাঁ!" আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা তার হৃদয়ের নির্যাস নিয়ে এসেছ?" তারা বলে, "হ্যাঁ!" আল্লাহ্ বলেন, "আমার বান্দা কী বলল?" তারা বলে, "সে বলল, আল-হামদু লিল্লাহ (সকল প্রশংসা আল্লাহর) এবং ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন (আমরা আল্লাহর, আর আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে)!" আল্লাহ্ বলেন, "আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানাও।" তারা এর নাম দিয়েছে, বাইতুল হাম্দ (প্রশংসা-নীড়)।'[২]

[৬৭২] আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আমি যখন আমার মুমিন বান্দার প্রিয় ব্যক্তিকে (মৃত্যু দিয়ে) নিয়ে আসি, এরপর সে ধৈর্যধারণ করে এবং এর জন্য আমার কাছে প্রতিদান কামনা করে—তার জন্য জান্নাতই হলো আমার কাছে একমাত্র পুরস্কার।"[৩]

[৬৭৩] এক ব্যক্তির ছেলে মারা যাওয়ার পর, নবি ﷺ তাকে বলেন, "তুমি কি চাও না—তুমি জান্নাতের যে দরজার কাছেই যাবে, সেখানেই সে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে?"[৪]

[৬৭৪] আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "আমি যখন আমার বান্দার দুটি প্রিয় জিনিস (অর্থাৎ দু' চোখের জ্যোতি) নিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে পরীক্ষায় ফেলি, তখন সে যদি ধৈর্যধারণ করে এবং (আমার কাছে) প্রতিদান কামনা করে, এ দুটির বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দেবো।"[৫]

---

[১] মুসলিম, ৯১৮।
[২] তিরমিযি, ১০২১; আহমাদ, ৪/৪১৫, হাসান।
[৩] বুখারি, ৬৪২৪।
[৪] নাসাঈ, ১৮৬৯, সহীহ।
[৫] বুখারি, ৫৬৫৩।

[৬৭৫] আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "কোনও মুসলিম কোনও রোগ-ব্যাধি বা মুসিবতে আক্রান্ত হলে, আল্লাহ তার গোনাহগুলো এমনভাবে ঝেড়ে ফেলেন, যেভাবে গাছ তার (শুকনো) পাতা ঝেড়ে ফেলে।"[১]

[৬৭৬] "কোনও মুসলিমের গায়ে কাঁটা-জাতীয় কিছু বিদ্ধ হলেও, এর বিনিময়ে তার জন্য মর্যাদার একটি স্তর লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তার (আমলনামা) থেকে একটি গোনাহ মুছে ফেলা হয়।"[২]

[৬৭৭] "যদি কোনও ধরনের স্থায়ী বিপদ, কষ্ট, অসুস্থতা, দুশ্চিন্তা—এমনকি হালকা উদ্বেগ সৃষ্টি করার মতো কোনও চিন্তা—মুমিনকে স্পর্শ করে, এর বিনিময়ে তার গোনাহের কাফ্ফারা (প্রায়শ্চিত্ত) করা হয়।"[৩]

[৬৭৮] "বিপদ যত বড়, পুরস্কারও তত বড়; আল্লাহ কোনও জনগোষ্ঠীকে পছন্দ করলে, তাদের পরীক্ষায় ফেলেন—যে তাতে সন্তুষ্ট হয়, তার জন্য আছে (আল্লাহর সন্তুষ্টি), আর যে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য আছে (আল্লাহর) অসন্তোষ।"[৪]

[৬৭৯] "... বিপদ-মুসিবত বান্দার সঙ্গ ছাড়বে না, যতক্ষণ না সে গোনাহমুক্ত হয়ে পৃথিবীতে চলাফেরা করছে।"[৫]

পেরেশানি ও দুশ্চিন্তায় করণীয়

[৬৮০] 'কোনও বান্দা যদি কোনও দুশ্চিন্তা বা পেরেশানির মুখোমুখি হয়ে বলে—

হে আল্লাহ! আমি তোমার দাস,	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ
তোমার এক দাসের ছেলে এবং তোমার এক দাসীর ছেলে;	اِبْنُ عَبْدِكَ اِبْنُ أَمَتِكَ
আমি পুরোপুরি তোমার নিয়ন্ত্রণে;	نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ
তোমার সিদ্ধান্তই আমার উপর কার্যকর হয়;	مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ
আমার ব্যাপারে তুমি যে সিদ্ধান্ত দাও, তা ন্যায়সংগত।	عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ
তোমার প্রত্যেকটি নামের ওসীলা দিয়ে তোমার কাছে চাই,	أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ
যে নামে তুমি নিজেকে নামকরণ করেছ,	سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ
অথবা যে নাম তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ,	أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ

[১] বুখারি, ৫৬৬০।
[২] বুখারি, ৫৬৪০।
[৩] বুখারি, ৫৬৪১।
[৪] তিরমিযি, ২৩৯৬, হাসান।
[৫] তিরমিযি, ২৩৯৮, সহীহ।

কিংবা যে নাম তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছ,	أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ
অথবা তোমার অদৃশ্য-জ্ঞানে যে নাম তুমি নিজের জন্য গ্রহণ করেছ,	أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ
তুমি কুরআনকে বানিয়ে দাও—	أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ
আমার অন্তরের বসন্তকাল	رَبِيْعَ قَلْبِيْ
এবং আমার বক্ষের আলো,	وَنُوْرَ صَدْرِيْ
আমার দুশ্চিন্তার নির্বাসন এবং আমার পেরেশানি-দূরকারী!	وَجَلَاءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ

আল্লাহ অবশ্যই তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানি দূর করে তা আনন্দ দিয়ে বদলে দেবেন।'[১]

[৬৮১] —

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে (এসব বিষয়ে) আশ্রয় চাই—	اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ
দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা,	مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ
অক্ষমতা ও অলসতা,	وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ
কৃপণতা ও ভীরুতা,	وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ
ঋণের বোঝা,	وَضَلَعِ الدَّيْنِ
এবং লোকজনের কাছে পরাজয় বরণ।[২]	وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ

উদ্বেগ নিরসনে

[৬৮২]—

আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি মহান, ধৈর্যশীল;	الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ
আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি মহান আরশের অধিপতি;	رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
আল্লাহ ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ
তিনি আকাশসমূহের অধিপতি, পৃথিবীর অধিপতি	رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ
ও মহিমান্বিত আরশের অধিপতি।[৩]	وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ

---

[১] ইবনু হিব্বান, (মাওয়ারিদ, ২৩৭২), সহীহ।
[২] বুখারি, ২৮৯৩।
[৩] বুখারি, ৬৩৪৫।

[৬৮৩]—

হে আল্লাহ! আমি তোমার করুণা প্রত্যাশা করি;	اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ
আমাকে আমার নিজের কাছে ছেড়ে দিয়ো না;	فَلاَ تَكِلْنِيْ إِلٰى نَفْسِيْ
এক মুহূর্তের জন্যও (না);	طَرْفَةَ عَيْنٍ
আমার সবকিছু সংশোধন করে দাও!	وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ
তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই।[১]	لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ

[৬৮৪]—

তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই!	لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ
তুমি পবিত্র!	سُبْحَانَكَ
আমি তো জালিমদের একজন![২]	إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

[৬৮৫]—

আল্লাহ! আল্লাহ আমার রব!	اَللهُ اَللهُ رَبِّيْ
আমি তাঁর সঙ্গে কোনও কিছুকে শরীক করি না।" '[৩]	لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً

অসুস্থ ব্যক্তির আত্মচিকিৎসা

[৬৮৬] উসমান ইবনু আবিল আস সাকাফি ﵁ থেকে বর্ণিত, 'তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কাছে অনুযোগ পেশ করেন যে, ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে তিনি তার দেহে ব্যথা অনুভব করছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমার দেহের যেখানে ব্যথা করছে, সেখানে হাত রেখে তিন বার বলো—

আল্লাহর নামে।	بِسْمِ اللهِ

এরপর সাত বার বলো—

আমি আল্লাহ ও তাঁর অসীম শক্তির কাছে আশ্রয় চাই,	أَعُوْذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ
আমি খুঁজে পাই এবং আশঙ্কা করি এমন প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে।" '[৪]	مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

[১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ৭০১, হাসান।
[২] তিরমিযি, ৩৫০৫, ইসনাদটি সহীহ।
[৩] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ৪/৩২৯, সহীহ।
[৪] মুসলিম, ২২০২।

সেবার মাধ্যমে অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা

[৬৮৭] নবি ﷺ বলেন, "কেউ যদি এমন কোনও রোগীকে দেখতে যায়, যার মৃত্যুর সময়ক্ষণ এখনও আসেনি, এবং সে যদি তার পাশে সাত বার বলে—

আমি মহান আল্লাহর কাছে চাই	أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ
—যিনি আরশের মহান অধিপতি—	رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ
তিনি তোমাকে সুস্থ করে দিন!	أَنْ يَشْفِيَكَ

তা হলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সুস্থ করে দেবেন।" '[১]

ঘুমের মধ্যে অস্থিরতা ও আঁতকে ওঠার প্রতিকার

[৬৮৮] আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পেলে, সে যেন বলে—

আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাক্যসমূহের কাছে আশ্রয় চাই	أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ
তাঁর রাগ ও শাস্তি থেকে,	مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ
তাঁর বান্দাদের অনিষ্ট থেকে,	وَشَرِّ عِبَادِهِ
শয়তানদের উসকানি থেকে	وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ
এবং আমার কাছে তাদের উপস্থিতি থেকে।	وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ

তা হলে, তারা তার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।" '[২]

জ্বরের চিকিৎসা

[৬৮৯] নবি ﷺ বলেন, "জ্বর হলো জাহান্নামের উত্তাপের অংশ; সুতরাং পানি দিয়ে তা ঠান্ডা করো।"[৩]

বিষাক্ত প্রাণীর হুল ফুটানো ও দংশনের চিকিৎসা

১. সূরা আল-ফাতিহা পাঠ করে হুল ফুটানোর জায়গায় থুতু ছিটিয়ে দেওয়া।[৪]
২. সূরা আল-কাফিরূন, আল-ফালাক ও আন-নাস পাঠ করে পানি ও দুধ দিয়ে আক্রান্ত জায়গা মুছে দেওয়া।[৫]

---

[১] আবূ দাউদ, ৩১০৬, সহীহ।
[২] তিরমিযি, ৩৫২৮, হাসান গরীব।
[৩] বুখারি, ৩২৬৪।
[৪] বুখারি, ২২৭৬।
[৫] মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যা-এর মুরসাল বর্ণনা। তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত, ৬/৪১৫/৫৮৮৬, সহীহ।

রাগের প্রতিকার

রাগের প্রতিকার দু' ভাবে হতে পারে:

প্রথম পদ্ধতি: রাগের কার্যকারণ থেকে দূরে থাকা

রাগের কারণসমূহের মধ্যে রয়েছে—অহঙ্কার, আত্মগৌরব, গৌরব, নিন্দিত লোভ, স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে হাসিঠাট্টা, তামাশা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: রাগান্বিত হয়ে পড়লে করণীয়

চারটি কাজ:

১. বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া।[১]
২. ওযু করা।[২]
৩. রাগান্বিত ব্যক্তি যে-অবস্থায় আছে, সে অবস্থার পরিবর্তন করা, যেমন: বসা, শুয়ে পড়া, (ঘর থেকে) বেরিয়ে যাওয়া, কথা বলা থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।[৩]
৪. রাগ দমন করার সাওয়াব এবং রাগের অপমানজনক পরিণাম স্মরণ করা।[৪]

কালিজিরার মাধ্যমে চিকিৎসা

[৬৯০] নবি ﷺ বলেন, "কালিজিরার মধ্যে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের নিরাময় রয়েছে।"[৫]

মধুর মাধ্যমে চিকিৎসা

মৌমাছি প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন—

يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

"এ মৌমাছির ভেতর থেকে একটি বিচিত্র রঙের শরবত বের হয়, যার মধ্যে রয়েছে মানুষের জন্য নিরাময়। অবশ্যই এর মধ্যেও একটি নিশানি রয়েছে তাদের জন্য, যারা চিন্তা-ভাবনা করে।" (সূরা আন-নাহ্ল ১৬:৬৯)

[৬৯১] নবি ﷺ বলেন, "নিরাময় তিনটি জিনিসের মধ্যে: হিজামা অথবা বড় এক ঢোক মধু[৬] কিংবা গরম লোহা দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া (cauterize)। গরম লোহা দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করতে আমি আমার উম্মাহ্-কে নিষেধ করি।"[৭]

---

[১] ২৯৭ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[২] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ৭/৮; আবূ দাউদ, ৪৭৮৪, হাসান।
[৩] আহমাদ, ৫/১৫২, সহীহ্।
[৪] ২৯৬ নং হাদীসের তথ্যসূত্র দেখুন।
[৫] বুখারি, ৫৬৮৮।
[৬] মধুর উপকারিতার জন্য দেখুন: যাদুল মাআদ, ৪/৫০–৬২; মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন বাগদাদি, আত-তিব্ব মিনাল কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ্, ১২৯–১৩৬।
[৭] বুখারি, ৫৬৮০।

জমজমের পানি দিয়ে চিকিৎসা

[৬৯২] জমজমের পানি প্রসঙ্গে নবি ﷺ বলেন, "এটি বরকতময়; এটি ক্ষুধা-নিবারণকারী খাবার ও রোগের ক্ষেত্রে নিরাময়।"[১]

[৬৯৩] নবি ﷺ বলেন, "জমজমের পানি ওই উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়ক, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তা পান করা হবে।" '[২]

[৬৯৪] "নবি ﷺ চামড়ার পাত্রে জমজমের পানি বহন করতেন; তিনি অসুস্থ ব্যক্তির উপর তা ছিটাতেন এবং তাদের পান করাতেন।"[৩]

ইবনুল কাইয়িম বলেন, 'জমজমের পানি দিয়ে চিকিৎসা করতে গিয়ে আমি এর অনেক চমকপ্রদ ফল দেখেছি; অন্যদের অভিজ্ঞতাও একই রকমের। আমি নিজেও কয়েকবার জমজমের পানি দিয়ে আমার কয়েকটি রোগের চিকিৎসা করেছি এবং আল্লাহর অনুমতিক্রমে আরোগ্য লাভ করেছি।'[৪]

আত্মিক রোগের চিকিৎসা

আত্মা তিন ধরনের

১. সুস্থ আত্মা

কিয়ামাতের দিন এ আত্মা নিয়ে না গেলে, আল্লাহর কাছে কেউ রেহাই পাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّـهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾

"যেদিন অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনও কাজে লাগবে না, তবে যে সুস্থ আত্মা নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে তার বিষয়টি ব্যতিক্রম।" (সূরা আশ-শুআরা ২৬:৮৮–৮৯)

সুস্থ আত্মা মূলত ওই আত্মা, যা আল্লাহর আদেশ-নিষেধের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বাসনা থেকে মুক্ত, যেখানে আল্লাহর-দেওয়া সংবাদের বিপরীতে কোনও সংশয় থাকে না। এ আত্মা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও গোলামি থেকে মুক্ত; আল্লাহর রাসূল ﷺ ব্যতীত অন্য কারও ফায়সালা মানতে সে নারাজ। মোটকথা, সুস্থ ও বিশুদ্ধ আত্মা হলো ওই আত্মা যা শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত; ইচ্ছাশক্তি, ভালোবাসা, ভরসা, অনুশোচনা, বিনয়, ভয়, আশা—সব দিক দিয়ে তার গোলামি কেবল আল্লাহর জন্য; তার সকল কাজ আল্লাহর জন্য—ভালোবাসলে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে, ঘৃণা করলে আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, দান করলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে, দান না করলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই বিরত থাকে;

---

[১] মুসলিম, ২৪৭৩।
[২] ইবনু মাজাহ, ৩০৬২, হাসান।
[৩] বুখারি, আত-তারীখুল কাবীর, ৩/১৮৯, সহীহ।
[৪] যাদুল মাআদ, ৪/৩৯৩ ও ১৭৮।

তার চিন্তা, ভালোবাসা, ইচ্ছা, কাজকর্ম, ঘুম, জাগরণ—সবই আল্লাহর জন্য; আল্লাহর কথা এবং আল্লাহর আলোচনা তার কাছে সকল কথার চেয়ে বেশি প্রিয়; তার চিন্তা-চেতনার সব কিছু আচ্ছন্ন করে রাখে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা।[১] আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে এ ধরনের আত্মা চাই।

২. মৃত আত্মা

এটি সুস্থ আত্মার বিপরীত। সে তার রবকে চেনে না; তাঁর নির্দেশের গোলামি করে না; কীসে তাঁর সন্তুষ্টি, কোন কাজ তাঁর পছন্দ—সে এসবের ধার ধারে না; সে বরং নিজের কামনা-বাসনায় ডুবে থাকে, তাতে তার রব যতই রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট হোন না কেন; ভালোবাসা, ভয়, আশা, সন্তুষ্টি, ক্রোধ, সম্মান, অপমান—সব ক্ষেত্রে সে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের গোলামি করে; তার ঘৃণাবোধ, ভালোবাসা, দান, কৃপণতা—সব কিছুর পেছনে সক্রিয় থাকে তার কামনা ও লালসা; প্রবৃত্তি হলো তার ইমাম, লালসা তার নেতা, অজ্ঞতা তার ড্রাইভার, আর উদাসীনতা হলো তার বাহন।[২] আমরা আল্লাহর কাছে এ ধরনের আত্মা থেকে আশ্রয় চাই।

৩. অসুস্থ আত্মা

এমন এক আত্মা, যা জীবিত তবে রোগাক্রান্ত। পরস্পর বিপরীত দুটি বৈশিষ্ট্য তাকে নিয়ে টানাটানি করে; এ টানাটানিতে যে জয়ী হয়, সে তার সঙ্গে থাকে। এর ভেতর একদিকে থাকে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা, তাঁর প্রতি ঈমান ও নিষ্ঠা এবং তাঁর উপর ভরসা—এগুলো হলো এর জীবিত থাকার নিদর্শন। অপরদিকে, এর মধ্যে থাকে লালসার প্রতি ভালোবাসা ও তা চরিতার্থ করার অদম্য আগ্রহ; থাকে হিংসা, অহঙ্কার, আত্মগৌরব, পদ-পদবির লোভ, রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি, ভেতর ও বাইরের দ্বিমুখী আচরণ, মানুষকে দেখানো বা শোনানোর উদ্দেশ্যে ভালো কাজ করার প্রবণতা, লোভ ও কৃপণতা—এ আত্মা যে ধ্বংসের মুখে পতিত, এগুলো তার আলামত।[৩] আমরা আল্লাহর কাছে এ ধরনের আত্মা থেকে আশ্রয় চাই।

আত্মার সব ধরনের রোগের চিকিৎসা মহিমান্বিত কুরআনে রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

"হে লোকেরা! তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে নসীহত এসে গেছে। এটি এমন জিনিস যা অন্তরের রোগের নিরাময় এবং যে তা গ্রহণ করে নেয় তার জন্য পথ-নির্দেশনা ও রহমত।" (সূরা ইউনুস ১০:৫৭)

---

[১] ইবনুল কাইয়িম, ইগাসাতুল লাহ্‌ফান মিন মাসাইদিশ শাইতান, ১/৭ ও ৭৩।
[২] ইগাসাতুল লাহ্‌ফান, ১/৯।
[৩] ইগাসাতুল লাহ্‌ফান, ১/৯।

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

"আমি এ কুরআনে এমন কিছু অবতীর্ণ করছি, যা মুমিনদের জন্য নিরাময় ও রহমত।" (সূরা বানী ইসরাঈল ১৭:৮২)

আত্মিক রোগ দু' ধরনের

আত্মার এক ধরনের রোগ হলো এমন, যেখানে রোগী নগদ কোনও কষ্ট অনুভব করে না; এটি হলো অজ্ঞতা ও সন্দেহ-সংশয়ের রোগ। কষ্টের দিক বিবেচনায় এ রোগ হলো উভয় প্রকারের মধ্যে অধিকতর ভয়ঙ্কর, কিন্তু আত্মা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় রোগী তা অনুভব করে না।

আরেক ধরনের রোগ আছে যেখানে রোগী নগদ ব্যথা অনুভব করে, যেমন দুশ্চিন্তা, পেরেশানি, উদ্বেগ ও ক্রোধ। যেসব কারণে এসব রোগ সৃষ্টি হয়, তা দূর করা-সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক চিকিৎসার আশ্রয় নিলে এসব রোগ দূর হয়ে যায়।[১]

আত্মিক রোগ চিকিৎসার চারটি উপায়

প্রথম উপায়: মহিমান্বিত কুরআন। এটি হলো অন্তরের সংশয়ের জন্য নিরাময়; এটি মনের ভেতরে-থাকা শির্ক, অবাধ্যতার ময়লা, সন্দেহের রোগ-ব্যাধি ও লালসা দূর করে; যে-ব্যক্তি সত্যকে জেনে তা মেনে চলতে চায়, কুরআন তার জন্য পথের দিশা; এটি হলো মুমিনের জন্য করুণা-স্বরূপ এবং ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান লাভের মাধ্যম:

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا

"যে-ব্যক্তি প্রথমে মৃত ছিল, পরে আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তাকে এমন আলো দিয়েছি যার উজ্জ্বল আভায় সে মানুষের মধ্যে জীবন পথে চলতে পারে, সে কি এমন ব্যক্তির মতো হতে পারে, যে অন্ধকারের বুকে পড়ে আছে এবং কোনোক্রমেই সেখান থেকে বের হয় না?" (সূরা আল-আনআম ৬:১২২)

দ্বিতীয় উপায়: আত্মার প্রয়োজন তিনটি জিনিস—

১. এমন কিছু যা তার শক্তি অটুট রাখে, আর তা হলো ঈমান, ভালো কাজ ও উপাসনামূলক ইবাদাত।

২. ক্ষতি থেকে সুরক্ষা, আর তা লাভের উপায় হলো সব ধরনের গোনাহ ও শারীআর বিধান লঙ্ঘন থেকে দূরে থাকা।

৩. কষ্টদায়ক প্রত্যেকটি বস্তু থেকে দূরে থাকা, আর তা সম্ভব হয় তাওবা করা ও (আল্লাহর কাছে) মাফ চাওয়ার মাধ্যমে।

---

[১] ইগাসাতুল লাহ্ফান, ১/৯।

তৃতীয় উপায়: আত্মার উপর প্রবৃত্তির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তার চিকিৎসা করা। এ চিকিৎসা দু' ভাবে হতে পারে:

- কোনও কাজ করার আগে চারটি প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া:
  ১. এ কাজটি কি আত্মার জন্য মানানসই?
  ২. এ কাজটি করা আত্মার জন্য ভালো, নাকি না-করা?
  ৩. এ কাজের মাধ্যমে কি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যাবে?
  ৪. এ কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে যদি অন্যান্য কাজের সহযোগিতা লাগে, তা হলে সহযোগিতা পাওয়া যাবে কি?

এসব প্রশ্নের (ইতিবাচক) উত্তর থাকলে, অগ্রসর হওয়া উচিত, অন্যথায় ওই কাজে কিছুতেই অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।

- (আত্মার উপর প্রবৃত্তির কর্তৃত্বমূলক) কোনও কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে, এর চিকিৎসা তিন ধরনের:
  ১. আল্লাহ তাআলার যে অধিকার যেভাবে আদায় করা উচিত ছিল, সেভাবে আদায়ে কমতি হলে আত্মাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা। (বান্দার উপর) আল্লাহ তাআলার অধিকারসমূহের মধ্যে রয়েছে: একনিষ্ঠতা, ভালো কাজে উদ্যোগী হওয়া এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহ তাআলার বিধিনিষেধের আনুগত্য করে যাওয়া। তার উপর আল্লাহর কী কী অনুগ্রহ আছে, তা পর্যবেক্ষণ করার পর এ বিষয়টি ভেবে দেখা যে, এত কিছুর পরও আল্লাহর বিধিনিষেধ মেনে চলার ক্ষেত্রে তার মধ্যে কী পরিমাণ কমতি রয়েছে।
  ২. যে-কাজ করার চেয়ে না-করা ছিল তার জন্য উত্তম, ওই কাজ সে কেন করেছে—এ বিষয়ে তাকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি করা।
  ৩. যে-কাজ করা বৈধ বা রীতিসম্মত অথচ সে তা করেনি, এরূপ ক্ষেত্রে তার কাছে জবাব চাওয়া। না-করার পেছনে কি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন কল্যাণ উদ্দেশ্য? তা হলে সিদ্ধান্তটি লাভজনক হয়েছে। নাকি দুনিয়ার কোনও স্বার্থে তা করা হয়নি, তা হলে সিদ্ধান্তটি হবে ক্ষতির কারণ।

সারকথা, আত্মাকে প্রথমে ফরজ বিধানাবলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা; তাতে কমতি থাকলে তা পূরণ করার ব্যবস্থা করা। তারপর নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা; তা সংঘটিত হয়ে থাকলে অনুশোচনামূলক প্রত্যাবর্তন (তাওবা) ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা। তারপর সাধারণ কর্মকাণ্ড ও উদাসীনতার ব্যাপারে আত্মাকে প্রশ্নের মুখোমুখি করা।[১]

চতুর্থ উপায়: আত্মার উপর শয়তানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তার চিকিৎসা করা। শয়তান মানুষের শত্রু। তার হাত থেকে মুক্তিলাভের উপায় হলো শারীআ-নির্দেশিত পদ্ধতিতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। নবি ﷺ একটি দুআয় ব্যক্তিসত্তার অনিষ্ট ও শয়তানের

[১] ইগাসাতুল লাহ্ফান, ১/৯।

অনিষ্ট দুটিকে একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। নবি ﷺ আবূ বকর ؓ-কে বলেন, "তুমি বোলো—

হে আল্লাহ! তুমি দৃশ্যমান ও অদৃশ্য—সবকিছুর জ্ঞানী;	اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ
আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা তুমিই;	عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
তুমিই সবকিছুর শাসক ও অধিপতি;	رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ
আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তুমি ছাড়া কোনও সার্বভৌম সত্তা নেই;	أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ
আমার নিজের অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই;	أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ
(আশ্রয় চাই) শয়তানের অনিষ্ট ও তার ফাঁদ[১] থেকে;	وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ
আমি যেন আমার নিজের কোনও মন্দ ডেকে না আনি,	وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِيْ سُوْءاً
কিংবা আমি যেন কোনও মুসলিমের ক্ষতি ডেকে না আনি।	أَوْ أَجُرَّهُ إِلٰى مُسْلِمٍ

সকাল, সন্ধ্যা ও ঘুমানোর সময় এটি পাঠ কোরো।" '[২]

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া, তাঁর উপর ভরসা করা এবং একনিষ্ঠতা বজায় রাখা—এসব উপায়ে শয়তানের কর্তৃত্বকে প্রতিহত করা যায়।

কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার শান্তি ও করুণা বর্ষিত হোক তাঁর বান্দা ও বার্তাবাহক মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, তাঁর পরিবারের সদস্যবর্গ ও সকল সাহাবির উপর এবং তাদের উত্তম অনুসারীদের উপর!

❋ ❋ ❋

[১] অপর এক পাঠে 'শারাকিহী'-এর জায়গায় 'শিরকিহী' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তখন এর অনুবাদ হবে 'তার শির্ক' থেকে।
[২] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ১২০২, ১২০৩, সহীহ।

- কিতাবটির একটি বিশেষ দিক হলো, এখানে প্রতিটি দুআ ও যিকর প্রেক্ষাপট-সহকারে অনুবাদ করা হয়েছে। প্রিয় নবি ﷺ কখন, কেন ও কোন বিষয়কে সামনে রেখে সাহাবায়ে কেরামদের দুআটি বলার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই সোনালি মুহূর্তগুলোর এক বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে ফুটে উঠবে। যার ফলে দুআগুলো বলার সময় আমরা অন্যরকম এক শক্তি অনুভব করব ইন শা আল্লাহ।
- দুআ কবুলের সময়, স্থান, শর্ত ও দুআ কবুল না হওয়ার কারণ এবং যিকর, ওযীফা, রুকইয়া ইত্যাদি বিষয়ের বিশদ বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে; যার কারণে বইটি পুরো বিশ্বে একটি পূর্ণাঙ্গ দুআর বই হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।
- বইটি মুসলিম উম্মাহর কাছে এতটাই সমাদৃত হয়েছে যে, এ যাবৎ বিশ্বের প্রায় ৪০টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

অনুবাদক পরিচিতি

শাইখ জিয়াউর রহমান মুন্সী। জন্ম ১৯৮৪ সালে, কুমিল্লায়। ৫ম শ্রেণীতে বৃত্তি পেয়ে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন তিনি। তারপর হিফযুল কুরআন সম্পন্ন ও কওমি নেসাবের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আলিয়া মাদরাসায় কামিল শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় ২য় স্থান, ফাজিল পরীক্ষায় ১৪তম স্থান অর্জন-সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণী পেয়ে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। বর্তমানে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। মাতৃভাষার পাশাপাশি আরবি, ইংরেজি, উর্দু, ফার্সি প্রভৃতি ভাষায় পারদর্শী তিনি। বিভিন্ন ভাষায় রচিত ইসলামের কালজয়ী গ্রন্থগুলো বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তার অনূদিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে *রাসূলের চোখে দুনিয়া, সীরাতুন নবি ﷺ-১, ২, ৩, জীবিকার খোঁজে, মৃত্যু থেকে কিয়ামাত, আপনার প্রয়োজন আল্লাহকে বলুন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল, বান্দার ডাকে আল্লাহর সাড়া।*

এ ছাড়াও কুরআনের বাংলা অনুবাদের একটি স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন, নবি ﷺ থেকে বর্ণিত সমস্ত হাদীসের অনুবাদ নিয়ে *হাদীস সমগ্র*, বিশদ ব্যাখ্যা ও বিপুল পরিমাণ আয়াত-হাদীস-প্রাচীন আরবি কবিতার উদাহরণ-সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ *আরবি-বাংলা প্রামাণ্য অভিধান* এবং সীরাতের ক্রমধারা অনুযায়ী একটি বৃহদায়তন তাফসীর-গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। আল্লাহ তাআলা তার কাজে বারাকাহ দান করুন। আমীন।